পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ

[কাশ্মীর, অমরনাথ ও তিব্বত ভ্রমণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি

কলিকাতা

কলিকাতা
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি হইতে
ব্রহ্মচারী শান্ত চৈতন্য
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

Printed by
S. DASS B. A.
Singha Printing Works,
34-1B, Badur Bagan Street,
CALCUTTA

সূচী-পত্র

———

১৫	বিজয় মুখার্জি	২৲	১৯	বিশ্বনাথ মুখার্জি	১৲
,,	উমাকান্ত দত্ত	।৹	২০	মিষ্টান্ন ভাণ্ডার	২৲
১৬	৺নিত্যগোপাল চ্যাটার্জি	২৲	২২এ	অবিনাশ ভট্টাচার্য্য	১৲
,,	মৃদুলা ঘোষ	১৲	,,	অমলেন্দু ভট্টাচার্য্য	।/৹
১৭	সুবোধ রায়	১৲	,,	অরুণ ভট্টাচার্য্য	।৹
১৮	বন্দেমাতরম	১০৲	,,	এস, বি, রায় চৌধুরী	।৹
১৮এ	৺মণিলাল মিত্র	৫৲	,,	সুধীর কুমার দেব	১৲
,,	সুশান্ত মিত্র	।৹	,,	অমিয় রায়	২৲
,,	অনন্ত মান্না	।৹	,,	ডাঃ অরুণ বাগচি	২৲
,,	সাধনা মান্না	।৹	,,	শান্তি এণ্ড কোং	১৲

৩	যামিনী ব্যানার্জ্জী	৩৲
,,	শক্তি ব্যানার্জ্জী	২৲
,,	শ্যামা ব্যানার্জ্জী	৫৲
,,	অধীর চক্রবর্ত্তী	১৲
৪	নলিনী শীল	১৲
৫	ক্যালকাটা মডার্ণ ল্যাবরেটরী	৫৲
,,	ভূপেন সোম	১৲
৬	হৃষিকেশ দত্ত	৩৲
,,	রজনী ঘোষ	১৲
৭	ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র	২৲
,,	অতুল কৃষ্ণ ভদ্র	১৲
,,	প্রদ্যোৎ কৃষ্ণ-ভদ্র	১৲
৮	দিলীপ কুমার ঘোষ	২৲
৯এ	বাহাদুর	।০
১০	রঘুনাথ দত্ত	২৲
১১এ	কান্হাইলাল সরকার	১০০৲
১১বি	দ্বীপেন্দ্র বাহাদুর সিং	৫৲
১১সি	শান্তিলাল চ্যাটার্জ্জি	২৲
১১ডি	রাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩৲
১১ই	ফকির চক্রবর্ত্তী	৫৲
১১এফ	ললিত মজুমদার	১৲
১২	কৃষ্ণকুমার নাগ	১৲
১২	ছবি ঘোষ	১৲
১৩	অনিল মল্লিক	১৲
১৩	প্রভাত সেনগুপ্ত	১৲
১৪	হরিহর ব্যানার্জি	১৲
১৪এ	দীপনারায়ণ মুখার্জি	১৲
১৫	শিশির দাস	॥০
১৫	সুধাকৃষ্ণ দাস	॥০
১৫	ডাঃ অবিনাশ দে	১৲
১৫	বাদল ব্যানার্জি	॥০

মুখ বন্ধ

গত ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জুলাই পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দজী বেলুড়মঠ হইতে কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণের জন্য বহির্গত হন। মঠের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার সেবকরূপে স্বামী মনীষানন্দ ও ব্রহ্মচারী ভৈরব চৈতন্যকে নিযুক্ত করেন। ৺ কাশীধাম পর্য্যন্ত সেবকদ্বয় স্বামিজীর সহিত গমন করেন কিন্তু মনীষানন্দজী ও ভৈরব চৈতন্য একত্রে সেবাকার্য্য করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় স্বামিজী ভৈরব চৈতন্যকে স্বীয় সেবকরূপে লইয়া যান। সুদীর্ঘ ছয় মাস কাশ্মীর ও তিব্বতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া স্বামিজী সুস্থ শরীরে ১১ই ডিসেম্বর তারিখে বেলুড়মঠে প্রত্যাগমন করেন। ভ্রমণ কালীন স্বামিজী ও ভৈরব চৈতন্য পৃথক ভাবে নিজ নিজ রোজনামচায় (Diary) তাঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তের উল্লেখ যোগ্য ঘটনাগুলি লিখিয়া রাখিতেন।

মঠে প্রত্যাগমন করিয়া স্বামিজীর রোজনামচা, Tourists' Guide to Kashmir, রাজতরঙ্গিনী, প্রভৃতির সাহায্যে ভৈরব চৈতন্য একটী সুদীর্ঘ ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা করেন। সেই সময়ে স্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় ভৈরব চৈতন্যজীর লিখিত বৃত্তান্তটী পাঠ করিবার সুযোগ পান নাই।

তৎপর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির মুখপত্র 'বিশ্ববাণী' প্রকাশিত হইলে উক্ত ভ্রমণ বৃত্তান্তটী সর্ব্বপ্রথমে ধারাবাহিক ভাবে ইহাতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাতে প্রকাশিত

হইবার সময় স্বামিজী ভ্রমণ বৃত্তান্তের কয়েকটীস্থান পাঠ করিয়া ইহার মধ্যে বহু ভ্রম রহিয়া গিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করেন। কিন্তু সে সময়েও সম্পাদকরূপে পত্রিকার নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তিনি এই ভ্রম-প্রমাদাদির কোন মীমাংসাই করিতে পারেন নাই।

ভ্রমণ বৃত্তান্তটী বিশ্ববাণীতে প্রকাশিত হইবার সময় লেখকের নিকট হইতে ইহার সম্পূর্ণ সত্ত্ব দেড়শত টাকায় ক্রয় করা হয়। এবং ইহার একবৎসর পরে ভ্রমণ বৃত্তান্তটী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার সময় স্বামিজী স্বীয় রোজনামচা ও অন্যান্য মণীষিগণের লিখিত পুস্তকাদির সাহায্যে ইহার আদ্যন্ত সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দেন। পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার মানসে স্বামিজী তিব্বত, চীন, জাপান ও কোরিয়া দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাস, লামাদিগের আচার ব্যবহার, চিকিৎসাপ্রণালী, ক্রীড়া প্রভৃতি কতকগুলি সারগর্ভ বিষয় সংগ্রহ করিয়া পরিশিষ্টরূপে পুস্তকের শেষে সংযোজন করিয়া দিয়াছেন।

পুস্তকখানিকে কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ কারিগণের উপযোগী করিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ভ্রমণকারিগণ ইহা হইতে কথঞ্চিৎ সাহায্য পাইলেও আমাদের শ্রম সার্থক হইয়াছে বোধ করিব।

পরিশেষে একটী বিষয়ের আলোচনা এইস্থানে করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উপনিষদ ও বৌদ্ধযুগে 'পরিব্রাজক' শব্দ কাহাদের উপর প্রযুজ্য হইত—এবং তাহাদের আচার ব্যবহার, বেশ, ভূষা কেমন ছিল এবং বৌদ্ধযুগে 'পরিব্রাজক' ও 'ভিক্ষু' দিগের

মধ্যে কি প্রভেদ ছিল সংক্ষেপে সেই সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

বৈদিক যুগ হইতে ঋষিগণ হিন্দুদিগের জন্য ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও পরিব্রজ্যা—এই চারিটী আশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা—"ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেদ গৃহীভূত্বা বণী ভবেদ্বণীভূত্বা প্রব্রজেৎ।" এতন্মধ্যে পরিব্রাজকের আশ্রম সর্ব্বশেষ। কিন্তু যাহাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিতে থাকিতে বৈরাগ্য (অর্থাৎ পুত্র-বিত্তাদি কামনাযুক্ত সংসারে বিরক্তি) হইয়াছে; অথবা যে কোন অবস্থায় বৈরাগ্য হয় তাহাদের জন্য ভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা আছে; যথা—"ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্বা বনাদ্বা।" "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।"—অথর্ববেদীয় জবালোপনিষৎ। যে দিন বৈরাগ্য হইবে সেই দিনই পরিব্রাজক হইতে পারিবে। পরি-ব্রাজকগণ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাহারা শিখা, যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া মস্তক মুণ্ডন করিতেন এবং কৌপীন, কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া ভিক্ষান্নভোজী হইয়া অথবা মাধুকরীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মোক্ষলাভের জন্য এবং সাধারণ লোকের উপকার করিবার উদ্দেশ্যে নানা দেশ পর্য্যটন করিতেন। এই পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরাই পুরাকাল হইতে হিন্দু ধর্ম্মের প্রচারক (Missionary) ছিলেন। তাঁহারা তপস্যা, সত্যনিষ্ঠা, আত্মসংযম, শম, দম, তিতিক্ষা ও অপরিগ্রহ অভ্যাস করিতেন। একস্থানে অধিক দিন থাকিতেন না। বৃক্ষতল, দেবমন্দির, পর্ব্বত গুহা অথবা নির্জ্জন স্থানে বাস করিতেন। তাঁহারা নিন্দা, স্তুতি, মান, অপমানকে তুল্য জ্ঞান করিয়া এবং কাম, ক্রোধ, লোভ জয় করিয়া তীর্থ স্থান সকল দর্শন

করিবার জন্য ভ্রমণ করিতেন (মনুসংহিতা ৬ অধ্যায়)। বর্ষা কালে একস্থানে অবস্থিতি করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। রাজারা এই সকল পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত পুরুষের উচ্চ আদর্শ হিন্দু সমাজে স্থাপন করিয়া এবং সকল প্রাণীকে অভয় দান করিয়া বিচরণ করিতেন। যাজ্ঞবল্ক্য, শুকদেব, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি এইরূপ পরিব্রাজক ছিলেন।

বৌদ্ধযুগেও ভ্রমণকারী ধার্ম্মিক সন্ন্যাসীগণকেই পরিব্রাজক বলা হইত। পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে দুই শ্রেণীর পরিব্রাজকের উল্লেখ আছে—(১) ব্রাহ্মণ ও (২) অন্যতিত্থিয় পরিব্রাজক। ব্রাহ্মণ জাতি হইতে উদ্ভুত পর্য্যটক সন্ন্যাসী 'ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক' ও অপর বর্ণ হইতে উদ্ভূত সন্ন্যাসী 'অন্যতিত্থির পরিব্রাজক' আখ্যা পাইতেন। পরিব্রাজকগণ অহিংসা, সততা, সরলতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস, শাস্ত্রাধ্যয়ন, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ক্ষমা, আত্মসংযম, তিতিক্ষা, সংসারে অনাসক্তি ও অধ্যাত্মজ্ঞান অভ্যাস করিতেন।

পরিব্রাজক ও ভিক্ষুর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। বিনয় পিটক বর্ণিত শীলানুষ্ঠান ভিক্ষুদিগের অবশ্যকরণীয় ; কিন্তু পরিব্রাজক-দিগের তাহা নহে। পরিব্রাজকদিগের পক্ষে সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ। তাঁহারা এক মুষ্টি অন্ন ও ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন এবং মস্তক মুণ্ডন ও ক্ষৌর কার্য্য তাঁহাদের অবশ্যকরণীয় ছিল না। পরিব্রাজকগণের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে

কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না; তাঁহাদের নানারূপ পরিচ্ছদ ধারণের ব্যবস্থা ছিল। অপর পক্ষে ভিক্ষুগণকে সন্ন্যাস ও সুখভোগে জীবন যাপনের মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে হইত। ভিক্ষুগণের পরিচ্ছদ পরিব্রাজকদিগের পরিচ্ছদ হইতে পৃথক। তাঁহাদিগের কৌপীন, বহির্ব্বাস ও চাদর—এই তিন প্রকার পরিচ্ছদ ব্যবহারের নিয়ম ছিল।

কিন্তু কালের করাল গতিতে ভারতের বিভিন্ন সমাজ ও বিভিন্ন আশ্রম নানা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শুভাগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজকের কথা স্মরণ করিতে বসিলে আমাদের মনে ভস্মমাখা জটাজুটধারী গঞ্জিকা সেবির মূর্ত্তির আবির্ভাব হইত। এবং এইরূপ হইবার যথেষ্ট কারণও ছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার লীলা-সহচরগণের আনীত ধর্ম্মের নূতন আলোকে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থাশ্রমী-গণের জড়ভাব দূরীভূত হইয়াছে—সন্ন্যাসী তাঁহার পূর্ব্ব গৌরবাসন পুনঃপ্রাপ্তির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এবং অপর পক্ষে স্বীয় আশ্রমোচিত ধর্ম্মে পুনঃ নিষ্ঠাবান গৃহস্থাশ্রমীও 'হৃদয় দুয়ার' উন্মুক্ত করিয়া সন্ন্যাসীর প্রাপ্য সেবা ও যত্ন দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন। ভারতের প্রকৃত উন্নতি সন্ন্যাসী ও গৃহস্থাশ্রমীর আদান প্রদানের মধ্য দিয়াই পূর্ব্বকালে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনার স্থান ইহা নহে বলিয়া আমরা এইস্থানেই সমাপ্ত করিলাম। নিবেদনমিতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি
১লা ভাদ্র ১৩৩৬

বিনীত—
ব্রহ্মচারী শান্ত চৈতন্য
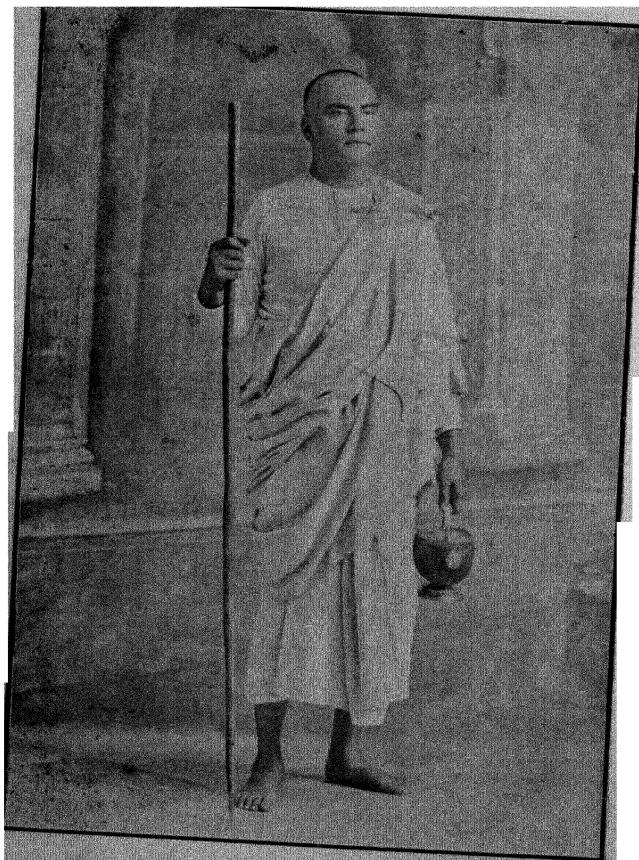
—:০:—

পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ

পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ

(কাশ্মীর ও তিব্বত)

শ্রীনগরের পথে

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভারতের প্রধান প্রধান সকল তীর্থে সাধন ভজন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন; কিন্তু কাশ্মীরে ৺অমরনাথ তীর্থ দর্শন করিবার সুবিধা তাঁহার কখনও হইয়া উঠে নাই, তাই তাঁহার ঐ স্থান দর্শনের ইচ্ছা—আমেরিকায় অবস্থানকালেই বলবতী হইয়াছিল। সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার সে ইচ্ছা অধিকতর বলবতী হয় ও গ্রীষ্মের দুই মাস শিলং পাহাড়ে অতিবাহিত করিবার পর বেলুড় মঠে ফিরিয়া তিনি ১৪ই জুলাই সন্ধ্যায় পাঞ্জাব মেলে কাশ্মীর যাত্রা করিলেন।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় স্বামিজী ৺কাশীধামে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী তুরিয়ানন্দ মহারাজ পৃষ্ঠব্রণ রোগে শয্যাগত। সেই আমেরিকায় একত্রে বেদান্ত প্রচার, আর এই আজ সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে উভয়ের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ! সকলের মন এক অব্যক্ত আনন্দে পূর্ণ হইল; কিন্তু হায়! কে জানিত তখন যে, এই মিলনের আনন্দ ২।৩ দিন পরে চির বিচ্ছেদের শোকের জলে মুছিয়া যাইবে!

সেই দিবস আশ্রমে বিশ্রাম করিয়া স্বামিজী পর দিন ৺সারনাথ (Dear Park) দেখিয়া আসিলেন। এই স্থান কাশী হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ভগবান্ শাক্যসিংহ, বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া, জগতে নির্ব্বাণের উপায়, এই স্থান হইতে সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন। লর্ড কার্জ্জন ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলিকে রক্ষা করিবার নিয়ম করিয়া দিয়া ভারতের যে কতখানি উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহা এইস্থানের যাদুঘর ও খননাদি-কার্য্য (Excavation) দেখিলেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

আধুনিক ৺কাশীধামের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান—হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ইহা দেখিলে ভারতবাসীমাত্রেরই বুকে আশার সঞ্চার হয়; কি বিরাট ব্যাপার এই স্থানে চলিতেছে। যাঁহার মানস-

পটে এই বিরাট কর্ম্মের চিন্তা প্রথম উদিত হয় সেই শ্রীমতী বেসান্তের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বর্ত্তমান ভারত Education line এ যে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ই তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। Engineering College এর Principal Mr. King সাহেব অতি মিশুক লোক। ভারতীয় ছাত্রগণের উপর তাঁহার বিশেষ স্নেহ, এবং তাহাদের উন্নতির জন্য প্রাণপণে খাটিতেছেন। আমরা তথায় উপস্থিত হইলে তিনি স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলি সঙ্গে করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য স্বামিজীকে বলিলেন, "আপনি পঁচিশ বৎসর আমেরিকায় রহিলেন, পঁচিশ দিন অন্ততঃ কাশীতে থাকুন, আমরাও আপনার বেদান্তের কথা শুনি।" কিন্তু এইবারে থাকিলে ৺অমরনাথ দর্শনের বিলম্ব হইয়া যাইবে বলিয়া স্বামিজী শীঘ্র কাশ্মীরে যাইবার প্রয়োজন তাঁহাকে জানাইলেন এবং বারান্তরে আসিয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

সেবাশ্রমে ফিরিবার পথে ৺দুর্গাবাড়ীর নিকট একখানি "বাগিচা" দেখাইয়া স্বামিজী বলিলেন, "ত্রিশ বৎসর আগে সারদানন্দ, সচ্চিদানন্দ যোগানন্দ ও আমি এই স্থানে থাকিয়া সাধন ভজন করিতাম ও মাধুকরী করিয়া খাইতাম।" সেই সময় কে জানিত যে, পাশ্চাত্যদেশবাসী সহস্র সহস্র জ্ঞান

পিপাসুর কর্ণে বেদান্তের মহামন্ত্র শুনাইবার জন্য যুগাবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে এই প্রকারে তৈয়ারী করিয়া লইতেছিলেন।

৺কাশীধামে তিন দিন থাকিয়া স্বামিজী মোগলসরাই ষ্টেশনে Up Punjab Mail ধরিয়া লাহোর যাত্রা করিলেন। রাত্রি প্রায় ২৷৷০ টার সময় হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল; দেখি গাড়ী আলিগড়ে থামিয়াছে। ৫।৬ জন দুধওয়ালা "গরম দুধ" লইবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতেছে; সেই অনুরোধের গোলমালে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। স্বামিজীর দিকে তাকাইয়া দেখি গোলমালে তিনিও জাগিয়াছেন। আলিগড়ে মাখনের কারখানা এত বেশী যে, খাঁটি দুধ মেলা ভার—সব দুধই মাখন তোলা। আমাদের কামরার কেহই সে দুধ লইল না। ভোর ৫টায় আমরা আম্বালা Cantonmentএ আসিয়া পৌছিলাম।

এই স্থানে E. I. Ry. ছাড়িয়া N. W. Ry.এর গাড়ী ধরিয়া লাহোর যাইতে হয়। গাড়ী প্রস্তুতই ছিল। আমরা মাল পত্র তাহাতে তুলিয়া দিলাম। কিছু খাদ্য দ্রব্যের সন্ধানে সেখানে চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া আসিলাম, কিছুই মিলিল না। Platformএ দুই ব্যক্তি কি বেচিতেছিল। তাহাদের একজন "হিন্দু আণ্ডা" ও অপরে "মুসলমান আণ্ডা" বলিয়া চীৎকার শব্দে Stationটী মুখরিত করিতেছিল। আমাদের কামরার সম্মুখে

একজন শিখ যাত্রী কিছু "হিন্দু আণ্ডা" কিনিলেন, আমরা কৌতূহল-বশতঃ জানালা দিয়া জিনিসটা কি দেখিতে লাগিলাম। দেখি, একটী হাঁসের ডিম ও তাহার সহিত কিছু নুন ও গোল-মরিচের গুঁড়া।

আমাদের গাড়ী বেলা আন্দাজ ১২টার সময় লাহোরে পৌঁছিল। পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আসিতেছেন জানিতে পারিয়া পূর্ব্বাহ্নেই কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য Stationএ উপস্থিত ছিলেন। লাহোর Stationটী খুব বড়। এখানকার একটী বন্দোবস্ত স্বামিজীর খুব সুন্দর লাগিল। Station হইতে প্রায় ১০০ হাত দূরে গাড়ী, মোটর, টাঙ্গা প্রভৃতির Stand; যাত্রী আসিলে পুলিশ বংশীধ্বনি করিবে ও একখানি গাড়ী আসিবে, গাড়োয়ানের সঙ্গে দর কসাকসি নাই, সব রেট বাঁধা। ইহা যে কতখানি সুবিধা তাহা কলিকাতার শ্যামবাজার প্রভৃতি স্থানের গাড়ীর আড্ডায় যাহারা অন্ততঃ একবার গাড়ীভাড়া করিতে গিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন।

লাহোরে স্বামিজী শ্রীসুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় Advocate মহাশয়ের বাটীতে উঠিলেন। তাঁহার যত্ন ও অমায়িকতার কথা আমরা এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। লাহোরে এই সময় ভয়ানক গরম। দুইটি টাঙ্গার ঘোড়া পথে গরমে সর্দ্দিগর্ম্মি

হইয়া মারা যাইল এই সংবাদ আসিল। সে উৎকট গরম যে বিভীষণ তাহা বাংলাদেশের লোককে (সেই স্থানে লইয়া না গেলে) বুঝান কঠিন। আমাদেরও গরমে প্রাণ আইঢাই করিতে লাগিল ; তাই সাহদারা, জুম্মা মস্‌জিদ, সালেমার বাগ, ঠাণ্ডি সড়ক প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান প্রধান স্থান দেখিয়া লইয়াই আমরা পরদিবস রাওলপিণ্ডি যাত্রা করিলাম। স্বামিজী বলিলেন, "গরম কমিলে, কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া লাহোরে অনেক দিন থাকা যাইবে।"

N. W. রেলপথে বেড়ান বড়ই আনন্দের। এমন সুন্দর পার্ব্বত্য দৃশ্য অন্য কোন রেলে নাই, কত ঝরণা, কত উপত্যকা, কত ট্যানেল পার হইয়া আমরা বেলা প্রায় ১০টার সময় রাওলপিণ্ডি পৌঁছিলাম। এই স্থানে শ্রীনগর ও কাশ্মীরের অন্যান্য স্থানে যাইবার জন্য মোটরকার, বাস্, টাঙ্গা, ডাণ্ডি প্রভৃতি ভাড়া পাওয়া যায়। মোটরকারে শ্রীনগর যাইতে সাত ঘণ্টা সময় লাগে ও ৪ জন যাত্রীর জন্য মোট ১০০৲ টাকা ভাড়া লয়, কিন্তু মালপত্র বেশী লইতে দেয় না, যৎসামান্য কিছু মাল সঙ্গে লইয়া বাকি মাল বাসে চাপাইয়া দিলে উহা তিন দিন পরে শ্রীনগরে আসে। মোটর-লরি তিন দিনে এবং টাঙ্গা ছয় দিনে শ্রীনগর পৌঁছে। প্রত্যেক যাত্রীর জন্য লরির ভাড়া ৮৲ হইতে ৩০৲ টাকার মধ্যে এবং টাঙ্গার ৮৲ [illegible]

টাকার মধ্যে। সময়ে সময়ে লোক বেশী হইলে বা পথ খারাপ থাকিলে যাত্রীদের তিন চারি দিন রাওলপিণ্ডিতে পড়িয়া থাকিতে হয়, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের পড়িয়া থাকিতে হয় নাই, গাড়ী হইতে নামিয়াই দেখি একটি বাস শ্রীনগরে যাইবার জন্য Station এর নিকটে প্রস্তুত রহিয়াছে। স্বামিজী বাসের মালিকের সহিত ভাড়া ঠিক করিয়া টাকা অগ্রিম দিয়া দিলেন ও মালপত্র উঠান শেষ হইলে কিঞ্চিৎ জলযোগের জন্য আমরা অন্যত্র গমন করিলাম। এই স্থানে আহারের কোন অসুবিধা নাই; বৃহৎ বাজার, Hotel ও Refreshment room আছে। ৺কালী বাড়ীতে কেহ প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা করিলে পাইতে পারেন। আমাদের বাসের ভিতরের প্রত্যেক সিটের ভাড়া ১৫৲ টাকা এবং সম্মুখের ভাড়া ২২৲ টাকা। এই সময়ে অমরনাথ যাত্রার ভিড় বলিয়া ভাড়া এত বেশী হইয়াছে নচেৎ বৎসরের অন্যান্য সময় উহা ৮।১০৲ টাকার অধিক হয় না। বাসে মালের ভাড়া প্রত্যেক মনে ৮৲ টাকা দিতে হয়, কিন্তু প্রত্যেক যাত্রী আধ মন মাল বিনা ভাড়ায় সঙ্গে লইতে পারে।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা ফিরিয়া দেখি, ইতঃপূর্ব্বে বাস্-ওয়ালা যে Seatটি স্বামিজীকে ২২৲ টাকায় বেচিয়া অগ্রিম টাকা লইয়াছিল, তাহাই আবার অন্য আর একজন সাহেবকে ৩৫৲ টাকায় বেচিয়াছে। সাহেবটি (Major Skinner) খুব

ভদ্রলোক, সকল ব্যাপার শুনিয়া, বাসওয়ালাকে খুব তিরস্কার করিলেন ও নিজে সরিয়া গিয়া অন্য Seatএ বসিলেন। বাস্ বেলা ১২টার সময় ছাড়িবার কথা ছিল, কিন্তু ছাড়িল ঠিক বৈকাল ৪টায়। এই দেশের লোকেরও কথা বাংলা দেশেরই মত! আমাদের বাসের ভিতর ২০ জন উদাসী সাধু উঠিয়াছিলেন তাঁহাদের গাঁজা টানার ধুম ও হরিধ্বনির চীৎকারে রাস্তার লোকেরা আমাদের বাস্খানির ভিতর যে একটা কিছু বিশেষত্ব আছে তাহা অনুভব করিতেছিল।

"রাওলপিণ্ডি" হইতে "বারকাও" গ্রাম পর্য্যন্ত সাড়ে তের মাইল; পথ বেশ সমতল কিন্তু "ছত্তর" নামক গ্রামের নিকট ও শেল গ্রামের সেতুর পরপার হইতে পথে বড় খারাপ "চড়াই" ভাঙ্গিতে হইল। "ছত্তর" গ্রামে বাস থামাইয়া সরকারী কর্ম্মচারিগণ প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে ।/০ আনা হিসাবে পথকর আদায় করিল। এই স্থানের "চড়াই"এর পথটী মনোহর পার্ব্বত্য দৃশ্যপূর্ণ ও বরাবর বনের মধ্য দিয়া গিয়াছে, "ত্রেত" নামক গ্রামে আসিয়া বাসের ইঞ্জিনে শীতল জল ভরিতে হইল। কারণ এত পথ ক্রমাগত চড়াই করিয়া ইহা অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছিল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার অল্প পরেই আমরা "মারি" বা "কুমারী" নামক পার্ব্বত্য সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানটী রাওলপিণ্ডি হইতে ৩৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত, আজ

রাত্রি এই স্থানেই অতিবাহিত করিতে হইবে। কারণ রাত্রে এই পথে গরুর গাড়ী ব্যতীত অন্য কোন গাড়ী চলিবার নিয়ম নাই, দিবসে ইহার উল্টা নিয়ম, এই স্থানে পৌঁছিয়া আমাদের অত্যন্ত শীত বোধ হইতে লাগিল। কারণ স্থানটী সমুদ্র তট হইতে ৭০০০ ফিট উৰ্দ্ধে অবস্থিত, মারির যে স্থানে বাজার সেই স্থানকে Sunny bank (৬,০৫০ ফিট উচ্চ) কহে। মারিতে অসংখ্য শ্বেতাঙ্গ নরনারী গ্রীষ্মবাস করিয়া থাকেন। সেইজন্য ইহাকে এই প্রদেশের দার্জ্জিলিং বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাজারে একটি মাড়োয়ারীর দোকানে আমরা রাত্রি যাপন করিলাম।

প্রাতঃকালে উঠিয়া জলযোগান্তে পুনঃ রওনা হওয়া গেল। নানা নদী, বন পার হইয়া নানা অধিত্যকা উপত্যকা অতিক্রম করিয়া আমরা British ভারতের সীমান্ত প্রদেশ "কোহালায়" উপনীত হইলাম। তখন বেলা প্রায় একটা। স্থানটী মারি হইতে ২৯৷৷০ মাইল উত্তরে এবং সমুদ্র তট হইতে ১৮৮০ ফিট উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। এই স্থান এত উৰ্দ্ধে অবস্থিত হইলেও গ্রীষ্মকালে এখানে অত্যন্ত গরম পড়ে, এমন কি সময় সময় উত্তাপ ১১৫° ডিগ্রী পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। এই স্থানে বিতস্তা নদী খুব খরস্রোতা; একটী সুন্দর লৌহ নির্ম্মিত ঝোলান সেতুর উপর

দিয়া নদীটি পার হওয়া গেল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় এই স্থানের প্রাচীন সেতুটি নষ্ট হইয়া যাওয়ার পর কাশ্মীর মহারাজা বর্ত্তমান সেতুটি নির্ম্মান করিয়া দিয়াছেন। নদীর পর পারে প্রত্যেক যাত্রীর নাম, ধাম, শ্রীনগর যাইবার উদ্দেশ্য এবং কত দিনে ফিরিবেন ইত্যাদি লিখিয়া লইয়া পুলিশ কর্ম্মচারিগণ প্রত্যেকের মালপত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিল ও প্রত্যেকের নিকট হইতে ।/০ আনা হিসাবে পথকর আদায় করিল। ইহা কাশ্মীর মহারাজের প্রাপ্য। এই স্থানে দোকান পাট সুবিধামত নাই। একটি ক্ষুদ্র বাজার আছে। দোকানদারগণ অধিকাংশই মুসলমান। এই স্থানের ডাকবাংলোটি খুব বড় ও বন্দোবস্ত খুব ভাল। এত বড় ডাকবাংলো এই পথে আর কোথাও নাই। এই স্থানে আহারাদি করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিবার পর আমরা পুনরায় যাত্রা করিলাম। এই স্থানে আসিয়া পর্য্যন্ত আমাদের খুব গরম বোধ হইতেছিল। এক্ষণে বাস্ চলিতে আরম্ভ করিলে, শীতল বাতাস গায়ে লাগায় আমরা অনেকটা শান্তি লাভ করিলাম। এই শান্তি কেবল সম্মুখের Seatএর যাত্রীরাই পাইয়া থাকেন। যাঁহারা বাসের ভিতরের Seatএ বসেন তাঁহাদের ধুলায়, গরমে ও ঝাঁকুনিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। চারিদিকে
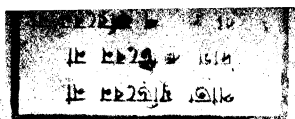
জঙ্গলপূর্ণ পর্ব্বতের দৃশ্য অতি মনোহর বোধ হইতে [illegible]গেল। "ছত্তরের" নিকট আঁকা বাঁকা পথ দিয়া [illegible]মরা ক্রমাগত নিম্নে নামিতে লাগিলাম। এত বড় [illegible]ংরাই" এ পথে আর নাই। বাস্ চালক ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া দিয়া কিছু পেট্রোলের সাশ্রয় করিল। ঢালু পথ পাইয়া বাস্ আপনি চলিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমাগত ৭॥০ মাইল চলিয়া অবশেষে আমরা একটী বৃহৎ নদীর উপরস্থ একটী সুন্দর সেতুর নিকট আসিয়া পড়িলাম। এই স্থানটীর নাম "তুলাই," সমুদ্রতট হইতে এই স্থান ২০২৩ ফিট উচ্চ। এই স্থানে একটী সুন্দর ডাকবাংলো রহিয়াছে, তথায় পথিকদিগের আহার ও বাসস্থানের সকল বন্দোবস্ত আছে। পথ এই স্থান হইতে বরাবর পাহাড় কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে স্থানেস্থানে বর্ষাকালে পাহাড় ধসিয়া পড়ার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। "মজাফরাবাদের" নিকট "কারনাল" নামক একটী ১৪০০০ ফিট উচ্চ পাহাড়ের মাথায় সুন্দর বরফ জমিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। পাহাড়ের মাথায় বরফ জমা বিশেষতঃ এত নিকটে দেখিয়া স্বামিজী আনন্দিত হইলেন। তুলাই হইতে দোমেল ৯॥০ মাইল। বৈকাল ৪॥০ ঘটিকায় আমরা "দোমেলে" আসিয়া পৌঁছিলাম। বাসের ইঞ্জিন এত পথ চলিয়া পুনরায় গরম হইয়া উঠাতে সরকারী

ডাকবাংলোর নিকট দাঁড় করান হইল ও তাহার গরুগুল ফেলিয়া দিয়া চালক শীতল জল পূর্ণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে যাত্রীরা অনেকেই জলযোগের জন্য বাজারের দিকে চলিয়া গেল, স্বামিজীও চা পান শেষ করিয়া আসিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। এই স্থানটি ২,১৭১ ফিট উচ্চে অবস্থিত। একটি ডাকঘর, দাতব্য চিকিৎসালয় ও বাজার এই স্থানে রহিয়াছে। অদূরে কৃষ্ণগঙ্গা ও বিতস্তা মিলিত হইয়াছে বলিয়া এই স্থানকে "দোমেল" কহে। এই স্থান হইতে বিতস্তা পূর্ব্ব বাহিনী হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আমরা পুনরায় যাত্রা করিলাম। প্রায় দেড় মাইল পথ আসিয়া আমরা মজাফরাবাদের প্রাচীন শিখ দুর্গ ও মন্দির দেখিতে পাইলাম। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন শিখগণ কাশ্মীরের "সোপোর" নামক স্থান জয় করিয়া ঐ স্থানে বাস করিতেছিলেন তখন এই প্রদেশে "বমবাস" প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতিগুলি তাঁহাদিগকে ঐ প্রদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু সফলকাম হইতে পারে নাই।

এই স্থানেই "আবটাবাদ" ও "মারি" যাইবার পথ দুইটী মিলিত হইয়াছে। স্বামিজী বাস হইতে ঐ পথটী দেখাইয়া দিলেন। উহা নদীতট হইতে ১৫০০ ফিট উপর দিয়া

পাহাড়ের গা বাহিয়া গিয়াছে। উহা বাস্ হইতে কতক গুলি উচ্চ পাহাড়ের বক্ষে ফাটা ফাটা দাগের মত মনে হইতেছিল। শীতকালে এই দিকের অধিকাংশ পথই তুষার পড়িয়া বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু ঐ পথটি কখনও বন্ধ হয় না।

আমাদের বাস্ ঘণ্টায় ১২ মাইল হিসাবে ছুটিতেছিল ক্রমেই সম্মুখস্থ উপত্যকার দৃশ্য মনোহর দেখাইতে লাগিল প্রথম দর্শনে উহাকে সংকীর্ণ মনে হইয়াছিল, কিন্তু যতই উহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম ততই উহা বিস্তীর্ণ আকার ধারণ করিতে লাগিল। এই স্থানে খুব ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবাহিত থাকায় আমাদের খুব শীত বোধ হইতে লাগিল। এই স্থানে, পথে একটি বাঁক আছে, বাঁকটি ঘুরিতেই আমরা সম্মুখে অন্য আর একখানি বাস আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। উহা শ্রীনগর হইতে রাওলপিণ্ডি ফিরিতেছে—দেখিতে দেখিতে উহা আমাদের বাসের অতি নিকটবর্ত্তী হইল। আমাদের চালক হর্ণ দিয়া উহাকে থামিতে ইঙ্গিত করিল। কিন্তু উহার ব্রেক ছিল না, সজোরে আসিয়া আমাদের বাস্‌খানিকে ধাক্কা মারিল। সুখের বিষয় কোন প্রাণহানি হইল না কিন্তু আমাদের বাস্‌খানি খুব জখম হইয়া গেল। সে বাস্‌খানির বিশেষ

কিছু হইল না, কিয়ৎক্ষণ কথা কাটা কাটির পর সেখানি চলিয়া গেল। অগত্যা এই স্থানেই আমাদের বাস্‌খানি দাঁড়াইয়া রহিল। চালক কামার ও মিস্ত্রি ডাকিয়া আনিয়া মেরামত আরম্ভ করিয়া দিল। সুখের বিষয় এই পথের সমস্ত পল্লী ও বাজারে কামার ও কারিকর পাওয়া যায়। মেরামত করিতে রাত্রি অধিক হইয়া পড়িল। অন্যান্য যাত্রিগণ বাজার হইতে আহারাদি সারিয়া কেহ বাসের ভিতর, কেহ উপরে, কেহ পথপার্শ্বে কেহ কোন দোকানে শয়ন করিয়া রহিল। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই ডাক-বাংলোয় থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম; সামান্য বিছানাপত্র লইয়া তথায় রাত্র যাপন করিতে চলিলাম।

এই অঞ্চলের সমস্ত পথেরই একধারে উচ্চ পর্ব্বত অপরধারে প্রায় আধ মাইল নীচু খাদ, কত লরি মোটরকার অসাবধান হইয়া চলার ফলে সে খাদে পড়িয়া বিনষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিশেষতঃ এই পার্ব্বত্য পথে বাঁকগুলি একেবারে ইংরাজি (U) অক্ষরের ন্যায় বক্র বলিয়া ধাক্কা লাগিবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই সকল কারণে এই পথে ভ্রমণকারিগণের উচিত (১) পথে সর্ব্বদা হর্ণ দিতে দিতে আসা (২) নূতন চালক গাড়ীতে না রাখা (৩) ব্রেক খারাপ অবস্থায় গাড়ী পথে বাহির না

করা। যাহা হউক আমরা অল্প দূরবর্ত্তী “গারি” নামক পল্লীর ডাকবাংলোয় আসিয়া পৌঁছিলাম ও আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। দোমেল হইতে গারি চৌদ্দ মাইল (২,৬২৮ ফিট উচ্চ)। রাত্রে খুব শীত পড়িল। গ্রীষ্মকালে এখানে মশক ও ম্যালেরিয়ার উপদ্রব বিশেষ হইয়া থাকে।

প্রাতে আমরা চা পান সমাপ্ত করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম। দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নদী তীর ছাড়িয়া একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের নিকট দিয়া যাইতে লাগিলাম। কিয়ৎদূর এই পথে যাইয়া আমরা পুনরায় নদীতীর প্রাপ্ত হইলাম। এই স্থানটি সমুদ্রতট হইতে ৩০০০ ফিট উচ্চ। দুই একটি “চানার” বৃক্ষ ইতস্ততঃ দেখা যাইতে লাগিল। “হাতিয়ান” নামক গ্রামের পর হইতে চারিদিকের পাহাড়ের গায়ে বড় বড় পাথর পতনোন্মুখ অবস্থায় বহুকাল হইতে ঝুলিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। এতক্ষণ পথে যে সকল পাহাড় দেখিয়া আসিতেছিলাম সেগুলি মাটি ও পাথর মিশ্রিত ছিল এই স্থানের অধিকাংশ পাহাড়ই কেবল পাথরের এবং ছোট বড় নানা আকারের নুড়ি পূর্ণ। কিয়ৎদূরে “কারনাল” উপত্যকায় যাইবার একটী পথ ও ঐ রাস্তার উপর একটী সুন্দর ঝোলান সেতু রহিয়াছে। এইস্থানে চীড় (দেবদারু) গাছ অসংখ্য জন্মিয়া থাকে। সকল গুলিই

লম্বা সরু পাতাযুক্ত (Longi folia)। নদীর অপর পারে একটী শিখতুর্গের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বলিখিত পার্ব্বত্য জাতিদের সহিত যুদ্ধে শিখদিগকে এইস্থলে একবার ভীষণরূপে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। পাহাড়িরা গভীর রাত্রে পাহাড়ের উপর হইতে বড় বড় পাথর গড়াইয়া দিতে আরম্ভ করে ও তরবারী হস্তে হঠাৎ আসিয়া শিখসৈন্যগণকে আক্রমণ করে। শত শত শিখ এই যুদ্ধে প্রাণ হারায়। এই স্থানের অল্পদূরেই "চেনারির" ক্ষুদ্র বাজার রহিয়াছে। এক মাইল দূরে একটী সুন্দর জলপ্রপাত আছে, এই স্থানের পথটি বহুবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। উপরের পাহাড়টি প্রায়ই ধ্বসিয়া পড়ে। পূর্ব্বে এই স্থানে "চাকোটি" নামক ডাকবাংলো ছিল। উহা ১৯১৪ সালে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই স্থানটি ৩৬৯৩ ফিট উচ্চ। এই স্থানে নদীর উপর একটি পুরাতন ধরণের ভূর্জ্জশাখা ও দড়ি নির্ম্মিত ঝুলা পোল রহিয়াছে। উহা নদীর জল হইতে ৩০০ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। নিকটেই একটি ক্ষুদ্র সমতল ভূমি। সমতল ভূমি এ অঞ্চলে অতি বিরল, কিন্তু চারিধারের পার্ব্বত্য দৃশ্য অতীব নয়নরঞ্জক।

"চেনারি" গ্রামখানি 'গারি' হইতে ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত, ইতঃপূর্ব্বে পথে অনেকগুলি জলপ্রপাত দেখিয়াছিলাম। কিন্তু

শ্রীনগরের পথে আমাদের লরী

এই স্থান হইতে পথের এক দিকে কেবল উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী ও অন্য দিকে অতি গভীর খাদ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। বহু বার আঁকা বাঁকা পথে মোড় ফিরিতে ফিরিতে আমাদের বাস্ চলিতে লাগিল। বিতস্তা নদীটী এই অতি উচ্চ স্থান হইতে সরু সূতার মত দেখা যাইতেছে। এই স্থানের পথটী বড় বড় পাথর কাটিয়া ও ডিনামাইট দিয়া পাথর উড়াইয়া দিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। অনেক স্থানে পাহাড়ের গায়ে ডিনামাইট পোড়ার চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। এই পথটী করিতে অনেক কুলি ও মজুরের প্রাণ গিয়াছে। কিছুদূরে এক বৃহৎ লৌহের সেতু রহিয়াছে। প্রথমে এই পথের সকল সেতু কাঠের ছিল, এখন সকল গুলিকেই লৌহের করা হইয়াছে। "বরমভাত" নামক স্থানে বড় বড় পাহাড় ধসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে দেখা যাইতে লাগিল। এই স্থান দিয়া টাঙ্গা অনেক সময় চলিতে পারে না। বর্ষাকালে উপর হইতে বড় বড় পাথরের চাঁই খসিয়া পথের উপর পড়ে। সেইজন্য সেই সময় এই পথ দিয়া চলাফেরা বড়ই বিপজ্জনক। "উরির" নিকট একটী ক্ষুদ্র ময়-দানে একটী দুর্গ রহিয়াছে। স্থানীয় পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। ময়দানটী নদীতট হইতে ৩০০ ফিট উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত, এই স্থান হইতে "পুঞ্চ" রাজ্যে গমন করিবার পথ বাহির হইয়া গিয়াছে। "উরি" গ্রামখানি ৪৩৭০ ফিট্ উচ্চ ভূমিতে অব-

স্থিত। পূর্ব্বে "উরি" খেতাবধারী একজন মুসলমান রাজা এই স্থানে রাজত্ব করিতেন বলিয়া এ স্থানের ঐ প্রকার নাম-করণ হইয়াছে। দুর্গ টীর নিকটে একটী ছোট ঝোলান সেতু রহিয়াছে। পথের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাঠ দেখা যাইতেছে, মাঠগুলির একদিক পাহাড়ের সহিত সংলগ্ন ও অপর দিক খুব ঢালু। এই স্থানে যথেষ্ট ভল্লুক বাস করে এবং ইহার নিকটেই একটী নালা আছে তথায় "মারখর" নামক এক প্রকার পশু বিস্তর বাস করে। সেই জন্য অনেক সাহেব শিকারী এই স্থানে শিকার করিতে আসিয়া থাকেন। "চেনারি" হইতে "উরি" ১৮ মাইল দূর। আমাদের আসিতে দুই ঘণ্টা সময় লাগিল। "হাজিপীর" নামক একটী পাহাড়ের উপর দিয়া "পুঞ্চ" রাজ্যের পথটী অতি সুন্দর দেখাইতে লাগিল। পথটী এত সরু যে, কোন গাড়ী চলিতে পারে না, কেবল ঘোড়া যাইতে পারে। এই পথের কিয়ৎদূর হইতে উপত্যকা ভূমি পুনরায় সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পথের দুই ধারে কতকগুলি বেলে পাথরের, কতকগুলি খড়ি পাথরের এবং কতকগুলি হল্‌দে ও বেগুনে রং মিশান পাথরের পাহাড় রহিয়াছে। আমাদের চারিদিকেই পীর-পঞ্জালের সুদৃশ্য বনভূমির পথটী ক্রমাগত ঢালু হইয়া যাইতেছে। "ব্রাণকুত্রি" নামক গ্রামে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। এই স্থানের দৃশ্য অতি চমৎকার। মনে হইতেছে

বুঝি প্রকৃতি দেবী নানা জাতি ফুল দিয়া গিরিরাজকে পূজা করিয়া গিয়াছেন। চারিদিকে ফুলগাছ, ঝরণা, বন, উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ ও তুষারশ্রেণী থাকিয়া স্থানটীর দৃশ্য অতীব মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। নিকটেই একটী Electric Power House বা "বীজ্‌লী ঘর" রহিয়াছে। এই সুবৃহৎ Power House হইতে সারা কাশ্মীর রাজ্যে Electricity বা বীজলীর আলো সরবরাহ হয়। ইহা জলের চাপে আটখানি চাকা (Turbine) দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে। ইহা একটী দেখিবার মত স্থান সন্দেহ নাই। এত বড় Hydrolic Power House বোধ হয় অনেক দেশেই নাই। নিকটে অনেকগুলি কৃষ্ণবর্ণের পাহাড় গগন ভেদ করিয়া সদর্পে দাঁড়াইয়া আছে। ইহার অল্প দূরেই "রামপুর" বস্তি। স্থানটী খুব রমণীয় ও স্বাস্থ্যকর। ইহা উচ্চতায় সমুদ্রতীর অপেক্ষা ৪৮৪২ ফিট্ অধিক। "উরি" হইতে এই স্থান ১৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্থান হইতে পথ অপেক্ষাকৃত সমতল। রামপুর হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী "বানিয়ার" নদী অতিক্রম করিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। নিকটে একটী করাতের কারখানা ও একটী ক্ষুদ্র বাজার পার হইলাম। এই স্থানে একটী মোড় ঘুরিতেই দেখি সম্মুখে একখানি মোটরকার, কিন্তু কোন দুর্ঘটনা হইল না কারণ চালক আমাদের মোটরের হর্ণ শুনিতে পাইয়া

ৰামদিকে সরিয়া গিয়াছিল এবং গতি কম করিয়া দিয়াছিল। যদি হর্ণ না শুনিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুইটাতে ধাক্কা লাগিত কারণ পথ খুব সরু। যে সকল ইঞ্জিনিয়ার এই পথটী মেরামত করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের একটী শাখা অফিস ও বিশ্রামগৃহ এই স্থানে রহিয়াছে। অনতিদূরে পাহাড়ের বড় বড় ভগ্নাংশ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। এইগুলি পুরাকালে তুষার নদীর (Glacier) চাপে পাহাড়ের চূড়া হইতে খসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। আরও কিছুদূর যাইয়া আমরা "ভানিয়ার" নামক একটী সুন্দর প্রাচীন মন্দির দেখিতে পাইলাম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেওয়ান "কৃপারাম" ইহার উদ্ধার সাধন করেন। ইহা দেখিলে পুরাকালে এদেশে হিন্দুরা কিরূপ মন্দির নির্ম্মাণ করিত তাহার আদর্শ পাওয়া যায়। ইহার অল্প দূরেই "নও-সেরা" নামক গ্রাম ও একটী প্রাচীন তুর্গ রহিয়াছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৩০এ মে তারিখে ভীষণ ভূমিকম্পে এই গ্রামখানির অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছিল। এই স্থানের অল্প দূরেই বিতস্তার উপত্যকাভূমি পুনরায় খুব বিশালাকার ধারণ করিয়াছে। পথের বামদিকে অতি নীচু খাদ রহিয়াছে। খাদের নীচে তাকাইলে মাথা ঘুরিয়া আসে। খাদটী এত নীচু যে তলদেশের বৃক্ষ-সকলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের মত মনে হইতেছে। এই স্থান

হইতে পথটী ক্রমশঃ উপরদিকে উঠিয়া গিয়াছে। পথের সর্ব্বোচ্চ স্থান হইতে নিম্নের উপত্যকার দৃশ্য অতি সুন্দর। চারিদিকের পাহাড়ের গায়ে বাগানের মত চীড় (দেবদারু) বৃক্ষের বন দৃষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে বাগানের মাঝে লুকাইত পাহাড়ী গ্রাম। দুই এক স্থানে মাঠ ও ঝরণা রহিয়াছে। চারিদিকে কেবলই পাহাড় দেখিতেছি ইহার কোন্ দিক দিয়া যে আমরা প্রবেশ করিলাম বা কোন্ পথে বাহির হইয়া যাইব কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। দূরে উত্তরে, ঐ যে সকল বরফাবৃত পাহাড় দেখা যাইতেছে ঐগুলির মধ্যস্থলের উপত্যকায় ভূস্বর্গ কাশ্মীরের প্রধান সহর "শ্রীনগর" অবস্থিত। ক্রমেই শ্রীনগর যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল আমাদের উৎকণ্ঠাও ততই বাড়িতে লাগিল। দূরে তুষার ধবল "নাংগা" পর্ব্বত (২৬,৯০০ ফিট্) ও "হরমুখ" পর্ব্বত (৬,৯০০ ফিট্) অতি সুন্দর দেখা যাইতেছে। দক্ষিণে "গুলমার্গের" অভ্রভেদী পর্ব্বত সকল সদর্পে উন্নতশিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অদূরে "কোলোহাই" পর্ব্বতটী (১৮০০০ ফিট্) দেখিয়া মনে হইতে লাগিল ঠিক যেন একটী বৃহৎ সিংহ বিশাল বপু লইয়া শুইয়া রহিয়াছে এবং তাহার মুখের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র মেষ শাবক বসিয়া রহিয়াছে। ক্রমে আমাদের বাস্ "বরামূলা" সহরে আসিয়া উপনীত হইল। বাস্ থামিলে আমরা নামিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম, এই স্থানটী রামপুর
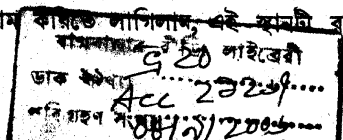
হইতে ১৬ মাইল। উচ্চতা ৫১৯৩ ফিট। একটী রোমান ক্যাথলিক মিশন স্কুলের সম্মুখে বসিয়া স্বামিজী স্থানটীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরাশি উপভোগ করিতে লাগিলেন। পার্শ্বেই গুলমার্গ সহরে যাইবার একটী পথ রহিয়াছে। আমাদের বাসে দুইটী শিখ যুবক ছিলেন। তাঁহারা গুলমার্গ যাইবেন। রাওলপিণ্ডি হইতে আমাদের পার্শ্বে সম্মুখের Seat এ বসিয়াই বরাবর আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে স্বামিজীর সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হওয়ায় বেশ আলাপ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের একজনের নাম কালওয়ান্ত সিংহ, লাহোরে বাড়ী। গুলমার্গে তাহার ভগ্নিপতি জঙ্গল বিভাগে চাকুরী করেন। তাঁহার নিকট বেড়াইতে যাইতেছেন; তাঁহারা এই স্থানে নামিয়া গেলেন। যাইবার সময় স্বামিজীকে গুলমার্গে তাঁহাদের বাসায় একবার বেড়াইতে আসিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিয়া গেলেন; স্বামিজীও যাইতে স্বীকৃত হইলেন। গুলমার্গ, এই স্থান হইতে ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত। যাইবার জন্য ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়। চল্‌তি মোটরকার বা টাঙ্গাও সময় সময় মিলে।

"বরাহমূল" বাক্যটীর অপভ্রংশ "বরামূলা" হইয়াছে। কাশ্মীরবাসী হিন্দুগণের বিশ্বাস যে, এই স্থানেই ভগবান্ বিষ্ণুর বরাহ অবতার হইয়াছিলেন। সহরটী বিতস্তার উভয় তীরে অবস্থিত। গৃহ সংখ্যা প্রায় ৮০০। বরামূলা জেলার ইহাই প্রধান সহর।

রাজতরঙ্গিনী পাঠে জানা যায় রাজা অবন্তি বর্ম্মার প্রধান ইঞ্জিনীয়ার শ্রীসূর্য্য বিতস্তার তীরে একটী সুবৃহৎ বাঁধ রচনা করিয়া এই সহরটীকে একবার ভীষণ জলপ্লাবনের হাত হইতে রক্ষা করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে সহরটী সর্ব্বতোভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। এই স্থানে মোগল সৈন্যগণের একটী প্রাচীন সরাইখানা এবং শিখ রাজত্বকালের নির্ম্মিত একটী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য। দুইটী গন্ধক মিশ্রিত জলের ঝরণা, একটী প্রাচীন শিবমন্দির এবং বিতস্তার পূর্ব্ব তীরে একটী পুরাতন নগর-তোরণের ভগ্নাবশেষ এই সহরের প্রাচীন গৌরব স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আধুনিক বরামূলা সহরে একটি ডাকবাংলো, কতকগুলি দেশীয় কর্ম্মচারীদের চটি, একটি ইংরাজি স্কুল, বাজার এবং কাঠের কারখানা উল্লেখযোগ্য। স্থানটী পার্ব্বত্য শোভারাশির আধার। অনেকে কাশ্মীরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানকেই বেশী প্রাকৃতিক শোভাময় মনে করেন। এই সহরের আশে পাশের পাহাড়গুলির নুড়ি ও জলের ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত এবং মসৃণ পাথরের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, এই সকল স্থান কোন-না কোন সময়ে নিশ্চয়ই জলমগ্ন ছিল এবং উত্তাল তরঙ্গমালা সবেগে এই সকল স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত। পরে ভূমিকম্প বা অন্য কোন নৈসর্গিক কারণে এই সকল পর্ব্বত

শ্রেণী ও সমতলভূমি জলের তলদেশ হইতে উঠিয়া পড়িয়াছে। তাহার পর কালক্রমে জল শুকাইয়া গিয়াছে। স্বামিজী বলিলেন, সেই সময় যে সকল কাশ্মীরবাসী আর্য্য উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাঁহারা উহাকে বিষ্ণুর বরাহ অবতার কল্পনা করিয়া গল্পাকারে ধর্ম্মপুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীনগর হইতে ১০০০ ফিট নিম্নে অবস্থিত বলিয়া বরামূলাতে শীত অনেক কম। সেইজন্য শীতকালে অনেকে শ্রীনগর ও গুলমার্গ ছাড়িয়া এইস্থানে আসিয়া বাস করেন। রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত যে পথটী আছে এই স্থান হইতে তাহার দুই ধারে অসংখ্য সফেদা বৃক্ষের (Poplar) সুন্দর শ্রেণী আছে। এত বড় বিথীকা (Avenue) কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। ইহা লম্বায় ৩৪॥০ মাইল। বর্ত্তমানে এই স্থানে বিতস্তা নদীতে খাল কাটিবার জন্য একটী অতিকায় বৈদ্যুতিক কল বসান হইয়াছে। এই সহর হইতে প্রত্যহ অসংখ্য নৌকা মাল বোঝাই হইয়া "উলার হ্রদ" ও "সাদিপুর" দিয়া শ্রীনগর যাইয়া থাকে।

আমাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র চলিতে হইবে কারণ সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বেই আজ শ্রীনগরে পৌছান চাই তাই পুনরায় আমরা বাসে চড়িয়া বসিলাম। বাস্ চলিতে লাগিল। পথটী কিয়ৎদূর পাহাড়ের গা দিয়া গিয়া পরে একটি অধিত্যকার মধ্যস্থল দিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বাভিমুখে ১৪ মাইল আসিয়া আমরা "পাটান"

নামক স্থানে পৌঁছিলাম। গ্রামটীতে অসংখ্য "চানার" গাছ ও ছোট ছোট মাঠ রহিয়াছে, স্থানটীর উচ্চতা ৫২২০ ফিট। এই স্থান হইতে "নাংগা" পর্ব্বতের দৃশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টতর দেখাইতে লাগিল। এই গ্রাম হইতে শ্রীনগর আরও ১৮ মাইল। আমাদের বাস্ তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। কারণ সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নাই। এইবার পথটী বরাবর সমতল ও অতি সুন্দর পার্ব্বত্য দৃশ্য পূর্ণ। পথের দুই ধারে অসংখ্য সফেদা (Poplar) গাছ শ্রেণীবদ্ধভাবে রহিয়াছে, আমাদের বাস্ সমতলভূমি পাইয়া খুব বেগে ছুটিতে লাগিল। এই স্থান হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত পথে আর পাহাড় নাই, এতক্ষণ কেবল পাহাড়ের উপর দিয়া আসিতে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল, এখন সমতল ভূমিতে নামিয়া আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ১৪ নম্বর মাইল কাষ্ঠের নিকট একটী বন্যা খাল পার হইতে হইল। এইটী ১৯০৪ সালে নির্ম্মিত হয়। "মিরগুণ্ড" নামক স্থানে অনেক ছোট ছোট ময়দান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় রহিয়াছে। কাশ্মীর রক্ষী "ডোগ্‌রা" সৈন্যদল ইহার চারিদিকে তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতেছে। ইহার এক মাইল দূরে ডানদিকে গুলমার্গ যাইবার আর একটি পথ গিয়াছে। ক্রমে আমরা দূর হইতে শ্রীনগর দেখিতে পাইলাম ও দেখিতে দেখিতে সহরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলাম।

রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর—মোটর পথে

রাওলপিণ্ডি—১,৭২০ ফিট

মাইল ২৬	ত্রেত ৪,০০০ ফিট										
„ ৩৭	১১	সানিব্যাঙ্ক ৬,০৫০ ফিট									
„ ৬৪	৩৮	২৭	কোহালা ১,৮৮০ ফিট								
„ ৭৫	৪৯	৩৮	১১	দুলাই ২০২৩ ফিট							
„ ৮৫	৫৯	৪৮	২১	১০	দোমেল ২,১৭১ ফিট						
„ ৯৯	৭৩	৬২	৩৫	২৪	১৪	গারি ২,৬২৮ ফিট					
„ ১১৫	৮৯	৭৮	৫১	৪০	৩০	১৬	চেনারি ৩৪.৪ ফিট				
„ ১৩৩	১০৭	৯৬	৬৯	৫৮	৪৮	৩৪	১৮	উরি ৪,৩৭০ ফিট			
„ ১৪৬	১২০	১০৯	৮২	৭১	৬১	৪৭	৩১	১৩	রামপুর ৫,৮৩১ ফিট		
„ ১৬২	১৩৬	১২৫	৯৮	৮৭	৭৭	৬৩	৪৭	৯	১৬	বরামূলা ৫,১৯৩ ফিট	
„ ১৭৮	১৫২	১৪১	১১৪	১০৩	৯৩	৭৯	৬৩	৪৫	৩২	১৬	পাটান ৫,২২০ ফিট
„ ১৯৬	১৭০	১৫৯	১৩২	১২১	১১১	৯৭	৮১	৬৩	[illegible]০	৩৪	১৮	শ্রীনগর ৫,২০০ ফিট

[illegible]ল পিণ্ডি হইতে 'ত্রেত' "সানিব্যাঙ্ক" প্রভৃতি পড়াওএর দূরত্ব ও সমুদ্রতট হইতে উচ্চতা এবং পরস্পর পড়াওএর দূরত্ব প্রদর্শিত হইল।

ভূস্বর্গ—কাশ্মীর

শ্রীনগর

রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত এই সুবৃহৎ পথটী ১৯৮ মাইল দীর্ঘ। পৃথিবীতে এইরূপ সুবৃহৎ পার্ব্বত্য মোটরপথ অতি অল্প স্থানেই আছে। রাওলপিণ্ডি হইতে বরামূলা পর্য্যন্ত পথটী ১৮৮০ এবং বরামূলা হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত পথটী ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। মহারাজা প্রতাপ সিং বাহাদুর স্বয়ং একখানি মোটরে সর্ব্ব প্রথমে এই পথ দিয়া শ্রীনগর হইতে রাওলপিণ্ডি গমন করতঃ ইহাকে Open করেন। এই পথটীকে সুন্দর ও সহজগম্য করিতে মহারাজের বহু অর্থ ব্যয় ও বহু কুলির প্রাণ নাশ হইয়াছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় এই পথের প্রায় সকল স্থানই ধসিয়া ও অধিকাংশ সেতুই ভগ্ন হইয়া যায়। পুনরায় সেই সকলকে সংস্কার করিতে এবং কতকগুলি নূতন খাল, ঝোলান সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া ভবিষ্যতে আর যাহাতে বন্যায় কোন ক্ষতি করিতে না পারে তদ্রূপ বন্দোবস্ত করিতে মহারাজের পুনরায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

আমাদের বাস্ (Bus) বাজারের মধ্য দিয়া গিয়া "আমিরা কদল" বা প্রথম সেতু পার হইয়া বিতস্তা নদীর পশ্চিম তীরে

The Punjab Motor Coর দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে ১৮।১৯ জন পাণ্ডা আসিয়া আমাদের ঘেরাও করিল ও কি নাম, কি জাতি, বাড়ী কোথা, কাহার ছেলে প্রভৃতি প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমরা আমাদের বেলুড়মঠের পাণ্ডা সুদামাকে খুঁজিয়া লইলাম ও তাহার সাহায্যে ডাক্তার এ, মিত্রের বাংলা পাঠশালায় মালপত্রসহ যাইয়া উঠিলাম। এই স্থানের শিক্ষক উপেনবাবু আমাদিগের সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। শ্রীনগরের ভূতপূর্ব্ব বিখ্যাত বাঙ্গালী ডাক্তার এ, মিত্র মহাশয়ের বিধবা পত্নী আমাদিগের বাসের জন্য পূর্ব্ব হইতেই এই স্থানটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। উপেনবাবু যখন কলিকাতা বাগবাজারে "উদ্বোধন" আফিসে থাকিতেন তখন হইতেই আমাদের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। সেই জন্য এই সুদূর কাশ্মীর প্রদেশে সমস্ত অপরিচিতের মধ্যে পরিচিত তাঁহাকে পাইয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ হইতে লাগিল। এই পাঠশালার পার্শ্বের বাড়িতে শ্রীরসিকরঞ্জন ঘোষ মহাশয় সপরিবারে বাস করেন। তথায় The Kashmere Trading Syndicate নামক তাহাদের একটি শাল আলোয়ানের বড় দোকান আছে। রসিকবাবু নিজ বাটীতে আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। আমরা আহারাদির পর বিশ্রাম করিয়া পথশ্রান্তি দূর করিতে লাগিলাম। সারা রাত্র "পিশু"র কামড়ে

আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল। এগুলি এত ক্ষুদ্রাকৃতি যে, মশারির ছিদ্র দিয়াও অক্লেশে আসা যাওয়া করিতে পারে। ইহারা অতিশয় চঞ্চল বলিয়া সহজে ইহাদিগকে মারাও যায় না। অনেকটা আমাদের দেশের "উন্‌কির" ন্যায় তবে এগুলি কাঠের মেজে, আসবাবের ফাঁকে বাস করে ও দেখিতে লাল রংএর! কাশ্মীরে অধিকাংশ বাটীই কাষ্ঠের নির্ম্মিত সেইজন্য পিশুর প্রাদুর্ভাব এত অধিক।

স্বামী অভেদানন্দজীর বন্ধু আলওয়ারের মহারাজা তারযোগে কাশ্মীর মহারাজাকে জানাইয়াছিলেন যে, স্বামিজী ৺অমরনাথ দর্শনে যাইতেছেন। পথে তাঁহার যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় সেইরূপ বন্দোবস্ত করিবেন। স্বামিজী শ্রীনগরে আসিয়াছেন শুনিয়া পরদিন কাশ্মীর মহারাজা স্বামিজীকে দেখিবার জন্য নমন্ত্রণ করিয়া গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আমরা ঐ গাড়ীতে রাজদর্শনে চলিলাম। যাইবার সময় স্বামিজীকে পাগড়ী বাঁধিতে হইল, ইহাই এ দেশের দেশাচার। স্বামিজীর পাগড়ী বাঁধা অভ্যাস ছিল, তাই তিনি সহজেই এক গেরুয়া বৃহৎ পাগড়ী বাঁধিয়া ফেলিলেন। এবং গেরুয়া আলখাল্লা পরিধান করিয়া [illegible] বেশে বাহির হইলেন। গাড়ী বিতস্তানদী পার হইয়া বাজারের মধ্য দিয়া যাইয়া রাজপ্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম ও পথপ্রদর্শকের নির্দ্দেশ মত

বৈঠকখানা ও কাছারিবাড়ী অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। অবশেষে বিতস্তার সম্মুখে দ্বিতলের একটী বারান্দায় যে স্থানে স্বামিজীর বসিবার জন্য গালিচা পাতা হইয়াছিল তথায় আসিয়া আমরা উপস্থিত হইলাম। State Secretary পণ্ডিত শ্রীজগৎরাম জু, মুতামিন্দ দরবার রায় বাহাদুর,পণ্ডিত শ্রীমনমোহনলাল লঙ্গর ও অন্যান্য সরকারি কর্ম্মচারিগণ আসিয়া আমাদের নিকট উপবেশন করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই মহারাজা বাহাদুরও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিতে শ্যামবর্ণ, খর্ব্বকায় ও কৃশ। তাঁহার পরিধানে সাদা কাপড়ের একটী ইজার ও মস্তকে একটী অতি বৃহৎ পাগড়ী। দুইজন মাত্র ছোকরা এড-ডি ক্যাম্প তাঁহার সেবায় রহিয়াছে। মহারাজা বাহাদুর অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। কাশ্মীরে নানাস্থানে তাঁহার বহু সদানুষ্ঠান আছে এবং প্রত্যহ ১০০১টী পদ্মফুল দিয়া গৃহদেবতার পূজা করিয়া থাকেন। পূজার পরে পদ্মগুলি বিতস্তায় ফেলিয়া দেওয়া হয়। সেগুলি সারাদিন ধরিয়া নদীবক্ষে ভাসিতে থাকে ও জলের শোভাকে অতুলনীয় করিয়া তুলে।

মহারাজা বাহাদুর স্বামিজীর সহিত ধর্ম্ম, আমেরিকার কার্য্য, বেলুড়মঠের এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে বহুক্ষণ আলোচনা করিয়া বলিলেন "বহুদিন পূর্ব্বে বিবেকানন্দ স্বামী ও নিবেদিতা আমার এখানে আসিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ স্বামী আমার হাত দেখিয়াছিলেন।" এইরূপে প্রায় একঘণ্টা কথাবার্ত্তার পর মহারাজা বাহাদুর স্বামিজীকে, যে কয়দিন কাশ্মীরে থাকিবেন তাঁহার অতিথি হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বামিজী সম্মত হইলে তিনি State Secretary মহাশয়কে স্বামিজীকে State Guest (রাজকীয় অতিথি) করিয়া লইবার জন্য আদেশ করিলেন ও ৺অমরনাথ যাত্রার সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন। আমরা বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

৺অমরনাথ যাত্রার এখনও ৪ দিন বিলম্ব আছে, আবশ্যকীয় সমস্ত আয়োজন সরকারি তরফ হইতে হইবে জানিয়া স্বামিজী নিশ্চিন্ত মনে সহরতলিটী উত্তমরূপে বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

কাশ্মীর বলিতে সাধারণতঃ শ্রীনগরকেই বুঝাইয়া থাকে। পূর্ব্বে কাশ্মীরের রাজধানী ছিল "পুরাধিষ্ঠান" বা বর্ত্তমান "পাণ্ডার্থান"। উহা শ্রীনগর হইতে তিন মাইল দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। "রাজতরঙ্গিনী"তে ঐ স্থানে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫০ অব্দে নির্ম্মিত "ভীমস্বামিন্" ও "বর্দ্ধমনেশ" মহাদেবের মন্দিরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় * অতএব উহা যে খুব প্রাচীন সহর তৎবিষয়ে

রাজতরঙ্গিণী, ২য় ১২৩

কোন সন্দেহ নাই। এখন ঐ প্রাচীন স্থানের একটী মাত্র অতি পুরাতন প্রস্তর নির্ম্মিত শিব মন্দির অবশিষ্ট আছে। উহার পাথরগুলি জোড়ে জোড়ে মিলাইয়া বসান, কোন প্রকার মশলা ব্যবহারের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্দিরটী ৯১৩—২১ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর রাজ 'পার্থে'র দ্বারা নির্ম্মিত। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী "মেরু"র নাম হইতে ঐ শিবের নাম "মেরু-বর্দ্ধন-স্বামী" রাখা হয়। রাজা ২য় প্রবর সেনের সময় পর্য্যন্ত (৪২১ খৃঃ) এই রাজধানীটী নদীর বাম দিকে অবস্থিত ছিল। তিনিই উহাকে দক্ষিণ দিকে উঠাইয়া লইয়া আসেন। কহ্লন মিশ্র বলেন খৃঃ পূর্ব্ব ৩০০ অব্দে সম্রাট অশোক এই শ্রীনগর সহরটী প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্ত্তমানে যথায় পাণ্ড্রেনাথানের ধ্বংসাবশেষ আছে পরে রাজা অভিমন্যুর সময় (৯৬০ খৃষ্টাব্দ) হইতেই ইহা প্রকৃত রাজধানী রূপে পরিণত হয়। অশোক নির্ম্মিত শ্রীনগর, বর্ত্তমান শ্রীনগরের পূর্ব্বাংশে এখন যে স্থানটীকে Gap (আইত গঞ্জ) বলে সেই স্থানে ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দিতে রাজা প্রবরসেনী ২য়, হরিপর্ব্বতের নিকট নূতন রাজধানী প্রবরপুর স্থাপন করেন। বিতস্তা নদীর উপর নৌ-সেতু এবং বহু মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে সম্রাট গোপাদিত্যের রাজধানী 'গুপকারে' ছিল। গুপকারের প্রকৃত নাম "গোপ গৃহ"। এখন এই স্থানে ইংরেজরা বাস
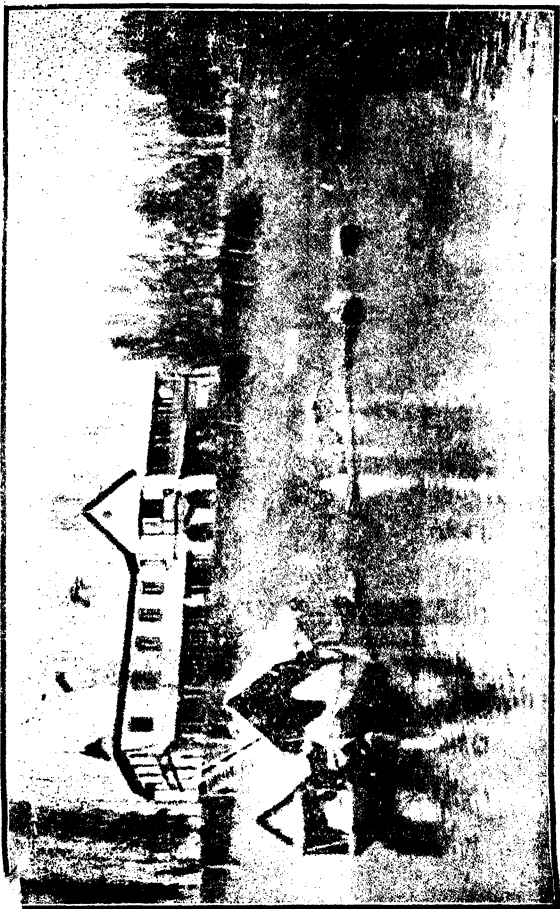
করেন এবং কয়েকটী বড় বড় আঙ্গুরের ক্ষেত ও সাহেবদের মদের ভাঁটি দৃষ্ট হয়। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে নিম্নলিখিত রাজাদের নাম ও বর্ণনা পাওয়া যায়।

সময়	নাম	কীর্ত্তি
খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী	সম্রাট অশোক	বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার ও শ্রীনগর সহর প্রতিষ্ঠা করেন।
,, ,, ২য় ,,	হুস্ক, যুস্ক ও কনিষ্ক	বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী তুরস্ক দেশীয় শাসকত্রয়।
খৃঃ পর ৬ষ্ঠ ,,	মিহির কুল	হুন দেশীয় শাসন কর্ত্তা। ইহার রাজ্য মধ্য এসিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইনি ব্রাহ্মণ-দিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।
,,	গোপাদিত্য	শঙ্করাচার্য্য পর্ব্বত ও গোপগৃহে বহু মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।
,,	মাতৃ গুপ্ত	ইহার সময় কাশ্মীর রাজ্য উজ্জয়িনী রাজ্যের অধীন হয়।
,,	প্রবর সেন ২য়	হরি পর্ব্বতের নিকট নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করেন।

সময়	নাম	কীর্ত্তি
খৃষ্টাব্দ ৭ম শতাব্দী	দুর্লভ বর্দ্ধন	ইনি সমগ্র পাঞ্জাব রাজ্য জয় করেন ও ইঁহার সময় বিখ্যাত চৈনিক পর্য্যটক হুয়েন শ্যাং কাশ্মীরে আগমন করেন।
„ „ ৬৯৯-৭৩৫ „	ললিতাদিত্য	ইনি তুর্কিগণকে পরাজিত করেন, তিব্বতীয়গণকে "বাল্তি-স্থান" হইতে তাড়াইয়া দেন, "মার্ত্তণ্ড" সহর প্রতিষ্ঠিত করেন, তথাকার সূর্য্য মন্দিরের স্তম্ভ শ্রেণী ও খাল নির্ম্মাণ করেন। এবং "জয়পীদ" নামক রাজার দ্বারা "জয়পুর" সহর প্রতিষ্ঠিত করেন।
„ „ ৮৫৫-৮৮৩	অবন্তি বর্ম্মণ	নদীর উপর বাঁধ রচনা ও বহু অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন।
„ „ ৮১৩-৯০২	শঙ্কর বর্ম্মণ	হৃত রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন।
„ „ ৯২৮-৯৩৭	চক্র বর্ম্মণ	অধিনস্থ জমিদারগণ বিদ্রোহী হয়।

সময়	নাম	কীর্ত্তি
খৃঃ ৯৫০-১০০৩	রাণী দিদ্দা	একজন লোহার জাতীয় কৃষককে বিবাহ করেন। উহা হইতে নূতন রাজবংশের উদ্ভব হয়।
" ১০৮৯-১১০১	হর্ষ	অশেষ গুণান্বিত, কিন্তু অত্যাচারী। অল্প দিনে নিহত হন।
" ১৩৩৯	শাহমীর	প্রথম মুসলমান শাসন কর্ত্তা। ইহার সময় সেকেন্দর বুৎসিকস্ত অনেক বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির ধ্বংস করনে।
" ১৪২০-১৪৭০	জৈন উল-আব্দীন	বিদ্যাশিক্ষা পোষণ করিতেন। সমৃদ্ধিশালী রাজত্ব। বহু হিন্দুদিগের পুনর্ব্বসতি হইয়াছিল।
" ১৫৩২	মির্জ্জা হাইদার	উত্তর দিক হইতে আসিয়া কাশ্মীর জয় করেন।
" ১৫৮৬	সম্রাট আকবর	কাশ্মীর জয় করেন।

সময়	নাম	কীর্ত্তি
খৃঃ ১৬০০	সম্রাট জাহাঙ্গীর	কাশ্মীরে আচ্ছিবল, ভেরি-নাগ, সালেমারবাগ, চশমাশাই নামক স্থানে ও জম্মুব পথে কোটি কোটি টাকা খরচে অতুলনীয় শোভাময় বহু বাগান বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার প্রধান মন্ত্রী ও শ্বশুর আসফ্ খাঁও কাশ্মীরে "নিসাতবাগ" নামক অনুপম বাগান বাড়ীটী নির্ম্মাণ করেন।
" ১৭৫২	পাঠান রাজত্ব	কাশ্মীর রাজ্য কাবুলের অধীন হয়।
" ১৮১৯	দেওয়ান চাঁদ	শিখগণ কাশ্মীর জয় করেন।
" ১৮৩৩	কর্ণেল মিঞা সিংহ	রাজ্যে সমৃদ্ধি স্থাপন করেন।
" ১৮৪৩	গুলাব সিংহ	বর্ত্তমান কাশ্মীর মহারাজের স্বর্গীয় পিতামহ। ইংরাজদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া কাশ্মীরের রাজত্ব লাভ করেন। ইনি পশ্চিম তিব্বত জয় করেন।

যে কাশ্মীরকে কবিগণ একবাক্যে ভূঃস্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করেন শ্রীনগর তাহারই প্রধান সহর অতএব ইহা যে অতি সৌন্দর্য্যময়ী নগরী তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। পৃথিবীতে এরূপ মনমুগ্ধকর স্থান আর দ্বিতীয় নাই। সহরের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া বিতস্তা নদী মৃদু গতিতে প্রবাহিত। সারা সহরটীতে ইহার উপর মোট সাতটী সেতু আছে। প্রথম ও দ্বিতীয়টী আধুনিক; বাকি পাঁচটী পুরাতন কাশ্মীরী ঢঙে প্রস্তুত।

১ম সেতুটীর নাম "আমিরা" বা "প্রতাপ সিং কদল"
২য় " " হাওয়া কদল
৩য় " " ফতে কদল
৪র্থ " " জিনা কদল
৫ম " " আলি কদল
৬ষ্ঠ " " নয়া কদল
৭ম " " সফ্‌ফর কদল

কাশ্মীরে সেতুকে "কদল" বলে। প্রথম ও দ্বিতীয় সেতুর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে সহরের উৎকৃষ্ট অংশ, দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ সেতু পর্য্যন্ত স্থানকে মধ্যম ও চতুর্থ হইতে সপ্তম সেতু অবধি স্থানকে সহরের নিকৃষ্ট অংশ বলা যাইতে পারে। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় সেতুর মধ্যবর্ত্তী স্থানেই রাজপ্রাসাদ, বাজার,

যাদুঘর, হাঁসপাতাল, ডাক ও তার ঘর এবং কাছারী প্রভৃতি অবস্থিত। তৃতীয় হইতে পঞ্চম সেতুর, নিকটবর্ত্তী স্থানে দেশীয় লোকদের বাস ও শাল, আলোয়ানের কারখানা সকল আছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম সেতুর দিকে লোকালয় ক্রমশঃ কম হইয়া আসিয়াছে ও বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য নাই।

প্রথম সেতুর নিকট "হুজ্‌রীবাগ" নামক একটী বড় মাঠ আছে, তথায় প্রত্যহ বৈকালে ফুটবল খেলিবার জন্য স্কুল কলেজের ছেলেরা একত্রিত হয় ও অনেক ভদ্রলোক এইস্থানে ভ্রমণে আসেন। প্রায় প্রত্যহই এখানে কোন না কোন ব্যক্তি বক্তৃতা করিয়া থাকেন। নিকটেই "আর্য্যসমাজ" গৃহ। হুজ্‌রিবাগ হইতে গুলমার্গের তুঙ্গ পর্ব্বতমালা অতি সুন্দর দেখা যায়। এই মাঠের পার্শ্বেই সরকারি হাঁসপাতাল। আরও দুইটী হাঁসপাতাল এই সহরে আছে। একটী "মুন্সীবাগের" নিকট, তাহার নাম Mission Hospital ও অপরটী ঠিক সহরের মধ্যস্থলে, চতুর্থ সেতুর নিকট, "মহরাজগঞ্জে"। কাশ্মীরে দুই প্রকার ডাকঘর আছে। এক প্রকার ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের, যেমন সকল দেশে আছে, আর এক প্রকার কাশ্মীর সরকারের। ইহার দ্বারা কেবল কাশ্মীররাজ্যের ভিতরেই সংবাদ আদান-প্রদান চলিতে পারে,—কাশ্মীরের বাহিরে চলে না। বিতস্তা-নদীর অপর পারে ইংরাজী ডাকঘরের সম্মুখে "প্রতাপ সিং

ক’লজ” নামক বিদ্যালয় অবস্থিত। এত বড় কলেজ কাশ্মীরে আর নাই। ইহার অদূরেই Nedou & Sons এর সর্ব্বোৎকৃষ্ট Hotel, অসংখ্য সাহেব মেম এইস্থানে বাস করেন। ইহার নিকট বহুদূর বিস্তৃত শ্রীনগরের সুন্দর Polo Ground। সহরের পূর্ব্বাংশে “শঙ্করাচার্য্য” বা “তক্ত-ই-সুলেমান” নামক একটী ৬২০০ ফিট উচ্চ পাহাড়ের মাথার উপর শঙ্করাচার্য্য স্থাপিত একটি মঠ আছে। মঠটীতে স্থায়ীভাবে কোন সাধু বাস করেন না। উপরে উঠিবার পাথরের সিঁড়ি আছে। তাহা দ্বারা আধ ঘণ্টার মধ্যে পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে পৌঁছান যায়। উপর হইতে কাশ্মীরের দৃশ্য অতি সুন্দর বোধ হয় ও বহু দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। এই পর্ব্বতটীর উপরে সম্রাট অশোকের পুত্র জালক (খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দে) সর্ব্ব প্রথম একটী বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। খৃষ্ট পর ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা গোপাদিত্য উহাকে জ্যেষ্ঠেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে পরিণত করেন এবং তথায় একটী স্বতন্ত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্ত্তমানে শেষোক্তটীর কিয়দংশের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্ব্বতের নিম্নে সোণারবাগ, মুন্সীবাগ, কুঠিবাগ, হরিসিং ও সেখবাগ নামক পাড়াগুলি যথাক্রমে অবস্থিত। মুন্সীবাগে বড় বড় কুঠিওয়ালাদের ও সাহেবদের দোকান এবং Bank আছে। সকল প্রকার দেশী ও বিদেশী

পণ্যদ্রব্য এইস্থানে কিনিতে পাওয়া যায়। সেখবাগের বিপরীত দিকে, বিতস্তার অপরপারে, "লালমণ্ডি" নামক ঘাট। এই-স্থানে শ্রীনগরের যাদুঘর অবস্থিত। অনেক প্রাচীন শাল, আলোয়ান, হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন অস্ত্র প্রভৃতি এইস্থানে সংরক্ষিত আছে। ইহার নিকটেই কাশ্মীরের রাজ অতিথিদের বাসগৃহ। এক্ষণে লাহো-রের জজ শ্রীসাদিলাল মহাশয় এইস্থানে রাজ অতিথিভাবে বাস করিতেছেন। সহরের দক্ষিণে "শুপিয়ান" নামক পাড়ায় রাজকুমার হরি সিং বাহাদুরের রেসমের অতি বৃহৎ কারখানা। এরূপ বৃহৎ রেসমের কারখানা ভারতবর্ষে আর নাই। কাশ্মীরে অন্য কেহ এই ব্যবসায় করিতে পারে না। ইহা তাঁহার এক চেটিয়া। প্রায় ৪০০০ স্ত্রী পুরুষ ও বালক এই কলে নিযুক্ত আছে। ইহাদের বেতন দৈনিক ।০ আনা হইতে ॥০ আনা পর্য্যন্ত। প্রায় ১৫০,০০০ স্ত্রী পুরুষ ও বালকবালিকা প্রত্যেক বৎসর কারখানা হইতে গুটি পোকার ডিম্ব লইয়া কাশ্মীরের উপত্যকা সমূহের জঙ্গলে যে সকল তুঁতবন আছে তাহাতে ইহা চাষ করে এবং রেসমের জন্য গুটিপোকা সংগ্রহ করিয়া এই কলে যোগান দেয় ও এই প্রকারে প্রায় ৫।৬ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে। এই কারখানার অল্প দূরেই মহারাজা গুলাব সিংএর সমাধিমন্দির অবস্থিত। এই স্থানের নিকটেই রামবাগ

রোডে স্বামী ব্রহ্মানন্দের "নারায়ণমঠ"। স্বামিজী বাঙ্গালী। কাশ্মীরে প্রায় দুই বিঘা জমি ক্রয় করিয়া ২২ বৎসর যাবৎ মঠ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মঠে অনেক সাধু সন্ন্যাসী বাস করিয়া থাকেন। অসংখ্য মেওয়ার গাছ মঠের উদ্যানে সযত্নে রোপিত রহিয়াছে এই সকল বৃক্ষে প্রচুর ফল জন্মায়। আমরা এই মঠ দেখিতে গিয়াছিলাম। নাক, সেও, আপেল, আলু-বখেরা প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে তুলিয়া খাইতে লাগিলাম।

শ্রীনগর সহর ৫,২০০ ফিট উচ্চ। জুলাই ও আগষ্ট মাসে এই স্থানে খুব গরম পড়ে, কিন্তু বসন্ত ও হেমন্ত কালে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই কম থাকাতে এই স্থানটী অতি রমণীয় হইয়া উঠে। সমগ্র সহরে প্রায় ১২০,০০০ লোকের বাস, তন্মধ্যে বার আনা অংশই মুসলমান। প্রায় ১৩ বৎসর পূর্ব্বে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে সহরের অনেক অংশ নষ্ট হইয়া যায়। পুরাতন রাজপ্রাসাদটীও ঐ সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়। বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদটীর ঠিক নিম্নেই বিতস্তানদী মৃদুগতিতে প্রবাহিত। সন্ধ্যাকালে বিতস্তার উপর "শিকারা" (চেপ্টা নৌকা) করিয়া বেড়ান অতি আরামদায়ক। স্বামিজী একখানি শিকারা ভাড়া করিয়া নদীতে বেড়াইতে বাহির হইলেন। দুই পার্শ্বে তিন চারি তালা উচ্চ কাঠের বাড়ীগুলি বিদেশীর চক্ষে অতি সুন্দর দেখায়। বাড়ীগুলির ছাদের উপর ঘাস ও ফুলগাছ পুঁতিয়া

রাখা কাশ্মীরীদের প্রাচীন প্রথা। দুই ধারের ঘাটে অসংখ্য কাশ্মীরী নরনারী ও বালকবালিকা স্নান করিতেছে। তাহাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেরই অঙ্গে একটী করিয়া সাদা আলখেল্লা (ফেরাঙ্গ) প্রাচীন আর্য্যজাতীর পোষাকের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দ্বিতীয় সেতুর নিকট, এখন যে স্থানে "মালায়র ঘাট" অবস্থিত, পূর্ব্বে সেই স্থানে রাজা "সমধিমতের" দ্বারা (খৃঃ পূঃ ৫০ অব্দে) প্রতিষ্ঠিত "তার্দ মনেশ" নামক দেবমন্দির ছিল ; পার্শ্বে একটী শশ্মান ঘাট এবং "মায়াসূম" নামক একটী সুবৃহৎ দ্বীপ ছিল। এখন ঐ স্থানে ইংরাজপল্লী হইয়াছে। যে স্থানকে এখন "দ্রোগজান" কহে পূর্ব্বে সেই স্থানকে "দুর্গা গলিকা" এবং "বোচওয়ারা" নামক স্থানকে "ভূক্ষিবাটিকা" কহিত। এই দুর্গা গলিকা স্থানেই অন্ধ রাজা যুধিষ্ঠিরকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। নদীতীরে "সা হামাদন" মস্‌জিদটির দৃশ্য অতি সুন্দর, ইহা আগাগোড়া কাষ্ঠ নির্ম্মিত এবং নানাবিধ কারুকার্য্য খচিত। নিকটেই আর একটী সুন্দর মসজিদ রহিয়াছে, উহা প্রস্তর নির্ম্মিত বলিয়া উহাকে "পাথর মসজিদ" কহে। সাম্রাজ্ঞী নূরমহল উহার স্থাপয়িত্রী। চতুর্থ সেতুর নিকট জৈনউল আব্দিনের বিখ্যাত গোরস্থান অবস্থিত। ইহা ইষ্টক নির্ম্মিত। একখানি পাথরে পালি ভাষায় লিখিত বিবরণ এই স্থানে আছে। পর্য্যটক Rev. Dr. Abbot উহা আবিষ্কার করেন। নিকটেই

"মহারাজগঞ্জে"র বৃহৎ বাজার। সমগ্র শ্রীনগরে একমাত্র এই স্থানেই মৎস্য বিক্রয় হয়। এই স্থান হইতে ১০ মিনিটের পথ যাইলে বিখ্যাত "জম্মা মস্‌জিদ" দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ সেতুর মাঝামাঝি স্থানে "পাপিয়ে মাসী" (কাগজের আসবাব), "চাপ্‌লী" জুতা, শাল ও আলোয়ান প্রভৃতি কাশ্মীরী শিল্পের কয়েকটি বড় বড় দোকান আছে। নদী দিয়া যাইতে যাইতে এই স্থানের উভয় তীরে অসংখ্য বিজ্ঞাপন, দোকানের নাম ও সাইন বোর্ড দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। দক্ষিণ দিকে একটি সুন্দর মন্দির রহিয়াছে। ইহা পণ্ডিত রামজু নামক শ্রীনগরের জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত; ষষ্ঠ সেতুর নিকট নদীর দৃশ্য অতি মনোহর। চারিদিকে পাহাড়। সম্মুখে একটি মুসলমানগণের "এদগা", Dufferin Hospital এবং ইয়ার্কান্দিগণের সরাই। হেমন্ত-কালে যখন কারাকোরাম পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া মধ্য এসিয়াবাসী ইয়ার্কান্দিগণ চামরি গাইএর পিঠে চরস ও নামদার বোঝা চাপাইয়া ব্যবসায়ের জন্য শ্রীনগরে আসে, তখন তাহারা এই সকল সরাইতে বাস করে এবং শীতের শেষে যখন বরফ গলিয়া পার্ব্বত্যপথ সকল উন্মুক্ত হয় তখন স্বদেশে ফিরিয়া যায়। এই স্থানের অল্প দূরেই শ্রীনগর হইতে রাওলপিণ্ডি যাইবার পথটী অবস্থিত। আমরা নদীবক্ষ হইতে উহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম।

প্রথম সেতুর নিকট রাজপ্রাসাদের বিপরীত দিকে বিতস্তা নদী হইতে একটি খাল বাহির হইয়াছে; উহা বরাবর "গৌকদল" ও "চানারবাগের" মধ্য দিয়া "দাল হ্রদে" যাইয়া পড়িয়াছে। চানার বাগের নিকট খালের উপর বহু সাহেব মেম ও দেশীয় ভ্রমণকারি House Boatএ গ্রীষ্ম বাস করেন। স্থানটীতে এত অধিক চানার বৃক্ষ যে, তাহা হইতেই এই স্থানটী ঐ প্রকার উপাধিলাভ করিয়াছে। স্থানটী খুব ছায়াযুক্ত ও মনোহর দৃশ্য পূর্ণ কিন্তু বিশেষ স্বাস্থ্যকর নহে। এই স্থানে মশা যথেষ্ট আছে। দাল হ্রদ ও এই খালটীর সংযোগ স্থলে মহারাজ গোলাব সিং কৃত একটী বন্যা ফাটক আছে; উহাকে "দাল দরোয়াজা" কহে। উহা বন্ধ করিয়া দিলে হ্রদের জল খালে আসিতে পারে না। বন্যার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শ্রীনগরে নানা স্থানে এই প্রকার ফাটক আছে। ১৮৯৩ ও ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় সহরের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া এই সকল ফাটক নির্ম্মিত হইয়াছে। 'শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ের' দিক দিয়া আর একটী খাল বিতস্তা হইতে "দাল" পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। ইহাকে "মারখাল" কহে। ইহার উৎপত্তি স্থলের নিকট "দিলদারখাঁবাগে" একটী সরকারী স্কুল অবস্থিত। ইহার গৃহগুলি ছোট ছোট এবং ইঁট ও কাঠ দিয়া কাশ্মীরী ঢংএ প্রস্তুত। খালটীতে অনেক সেতু ও কয়েকটী পাথর বাঁধান

ঘাট রহিয়াছে। ইহার জল অতি অপরিষ্কার। যেস্থানে খালটী শেষ হইয়াছে তাহাকে "আঞ্চার" কহে। এই স্থানে এক দিক দিয়া সিন্দুনদ ও গন্ধরবল যাইবার জলপথ আছে। পথ বরাবর "দাল" হ্রদের দল ও পানা পূর্ণ জলের উপর দিয়া গিয়াছে। এই স্থানে একটী "ঈদ গাহ" অবস্থিত। ইহার সম্মুখস্থ ময়দানটীতে মেলা হয়। অপর পার্শ্বে "আলিমস্‌জিদ" নামক একটী সুদৃশ্য প্রাচীন মস্‌জিদ আছে। উহা ১৫শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়।

নিকটেই হরিপর্ব্বতের উপরস্থ প্রাচীন দুর্গ ও নিম্নস্থ জুম্মা মস্‌জিদ দর্শনযোগ্য। মস্‌জিদটী হরিপর্ব্বতের দক্ষিণে চতুর্থ সেতু (জিনা কদল) হইতে অল্প দূরেই অবস্থিত। ইহা ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। সুলতান সেকেন্দর সাহ নামক জনৈক শাসনকর্ত্তা এইটীর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে ইহা নষ্ট হইয়া যাইলে, সুলতান মহম্মদ সাহ ইহার পুনঃ সংস্কার করেন। পুনরায় ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ইহা অগ্নিতে বিনষ্ট হইয়া যাইলে, ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজীব ইহার উদ্ধার সাধন করেন। কাশ্মীরে যে সকল মুসলমান বাদসাহ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ইহাকে খুব যত্ন করিতেন। সম্রাট আকবর ইহার নিকটে একটী সহর বসাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই স্থানের পুরাকাহিনী আলোচনা করিলে দেখিতে

পাওয়া যায়, যে স্থানে এই মস্‌জিদটী অবস্থিত তাহার নিকট হরিপর্ব্বতের দক্ষিণে রাজা ২য় প্রবর সেনের কৃত "প্রবরেশ" নামক মহাদেবের একটী মন্দির ছিল। তিনি এই স্থানে একটী নূতন সহরও বসাইয়াছিলেন, তখন এই স্থানকে "শারীতক" কহিত। এই স্থানের উত্তরে একটী ত্নর্গাদেবীর, দক্ষিণে "ভীম স্বামী"নামক গণেশের এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে "বিষ্ণুরণ স্বামী" নামক দেবতার মন্দির ছিল। রাজা রামাদিত্য শেষোক্তটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সকলের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে যে সকল প্রাচীন দ্রব্য মাটী খুড়িয়া পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে Dr Abbotএর আবিষ্কৃত খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৫০ অব্দে লিখিত ব্রাহ্মী অক্ষরে একটী প্রস্তর লিপি, গুপ্ত অক্ষরে লিখিত রাজা প্রবর সেনের মুদ্রা এবং সারদা অক্ষরে লিখিত রাজা অবন্তি বর্ম্মার (৮২৫—৮৪খৃঃ) মুদ্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীনগর যাত্নঘরে ঐ গুলি রক্ষিত আছে।

হরি পর্ব্বতের উপরিস্থিত ত্নর্গটী দেখিতে হইলে শ্রীনগরের মুতামিদ্ দরবারের দপ্তর হইতে অনুমতি পত্র আনিতে হয়। ৪০০ ফিট উৰ্দ্ধে পাহাড়ের উপর ইহা অবস্থিত। ইহা প্রাচীন কালে বৌদ্ধগণের মঠ ছিল।

পরে আকবর বাদসাহ ইহাকে দুর্গরূপে পরিণত করেন। এখন এইস্থানে মহারাজা কাশ্মীরের কয়েক জন সিপাহী, কয়েকটি বন্দুক ও তোপ আছে।

হরি পর্ব্বতের উপর হইতে নামিয়া স্বামিজী ইহার পাদদেশে অবস্থিত "খানা ইয়ারী" নামক বস্তির মধ্যস্থ যীশুখৃষ্টের সমাধি মন্দিরটী দেখিতে যাইলেন। স্থানীয় মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে তাঁহাদের পয়গম্বর ঈশা স্বদেশে শত্রুর তাড়নায় কয়েকজন সহচর সহ গুপ্তভাবে এই স্থানে পলাইয়া আসিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বাস করেন ও শেষে তাঁহার স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হইলে তাঁহার শিষ্যগণ এই স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করেন। সমাধি মন্দিরের ভিতরটীতে অতি পবিত্রভাব বর্ত্তমান। দেওয়ালের মধ্যস্থিত একটী সুরঙ্গের ভিতর হইতে দিব্য গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। তাঁহারা ইহাকে ঈশা পয়গম্বরের বিভূতি মনে করেন। এই স্থানে অনেকে রোগ আরাম হইবার জন্য হত্যা দিয়া থাকেন। অনেকে বলেন ভগবান যীশু কাবুলের পথে কাশ্মীরে আসিবার সময়ে যে পুষ্করিণীতে হাত মুখ ধুইয়া জল পান করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাহাকে "ইউ সুফ তালাও" কহে। এই সমাধি স্থানের মুসলমানগণ বলিলেন "তারীখ-ই-

আঝাম" নামক আরবী কেতাবে উক্ত বিষয়টী বর্ণিত আছে। পশ্চিম তিব্বতের "হিমিস্ মঠে" আগমন, ৺জগন্নাথ ধামে ব্রাহ্মণগণের নিকট বেদ অধ্যয়ন প্রভৃতি যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে যে সকল কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে, এই স্থান দেখিয়া সেগুলি সত্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রুষ দেশীয় পর্য্যটক Dr Notovitch তাঁহার 'The Unknown Life of Jesus' নামক পুস্তকে যীশুর তিব্বত আগমন সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার ঐ পুস্তক সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। স্বামিজী বলিলেন যীশুর জীবনের যে অংশের কোন তথ্যই পাওয়া যায় না ভারতবর্ষে অনুসন্ধান করিলে তাহার অনেক কিছুই পাওয়া যাইতে পারে। কয়েকখানি Photo তুলিবার পর স্বামিজী এই স্থান হইতে বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী "রাণা বাড়ী"* নামক পাড়ায় অবস্থিত 'বিবেকানন্দ পাঠাগার'টী দেখিতে গেলেন।

তথাকার কয়েকজন সভ্য ও ডাক্তার শ্রীরাম আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। পাঠাগারটী একতলায়, একেবারে খালের তীরেই সান বাঁধান ঘাটের উপর অবস্থিত। ঘরটী

* এই স্থানের প্রাচীন নাম "রজন বাটিকা" ছিল।
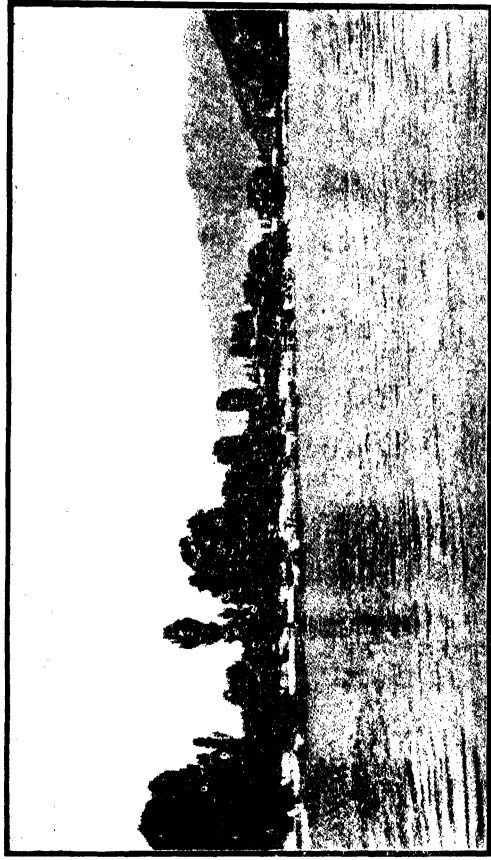
সম্মুখে বিতস্তা নদী ও হাউস বোট দূরে তক্ত-ই-সুলেমান্ পর্ব্বত [পৃঃ—৩৯

বেশ বড় প্রায় ২০।২৫ হাত লম্বা। তিনটী আলমারীতে পুস্তক রহিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রায় সব পুস্তকই আছে। একটী টেবিল, তুই খানি চেয়ার ও শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রভৃতির কয়েকখানি ছবি এই স্থানে রহিয়াছে। স্থানীয় স্কুল কলেজের ছাত্রেরা প্রত্যহ বৈকালে এখানে একত্রিত হয় এবং শনিবার ও রবিবারে বক্তৃতাদি করে। ডাক্তার শ্রীরাম এঁদের প্রধান কর্ম্মী। ইনি খুব উদ্যোগী ভদ্রলোক ইহার একটী Boy Scoutএর দলও আছে। ইঁহার বাড়ী পাঞ্জাবে। শ্রীনগরে ইনি Family লইয়া বাস করেন ও Dufferin Hospitalএ Sub-assistant Surgenএর কার্য্য করেন। এইস্থানের সভ্যগণ স্বামিজীর বই পড়িয়া তাঁহাকে দেখিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে স্বামিজী "ছাত্র জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। এই স্থানের ভার লইয়া চালাইবার মত উপযুক্ত এক জন ত্যাগী কর্ম্মী পাঠাইয়া দিবার জন্য ছাত্রেরা স্বামিজীকে অনুরোধ করিলেন। স্বামিজীও চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইলেন। অতঃপর এই স্থান হইতে বিদায় লইয়া আমরা শিকারা চড়িয়া অন্যত্র চলিলাম।

এই স্থানের অল্প দূরেই "ক্রনিয়াল" নামক পাড়ায় শিয়া মুসলমানদের একটী মস্‌জিদ দেখিতে পাইলাম, এই মস্‌জিদে

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ বিদ্রোহের অনেক নিদর্শন বিদ্যমান আছে। ইহার উত্তরে শ্রীনগরের জেলখানা। তথায় কয়েদীদের হাতে প্রস্তুত কাগজ, কার্পেট প্রভৃতি কিনিতে পাওয়া যায়। ইহার কাছেই সরকারি কুষ্ঠ হাঁসপাতাল, তথায় ১২০টী Bed আছে ইহার সম্মুখস্থ ঘাটের নাম "কুজিয়ারবল"। এই স্থান হইতে আরও কিয়ৎদূর গমন করিতেই আমরা বিখ্যাত "দাল" হ্রদে আসিয়া পৌঁছিলাম।

'দাল' হ্রদ উত্তর দক্ষিণে ৫ মাইল ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ২ মাইল দীর্ঘ। ইহার অনেক অংশ খুব দল পূর্ণ বলিয়া ইহার ঐ প্রকার নাম হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে খুব স্বচ্ছ ও গভীর জল বিদ্যমান থাকিলেও ইহার অধিকাংশই অতিশয় ঝাজি দল পূর্ণ ও অল্প জল বিশিষ্ট। ইহার পশ্চাতে ৪০০০ ফিট্ উচ্চ কয়েকটী পর্ব্বত অবস্থিত এই হ্রদে অসংখ্য ভাসমান উদ্যান রহিয়াছে ইহা কাশ্মীরের একটী নূতন জিনিস। বাঁশ দিয়া দলগুলিকে একত্র করিয়া বাঁধিয়া তাহার উপর মাটী ফেলিয়া এইগুলি নির্ম্মিত হয়। এই সকল উদ্যানে তরমুজ, খোরমুজা ও সকল প্রকার শাকসব্জীই উৎপন্ন হয়। প্রয়োজন হইলে এই গুলিকে নৌকার পিছনে বাঁধিয়া অন্যত্র লওয়া চলে, নচেৎ সাধারণতঃ এইগুলি পাড়ে পাড়ে যে সকল Willow গাছ রহিয়াছে তাহার সহিত বাঁধা থাকে। এই সকল Willow গাছ

হইতে Hockey, Cricket প্রভৃতির Bat হইয়া থাকে। ইহা কাশ্মীরের একটী লাভজনক ব্যবসায়। হ্রদের ধারেই "হজরৎবল" নামক একটী বৃহৎ মস্‌জিদ অবস্থিত। এই স্থানে হজরৎ মহম্মদ সেল্লেল্লা আলেহেসেল্লামের তুই গাছি মাথার কেশ এবং মৎস্য হংস, সর্প প্রভৃতির আকৃতি বিশিষ্ট বহু প্রস্তরের পাত্র রক্ষিত আছে। ঈদের সময় এই স্থানে একটী বৃহৎ মেলা বসে; সহরের প্রায় অর্দ্ধেক লোক এই সময়ে এই স্থানে সমবেত হয়। ইহার অল্প দূরেই "নাসিমবাগ" নামক একটী সুন্দর উদ্যান অবস্থিত। ইহা সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই স্থানের অসংখ্য চানার গাছ পূর্ণ দৃশ্য অতি মনোহর।

ইহার নিকটেই হ্রদবক্ষে "স্বর্ণলঙ্কা" নামক একটী সুন্দর দ্বীপ অবস্থিত। ইহা প্রায় ৮০ হাত দীর্ঘ। এই স্থান হইতে কাশ্মীরের বিখ্যাত "সালিমারবাগ" নামক বাদসাহী উদ্যানটী প্রায় এক মাইল। আমরা তথায় গমন করিলাম। কয়েকটী পর্ব্বতের পাদদেশে একটী সুবৃহৎ ঢালু ভূমিখণ্ডে এই উদ্যানটী অবস্থিত। ভিতরে প্রায় ১০০ ফোয়ারা রহিয়াছে। পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতের ঝরণাটীকে লুক্কায়িত ভাবে আনিয়া এরূপ কৌশলে এই সকল ফোয়ারার মধ্য দিয়া পরিচালিত করা হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া তৎকালীন ইঞ্জিনিয়ারগণের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। উহার প্রবল জলরাশি ৬।৭টী বৃহৎ

ও উচ্চ সিঁড়ি দিয়া জলপ্রপাতের ন্যায় পড়িয়া নিম্নস্থিত হ্রদে যাইয়া মিশিতেছে। শ্রীনগর হইতে মোটরকার বা টাঙ্গা যোগে স্থলপথেও এই স্থানে আসা যায়। অনেকে ঐ রূপে আসিয়াছেন দেখিলাম। উদ্যানটীর মধ্যে নানাবিধ ফল ফুলের গাছ রহিয়াছে। মধ্যস্থলে একটী আগা গোড়া কৃষ্ণ-পাথরের নির্ম্মিত নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত বিশ্রামাগার রহিয়াছে। ভিতরে জানানাদিগের স্বতন্ত্র মহল বিদ্যমান। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর তদীয় মহিষী নূর মহলের জন্য এই প্রমোদ উদ্যানটী নির্ম্মাণ করেন। এই মনোরম স্থানে আসিলে সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে হয় যে, ভূঃস্বর্গ কাশ্মীরের যে কি মর্য্যাদা তাহা বাদশাহগণই বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের হাত না পড়িলে আজ কাশ্মীরের এত শোভা হইত না।

ইহার অল্প দূরেই মোগল বাদশাহগণের আর একটী সখের বাগানবাড়ী “নিশাতবাগ” অবস্থিত। ইহা সম্রাট জাহাঙ্গীরের শ্বশুর ও প্রধান মন্ত্রী আসফ খাঁর দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা সালেমার বাগ হইতে সৌন্দর্য্যে ও নির্ম্মাণ কৌশলে কোন অংশেই হীন নহে। অনেক প্রবাসী নরনারী এই স্থানে বন ভোজন করিতে আসিয়াছেন দেখিলাম। যদি আজ ভারতে মোগল সাম্রাজ্য বর্ত্তমান থাকিত তবে কি আর সাধারণ লোকে এই সকল নবাব, বাদশাহের প্রমোদ উদ্যানে প্রবেশ করিতে বা বন ভোজন

করিতে সাহস পাইত! যে স্থানটীতে মণিমুক্তাখচিত মহামূল্য আসনে, আমীর, ওমরাহগণ পরিবেষ্টিত হইয়া দিল্লীশ্বর বাদশাহ-গণ উপবেশন করিতেন আর শত শত প্রহরী উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে উত্থান পাহারা দিত, আমরা সেই স্থানটীতে বসিয়া কালের কঠোর পরিবর্ত্তনের কথা ভাবিতে লাগিলাম।

ইহার অল্প দূরে "রূপালংকা" নামক একটী দ্বীপ অবস্থিত। তাহার অনতিদূরেই "গোপকার" ও "পরিমহল" বস্তি। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে সুফী মুসলমানগণ এই স্থানকে জ্যোতিষ্ বিত্থালোচনার প্রধান কেন্দ্র করিয়াছিলেন। সেই সময়ের কয়েকটী প্রাচীন অট্টালিকা ও দিঘীর ঘাটের ধ্বংসাবশেষ এখনও এই স্থানে বিত্থমান আছে। ইহার নিকটেই সম্রাট জাহাঙ্গীরের নির্ম্মিত "চশমাশাই" নামক আর একটী সুন্দর বাগানবাড়ী রহিয়াছে। "চশমা" শব্দের কাশ্মীরী অর্থ ঝরণা। এই স্থানে সুস্বাদু জলের কয়েকটী ঝরণা আছে বলিয়া উহার ঐ প্রকার উপাধি হইয়াছে। স্থানীয় অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কাশ্মীর প্রবাসী অনেকে এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। কুমার হরি সিং বাহাদুরের এই স্থানে অনেক গুলি বাংলো, বাগানবাড়ী ও অতিথিশালা আছে।

শ্রীনগর সহরটী এইরূপে তিন দিন ধরিয়া পরিদর্শন করিবার পর স্বামিজী চতুর্থ দিনে ৺অমরনাথ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে

আদেশ দিলেন। এই দিবস কয়েকজন বাঙ্গালী যাত্রী ৺অমরনাথ দর্শনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে শ্রীনগরে আসিয়া শ্রীরসিক বাবুর Out-houseএ বাসা লইলেন, তন্মধ্যে কলিকাতা বহু-বাজার নিবাসী শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের সহিত আমাদের পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ও প্রায়ই ছুটীর দিনে বেলুড় মঠে বা উদ্বোধন অফিসে আসিতেন। স্বামিজীর সহিত দেখা করিয়া তিনি তাঁহার সেবা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং স্বামিজীও তাহাতে সম্মত হইলেন। ঠিক হইল তিনি আমাদের সঙ্গে থাকিয়া ৺অমরনাথ দর্শনে যাইবেন ও পথে স্বামিজীর সেবা করিবেন। সন্ধ্যায় কাশ্মীর মহারাজা ডাণ্ডি, মোটর, টাঙ্গা, কুলি, ঘোড়া, পথপ্রদর্শক, পাচক, খাদ্য-দ্রব্য, তাঁবু, শীতবস্ত্র প্রভৃতি ৺অমরনাথ যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী স্বামিজীকে পাঠাইয়া দিলেন। যে সরকারি কর্ম্মচারীটী এই সকল লইয়া আসিয়াছিলেন তিনি আমাদিগকে সকল বুঝাইয়া দিয়া আর যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা বাজার হইতে আনিতে গেলেন।

প্রভাতে ৺অমরনাথ যাত্রা করিতে হইবে, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আমরা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মালপত্র গুছাইয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন, ১লা আগষ্ট, প্রভাতে ৮ ঘটিকায় অতুলবাবু ও সুদামা তুইখানি সরকারী টাঙ্গাতে স্বামিজীর মাল পত্র সহ শ্রীনগর হইতে যাত্রী দলের সহিত “মার্ত্তণ্ড” রওনা হইলেন। ঐ স্থানটী শ্রীনগর হইতে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। শ্রীনগর পরিত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রিগণ ঐ স্থানে প্রথম রাত্রি যাপন করেন।

পরদিন দ্বিপ্রহরে স্বামিজী, সরকারি তত্ত্বাবধারক ‘প্রসাদ জ’র সহিত একখানি সরকারি মোটরে “আইশমোকাম” যাত্রা করিলেন। পথে “অবন্তিপুরে” নামিয়া আমরা তথাকার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষগুলি বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। স্থানটী শ্রীনগর হইতে ১৮ মাইল দূরে, একেবারে পথের ধারেই অবস্থিত। এই স্থানে রাজা অবন্তি বর্ম্মার রাজধানী ছিল। তিনি ৮৫৮ হইতে ৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানে রাজত্ব করেন এবং “অবন্তীশ্বর” ও “অবন্তি স্বামী” নামক তুইটী মহাদেবের মন্দির এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মন্দির তুইটীর ধ্বংসাবশেষ এবং তৎকালীন ব্যবহৃত নানাবিধ দ্রব্য এই স্থান খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। এই খননকার্য্যে (Excavation) পুরাতত্ত্ববিৎ শ্রীজগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এখনও খননকার্য্য চলিতেছে। মাটীর অনেক নিম্ন হইতে প্রাচীন রাজধানীর বহু নিদর্শন বাহির হইয়াছে। এই স্থান হইতে উদ্ধৃত সামগ্রী সকল শ্রীনগর যাতুঘরে ও এই স্থানে রক্ষিত আছে।

আমরা বেলা আন্দাজ তুই ঘটিকার সময় "আইশমোকামে" আসিয়া পৌঁছিলাম। শ্রীনগর পরিত্যাগের পর অমরনাথ-যাত্রিগণ এই স্থানে দ্বিতীয় রাত্রি যাপন করেন। এই স্থানটী "মার্ত্তণ্ড" হইতে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা আসিবার পূর্ব্বেই যাত্রীরা এই স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। অতুল-বাবুও আসিয়াছেন। কাশ্মীর সরকারের "ধর্ম্মার্থ বিভাগের" অধ্যক্ষ শ্রীকাশীরাম জু মহাশয় আমাদিগের বাসের জন্য উত্তম স্থানে তুইটী তাঁবু খাটাইয়া ও সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। পানীয় জল নিকটবর্ত্তী ধান্যক্ষেত্র হইতে আনিতে হইল, কারণ গ্রাম্য নদীটীর জল দূষিত। দূষিত জল পান করিয়া পূর্ব্বে প্রায়ই কাশ্মীরে কলেরার উপদ্রব হইত, তাহাতে ৬০০০ এরও অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার পর হইতেই কর্ত্তৃপক্ষ সতর্ক হন ও শ্রীনগর সহরে জলের কল স্থাপন করেন। পরে ১৯০০, ১৯০৭ এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যদিও সামান্য কলেরা দেখা দিয়াছিল কিন্তু উহা পূর্ব্বের ন্যায় ভীষনাকার ধারণ করিতে পারে নাই।

কাশ্মীর-সরকার ধর্ম্মার্থ বিভাগের হস্তে প্রতি বৎসর এই ৺অমরনাথ মেলার সুবন্দোবস্তের জন্য প্রায় ১২০০০৲ টাকা প্রদান করিয়া থাকেন। ধর্ম্মার্থ বিভাগ, এই টাকা হইতে যাত্রীদের সুবিধার জন্য রাস্তা ও সেতু নির্ম্মাণ, হাঁসপাতাল ও ভলেন্টিয়ারের বন্দোবস্ত প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন এবং দরিদ্র ও সন্ন্যাসীদিগকে খোরাকি, শীতবস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করেন। পথে যে সকল স্থানে দুধ, কাঠ, কুলি, ঘোড়া প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য সেই সকল স্থানে ঐ সব দ্রব্য সহজ প্রাপ্য করিয়া দিয়া ইঁহারা মহাপুণ্য সঞ্চয় করেন।

আইশমোকামে একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে একটি মাঠে প্রায় ২০০ তাঁবুতে যাত্রিগণ বাস করিতেছেন। প্রত্যেক তাঁবু হইতে উনানের ধোঁয়া উঠিতেছে। প্রায় ৫০০ যাত্রী এই বৎসর ৺অনরনাথ দর্শনে চলিয়াছেন। অন্য অন্য বার এত অধিক যাত্রী হয় না। একটি ক্ষুদ্র বাজারও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দুই দিন হইতে ক্রমাগত বারিবর্ষণ হইয়া অদ্য প্রাতঃকাল হইতে মাত্র বন্ধ আছে। পুনরায় হইতে পারে। এই পথে বৃষ্টি হইলে যাত্রীদের বড় কষ্ট হয়। জ্বালানি কাঠ, মাল পত্র, পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই ভিজিয়া যায়। বিশেষতঃ তাঁবু গুলি ভিজিয়া এত ভারি হয় যে, সেই গুলি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লওয়ার পক্ষে বড় অসুবিধা-

জনক হইয়া উঠে। পথ সকল বৃষ্টিতে কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে। শ্রীনগর হইতে এই পর্য্যন্ত পথ বেশ চওড়া, কিন্তু স্থানে স্থানে প্রায় ১০০ গজ স্থান ব্যাপিয়া পথে কাদার নদী হইয়া রহিয়াছে। সেই সকল স্থান, মাল পত্র ও ঘোড়া সহ অতিক্রম করিতে যাত্রীদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল। আমাদের মোটর স্থানে স্থানে অচল হইয়া পড়িল, কাদার মধ্যে পিছনের চাকা বেগে ঘোরা সত্ত্বেও সম্মুখের চাকা আদৌ ঘুরিল না। শেষে কুলি দিয়া মোটর ঠেলাইয়া কাদা পার করিতে হইল।

চতুর্দ্দিকের উচ্চ পর্ব্বতমালা, নিম্নের স্রোতস্বতী, সবুজ ঘাসপূর্ণ সমতলভূমি ও অসংখ্য আক্‌রোট, চানার প্রভৃতি বৃক্ষের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা এই স্থানের "আইশ-মোকাম" বা "বিশ্রামস্থান" নামের সার্থকতা অনুভব করিতে লাগিলাম। এই স্থানের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া স্বামিজী আমাদিগকে বলিলেন,—কাশ্মীরকে কেবল ভূঃস্বর্গ বলিলে এই স্থানের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়।—কাশ্মীর প্রকৃত পক্ষে ভূঃস্বর্গের সমষ্টি।

যাত্রীদের বাসস্থানের নিকটেই "আইশমোকাম" গ্রামখানি অবস্থিত। গ্রামখানি ক্ষুদ্র ও অধিবাসিগণ সকলেই মুসলমান। বাড়ীগুলি কাষ্ঠ নির্ম্মিত ও প্রায়ই দ্বিতল। অধিকাংশ বাড়ীতেই

বেড়া দিয়া ঘেরা শাক সব্জীর বাগান রহিয়াছে; তথায় ওলকপি, টোম্যাটো প্রভৃতি গাছ হইয়াছে। গ্রাম হইতে বহু নরনারী যাত্রিগণকে দেখিতে ও দুগ্ধ, আপেল, নেস্পাতী প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। স্বামিজী গ্রামখানি দেখিতে যাইলেন। তথায় একটী মস্জিদে একটী ক্ষুদ্র পাঠশালা বসিয়াছে। মস্জিদটী প্রাচীন। বহু দিন পূর্ব্বে নূরউদ্দীন নামক কাশ্মীরের একজন বিখ্যাত পীরের জৈনুদ্দীন নামক জনৈক শিষ্য এই গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার খুব অলৌকিক শক্তি ছিল। এইরূপ কথিত আছে মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। পরে তাঁহার শিষ্যেরা স্বপ্নে আদেশ পান যে, প্রভাতে যে স্থানে তাঁহার যষ্টি পাওয়া যাইবে সেই স্থানে তাহার নামে একটী মস্জিদ যেন তাঁহারা প্রতিষ্ঠা করেন। সেই কারণে এই মস্জিদটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে কিছু দূরে হাপৎনাগে একটি তামার খনি রহিয়াছে। স্বামিজী উহা দেখিয়া তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রে মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। যাহারা এক-ছাদ-যুক্ত তাঁবু সঙ্গে আনিয়াছিল তাহাদের সমস্ত আসবাব ভিজিয়া গিয়াছিল। আমাদের উভয় তাঁবুই দুই-ছাদ-যুক্ত ছিল, সেই জন্য বৃষ্টি আমাদের কোনই ক্ষতি করিতে পারিল না।

প্রভাতে বৃষ্টি থামিলে মোটরখানিকে বিদায় দিয়া স্বামিজী

ঝাম্পানে, * এবং অন্যান্য সকলে অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন। সুদামা ও প্রসাদ জ্ আমাদের মালবাহী কুলি ও ঘোড়ার সঙ্গে রহিল। অতুলবাবুর ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস ছিল না, সেই জন্য সহিস তাঁহার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে তিনি আমাদের দল হইতে অনেকটা পিছনে পড়িয়া গেলেন।

আমাদের অদ্যকার পড়াও "পহেলগাঁও"। ঐ স্থান আইশমোকাম হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পথে কোন্ দিন কোন্ স্থান পর্য্যন্ত যাত্রীরা গমন করিবেন তাহা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট করা আছে, তজ্জন্য উহাকে "পড়াও" কহে। সকল যাত্রীকেই এক সঙ্গে চলিতে হয়। "ছড়ি"র আগে কেহ যাইতে পারে না। ইহাই এ তীর্থের নিয়ম। "ছড়ি" সকলের পূর্ব্বে রাত্রি প্রায় ৩ ঘটিকার সময় যাত্রা করে, তাহার পিছনে পিছনে যাত্রীরা যখন ইচ্ছা যাইতে থাকে। একটী আশা সোঁটা ও অস্ত্রশস্ত্রসহ একদল সাধু পথ দেখাইয়া যাত্রীদিগকে লইয়া যান, ইহাদিগকেই "ছড়ি" বলে। পূর্ব্বে যে সকল সাধু এই তীর্থে বাস করিতেন, তাঁহারাই পথ দেখাইয়া যাত্রীদিগকে লইয়া যাইতেন, সেই কারণে এই তীর্থের এই প্রকার রীতি হইয়াছে।

---

* এদেশে ডাণ্ডিকে ঝাম্পান বলে।

বন জঙ্গলপূর্ণ পার্ব্বত্যপথে চড়াই উৎরাই করিতে করিতে মহানন্দে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ক্রমে আইশমোকাম হইতে ৬ মাইল আসিয়া আমরা "বাটকোট" নামক একটী গ্রাম দেখিতে পাইলাম। গ্রামটী ক্ষুদ্র এবং পথের উভয় ধারেই অবস্থিত। স্থানটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং চারিদিকে পর্ব্বতমালার দ্বারা বেষ্টিত। শ্রীনগর হইতে মোটর বা টাঙ্গা-যোগে এই পর্য্যন্ত আসা চলে কিন্তু এই স্থানের পর হইতে পথে সামান্য চড়াই উৎরাই থাকাতে 'পহেল গাঁও' পর্য্যন্ত মোটর বা টাঙ্গা যাইতে পারে না। অদূর ভবিষ্যতে যাহাতে এই অসুবিধা না হয় ও মোটর টাঙ্গা প্রভৃতি বরাবর "পহেল-গাঁও" পর্য্যন্ত অক্লেশে যাতায়াত করিতে পারে তদুপযোগী করিয়া পথটীকে প্রস্তুত করা হইতেছে। শীঘ্রই শেষ হইবে। এই স্থান হইতে অল্প দূরে একটী চড়াই অতিক্রম করিতেই আমরা "গণেশবল" তীর্থে উপস্থিত হইলাম, যাত্রীরা সকলেই এই স্থানে স্নানাদি করিয়া গণেশ ঠাকুরকে দর্শন ও পূজা করিলেন। পাণ্ডা সুদামা বলিল, "গণেশজীকে পূজা করিয়া না গেলে ৺অমরনাথ দর্শন সফল হয় না।" আমরা গণেশজীকে দেখিতে গেলাম। পথ হইতে অনেক নিম্নে, নদীর পরপারে একটী নাতিবৃহৎ উপল খণ্ডে তৈল ও সিন্দুর মাখাইয়া রাখা হইয়াছে, ইহাই গণেশজীর প্রতিমূর্ত্তি।

এই স্থানের পর হইতে উপত্যকাটী ক্রমশঃ বিস্তীর্ণাকার ধারণ করিয়াছে। সম্মুখে "কোলোহাই"এর তুষারাবৃত শৃঙ্গদ্বয় রৌদ্রে চক্‌মক্ করিতেছে। ক্রমে আমরা বেলা আন্দাজ তুই ঘটিকার সময় "পহেল গাঁও" আসিয়া পৌঁছিলাম।

যদিও পহেল গাঁও সমুদ্রতট অপেক্ষা ৭২০০ ফিট উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত, তথাপি গ্রীষ্মকালে এই স্থানে খুব গরম পড়িয়া থাকে। কাশ্মীরের "গুলমার্গ" প্রভৃতি উচ্চ স্থান সমূহের ন্যায় এই স্থানে অতিরিক্ত বর্ষা হয় না। এই সহরের প্রাকৃতিক শোভা সাহেবরা অত্যন্ত পছন্দ করেন। উপরে একটী সাহেবি ধরনের বড় দোকান, পোষ্ট আফিস, বাজার এবং ডাকবাংলো আছে। বৎসরে ৮ মাস মাত্র এই সহরটী খোলা থাকে। বাকি ৪ মাস বরফ পড়িয়া বন্ধ হইয়া যায়। তখন এই স্থানে কেহ থাকিতে পারে না। সহরের অনেক নিম্নে "নীল গঙ্গা" প্রবাহিত, তাহার তীরে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু মাঠ রহিয়াছে। তথায় চারিটী সমতল ভূমিখণ্ডে যাত্রীদের তাঁবু পড়িয়াছে। নীল গঙ্গার জল অতি পরিষ্কার ও মৎস্যবহুল।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, শীঘ্রই জল আসিয়া সব ভিজাইয়া দিবে। একে রাত্রে কন্‌কনে শীত তাহার উপর বৃষ্টি পড়িলে আরও ভীষণ শীত পড়িবে। কিন্তু কাহারও সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। এই ভূঃস্বর্গে এক বেলা মাত্র বাস

করিয়াই সকলের প্রাণ এক অফুরন্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে, সকলেই বেশ স্ফুর্ত্তিতে চলা ফেরা করিতেছেন। ভলেন্টিয়ারগণ সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। স্বামিজীও "পহেল গাঁও" সহরটী দেখিবার জন্য বাহির হইলেন।

অনেকে কাশ্মীরের সুন্দর সুন্দর স্থান সকলের মধ্যে এই সহরকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। এই স্থান হইতে সোনাসর, শেষনাগ, অমরনাথ, হরনাগ, লীদারবৎ ও কোলো-হাই তুষার নদী দেখিতে যাইবার পথ আছে। সিন্ধুনদের উপত্যকা ও লীদার উপত্যকা গমনের পক্ষে এই স্থানের পথই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। স্বামিজী এই স্থান হইতে অল্প দূরবর্ত্তী "মামর" নামক স্থানে অবস্থিত একটী প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাত্রে মুসলধারে বৃষ্টি আসিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় পার্শ্বের তাঁবু হইতে ৬ জন যাত্রী আসিয়া আমাদের তাঁবুতে আশ্রয় লইলেন। তাঁহাদের তাঁবুতে বৃষ্টির জল প্রবেশ করাতে সব ভিজিয়া গিয়াছে। এই সকল পথে তাঁবু খাটাইতে এই কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়,—

১। জমী ঢালু না হয়। তাহা হইলে উপরের জল গড়াইয়া তাবুর ভিতরে প্রবেশ করিবে।

২। তাঁবুর বাহিরের এক বা দেড় হাত দূর দিয়া চতুর্দ্দিকে

একটী নর্দ্দামা খুঁড়িয়া রাখা উচিৎ, তাহা হইলে আর বাহিরের জল গড়াইয়া ভিতরে আসিতে পারিবে না।

৩। যে দিকে হাওয়া প্রবল, তাঁবুর দ্বার তাহার বিপরীত দিকে রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা তাবুতে জল ও ঝাপটা ঢুকিয়া আলো নিভাইয়া ও সব ভিজাইয়া দিবে এবং নিদ্রিত ব্যক্তির ঠাণ্ডা লাগিবে।

৪। যে স্থানে ইতঃপূর্ব্বে অন্য কাহারও তাবু ছিল সেইরূপ স্থানে তাঁবু না খাটান। কারণ ঐরূপ স্থান প্রায়ই দূষিত ও অপরিষ্কার থাকে।

৫। জলাশয় যেন তাবু হইতে বেশী দূরে না হয়, নচেৎ জল আনিতে বিশেষ অসুবিধা হইবে।

পরদিন প্রভাতে কফি পানের পর স্বামিজী পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই কয়েক দিন অবিরত বারিপাত হওয়াতে এই অঞ্চলের পার্ব্বত্য পথগুলি অত্যন্ত পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য "ধর্ম্মার্থ বিভাগ" ঢোল পিটাইয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন, "রাস্তা পিচ্ছিল, চড়াই সাবধানে করিবে, উৎরাইতে কেহ ঘোড়ার পিঠে থাকিবে না। বৃহৎ বোঝা ও তাবুর লম্বা খোঁটা কেহ ঘোড়ার পিঠে চাপাইবে না।" যাত্রীরা ঠিক মত আদেশ পালন করিতেছে কিনা দেখিবার জন্য পথের মোড়ে মোড়ে তাহারা পাহারারও বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।
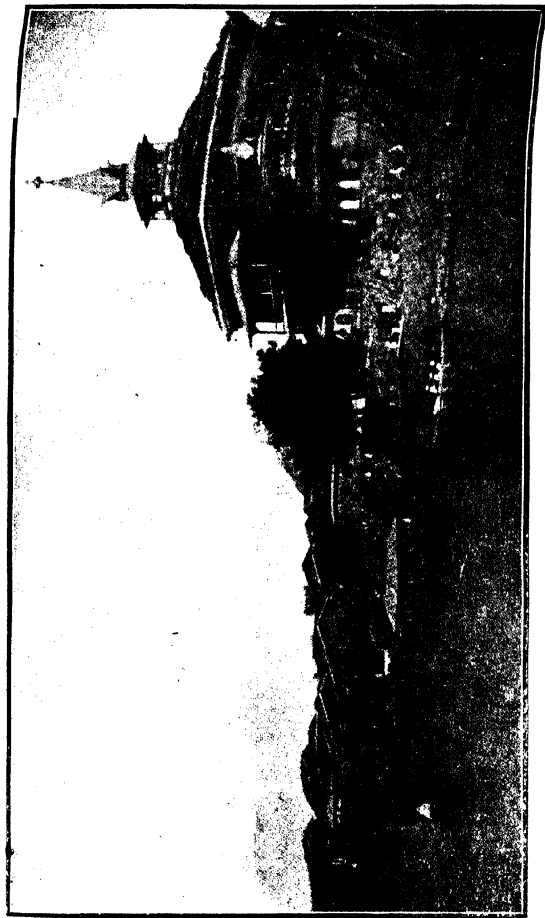
"সা হামাদান" শ্রীনগরের পুরাতন মস্‌জিদ

[পৃঃ—৪২

আমাদের অদ্যকার গন্তব্যস্থল "চন্দনবাড়ী" বা 'ট্যানিন" (৯,৫০০ ফিট উচ্চ)। ঐ স্থান "পহেল গাঁও" হইতে ৯ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। পথটী বরাবর নীলগঙ্গার ধারে ধারে পাহাড়ের গা বহিয়া গিয়াছে। চারিদিকে বন জঙ্গল ভেদ করিয়া পর্ব্বতের পাদদেশ সকল ধৌত করিতে করিতে নীলগঙ্গা ছুটিয়া চলিয়াছে। স্থানে স্থানে দুই একটী জল-প্রপাতের জল আসিয়া তাহাতে পড়িতেছে, এই সব দেখিতে দেখিতে আমরা মহানন্দে চলিতে লাগিলাম। "পহেল গাঁও" ছাড়িয়া ৪ মাইল আসিয়া আমরা "প্রেস্‌ল্যাং" নামক একখানি গ্রাম দেখিতে পাইলাম। গ্রামটী পথের ধারেই অবস্থিত। এই খানিই এই পথের শেষ গ্রাম। গ্রামটী ক্ষুদ্র। তথায় ৭।৮ ঘর মাত্র লোকের বাস। সকলেই মুসলমান। বাড়ীগুলি কাষ্ঠের ও দ্বিতল। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখে এক একটী বেড়া দেওয়া বাগান ও বিচালির গাদা রহিয়াছে। একটী বাড়ীর নীচের তলে মুদির ও দর্জ্জির দোকান। গ্রামবাসিগণের চেহারা খুব সুশ্রী ও বলিষ্ঠ; অন্যান্য পাহাড়ী দেশের অধিবাসী-দিগের মত কাশ্মীরের কাহারও নাক চেপ্টা নহে; অথচ এইরূপ আর্য্যোচিত সুন্দর দেহ অনেক পার্ব্বত্য দেশেই বিরল। ইহা দের স্ত্রী পুরুষ সকলের অঙ্গেই একটী করিয়া আল্‌খেল্লা ফেরাঙ্গ রমণীগণের মাথায় রুমাল বাঁধা ও ইহুদী রমণীদের মত কাণের

দুই পার্শ্বে ছোট বড় অনেক গুলি বিনুনি ঝুলিতেছে। অঙ্গে কোন প্রকার অলঙ্কার নাই। গ্রামবাসিগণ সকলে যাত্রিগণকে দেখিতে আসিল। এই স্থানের পর হইতে পথ ক্রমশঃ অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

বেলা আন্দাজ দুইটার সময় আমরা চন্দনবাড়ীতে পৌঁছিলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি আসিবার বিলম্ব নাই। আমরা তাড়াতাড়ি তাঁবু খাটাইয়া মালপত্রগুলি যথাস্থানে রাখিলাম। ইতঃপূর্ব্বেই প্রায় ১০০টি তাঁবু এই স্থানে পড়িয়াছে। ক্রমে অপর যাত্রীরাও আসিতে লাগিল। উপেন বাবু অনেক দেরীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। পাছে পড়িয়া যান এই ভয়ে তিনি একটী বৃদ্ধ ঘোড়া বাছিয়া লইয়াছেন। ঘোড়াটীর পিছনের একটী পা অপর তিনটী অপেক্ষা কিছু বেশী লম্বা, তাই খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া সারা পথ আসিতে এত বিলম্ব হইল। তিনি "ধর্ম্মার্থ বিভাগ" হইতে ঐ ঘোড়াটী পরে বদলাইয়া লইয়াছিলেন।

আমাদের তাবুর নিকটেই একটী পাহাড়ের পাদদেশে বরফ জমিয়া রহিয়াছে দেখিয়া যাত্রীরা তাড়াতাড়ি তথায় যাইতেছিল। অনেকে হিমালয়ে বরফ পড়ে এই কথা শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু চোখে কখন দেখে নাই, আজ তাহা দর্শন করিয়া, তাহার উপর বেড়াইয়া পরমানন্দে বরফ খাইতে লাগিল। স্বামিজী অল্প

খাইয়া বলিলেন, "এ সব Glacier এর * বরফ খেতে নেই, খাইলে Hill Diarrhoea ও গলগণ্ড হয়।" যে স্থানটীতে যাত্রী-দের তাঁবু পড়িয়াছে তাহা একটী বিস্তীর্ণ অধিত্যকা। এই স্থানের চারিদিকেই পাহাড় এবং আখরোট, ভূর্জ্জপত্র প্রভৃতির জঙ্গল। নিকটেই একটী পার্ব্বত্য নদী পাথরের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। আমরা কিছু ডাল ও পাতা সমেত কাঁচা আখরোট ও ভূর্জ্জপত্রের ছাল সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। আমাদের সরকারি তত্ত্বাবধারক বলিল, "রাত্রে এই স্থানে বন্য জন্তুর ভয় আছে।"

"চন্দন বাড়ী"তে রাত্রি বাস করিয়া আমরা পরদিন প্রভাতে "বায়ু ব্যজন" যাত্রা করিলাম, পথে "পিশু" নামক একটী ১৫০০ ফিট উচ্চ পর্ব্বত চড়াই করিতে সকলকেই যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। "পিশু" শব্দে এক প্রকার উকুন বুঝায় তাহা হইতে, অথবা "পিসর" শব্দ হইতে এই পর্ব্বতের এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে। "পিসর" কাশ্মীরী শব্দ, ইহার অর্থ "পিচ্ছিল।" এই পর্ব্বতে আরোহণ করিবার পথটী ঠিক ইংরাজী Z অক্ষরের ন্যায়। ঘোড়া বা ঝাম্পান চড়িয়া কেহ এই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে সক্ষম নহে, কারণ পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল ও ঊর্দ্ধমুখী। যিনি যাহাতে আসিয়াছেন, নামিয়া সকলকেই পদব্রজে যাইতে

* বহুকাল হইতে যে বরফ জমিয়া আছে।

হইল। এই পাহাড়ে আরোহণের সময় সকলের পশ্চাতে থাকিতে নাই, কারণ হঠাৎ যদি কোন ঘোড়া বা মাল পড়িয়া যায়, তাহা গড়াইতে গড়াইতে একেবারে নিম্নে যাহারা থাকে তাহাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। সূর্য্যের তেজ অধিক হইবার পূর্ব্বেই পিশু চড়াই শেষ করা কর্ত্তব্য, নচেৎ রৌদ্র প্রখর হইলে অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্তি বোধ হয়। চড়াই করিতে করিতে শ্রান্ত হইলে বসিতে নাই, উহাতে উরুদেশ ভার বোধ হয়, সুতরাং দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করাই ভাল। পকেটে কিস্‌মিস্, শুষ্ক ডালিমের দানা, লেবু প্রভৃতি রাখিতে হয়, আরোহণ করিতে করিতে মুখ শুখাইলে জল না খাইয়া এই সকল চর্ব্বণ করিতে হয়। খালি পেটে পাহাড়ে চড়া বিপজ্জনক, ইহাতে পেটে খিল ধরিবার সম্ভাবনা। পেটে শক্ত Belt থাকা খুব ভাল, পায়ে মোজার বদলে পট্টি ও তলায় কাঁটা পেরেকযুক্ত জুতা এবং হাতে Hill stick থাকা দরকার। পর্ব্বতে আরোহণ কালে কোন দৃশ্য দেখিয়া তন্ময় হইতে নাই, উহাতে পতনের সম্ভাবনা।

চড়াই শেষ করিয়া আমরা সর্ব্বোচ্চ স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই স্থান হইতে নিম্নের পর্ব্বতারোহণকারি যাত্রিগণকে পাহাড়ের গায়ে পিপীলিকার সারির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেখাইতে লাগিল। উপরে একটি সমতল ভূমির (Plateau) উপর দিয়া অমরনাথ যাইবার পথ গিয়াছে। এই স্থানের দৃশ্য অতি

মনোহর, অসংখ্য দেওদার, রুদ্রাক্ষ, ভুর্জ্জ প্রভৃতি বৃক্ষ চারিদিকে দেখা যাইতেছে। এই স্থানের Ozone পূর্ণ মধুর সমীরণ আমাদের সব পথ শ্রান্তি মুহূর্ত্তে দূর করিয়া দিল ও দেহে দ্বিগুণ বলের সঞ্চার করিল। যাত্রীরা এই স্থানে উঠিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ ঘোড়াগুলিকে কিয়ৎক্ষণের জন্য খুলিয়া দিলেন, কেহ মাল-পত্রগুলি ভাল করিয়া আঁটিয়া বাঁধিতে লাগিলেন এবং কেহ বা জলযোগ করিতে লাগিলেন। পুরুষের ন্যায় সমান সামর্থ্যে যে সকল পাঞ্জাবী রমণী শিশু ক্রোড়ে করিয়া পদব্রজে বা অশ্বারোহণে পর্ব্বতের পর পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া এই কঠিন তীর্থে চলিয়াছেন, তাঁহাদের উৎসাহপূর্ণ, প্রফুল্ল মুখ-মণ্ডল দেখিয়া আমরা বঙ্গ-মহিলাগণের সহিত ইহাদের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম। কিন্তু যাত্রীদিগের মধ্যে তিনজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক কষ্ট সহ্য করিয়া যাইতেছিলেন দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

এই স্থান হইতে রওনা হইয়া আমরা বেলা দুই ঘটিকার সময় "বায়ু ব্যজনে" আসিয়া উপনাত হইলাম। এই স্থানে সর্ব্বদা প্রবলবেগে বাতাস প্রবাহিত থাকায়, ইহার উক্ত প্রকার নাম হইয়াছে। যাত্রীরা কাঁচা জুনিপার গাছ জ্বালাইয়া রন্ধনের যোগাড় করিতে লাগিলেন। এই স্থানে অন্য কোন প্রকার জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায় না। ভিজা বা কাঁচা হইলেও জুনি-

পার গাছগুলি অল্প অগ্নিসংযোগেই বেশ জ্বলিয়া উঠে। ইহা শুখাইয়া লইবার প্রয়োজন হয় না। কেহ কেহ অন্য প্রকার জ্বালানি কাঠও সঙ্গে আনিয়াছেন। সন্ধ্যায় অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল ও প্রবল বেগে ঝড় উঠিল, রাত্রে এরূপ ভীষণ শীত পড়িল যে, এই শ্রাবণ মাসকে আমাদের মাঘ মাস মনে হইতে লাগিল।

চন্দনবাড়ী হইতে "জোজপাল" ৫ মাইল মাত্র। এই স্থানের উচ্চতা ১১,৩০০ ফিট্। এই স্থানের প্রায় ১০০০ফিট নিম্ন দিয়া একটী পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী প্রবাহিত। উহার উভয় তীরেই "মার্গ" বা মাঠ রহিয়াছে। ঐ গুলি বরফের সেতু থাকিলে সহজেই অতিক্রম করা যায়। কিয়ৎদূরে ভূর্জ্জপত্র গাছের বনের মধ্যে কয়েকটী "গুজর"দের কুটীর রহিয়াছে। ইহারা সকলেই মুসলমান ও দেখিতে দৃঢ়কায় ও সুশ্রী। গোচারণই ইহাদের পেশা। এই স্থানের অল্প দূরে ৮০০ ফিট উচ্চ একটী চড়াই অতিক্রম করিলে, "সোনাসর" নামক একটী সুন্দর হ্রদ দৃষ্ট হয়। হ্রদটীর বিশেষত্ব এই যে, ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ পর্ব্বতমালা হইতে তুষার নদী সকল নামিয়া ইহার জল স্পর্শ করিয়াছে।

"জোজপাল" হইতে "শেষনাগ" মাত্র ৪ মাইল পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। এই স্থানের উচ্চতা ১২০০০ফিট্; পথে আসিতে ৭০০ ফিট উচ্চ একটী খাড়া চড়াই পড়ে, তাহার পর হইতে পথ

বেশ সরল ও সহজ। "শেষনাগ" একটি হ্রদের নাম। ইহা কলিকাতার হেদুয়ার ন্যায় বড়। ইহার দুই পার্শ্বে চির তুষারাবৃত পর্ব্বতমালা বর্ত্তমান। ঐ সকল পর্ব্বত গাত্রস্থ চিরস্থায়ী তুষাররাশি (glaciers) ইহার জল স্পর্শ করিয়াছে। হ্রদের জল উজ্জ্বল সবুজবর্ণ। হ্রদটীর দৃশ্য উপরের পথ হইতে এরূপ সুন্দর দেখায় যে, ইহাকে স্বর্গের অপ্সরাদের স্নানের স্থান বলিয়া ভ্রম হয়! যাত্রীরা কেহ কেহ নিম্নে যাইয়া এই হ্রদের জলে স্নান তর্পণাদি করিলেন। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, এই হ্রদের জলে স্নান করিলে সর্ব্ব ব্যাধি বিনষ্ট হয়। স্বামিজী এই হ্রদটী দেখিয়া বলিলেন, "দেখছ, চারদিকের পাহাড় থেকে কি রকম glacier (তুষার নদী) নেমেচে? ঐ থেকে আমাদের শাস্ত্রে মহাদেবের জটার কল্পনা হয়েচে, চির-তুষারাবৃত হিমাদ্রিচূড়া হচ্ছে মহাদেবের মস্তক, আর ঐ তুষার নদী হচ্চে তাঁর জটা।"

এই হ্রদের দক্ষিণে কতকগুলি পর্ব্বত শৃঙ্গের পশ্চাতে বিখ্যাত "কহিনুর পর্ব্বত"টী সুন্দর দেখা যাইতেছে।

পরদিবস আমাদের পড়াও "পঞ্চতরণী" ;—শেষনাগ হইতে ঐ স্থান ১১ মাইল। পথে একটী ১৪,০০০ ফিট্ উচ্চ গিরিবর্ত্ম (Pass) অতিক্রম করিতে হইল। পথটী অত্যন্ত কঠিন। এই পথে ২।১টী শ্বেতাঙ্গ ভ্রমণকারি ব্যতীত বৎসরের ৩৬৫ দিন কেহই চলাচল করে না ; কেবল শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন অমরনাথ

দর্শন উপলক্ষে ইহা সরকারি তরফ হইতে কয়েক দিনের জন্য, যথাসম্ভব মনুষ্য গমনোপযোগী করা হয়। তথাপি ক্রমাগত পাহাড় চড়াইয়ের যে স্বাভাবিক কষ্ট তাহা কে নিবারণ করিতে পারে? এই উচ্চ পথ হইতে চারিদিকে যে সকল চিরতুষার-মণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি সূর্য্যকিরণে তীব্র ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং সর্ব্বদা সেই দিকে তাকাইতে তাকাইতে চক্ষু লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে, সেই জন্য চক্ষে সবুজ চশমা (Sun glasses) রাখা সকলের কর্ত্তব্য। পথে, পর্ব্বত-গাত্রে স্থানে স্থানে Season flowers ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। কত প্রকার বর্ণ, আকৃতি ও জাতির যে ফুল তথায় রহিয়াছে তাহা বর্ণনা করা মানবের সাধ্যাতিত। কোথাও আগাগোড়া পাহাড়-টাই ফুল দিয়া মোড়া, ঠিক যেন একটা ফুলের বৃহৎ কার্পেট! প্রত্যেক ফুলটি কি সুন্দর! (১)* দেশী Season flower এর কাছে কোথায় লাগে। আমরা বাংলা দেশে লইয়া যাইব বলিয়া অনেকগুলি ফুলসমেত গাছ সংগ্রহ করিলাম। স্বামিজী বলি-লেন, "ঐ গুলি লইয়া যাওয়া বৃথা, Snow range † এর ঠিক নীচেই ঐগুলি জন্মে, সমতল ভূমিতে বাঁচে না।" সুদামা বলিল, "এই সকল ফুলের মধ্যে অনেকগুলি বিষ ফুল আছে।

---

* Alpine Edel-weiss দ্রষ্টব্য।

† যে উচ্চ স্থানে চিরস্থায়ী তুষার থাকে।

এই পথ দিয়া যাইবার সময় উহাদের রেণু বাতাসে উড়িয়া আসিয়া যাত্রীদের মুখমণ্ডলে পড়ে ও মুখের চামড়া কাল করিয়া দেয়। কাহারও কাহারও গালে ও নাকে ঘা পর্য্যন্ত হইয়া যায়। ঐ বিষাক্ত ঘা শীঘ্র সারে না। সেই জন্য "পড়াও"তে পৌঁছিয়াই গরম জল ও কার্ব্বলিক সাবান দিয়া মুখ হাত প্রভৃতি অনাবৃত স্থান সকল উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলা কর্ত্তব্য।" এই কথা শুনিয়া স্বামিজী বলিলেন, "উচ্চতার জন্য গা বমী বমী করে এবং অত্যন্ত ঠাণ্ডার জন্য হাত মুখ ফাটীয়া যায় এবং ঘা হয়।"

পথে আসিতে আসিতে একজন যাত্রী অত্যন্ত বমি করিয়া কাতর হইয়া পড়িল। ভলেন্টিয়ারগণ তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মার্থ বিভাগের ডাক্তার আসিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিলেন ও কয়েক জন ভলেন্টিয়ারের সঙ্গে তাহাকে একটি ঝাম্পানে করিয়া "পহেল গাঁও" পাঠাইয়া দিলেন।

সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিয়া আমরা বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। স্বামিজী কয়েকখানি Photo লইলেন। এই উচ্চ স্থান হইতে মেঘগুলিকে অতি নিকটবর্ত্তী ও সূর্য্যকে নিষ্প্রভ মনে হইতে লাগিল। দূরের কয়েকটী পর্ব্বত ব্যতীত এই অঞ্চলের যাবতীয় পর্ব্বতকেই ক্ষুদ্র দেখাইতে লাগিল। স্বামিজী বলিলেন, "এইরূপ উচ্চ স্থানে উঠিলে অনেকে বমি করে ও

মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়। ইহাকে Mountain Sickness বলে। কেদারনাথ পর্ব্বতে (২২,৮০০ ফিট উচ্চ) আমার একবার ঐরূপ হইয়াছিল। অতি উচ্চ বলিয়া এই সকল স্থানের বাতাস, সমতল ভূমির বাতাসের অপেক্ষা পাতলা, এবং Oxygen কম থাকে, সেই জন্য নিশ্বাস লইতে কষ্ট হয়, এবং অল্প পরিশ্রম করিলে হাঁপাইয়া পড়িতে হয়। একটু চড়াই করিলে মনে হয় যেন চারি মাইল চলা হইয়াছে।”

এই উচ্চ স্থান হইতে দূরবর্ত্তী অমরনাথ পর্ব্বত কে অতি নিকটবর্ত্তী দেখাইতেছে। মনে হইতেছে যেন ছুটিয়া ঐ স্থানে যাওয়া যায়। এই স্থান হইতে যে সকল ঝরণা বাহির হইয়াছে তাহার এক ধারেরগুলি অমরাবতী নদীতে ও অপর ধারেরগুলি সিন্ধুনদে যাইয়া পড়িয়াছে।

এই স্থানের বিপরীত দিকে ক্রমশঃ নামিতে নামিতে একটী সুন্দর অধিত্যকার মধ্য দিয়া আমরা পঞ্চতরণীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু প্রস্তর খণ্ড পার্শ্বস্থিত পর্ব্বত সকল হইতে খসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ক্রমে আমরা পঞ্চতরণী নদীর পাঁচটী ধারা পার হইয়া “ভৈরব ঘাট” বা “বৈরাগী ঘাট” পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত একটী নাতি বৃহৎ মাঠে আসিয়া পৌঁছিলাম। ইহাই “পঞ্চতরণী”; এই স্থানে আসিতে হইলে ঐ নদীটীকে পাঁচবার পার হইতে হয়

বলিয়া এই স্থানের উক্ত প্রকার নাম হইয়াছে। দুইটী ধারার জল এখন এক হাঁটুরও কম রহিয়াছে কিন্তু অপর গুলিতে জল খুব গভীর ও বেগবতী; উহাদের উপর কাষ্ঠ ও পাথর দিয়া ধর্ম্মার্থ বিভাগ হাল্কা সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে। যে স্থানটী যাত্রিগণের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা আছে তাহা নদী হইতে কিছু উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। জুনিপার গুল্মই এই "পড়াও"এর একমাত্র ইন্ধন। কারণ ইহা ব্যতীত এই প্রদেশে অন্য কোন প্রকার উদ্ভিদ জন্মে না।

এই স্থান হইতে অমরাবতী নদীর তীর ধরিয়া পশ্চিমদিকে ৯ মাইল যাইলে ভারতবর্ষ ও তিব্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত "বাল্‌তাল" গ্রামে পৌঁছান যায়। পথটী কঠিন, সর্ব্বসাধারণের যোগ্য নহে। দুই একজন ভ্রমণকারী ব্যতীত অপর কেহ এই পথে যাইতে সাহস করে না।

খুব ভোরে যাত্রা না করিলে, ফিরিতে বেলা অধিক হইয়া যায় বলিয়া পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া, তাঁবু ও মালপত্র পাহারা দিবার জন্য সরকারি কুলিদের রাখিয়া আমরা ৺অমর-নাথ দর্শনে বাহির হইলাম। পথটী তুঙ্গ পর্ব্বতমালার গা বহিয়া অমরাবতী নদীর কুলে কুলে গিয়াছে। পথে স্থানে স্থানে সুদৃশ্য ঝরণা সকল দৃষ্ট হইতেছে। কোন পর্ব্বতেই উদ্ভিদের লেশ মাত্র নাই। চারিদিকে এক ভীষণ অনুর্ব্বরতা বিরাজ

করিতেছে। কি এক পার্ব্বত্য গাম্ভীর্য্য ও নিস্তব্ধতা চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান। স্থানটী কবি, চিত্রকর, তপস্বী ও ভ্রমণকারিদের চির আদরের সন্দেহ নাই।

"গুগাম" নামক স্থানে একটী বাঁকের নিকট ঘোড়া, ঝাম্পান প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া আমরা পদব্রজে চলিতে লাগিলাম, কারণ এই স্থান হইতে গুহা পর্য্যন্ত পথটী ঘোড়া, ঝাম্পান প্রভৃতি চলিবার অনুপযুক্ত। আমরা এইবার কতকগুলি জীর্ণ পাথরের পাহাড়ের উপর আরোহণ করিতে লাগিলাম। পথটী সংকীর্ণ ও উর্দ্ধমুখী। ক্রমে চড়াই শেষ করিয়া আমরা বিপরীত দিকে উৎরাই করিতে করিতে অমরাবতী নদীর চির-তুষারাবৃত তীরে আসিয়া উপনীত হইলাম। এই স্থান হইতে প্রায় এক ফারলং (Furlong) পথ বরফের সেতুর উপর দিয়া গিয়াছে। বরফের সেতুর নীচে অমরাবতী নদী বেগে গর্জ্জন করিয়া ধাবিত হইতেছে। ইহার উপর দিয়া চলিবার সময় জুতার তলে কাঁটা পেরেক ও হাতে Hill stick থাকা আবশ্যক নহিলে পতনের বিশেষ সম্ভাবনা। যাত্রীরা অনেকে বরফের উপর দিয়া চলিবার সুবিধার জন্য ঘাসের "চাপলী" জুতা শ্রীনগর হইতে সঙ্গে আনিয়াছেন। বর্ফানের পথ শেষ হইলে অল্প চড়াইএর পথ অতিক্রম করিতেই আমরা ৺অমরনাথ গুহায় উপস্থিত হইলাম।

গুহাটীর মধ্যে কয়েকটী ক্ষুদ্র বৃহৎ ঝরণা জমিয়া বরফের

স্তূপ হইয়া রহিয়াছে। যেটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় সেইটীর নাম "৺অমরনাথ লিঙ্গ" ইহা দেখিতে বর্ত্তুলাকার ও ইহার পরিধি প্রায় ছয় হাত ও উচ্চতা তিন হাত। প্রত্যেক তুষার স্তূপের উপর গুহার ছাদ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। পাণ্ডা সুদামা বলিল, "লিঙ্গটী চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছোট ও বড় হইয়া থাকে ও অদ্য শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে। গুহার মধ্যে কয়েকজন মুসলমান অমরনাথজীর বিভূতি (খড়ি পাথরের গুঁড়া) বিক্রয় করিতেছে। এই তীর্থে মুসলমানদের অংশ আছে, কারণ প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক গুজর বা পাহাড়ী মুসলমান রাখাল এই স্থানটী সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পায় ও হিন্দুদের জানায়। এই স্থানের যাবতীয় পাহাড়ই খড়ি পাথরে পূর্ণ। স্বামিজী বলিলেন, "এই সকল পাথর (gypsum) পোড়াইয়া চূর্ণ করিলে Plaster of Paris তৈরী হয়।" এই গুহাটী স্বাভাবিক; মানব খোদিত নহে। ইহা দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় ১৫০ ফিট্। ইহা সমুদ্রতট হইতে ১৩,০০০ ফিট্ উচ্চে চির তুষারাবৃত (১৮,০০০ ফিট্ উচ্চ) পর্ব্বতের গাত্রে অবস্থিত। এই গুহাতে কতকগুলি চাম্‌চিকে উড়িতেছে দেখিলাম এবং দুইটী কাল গোলা পারাবত গুহা হইতে বাহিরে উড়িয়া গেল। পাণ্ডারা বলে যে, ঐ পারাবত দুইটী ৺অমরনাথের ভৈরব। তাহারা গুহা রক্ষা

করে। গুহার এক কোণে বরফের ছোট ছোট চাঁই আছে। একটী পার্ব্বতী ও অপরটি গণেশ। গুহায় কোন মন্দির নাই।

গুহার নিম্নেই অমরাবতী নদী অবস্থিত। অনেকগুলি খড়ি পাথরের পাহাড়ের ধোয়াট লইয়া ইহা প্রবাহিত বলিয়া ইহার জল ঈষৎ শ্বেতাভ সেই জন্য ইহার অপর নাম "দুধগঙ্গা।" যাত্রী-গণ ইহার জলে স্নান তর্পণাদি করিয়া ভিজা কাপড়ে পর্ব্বত গাত্রে যে সকল ফুল জন্মে তাহা তুলিয়া অমরনাথ শিবকে পূজা স্পর্শন, আলিঙ্গন, প্রদক্ষিণ প্রভৃতি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডা-গণ স্নানের ও পূজার সময় সকলকে মন্ত্রপাঠ করাইতে লাগি-লেন। অনেকে বাবা অমরনাথ জীউর নিকট পুত্র কামনা করিয়া সফল কাম হইয়াছেন। ২।৩ বৎসরের "দোরধরা" শিশুকে লইয়া অনেক জনক জননী এই তীর্থে আসিয়াছেন।

এই গুহাটীর ঠিক সম্মুখে 'ভৈরব ঘাটী' বা "বৈরাগী ঘাট" নামে পর্ব্বত অবস্থিত। উহা উচ্চতায় ১৮,০০০ ফিট্। উহার উপর দিয়া পঞ্চতরণী হইতে অমরনাথ গুহায় আসিবার একটী পথ গিয়াছে। পথটী কঠিন, পর্য্যটক বা সাধুগণ ব্যতীত কেহ বড় একটা ঐ পথে আসিতে সাহস করেন না।

৺অমরনাথ দর্শন শেষ করিয়া আমরা বেলা প্রায় দুই ঘটিকার সময় পুনরায় পঞ্চতরণীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। প্রাইমাস

ষ্টোভে গরম জল চাপান ছিল। আমরা তাহাতে স্নান সমাপন করিয়া ইকমিক কুকারে সিদ্ধ অন্নব্যঞ্জন আহারাদির পর বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। পঞ্চতরণী হইতে অমরনাথ গুহা পর্য্যন্ত যাওয়া আসায় পরিশ্রমও যথেষ্ট হইয়াছিল, তাই এই কয় দিনের পর অদ্যকার দীর্ঘ বিশ্রামটুকু বড় মধুর বোধ হইতে লাগিল। এই দিনই কোন কোন যাত্রী পহেল গাঁও ফিরিয়া যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। পঞ্চতরণী হইতে 'পহেল গাঁও' ২৯ মাইল। ঐরূপ ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে এত দ্রুত তাঁহাদিগকে অশ্ব পরিচালনা করিতে হয় যে, তাহা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

স্বামিজী বলিলেন, "এখানে এসে আজ আমার এ্যামেরিকার কথা মনে পড়ছে। সেখানে একবার আমার বন্ধু প্রফেসার পার্কার (Prof. Parker) ও আমি ক্যানেডিয়্যান এ্যাল্পস (Alps) চড়াই করিয়াছিলাম। সে পাহাড়ও ১৮০০০ফিট উচ্চ, আর উপরে চারিদিকে তুষারনদী গ্লেসিয়ার। এক দিনে ৪৮ মাইল পাহাড়ে রাস্তায় হেঁটে গিয়ে আমরা পূর্ব্বের রেকর্ড ভঙ্গ করি। এত দীর্ঘ পথ লোকে ঘোড়ায় চড়ে তিন দিনে অতিক্রম করে। সেখানে একটী হ্রদ ছিল, তার নাম "এমারাল্‌ড লেক," তার ধারে একটা হোটেল ছিল। সন্ধ্যা হলে আমরা সেখানে রাত কাটাব মনে করলাম। পার্কার পথ ভুল করে ফেল্লে। হ্রদের ধারে দুটো রাস্তা, তার একটা দিয়ে গেলে

১৫ মিনিটের মধ্যে হোটেলে পৌঁছান যায়। সেটীতে না গিয়ে পার্কার অন্যটী ধরলে, যত যাই পথ আর ফুরোয় না। ক্রমে রাত হয়ে পড়ল, আমরা এক জঙ্গলের ধারে এসে পড়লুম, সেখানে ভল্লুক ও নেকড়ে বাঘের ভয়। কি হবে, আর বেরুতে পারি না। চারিদিকে পাহাড়—কাদা আর জল। শেষে এক জায়গায় হ্রদের জল বাহির হইবার একটি চওড়া নালা ছিল, সেটার ওপারে একটা পথ রয়েছে দেখতে পেলাম। কিন্তু কিছুতেই নালাটী পার হইতে পারিলাম না। সেটা ডিঙ্গুতে গিয়ে পার্কার তার মধ্যে পড়ে গেল। নালাতে এক গলা জল আর খুব ঠাণ্ডা। আমি তাকে ধরে তুল্‌লাম। বেচারির সব ভিজে গেছে, শীতে থর থর করে কাঁপতে লাগল। কি করি অন্ধকারে কিছু দেখাও যায় না, হাঁতড়ে হাঁতড়ে কতকগুলি ভিজে কাঠ সংগ্রহ ক'রে আগুণ জ্বালতে গেলাম। দেশালায়ের বাক্সে একটীমাত্র কাঠি ছিল, তাও ভিজে গিছল, জ্বল্‌ল না। আগুণ করা আর হ'ল না। চারদিকে জল, একটু বসবারও স্থান নাই। শেষে একটা ভিজে পচা কাঠের গুঁড়ি পড়ে ছিল পার্কারকে তার ওপর বস্‌তে বলে নিজেও বস্‌লাম। সে শীতে থর থর করে কাঁপছে, আমি তাকে গরম কর্ব্বো বলে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। এমনি করে সারা রাত কাটল, শীতে হাত পা সব জমে শক্ত হয়ে গেল।

শ্রীনগর বিতস্তা নদীর প্রথম সেতুর নিকট
আমাদের "শিকারা" [পৃঃ—৪১
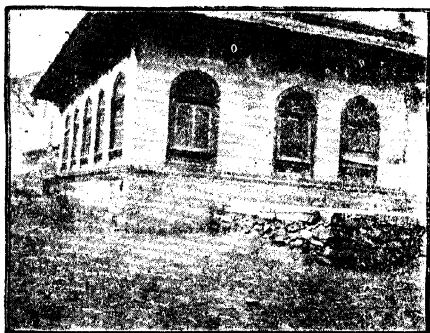
খানা-ইয়ারীতে যীশুখৃষ্টের সমাধি মন্দির [পৃঃ—৪৭

নিউমোনিয়া হবার সম্ভাবনা। একটু ভোর হতেই তুজনে ফের হাঁটতে লাগ্‌লাম, ক্ষুধা তৃষ্ণায় তুজনেই কাতর। হ্রদের জল এখানে কেউ খায় না, সে জল পচা। পথে আস্‌তে আস্‌তে যত জায়গায় ঝরণা পেলাম প্রত্যেকটা থেকে জল খেতে খেতে আমরা ১০ মাইল হেঁটে হোটেলে এসে পৌঁছিলাম।"

রাত্রে পাণ্ডাজী "অমর পুরাণ" নামক পুঁথি পাঠ করিয়া ৺অমরনাথ জীউর মাহাত্ম্য শুনাইলেন এবং আমাদের নিকট হইতে নিজ প্রাপ্য দর্শন গ্রহণ করিলেন।
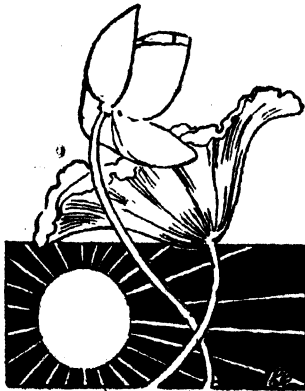
পরদিন প্রভাতে স্বামিজী "পঞ্চতরণী" হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অদ্য আমাদিগের পড়াও "আস্থানমার্গ"। ঐ স্থান পঞ্চতরণী হইতে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত। "পঞ্চতরণী" হইতে প্রায় দুই মাইল আসিয়া "খেলনুর" নামক স্থানের নিকট আমরা পুরাতন পথ ত্যাগ করিয়া অন্য একটি নূতন পথ ধরিলাম এবং ডান দিকে চলিতে লাগিলাম। অতি উচ্চ পর্ব্বতমালার উপর যে সকল চিরস্থায়ী তুষার-নদী (Glacier) রহিয়াছে সেই গুলিকে এবং তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গ সকলকে অতি নিকটবর্ত্তী দেখিয়া আমরা অনুমানে বুঝিলাম যে, অতি উচ্চ স্থান দিয়া চলিতেছি। স্থানে স্থানে পর্ব্বতগাত্রে ঘাস জন্মিয়াছে। এই অঞ্চলে ইহা একটি নূতন জিনিস। পথে ছোট ছোট অনেকগুলি অবিখ্যাত হ্রদ রহিয়াছে, সেগুলির ধারে ধারে বরফ জমিয়া আছে।

ক্রমে আমরা "সাচ্‌কাটি" নামক একটী ১৪০০০ ফিট্ উচ্চ গিরিবর্ত্মে (Pass) আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই অতি উচ্চ স্থান হইতে কাশ্মীরের দৃশ্য অতীব নয়নরঞ্জক! এই গিরিবর্ত্ম হইতে আমাদিগকে দুই মাইল নীচে সমতল ভূমিতে

নামিতে হইবে! তুই মাইল নীচু কাহাকে বলে দেখিবার জন্য নীচের দিকে তাকাইলাম।—উঃ, কি ভীষণ নীচু! মাথা যেন ঘুরিয়া শ্বাসবদ্ধ হইয়া আসিল! দেখিলে শ্বাস ফাটিয়া (বদ্ধ হইয়া) যায়, সেই কারণে ইহার নাম হইয়াছে "শ্বাস্‌কাটি" বা "সাচ্‌কাটি"।

নিম্নের খাল, ঢিপি সব একাকার, না নড়িলে কোনটি ঘোড়া :কানটি গরু এই উচ্চ স্থান হইতে কিছুই বুঝিবার যো নাই। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ দেখিতে সব সমান! যাত্রীরা অমরনাথজীর নাম চরিতে করিতে সাবধানে নামিতে লাগিল। ধর্ম্মার্থ বিভাগের ঃ ভলেন্টিয়ার দলের লোকেরা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে থাকিয়া কলকে নামিতে সাহায্য করিতে লাগিলেন। নামিবার পথ কেবারে সোজা, কেবল বড় বড় পাথর। পথে আলগা াথর ছড়ান; পা হড়কে যায়। কোথাও সিঁড়ির ন্যায় থাক্ ক্, কোথাও গড়ানে, চারিদিকে কোথাও উদ্ভিদের চিহ্নমাত্রও ই। নামিতে নামিতে মনে হইতে লাগিল যেন, মেঘলোক ইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছি! পথে স্থানে স্থানে ণার জল পথ প্লাবিত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। যাত্রীরা ত সন্তর্পণে ধীরে ধীরে, কোন রকমে, প্রাণটি হাতে করিয়া মিতেছে বটে, কিন্তু মালবোঝাই ঘোড়া, কুলি ও ঝাম্পান-াদের কি দুর্গতি! পাথরের উপর হইতে যদি একবার পা

পিছলায়, তো একেবারে সোজা দুই মাইল নীচে যাইয়া পড়িবে ! দেহের চিহ্ন পর্য্যন্তও থাকিবে না ! পিশুর চড়াই অপেক্ষা সাচকাটির উৎরাইটি অনেক বেশী কঠিন বোধ হইতে লাগিল। যদি এইরূপ খাড়া না হইয়া পথ একটু ঢালু বা আঁকা বাঁকা হইত তাহা হইলে হয়তো নামিতে এত কষ্ট হইত না।

স্বামিজীকে চিরাভ্যস্তের ন্যায় সহজ ভাবে উৎরাই করিতে দেখিয়া যাত্রীরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল,—"বড়া জোয়ান্ বাঙ্গালী, ই'য়ে কোন্ হ্যায় ? শের্‌কে মাফিক্ চল্‌তা হ্যায়।"

—"কোই স্থানকা যুবরাজ হোগা।"

দুই ঘণ্টা পরে এই মহাবিপজ্জনক গিরিসঙ্কট হইতে ক্রমে আমরা নিরাপদে নীচে নামিয়া আসিলাম। এখনও বুকের ভিতরটা দুর দুর করিয়া কাঁপিতেছে ! শেষ একবার কত উপর হইতে নামিলাম দেখিবার জন্য উর্দ্ধে গিরিচূড়ার দিকে তাকাই-লাম, কিন্তু আর তাহা দেখিতে পাইলাম না, বৃহৎ একখণ্ড মেঘ আসিয়া সেই স্থানকে আবৃত করিয়াছে।

অনন্তর একে একে যাত্রীদের সকলের নামা শেষ হইলে আমরা উত্তরাভিমুখে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমাদের "পড়াও"তে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই স্থানের আশে পাশে কতকগুলি তৃণাবৃত ভূমিখণ্ড ও দুই একটী গুজরদের কুটীর

রহিয়াছে। অন্য কোন লোকালয় বা গ্রাম নাই। চারিদিকে এক মহানীরবতা বিরাজমান, কেবল অদূরে একটি ঝরণা তর তর গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। আস্থানমার্গ হইতে "হরনাগ" পর্ব্বতে যাইবার পথ আছে। পাঁচ ঘণ্টায় ২০০০ ফিট্ চড়াই করিলে "রাবমার্গ" হইয়া বরফের উপরে চলিয়া ঐ "হরনাগ" শৃঙ্গে উঠা যায়।

"আস্থানমার্গে" রাত্রিবাস করিয়া পরদিন প্রত্যুষে আমরা "পহেল গাঁও" যাত্রা করিলাম। ঐ স্থান "আস্থানমার্গ" হইতে ১৫ মাইল। পথ গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। চন্দনবাড়ীর নিকট একটী অরণ্যসঙ্কুল খাড়া পাহাড় হইতে উৎরাই করিতে সকলেরই খুব পরিশ্রম হইল। স্থানে স্থানে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি পথের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। সেগুলি সরাইয়া আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এই বন-জঙ্গলপূর্ণ পর্ব্বত হইতে নামিয়াই দেখি আমরা পূর্ব্বে "চন্দন-বাড়ী"তে যে স্থানে রাত্রিবাস করিয়াছিলাম সেই স্থানেই আসিয়াছি; কিন্তু এখানে থাকা হইল না। এই স্থানে আমরা পুনরায় পুরাতন পথটী প্রাপ্ত হইলাম এবং তাহা ধরিয়া "পহেলাগাঁও" অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। ক্রমে আমরা বেলা প্রায় তিন ঘটিকার সময় "পহেল গাঁও" আসিয়া পৌছিলাম।

পরদিন প্রভাতে আমরা তথা হইতে "আইশমোকামে" যাত্রা করিলাম। তথায় সেই পরিচিত মাঠে রাত্রিবাস করিয়া আমরা তৎপরদিবস "মার্ত্তণ্ডে" আসিয়া উপনীত হইলাম। এই স্থান হইতে "ভবন", "ইস্‌লামাবাদ", "আচ্ছিবল" প্রভৃতি কাশ্মীরের কয়েকটী সুন্দর সুন্দর স্থান দর্শন করিবার মানসে আমরা যাত্রীদলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের পাণ্ডা সুদামার বাড়ীতে ৩।৪ দিন বাস করিবার ইচ্ছা করিলাম। অতুল বাবুর আফিসের ছুটি ফুরাইয়া আসিতেছিল, তাই তিনি সত্বর কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার জন্য এই স্থানে আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্রীনগর যাত্রা করিলেন।

ধর্ম্মার্থ বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাশীরাম জ্ স্বামিজীর অভিপ্রায় জানিতে আসিলে, স্বামিজী তাঁহাকে নিজ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "তাঁবু প্রভৃতি নিষ্প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি তোমরা এই স্থান হইতে শ্রীনগরে ফেরৎ লইয়া যাও এবং ৪ দিন পরে "খানাবল" ঘাটে একখানি বজরা পাঠাইয়া দিবে, তাহাতে আমরা জলপথে শ্রীনগর প্রত্যাবর্ত্তন করিব।"

"মার্ত্তণ্ড"কে কাশ্মীরের গয়াধাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ, এই স্থানে কাশ্মীরবাসী হিন্দুগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া থাকেন। এই স্থানে মার্ত্তণ্ডদেবের (সূর্য্যের) একটি মন্দির আছে, সেই হইতেই এই স্থানের

উক্ত প্রকার নাম হইয়াছে। উক্ত মন্দিরটী রাজা ললিতা-দিত্যের দ্বারা (৬৯৯-৭৩৫ খৃষ্টাব্দে) স্থাপিত হয় রাজতরঙ্গিনীতে বর্ণিত আছে যে উক্ত মন্দিরটী রাজা রামাদিত্য (৪৫০ খৃঃ) এবং উহার পার্শ্বস্থিত মন্দিরগুলি তৎপত্নী রাণী অমৃতপ্রভা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়। মার্ত্তণ্ডের অধিবাসিগণ সকলেই ব্রাহ্মণ। এতগুলি ব্রাহ্মণপূর্ণ সহর কাশ্মীরে আর নাই। ৺অমরনাথের পাণ্ডারা সকলেই এই স্থানের অধিবাসী। যদিও এখন কাশ্মীর হইতে পাণ্ডিত্য-গৌরব-রবি-অস্তমিত হইয়াছে তথাপি এখনও কোথাও যদি প্রাচীন আর্য্য ব্রাহ্মণত্বের কিছুমাত্রও নিদর্শন অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা ইহাদেরই মধ্যে আছে, কাশ্মীরবাসী ব্রাহ্মণগণকে দেখিলে ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করে, কাশ্মীরে সেরূপ নহে। তথায় কেবল ব্রাহ্মণ (কাশ্মীরী পণ্ডিত) ও মুসলমানের বাস। ব্রাহ্মণেরা মুসলমান চাকর রাখে। হিন্দু চাকর মিলে না। ঐ মুসলমান চাকর জল লইয়া আসে এবং ব্রাহ্মণেরা সেই জলে পূজা, পাক, স্নান করিলে এবং উহা পান করিলে জাতিভ্রষ্ট হয় না। কাশ্মীরীগণ আপন আপন বাড়ীর উঠানে এবং সদর দরজার আশে পাশে বাহ্য, প্রস্রাবাদি করিয়া থাকে এবং অনেক সময়ে জলশৌচ

করে না। সেইজন্য পাণ্ডাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেই শুষ্ক বিষ্ঠা, প্রস্রাবের তুর্গন্ধে নাসিকা চুঁইয়া যায় এবং নিশ্বাস লইতে পারা যায় না।

কাশ্মীরীরা বাঙ্গালীর ন্যায় তুইবেলা ভাত খায়, এবং হিন্দু ও মুসলমান সকলেই মাছ ও মাংস খায়। কিন্তু মুসলমানেরা গোবধ করিতে অথবা গোমাংস খাইতে পারে না। যদি কোন মুসলমান গোবধ করে অথবা গোমাংস খায়, তাহ'লে তাহাকে বিশেষ শাস্তি দেওয়া হয়, তাহার কারাবাস ও ৫০৲ টাকা জরিমানা হয়।

কাশ্মীরীরা পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগের ন্যায় লঙ্কা সকল ব্যঞ্জনে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে। উহাদিগের প্রধান ব্যঞ্জন "কড়ম" ওলকপির পাতা সিদ্ধ করা জলে একমুষ্টি লঙ্কা ফোড়ন একটু তৈল অথবা ঘৃতের সহিত দিলে যে সূপ (Soup) হয় তাহার নাম "কড়ম"। ইহাতে ভাত ভিজাইয়া খাইতে হয়।

সুদামা পাণ্ডার বাড়ীতে এই "কড়ম" একটু খাইয়া মুখ, গলা ও পেট লঙ্কার ঝালে জ্বলিয়া উঠিল। কাশ্মীরী হিন্দুরা পক্ষিমাংস, মুরগী ও বন্যশূকরের মাংস খায়, এবং পিতৃশ্রাদ্ধে প্রাচীন আর্য্যদিগের ন্যায় দ্বাদশ প্রকার মাংস ব্যবহার করে।

কাশ্মীরীরা আলখেল্লা বা ফেরাঙ্গের ভিতরে কৌপীন পরে।

ফেরাঙ্গের হাতাগুলি হাত অপেক্ষা প্রায় ৭।৮ ইঞ্চি বেশী লম্বা থাকে। ইহা দ্বারা (Gloves) দস্তানার কার্য্য সাধিত হয়। খাইতে খাইতে পরিবেশন করিতে হইলে এঁটো হাত ফেরাঙ্গের হাতা দিয়া ঢাকিয়া চামচ ধরিয়া পরিবেশন করিলে উচ্ছিষ্ট হয় না।

"মার্ত্তণ্ড" হইতে দুই মাইল উত্তরে "ভবন" নামক একখানি গ্রাম অবস্থিত, তথা হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে "বুমজ্" নামক স্থানের নিকট কয়েকটী পাহাড়ে আমরা গুহা দেখিতে যাইলাম। যে গুহাটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সেটীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ ফিট্; ভিতরটী অন্ধকার, দেশলাই জ্বালিতে জ্বালিতে আমরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎদূর দাঁড়াইয়া যাইবার পর আমাদিগকে গুড়ি মারিয়া যাইতে হইল। গুহার শেষের দিক বেশ আলোকিত, গুহাটী ভিতরে আরো কিছুদূর পর্য্যন্ত রহিয়াছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া যায় না, উপর হইতে পাথর খসিয়া পড়িয়া পথ বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। এই গুহাতে একজন সাধু যোগ অভ্যাস করিতেন। সম্প্রতি তিনি সমাধিতে দেহ রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার অস্থিসকল, তিনি যেস্থানে আসন করিয়া বসিতেন, সেই স্থানেই পড়িয়া আছে। আমরা উহা দর্শন করিয়া [illegible]াম!

এই গুহা হইতে বাহির হইয়া আমরা সন্নিকটবর্ত্তী আর

একটী গুহা দেখিতে যাইলাম। তথায় গুহা মধ্যে একটী সুন্দর দেবালয় রহিয়াছে। তন্মধ্যে পর্ব্বতগাত্রে খোদাই করা কতকগুলি সুন্দর সুন্দর দেবমূর্ত্তি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"ভবন" হইতে 'ইস্‌লামাবাদ' সাড়ে চারি মাইল। আমরা তথায় ভ্রমণ করিতে যাইলাম। কাশ্মীরে যে কয়েকটী বড় বড় সহর আছে তন্মধ্যে শ্রীনগরের পরেই ইস্‌লামাবাদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই স্থানের লোক সংখ্যা ২০,০০০, এই স্থান হইতে জম্মুরাজ্যে গমন করিবার পথ বাহির হইয়াছে, এই সহরে অনেকগুলি বস্ত্র শিল্পীর বাস, তাহারা কাশ্মীরী শাল, আলোয়ান, টেবিল ক্লথ, ঝালর, পর্দ্দা প্রভৃতিতে এরূপ সুন্দর সুন্দর হাতের কাজ করিয়া থাকে যে, তাহা শিল্প-জগতে অতুলনীয়। এই সহরের বাহিরে "জানানা চার্চ মিশন হস্পিট্যাল" নামক একটী মেয়ে হাঁসপাতাল রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত, নানাবিধ ফল এবং ফুলের বৃক্ষলতাপূর্ণ ও স্রোতস্বতীবহুল এই সহরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমৎকার। একস্থানে একটী পাহাড় হইতে দুইটী সুন্দর ঝরণা প্রবাহিত হইয়া দুইটী জলাশয়ে পতিত হইতেছে। ইহার নিকট মহারাজা কাশ্মীরের একটী সুন্দর বাগানবাড়ী ও একটী দেবালয় রহিয়াছে, সহরের মধ্যে আরও কতকগুলি ঝরণা রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটীর জল গন্ধক-মিশ্রিত ও আর একটীর উপর একটী সুন্দর মস্‌জিদ কৌশলে নির্ম্মিত

হইয়াছে। ইস্‌লামাবাদ হইতে নিম্নলিখিত রমণীয় স্থানগুলি দেখিতে যাইবার পথ আছে ঃ—ফুলগাম, দণ্ডমার্গ, মঙ্গজাম, হরিবল, জলপ্রপাত, কঙ্গবত্তন, কংসরনাগ, শুপিয়ন, ভেরনাগ।

ভেরনাগে অনেক ঝরণা আছে। জাহাঙ্গীর বাদশাহ এই স্থানে রমণীয় বাগান ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানটী তাঁহার এত প্রিয় ছিল যে তিনি তাঁহার দেহ ত্যাগের পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে মৃত্যুকালে যেন তাঁহাকে এই স্থানে লইয়া আসা হয়।

"মার্ত্তণ্ডে" তিন দিন বাসের পর আমরা "আচ্ছিবল" যাত্রা করিলাম। ঐ স্থান "মার্ত্তণ্ড" হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইস্‌লামাবাদ পার হইয়া ১ মাইল আসিয়া আমরা পথে "অর্পং" নামক একটী নদী অতিক্রম করতঃ পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলাম। বাংলাদেশের ন্যায় কাশ্মীরেও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধান্য (শালি) উৎপন্ন হইয়া থাকে। পথিপার্শ্বে স্থানে স্থানে Willow গাছের শ্রেণী রহিয়াছে। আচ্ছিবল এই স্থান হইতে মাত্র ৬ মাইল। আমরা অবিলম্বে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

স্থানটী অপরূপ শোভার আধার। একটী পর্ব্বতের পাদ-দেশে, নবাবী আমলের একটী উৎকৃষ্ট প্রমোদ উদ্যান রহিয়াছে। তন্মধ্যে অসংখ্য মেওয়ার গাছ ফলভরে অবনত হইয়া উদ্যানের

শোভাবৃদ্ধি করিতেছে। উদ্যান বাটীতে কাশ্মীরের মহারাজার দীক্ষাগুরু বাস করেন। আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শুনিলাম, তিনি কয়েক দিনের জন্য বাহিরে গিয়াছেন। সরকারি তরফ হইতে উদ্যানের ঝিলে মৎসের চাষ (Troutery) করা হইতেছে। এজন্য অনেক কর্ম্মচারী এই স্থানে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই স্থানের সমস্ত মৎসগুলিই Trout জাতীয়। দেখিতে ঠিক বাংলাদেশের মিরগেল মাছের ন্যায়। "আচ্ছিবলে" বহু সাহেব, মেম ও দেশীয় ধনীলোক গ্রীষ্মবাস করিতেছেন। সিয়ালকোটের "নওসেরা" নামক স্থানের জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোক এইস্থানে একটী তাঁবুতে বাস করিতেছেন, তিনি স্বামিজীকে চিনিতে পারিয়া নিজ শিবিরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে নানাবিধ কাশ্মীরী রান্না এবং শিখদিগের প্রিয় তুন্দূলের 'রোটী', খোসা শুদ্ধ আস্ত ছোলার দাল প্রভৃতি পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। মতিলাল নেহেরু মহাশয়ের ভগ্নী এই সময় "আচ্ছিবলে" গ্রীষ্মবাস করিতেছিলেন; তিনি স্থানীয় বাদ্‌সাহী উদ্যানে উৎপন্ন নানাবিধ মেওয়া ফল ও একটি ফুলের তোড়া স্বামিজীকে পাঠাইয়া দিলেন।

অপরাহ্নে স্বামিজী পুনরায় যাত্রা করিলেন। "আচ্ছিবল" হইতে কিয়ৎদূরে আসিয়া আমরা 'খানাবল' নামক একখানি গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়া বিতস্তার তীরে উপস্থিত হইলাম।

"অর্পৎ" "ব্রীং" এবং 'সান্দ্রিন' নামক তিনটী নদী এই স্থানে মিলিত হইয়া 'বিতস্তা নদী' নাম ধারণ করিয়াছে, এই স্থানের ঘাটে আমাদের জন্য সরকারী বজরা প্রস্তুত রহিয়াছে। ঘোড়া, কুলি প্রভৃতি এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া আমরা তাহাতে আরোহণ করিয়া জলপথে শ্রীনগর যাত্রা করিলাম।

নদীর জল একটানা ; কাজেই দাঁড় টানার কোনই হাঙ্গামা নাই। একজন স্ত্রীমাঝি হাল ধরিয়া বজরা পরিচালনা করিতে লাগিল। বিতস্তার উভয় তীরে সিদ্ধির বন, দূরে পর্ব্বতমালা, ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রাম, ভগ্ন দেবালয়, খোড়ো মসজিদ প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে, আমরা দেড় দিন পরে শ্রীনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং 'লাল মণ্ডি' ঘাটে বজরা ছাড়িয়া ৫ নম্বর সরকারি House boatএ যাহা স্বামিজীর জন্য প্রস্তুত ছিল, তাহাতে স্বামিজী অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইহার দুই দিন পরে স্থানীয় আর্য্যসমাজীদের অনুরোধে হুজুরী বাগে স্বামিজী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সহরের প্রায় সকল আর্য্যসমাজীই এই সভায় উপস্থিত হইলেন। বক্তৃতার বিষয় 'My experience in America' ; বক্তৃতা ইংরাজীতে হইল। সভাভঙ্গের পর বহু আর্য্যসমাজী স্বামিজীকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার মতামত ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিতে লাগিলেন। স্বামিজী তাঁহাদিগকে প্রায় দেড়

ঘণ্টা কাল নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া House boatএ ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার দুই দিন পরে, জন্মাষ্টমীর দিন। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায়, বাজারের নিকট একটী বিস্তৃত মাঠে, বৃহৎ পাল দিয়া ঘেরা মণ্ডপের মধ্যে তাঁহার আর একটী বক্তৃতা হইল। এই সভার উদ্যোগী স্বয়ং কাশ্মীরের মহারাজ বাহাদুর। বিষয় "Sri Krishna, the world Teacher।" কাশ্মীরের মহারাজা, পুঞ্চ রাজকুমার, State ও Private Secretary দ্বয়, পুলিশের কোতোয়াল, মুতামিদ দরবার, প্রভৃতি কাশ্মীরের যাবতীয় রাজকর্ম্মচারী ও সহরের বহু গণ্যমান্য ও সুধী ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত হইয়া স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিলেন। স্বামিজী ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলে খুব আনন্দিত হইলেন এবং অনেকে পরে নিয়মিত House boatএ আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। শেষে এমন হইল যে Visitorদের সহিত দেখা করিতে করিতে স্বামিজীর স্নানাহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

এই সময় বরোদার মহারাণী কাশ্মীরের মহারাজার অতিথি হইয়া "চশমা সাহীর" বাগান বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি স্বামিজীর সহিত দেখা করিবার জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। যখন তিনি বরোদা মহারাজের সহিত আমেরিকায় গিয়া-

ছিলেন তখন New Yorkএর বেদান্ত সোসাইটি তাঁহাদের Address দেয়। তখন স্বামিজীর সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয়। সেই সময় হইতে রাজা ও রাণী উভয়েই স্বামিজীকে খুব শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। মহারাণী স্বামিজীকে "বরোদায়" আসিয়া একটী আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং আবশ্যকীয় যাবতীয় খরচ নিজে বহন করিতে স্বীকৃতা হইলেন। মহারাণী শীঘ্রই Germany যাইবেন। তাঁহার পুত্র তথাকার বাতুলালয়ে চিকিৎসাধীনে আছেন। তিনি Private Secretary মহাশয়কে আদেশ করিলেন যেন স্বামিজী যখন "বরোদায়" আসিবেন তখন তাঁহাকে রাজকীয় অতিথিভাবে সৎকার হয় ও সেবা যত্নের কোনরূপ ত্রুটী না হয়। মহারাণীর সঙ্গে এইরূপ নানা কথাবার্ত্তার পর স্বামিজী House boatএ ফিরিয়া আসিলেন।

পরিশিষ্ট

বঙ্গদেশ হইতে যাঁহারা কাশ্মীরে ৺অমরনাথ তীর্থ দর্শন করিতে যাইবেন, তাঁহাদের সঙ্গে গরম গেঞ্জি (Sweater) কম্বল, গায়ের কাপড়, পট্টি প্রভৃতি শীতবস্ত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন, গায়ের কাপড় যথা লুই, ধোসা প্রভৃতি অন্যান্য স্থান অপেক্ষা শ্রীনগরে সস্তা ও উত্তম। রাওল পিণ্ডির বাজারে নামদা রেশমের কাজকরা বা সাদা, দেখিয়া লইতে পারিলে শ্রীনগর অপেক্ষা সস্তায় পাওয়া যায়; তাহা রাওল পিণ্ডি হইতে শ্রীনগর আসিবার কালে লইতে পারেন। এই স্থানে একখানি ৫ × ৪ ফিট ইয়ারকান্দি ভাল নামদার মূল্য ৬।৭ টাকা মাত্র। কাশ্মীরী নামদার লোম শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া যায় এবং উহা হইতে বোট্‌কা গন্ধ ছাড়িয়া থাকে। রাওল পিণ্ডিতে নিম্নলিখিত দোকান সকলে বাস, মোটর কার প্রভৃতি ভাড়া পাইবেন যথা, মেসার্স রাধা কিশন এণ্ড সন্স, দি এক্লিপ্স মোটর কোং, দি এক্সপ্রেস মোটর সার্ভিস কোং, মেসার্স মান্‌চান্দ এণ্ড কোং, দি কাশ্মীর ট্র্যান্সপোর্ট কোং, দি কাশ্মীর মোটর সার্ভিস কোং, ইত্যাদি।

পহেল গাঁও

[পৃঃ—৬২

শেষ নাগ ' তুষার নদী

[পৃঃ—৭১
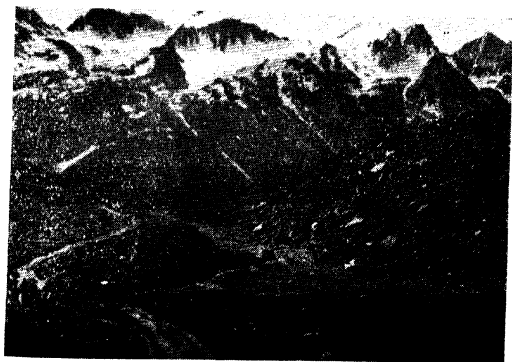
পার্ব্বত্য পথে গমনাগমনের জন্য শ্রীনগরের ৩য় সেতুর বাজার হইতে চাপ্‌লী নামক কাশ্মীরী জুতা, চামড়ার মোজা সমেত লইয়া তাহার তলে বড় বড় লোহার পেরেক মারিয়া লইবেন। এইরূপ করিলে জুতার তলা নষ্ট হইবে না এবং পাহাড়ে পা পিছলাইবে না। ইহার মূল্য ৩৷৷৹ টাকা, পেরেক ৷৷৹ আনা ডজন। ইক্‌মিক কুকার, প্রাইমাস ষ্টোভ থার্মশ বোতল প্রভৃতি সঙ্গে থাকা দরকার, এবং এই প্রকারে আসাই এই সকল পার্ব্বত্য পথে নিরাপদ, অন্যথা নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ও রাঁধিতে খাইতেই শারীরিক শক্তি ব্যয় হইয়া যায়—দেশ দেখা আর হয় না। অখাদ্য খাইয়া ও যথেষ্ট শীত বস্ত্রের অভাবে ঠাণ্ডা লাগিয়া দলে দলে লোক প্রতিবৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ছাতা সকলেরই সঙ্গে থাকা দরকার, ওয়াটারপ্রুফ আনিলে খুব ভালই হয়, কারণ পথে অত্যন্ত বর্ষা হইয়া থাকে। পোষাক দুই জোড়া করিয়া লইবেন, কারণ, যদি বৃষ্টিতে ভিজিতেই হয় তাহা হইলে ভিজা জামা, কাপড়, জুতা প্রভৃতি বদলাইতে পারা যায়। যাত্রাকালে বিছানাপত্র অয়েলক্লথে বা Waterproof Canvassএ জড়াইয়া লইবেন, নচেৎ পথে বৃষ্টি হইলেই মুস্কিল। বাসের জন্য তাঁবু লইবেন উহা শ্রীনগরে "কক্সবার্ণ এজেন্সী" এবং "কাশ্মীর জেনারেল এজেন্সীতে" পাওয়া যায়। তাঁবু দুই ছাত ওয়ালা লইবে

এবং ভাড়া করিবার সময় খাটাইয়া ছেঁড়া কিনা, খোঁটা ও লোহার গোঁজগুলি গুন্তিতে ঠিক আছে কি না, এবং তাঁবুর দড়ি যথেষ্ট আছে কি না দেখিয়া লইবেন। তাঁবুর খোঁটা অতিরিক্ত লম্বা না হয়, তাহা হইলে পাহাড়ে পথ চলিতে অসুবিধা হইবে। গোঁজ ও খোঁটা পুঁতিবার মুগুর লইবার প্রয়োজন নাই কারণ, পথে সকল স্থলেই বড় বড় পাথর পাওয়া যায়। কুলিরা অনেক সময় গোঁজ ও খুঁটি চুরি করিয়া অন্যকে বিক্রয় করে, প্রত্যেকবার তাঁবু খাটাইবার ও উঠাইবার সময় উহা পরীক্ষা করিয়া লইবেন। রন্ধনের, কুলিদের থাকিবার বা মেয়েদের স্নানের জন্য একটী এক ছাদওয়ালা Soldiers' Camp বা ছোলদারী তাঁবুও সঙ্গে লওয়া ভাল। টিনের বা লোহার বাক্সই ভাল, চামড়ার হইলেও চলিতে পারে, কিন্তু বেতের বা কাঠের না হয়, কারণ পথের দুই ধারের পাহাড়ে ধাক্কা লাগিতে লাগিতে অনেক বাক্স ভাঙ্গিয়া যায় একটী কুলি আধমন ও ঘোড়া দুইমন বোঝা লইতে পারে। মাটায়ন (মার্ত্তণ্ড) হইতে অমরনাথ পর্য্যন্ত যাতায়াত একটী কুলির ভাড়া ৮৲ টাকা, ঘোড়া ১২৲ টাকা, সোয়ারী ঘোড়া ১৫৲ টাকা, ঝাম্পান (শ্রীনগরে পূর্ব্বোক্ত দোকান দুটীতে পাওয়া যায়) ৮ জন কুলিসমেত ভাড়া মোট ৬৪৲ টাকা, পাচক ১২৲ টাকা ইত্যাদি—এই

সকল নিজে ভাড়া না করিয়া ধর্ম্মার্থ বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ের মারফতে করিবেন, ইহাতে সুবিধা এই যে, যদি ঐ সকল দ্রব্য সম্বন্ধে কোন আপত্তি উঠে তবে যখনই ইচ্ছা তাঁহার নিকট হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া চলে এবং কোন কুলি চুরি করিলে তাহাকে গ্রেফ্তার করা সহজ হয়। অন্যথা উহার কোন প্রতীকার হয় না। গেরুয়াধারী সাধুরা এই পথে প্রত্যহ ছয় আনা পয়সা ও ⁄৫ সের কাঠ ধর্ম্মার্থ বিভাগের নিকট হইতে বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন।

শ্রীনগরে পূর্ব্বোক্ত দোকান দুটিতে তাঁবুর খাট, চেয়ার প্রভৃতি ভাড়া পাওয়া যায়। যদি তাঁবুতে মাটির উপর বিছানা পাতিতে ইচ্ছা করেন তবে শ্রীনগর হইতে মোটা কাশ্মীরী চাটাই সঙ্গে লইবেন নচেৎ ভিজা মাটিতে শুইয়া গায়ে বেদনা ও সর্দ্দি হইতে পারে। কিছু Boric Lotion, কুইনাইন ও Bed pill সঙ্গে রাখিবেন। পথে খাইবার জন্য টিনের দুধ, জ্যাম, টিনের মাখন, 'কুল্চা' নামক কাশ্মীরী বিস্কুট ইত্যাদি সঙ্গে রাখিবেন। শ্রীনগরে রুটিওয়ালাদের দোকানে Order দিলে উহারা দীর্ঘকাল স্থায়ী এক প্রকার কড়া পাঁউরুটি করিয়া দেয়। পথে কুকার ও ষ্টোভ জ্বালিবার জন্য Methylated Spirit দুই বোতল সঙ্গে লইবেন। শ্রীনগরে Lambert & Co.র দোকানে প্রত্যেক

বোতল Spirit ২৲ টাকা মূল্যে পাইবেন। শ্রীনগর হইতে যে বাজারটী যাত্রীদের সঙ্গে পঞ্চতরণী পর্য্যন্ত যায় তাহাতে আলু, চাল, ডাল, আটা, ঘি, মশলা, নুন কেরাসিন তৈল, সিগারেট, ময়রার খাবার প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসই পাওয়া যায়। হারিকেন ল্যাণ্টার্ণ দুইটী লইবেন। রাত্রে, একটী রন্ধনের যায়গায় বা বাহিরে যাইতে ও অপরটী তাঁবুর মধ্যে প্রয়োজন হইবে। তাঁবুতে মোম বাতি জ্বালিবেন না, আগুণ লাগিবার সম্ভাবনা। শ্রীনগরের বাজারে Hill-Stick কিনিতে পাওয়া যায়, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। পথে যাইতে যাইতে তৃষ্ণা পাইলে ঝরণার ঠাণ্ডা জল পান করা অন্যায়, এবং সকল ঝরণার জল পানের উপযোগীও নহে। গরম করা জল একটী মুখ ঢাকা পাত্রে রাখিয়া কুলির হাতে দিবেন এবং পথে দরকার মত তাহা চাহিয়া লইয়া পান করিবেন। থার্ম্শ বোতলে গরম চা বা কাফি লইলে ভালই হয়। এই পথে ঠাণ্ডায় ঠোঁট ও গাল খুব ফাটিয়া যায় তজ্জন্য Vaseline সঙ্গে থাকা ভাল।

শ্রীনগর সহরের কতকগুলি দ্রব্যের বাজার দর এইরূপ যথা :—জ্বালানি কাঠ টাকায় ২/ মণ। মাংস (ভেড়ার) টাকায় দুই সের। মাছ ।০ আনা হইতে ।৵০ সের, ডিম ।/০ আনা হইতে ।৵০ ডজন। দুধ ৵০ আনা সের। আলু এক

সের /০ আনা। শাকসব্জী প্রতি ডালি ।০ আনা হইতে ৷৷০ আনা, ডালিতে গাজর, টোম্যাটো, বিট্, সালগম, ওলকপি, বরবটি, বিন্ প্রভৃতি অনেক জিনিস থাকে। লাইব্রেরীর নিকট যে সরকারি উদ্যানটী আছে তাহা হইতে লইলে টাট্‌কা ও ভাল সব্জী পাওয়া যায়। কাশ্মীরী আপেল টাকায় ১০০ শত ও বিলাতি ।০ আনা হইতে ।৵০ ডজন। আঙ্গুর ৶০ হইতে ।৵০ সের। কাশ্মীরে ভাল আঙ্গুর জন্মে না। 'বাঁশমতি' চাল টাকায় /৪৷৷ হইতে /৫ সের। সাধারণ চাল টাকায় /৭ সের। ঘি টাকায় /৷৷০ সের। গম টাকায় /৮ হইতে ।০ সের ময়দা টাকায় /৪ হইতে /৫ সের। আটা টাকায় /৬ সের। কিশ-মিশ ১৲ টাকা সের। ডাল টাকায় /৪ হইতে /৪৷৷ সের। চিনি ১৲ টাকা বা ১৷৷০ টাকা সের। মাখন (খাইবার) ১৷৷০ টাকায় এক পাউণ্ড, এবং রন্ধনের ৸৵০ আনা পাউণ্ড। সরি-ষার তৈল টাকায় /৸ হইতে /১ সের। কেরাসিন তৈল স্নোফ্লেক মার্কা ১নং তুই টিন ওয়ালা কাঠের বাক্স, মূল্য ২২৲ টাকা এবং ২নং ১৮৷৷০ টাকা। কাজকরা রূপার বাসন প্রতি তোলা ১৲ হইতে ১৵০ আনা, তামার ৪৲ হইতে ৮৲ টাকা সের এবং কাজকরা কাঠের দ্রব্য ৩৲ টাকা স্কোয়ার ফুট।

যদ্যপি কাশ্মীরে আসিয়া কেহ ৫।৬ মাস থাকিতে ইচ্ছা করেন তবে মে মাসে বাহির হওয়াই প্রশস্ত নচেৎ মাত্র গ্রী

মাসের জন্য আসিতে হইলে এরূপ সময়ে আসা উচিত যেন অক্টোবরের মধ্যেই ফিরিয়া যাইতে পারেন, সাধারণতঃ শ্রীনগরের টেম্পারেচার এইরূপ থাকে, তাহা ১০৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল।

বর্ষাকালে অন্যান্য পার্ব্বত্য দেশসমূহ অপেক্ষা কাশ্মীরে বারিবর্ষণ অনেক পরিমাণে কম হইয়া থাকে। শ্রীনগরে বৎসরে ২৭ ইঞ্চি অপেক্ষা কদাচিৎ অধিক বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু গুলমার্গে শ্রীনগর অপেক্ষা অনেক বেশী বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। 'মারি'তে গুলমার্গ অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ অধিক বারিবর্ষণ হয়।

শ্রীনগরে আসিয়া বিদেশীদের (যদি কোন পরিচিত ব্যক্তির বাড়ী না থাকে) House Boatএ থাকা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

গ্রীষ্মের শেষ ভাগে কাশ্মীরে মশার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া জ্বরেরও প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং হেমন্তকালে যথেষ্ট শীতবস্ত্রের অভাবে অনেকেই সর্দ্দি, কাশীতে ভুগিয়া থাকে। ডিস্পেপসিয়া এদেশে নাই। মধ্যে মধ্যে কলেরা দেখা দেয় বটে, তবে তাহা অখাদ্যভোজী গরীবদের মধ্যেই প্রথমে দেখা দেয়, পরে সর্ব্ব-সাধারণে সংক্রামিত হয়। "পাইন" দেবদারু বৃক্ষ প্রচুর থাকার দরুণ যক্ষ্মারোগীদের পক্ষে এই প্রদেশ খুব স্বাস্থ্যকর কিন্তু

মাসের নাম	ফার্ণহিটের গড় ডিগ্রি	ছায়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ডিগ্রি
জানুয়ারী হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত	৩৫°	১৫° ... ৪৫°
১৫ই ফেব্রুয়ারী „ „ মার্চ্চ „	৪০°	২০° ... ৫০°
„ মার্চ্চ „ „ এপ্রিল „	৪৮°	৩০° ... ৬৫°
„ এপ্রিল „ „ মে „	৫৫°	৩৫° ... ৮০°
„ মে „ „ জুন „	৬৫°	৪৫° ... ৮৫°
„ জুন „ „ জুলাই „	৭৫°	৫০° ... ৯৫°
„ জুলাই „ „ আগষ্ট „	৮০°	৫৫° ... ৯০°
„ আগষ্ট „ „ সেপ্টেম্বর „	৭০°	৪৫° ... ৮৫°
„ সেপ্টেম্বর „ „ অক্টোবর „	৬০°	৪৫° ... ৭০°
„ অক্টোবর „ „ নভেম্বর „	৫০°	৩৫° ... ৬০°
„ নভেম্বর „ ৩১শে ডিসেম্বর „	৪৫°	২৫° ... ৫০°

গুলমার্গ, সোনামার্গ প্রভৃতি অতি উচ্চ সহর সকল হাঁপানী ও হৃদ্‌রোগগ্রস্থ রোগীর পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নহে। বহুদিন রোগ ভোগ করিয়া আরোগ্যলাভের পর যাঁহারা নষ্টস্বাস্থ্য পূন-লাভের জন্য কাশ্মীরে বাস করেন, কাশ্মীরবাস তাঁহাদের নিকট স্বর্গবাসতুল্য হয়।

৺ক্ষীর ভবানীর পথে

স্বামিজী ৺অমরনাথ দর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন শুনিয়া কালোয়ান্ত সিং গুলমার্গে বেড়াইতে আসিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। স্বামিজী সেই পত্র পাইয়া ১৩এ আগষ্ট তারিখে ভোর ৬ টায় একখানি সরকারি রবার টায়ার টাঙ্গাতে শ্রীনগর হইতে গুলমার্গ যাত্রা করিলেন। গুলমার্গ শ্রীনগর হইতে ২৭ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত।

শ্রীনগর ছাড়িয়া আমাদের টাঙ্গা হ্যাপিভ্যালি রোড (Happy Vally Road) ধরিয়া বরাবর চলিতে লাগিল। ঘোড়াটী বেশ বলবান, ঘণ্টায় ১০ মাইল বেগে ছুটিতেছে। টাঙ্গার পথের দুইধারে অসংখ্য সফেদা গাছের বীথিকা (Poplar Avenue) এবং ডানদিকে ঝিলাম (বিতস্তা) নদী। বামদিকে অনতি দূরে পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত একটী মাঠে কতকগুলি কাশ্মীরী সৈন্য তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতেছে। ইহাদিগকে দেখিতে অনেকটা পেশোয়ারীদের মত কিন্তু ইহারা সকলেই 'দোগ্‌রা' জাতীয় শিখ। ক্রমে শ্রীনগর হইতে ৮ মাইল আসিয়া আমরা এই পথ পরিত্যাগ করিয়া গুল-মার্গের পথে প্রবেশ করিলাম। তে-মাথার মোড়ে একটী

কাষ্ঠফলকে ইংরাজিতে 'Gulmarg' এই কথাটী লিখিত রহিয়াছে। এই পথে কিয়ৎদূর আসিয়া সুখনাগ নদ ও তাহার বন্যা খালটী (Flood Cannal) একটী সুন্দর সেতুর উপর দিয়া পার হইয়া আমরা 'মগম' নামক একখানি গ্রামে উপনীত হইলাম। এই গ্রাম শ্রীনগর হইতে ১৪ মাইল দূরে এবং গুলমার্গ ও শ্রীনগরের ঠিক মধ্য পথে অবস্থিত। স্থানীয় নিয়মানুসারে রাজকর্ম্মচারিগণ এই স্থানে আমাদের নাম ধাম, উদ্দেশ্য প্রভৃতি লিখিয়া লইয়া মালপত্রগুলি পরীক্ষা করিলেন। আমরা এই স্থানে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় রওনা হইলাম। সম্মুখে 'পীরপঞ্জল' পর্ব্বত, ইহারই শীর্ষদেশে গুলমার্গ সহর অবস্থিত, আমরা সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথ লাল রংএর কাঁকরে পরিপূর্ণ। এক পার্শ্বে একটী পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী খরবেগে প্রবাহিতা, অপর পার্শ্বে পর্ব্বতের পাদদেশে বহু দূর বিস্তৃত ধান্য ক্ষেত্রে কাশ্মীরী রমণীরা কাস্তে লইয়া ধান কাটিতেছে এবং মধুর পাহাড়ী সুরে গান গাহিতেছে।

স্বামিজী বলিলেন, "সুইডেন, অষ্ট্রিয়া, সুইজার্ল্যাণ্ড, প্রভৃতি সব পাহাড়ী দেশের গানের সুর শুনেছি, এই একই রকম।"

পথে স্ত্রীপুরুষ অধিকাংশ পথিকই অশ্বারোহণে চলিয়াছে, পাঞ্জাবীর ন্যায় কাশ্মীরী রমণীরাও অশ্বারোহণে সুপটু।

'টন্‌মার্গের' পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ মাইল পথ ক্রমাগত চড়াই পড়িল। আমাদের টাঙ্গার গতিবেগ ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। বেলা প্রায় ১০ ঘটিকায় আমরা "টনমার্গ" গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম। "গুলমার্গ" হইতে কালোয়ান্ত সিং, তেজা সিং প্রভৃতি কয়েক-জন শিখ যুবক এই স্থানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। "গুলমার্গ" সহর এই স্থান হইতে ৩ মাইল উর্দ্ধে ৮৫০০ ফিট উচ্চ একটী পর্ব্বতের মাথার উপর অবস্থিত।

"টনমার্গ" গ্রামটী ঠিক গুলমার্গ পর্ব্বতের পাদদেশেই অবস্থিত। মোটর বা টাঙ্গা গুলমার্গে উঠিতে পারে না। কারণ পথ এই স্থান হইতে ১৫০০ ফুট ক্রমাগত চড়াই। "টনমার্গ" হইতে দুই জন কুলি ও দুইটী ঘোড়া লইয়া আমরা পাহাড়ে চড়িতে লাগিলাম। এই সময় পাহাড়ে-চড়া লাঠি (Hill-stick) আমাদের খুব কাজে আসিতে লাগিল। পথ বরাবর দেওদার (Ceder) সরলদ্রুম (Pine) প্রভৃতির জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং বেশ ঠাণ্ডা ও ছায়াযুক্ত। মধ্যে মধ্যে এই উচ্চ পথ হইতে নিম্নের সমগ্র কাশ্মীর উপত্য-কার বহু মাইল উন্মুক্ত দৃশ্য, দূরে "ফিরোজপুর নালা," "নাংগা পর্ব্বত", ''পীর পঞ্জল" প্রভৃতি দেখা যাইতে লাগিল। "নাংগা পর্ব্বত" ২৭০০০ ফিট উচ্চ এবং বরফে সম্পূর্ণ আবৃত। উহা

গুলমার্গ হইতে ৯০ মাইল দূরে উত্তর দিকে অবস্থিত হইলেও এই স্থান হইতে উহার দৃশ্য দার্জ্জিলিং হইতে 'কাঞ্চন জংঘার' দৃশ্য অপেক্ষা মনোরম। আজ পর্য্যন্ত কেহ উহাতে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত পাহাড়ে Mr. Mummery দুই জন গুর্খা পথ প্রদর্শক সঙ্গে লইয়া উহাতে চড়িতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা কুড়ালি দিয়া বরফের উপর সিঁড়ির মত পথ কাটিতে কাটিতে বহুদূর উঠেন কিন্তু হঠাৎ উপর হইতে কোটি কোটি মনের একটী অতিকায় বরফের চাপ (Avalanch) খসিয়া পড়ায় তাঁহারা সকলেই প্রাণ হারান।

প্রায় অর্দ্ধপথ আসিয়া আমরা পথিপার্শ্বে একস্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। নিকটেই কতকগুলি সরলদ্রুমের তলে অনেক ফল পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামিজী দুই একটী ফল কুড়াইয়া লইয়া বলিলেন,—এ গুলিকে ইংরাজীতে Pine cone বলে। এর ভেতর বাদাম হয়, ওদেশে খুব খায়। সব ফলের দোকানে বিক্রী হয়! আমাদের দেশে এগুলোকে জলগোঁজা বলে, তেলের সঙ্গে ভেজাল দেয়।"

বেলা আন্দাজ ১টার সময় আমরা গুলমার্গে রায়জাদার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রায়জাদা এই স্থানের বন বিভাগের প্রধান পরিদর্শক (D. F. O.) ইহার পূরা নাম

রায়জাদা হুকুমা সিং। ইনি কালোয়াস্ত সিংএর খুড়া এবং এক-জন উদার নৈতীক ভদ্রলোক। স্বামিজীর বাসের জন্য ইনি নিজ বাসভবনের সংলগ্ন উদ্যানে একটী সুন্দর তাঁবু খাটাইয়া রাখিয়াছেন। ৺অমর নাথের পথে প্রত্যহ তাঁবুতে থাকিয়া স্বামিজী এত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, এই স্থানেও সুন্দর তাঁবুর বন্দোবস্ত দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।

সেই দিবস তথায় বিশ্রাম করিয়া পরদিন প্রভাতে স্বামিজী রায়জাদা, কালোয়াস্ত সিং প্রভৃতির সহিত গুলমার্গ সহর-তলি বেড়াইয়া দেখিতে যাইলেন।

"গুলমার্গ" বাক্যটীর অর্থ 'গোলাপ মাঠ। এই স্থানে নানা জাতীয় পাহাড়ী ফুল (Alpine flowers) অজস্র ফুটিয়া থাকে। কথিত আছে সেই জন্যই সম্রাট সাজাহান এই স্থানের উক্ত নাম প্রদান করিয়াছেন। প্রায় ২ মাইল লম্বা ও আধ মাইল চওড়া অধিত্যকার (Table land) চতুর্দ্দিকে ৫০০—৫৫০ খানি কাঠ ও টিন নির্ম্মিত বাড়ীই এই সহরের প্রধান দৃশ্য। সহরের ঠিক মধ্যস্থলে একটী অতি বিস্তৃত ময়-দান; তথায় গল্‌ফ (Golf) পোলো, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি প্রত্যহ খেলা হয়। বাজারের নিকটেই লোকের বাস অধিক, ডাকঘর প্রভৃতিও সেই স্থানেই। রেসিডেন্ট সাহেবের বাংলো,

রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি নিকটেই অবস্থিত। এই সহরের সুবৃহৎ 'নাইডু হোটেল'টী পুড়িয়া যাওয়াতে বহু সাহেব মেম ও দেশীয় ধনিলোকের থাকিবার বিস্তর অসুবিধা হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মালিক হরি নাইডু মহাশয় (Mr. Hari Neidou) শীঘ্রই উহা মেরামত করাইবেন। হরি নাইডু মহাশয়ের নাম দেখিয়া যেন কেহ এঁকে মাদ্রাজী হিন্দু মনে না করেন, কারণ তিনি হিন্দু তো মোটেই নন, তাহা ছাড়া একটী মুসলমান কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে যাইয়া, খৃষ্টান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। এখন রীতিমত রোজা নমাজ করেন।

এই সহরে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর সংখ্যা এত অধিক যে, প্রথম দেখিয়া স্বামিজী ইহাকে কোন সাহেবী সহর মনে করিয়াছিলেন। এই সহর কাশ্মীর রাজকুমার হরি সিং বাহাদুরের গ্রীষ্মাবাস। ইনি বর্ত্তমান মহারাজা বাহাদুরের স্বর্গগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺অমর সিংহের পুত্র। বর্ত্তমান মহারাজা প্রতাপ সিং বাহাদুর অপুত্রক বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট ইহাকেই কাশ্মীরের যুবরাজ রূপে মনোনীত করিয়াছেন।

জুন মাস হইতে "গুলমার্গে" প্রায় প্রত্যহই বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে এবং সেপ্টেম্বরের শেষ হইতে এই স্থানে এত অধিক বরফ পাত হয় যে, মে মাস পর্য্যন্ত কেহ এই সহরে বাস

করিতে পারে না। সেই সময় চতুর্দ্দিকে ৫।৭ ফুট বরফে আবৃত হইয়া যায়। অধিবাসীরা সেই সময় বরামূলা ও শ্রীনগরে নামিয়া যায়। কেবল গ্রীষ্মের এই কয় মাসের জন্য গুলমার্গের একটী সুসজ্জিত বাংলোর ভাড়া ৫০০৲ হইতে ৬০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আসবাব পত্র কিছুই সঙ্গে আনিতে হয় না। সবই বাংলোতে পাওয়া যায়। ইহাই সুবিধা।

"গুলমার্গ" সহরের তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে 'বাবা মাঋষি' নামক এক গ্রাম অবস্থিত। তথাকার একটী অতি প্রাচীন জীয়ারতের নাম এই স্থানে সুপরিচিত। আমরা উহা দেখিতে গমন করিলাম। গ্রামখানি ৭০০০ ফিট উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। গুলমার্গের পূর্ব্বদিক দিয়া 'ধোবীঘাট' হইয়া তথায় যাইতে হয়। দুই মাইল আসিয়া পথ খুব ঢালু বোধ হইতে লাগিল।

পথিমধ্যে অনেকগুলি পাহাড়ীদের কুটীর অতিক্রম করিয়া আমরা বরাবর সরলদ্রুমের জঙ্গলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অনেকে এই স্থানে আসিয়া ৺বাবার নিকট মনোবাঞ্ছা পূরণের প্রার্থনা করেন। কথিত আছে মোগল রাজত্ব কালে "বাবা পামদীন" নামক জনৈক সিদ্ধ ফকির এই স্থানে বাস করিতেন। তিনি খুব অমানুষিক শক্তি সম্পন্ন

ছিলেন। এই স্থানে একখানি বৃহৎ বাড়ীতে অনেক গুলি ফকির বাস করিতেছেন। নিকটেই যাত্রীদের থাকিবার জন্য ধর্ম্মশালা রহিয়াছে। অনেক সাহেব মেম ইহার প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হইয়া এই স্থানে তাঁবুতে গ্রীষ্মাবাস করিয়া থাকেন। এই অঞ্চলে বিস্তর জঙ্গলী ভাল্লুক পাওয়া যায়।

"গুলমাগ" হইতে আর একটী বিখ্যাত স্থান স্বামিজী দেখিতে গেলেন, উহার নাম 'আল্‌পাথর' হ্রদ। উহা ১৪৮০০ ফিট উচ্চ 'অপর্ব্বত' নামক এক অতি উচ্চ পর্ব্বতের শীর্ষ স্থানে অবস্থিত। 'কিলেন মাগ' নামক ১১০০০ ফিট উচ্চ এক অধিত্যকার উপর দিয়া ঐ স্থানে গমন করিতে হয়। এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘাস জন্মাইয়া থাকে বলিয়া সেই সময় মেষপালকগণ এই দিকে ভেড়ার পাল লইয়া চরাইতে আসে। সেই হইতে এই স্থানের নাম 'ছাগলের মাঠ' বা 'কিলেন মাগ' হইয়াছে।

আল্‌ পাথরের উপর হইতে দূরে পুঞ্চ রাজ্যের সীমানা দেখা যায়। ঐ রাজ্যটীও কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত, এই স্থানের রাজপুত্রকে মহারাজ প্রতাপ সিং বাহাদুর পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কাশ্মীরের যুবরাজ রূপে মনোনীত করেন নাই। রায়জাদার আত্মীয়েরা কিলেনমাগে

বনভোজনের আয়োজন করিলেন। আমরা বনভোজন সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পুনরায় গুলমার্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। শুনিলাম সন্ধ্যার পর অনেকে এই পথে চলিতে গিয়া ভাল্লুকের হাতে পড়িয়াছেন।

এই সময় "মিসেস্ মিত্র" শ্রীনগর হইতে গুলমার্গে নিজ বাংলোতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। স্বামিজী এই স্থানে আছেন শুনিয়া তিনি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। স্বামিজী তাঁহার বাংলোতে যাইলেন। তাঁহার বাংলোর নম্বর ৩। তথায় তিনি স্বামিজীর জন্য নানাবিধ আহার্য্যের যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই দিন একাদশী বলিয়া তিনি নিজে কিছুই আহার করিলেন না। স্বামিজীকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। ডাক্তার "এ-মিত্র" মহাশয় গুলমার্গের একমাত্র বাঙ্গালী অধিবাসী ছিলেন। তিনি পুরাতন নিয়ম অনুসারে শ্রীনগরে ও গুলমার্গে চিরস্থায়ীভাবে ২ খানি বাগান বাড়ী কিনিয়াছিলেন। কিন্তু উপস্থিত ১৩ বৎসর হইতে এই নিয়মটী উঠিয়া গিয়াছে। আজ কাল কোন বিদেশী ২০ বৎসরের অধিক কাশ্মীরে স্থাবর সম্পত্তি অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন না। কাশ্মীরীদের কথা স্বতন্ত্র।

পরদিন প্রাতঃকালে পণ্ডিত আজ্ঞারাম ও লালা চেৎরাম কোহলে নামক জনৈক শিখ যুবক স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ

করিতে আসিলেন। তিনি ৮ বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া কাগজ প্রস্তুত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। যে সময় তিনি আমেরিকায় অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় স্বামিজীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইঁহার বাড়ী জম্মুতে। এক্ষণে শ্রীনগরে আছেন। গুলমার্গে বেড়াইতে আসিয়াছেন। একত্রে চা পানের পর তাঁহার সহিত স্বামিজী একটী উৎস দেখিবার জন্য পোলো গ্রাউণ্ডের দিকে গমন করিলেন। তথায় Major Skrinnerএর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল *। তিনি সমাদরে স্বামিজীকে স্বীয় বাংলোয় লইয়া গেলেন এবং চা পান করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তাহার সহিত আমরা কাশ্মীরের Photo কিনিবার জন্য গমন করিলাম। কয়েকটী দোকান দেখার পর আমরা এক দোকানে কাশ্মীরের নানা স্থানের বহু সুন্দর সুন্দর চিত্র ও Photo রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। দোকানদার জনৈকা মেম। তিনি আমাদিগকে নানাবিধ ছবি দেখাইতে লাগিলেন।

গুলমার্গে কাশ্মীর মহারাজের একটী প্রাসাদ আছে। ঐ

---

* পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, ইতঃপূর্ব্বে রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর আসিবার সময় বাসের মালিক স্বামিজীকে যে সিটটী ২২৲ টাকায় বেচিয়া অগ্রিম টাকা লইয়াছিল, তাহা পুনরায় ইঁহাকেই ৩৫৲ টাকায় বেচিয়াছিল।

স্থান হইতে সমস্ত সহরের দৃশ্য একদিকে এবং নাংগা পর্ব্বতের চিরতুষারাবৃত চূড়া অপর দিকে দেখিবার জন্য স্বামিজী যাইলেন। ঐ সুন্দর দৃশ্য আর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বামিজী প্রাসাদের অভ্যন্তরে মহারাজের ঘর গুলি এবং বহুমূল্য আসবাব সকল দর্শন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলেন। পথিমধ্যে চেৎরাম কোলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বৈকালে চেৎরাম স্বামিজীর সহিত আলাপ করিতে তাঁবুতে আসিলেন।

পর দিবস চেৎরাম স্বামিজীকে লইয়া আফগানিস্থানের রাজপুত্র সর্দ্দার "আবদুল রহমান এফেণ্ডী"র সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। এফেণ্ডী সাহেব স্বামিজীকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। তথায় প্রায় এক ঘণ্টা কথাবার্ত্তার পর স্বামিজী পুনরায় তাঁবুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এইরূপে গুলমার্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরাশি ১০ দিন উপভোগ করিবার পর স্বামিজী পুনরায় শ্রীনগরে সরকারি House boat এ ফিরিয়া আসিলেন; পর দিবস "লালা চেৎরাম কোল" গুলমার্গ হইতে শ্রীনগরে ফিরিয়া স্বামিজীর নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার বাসায় নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। তৎপর দিবস ডাক্তার শ্রীরামের বাসায় এবং রাত্রে Sharp & Coতে এবং তৎপর দিবস দ্বিপ্রহরে Colonel অনন্তরাম ও রাত্রে লালা দয়ালরামের বাড়ীতে স্বামিজীর

নিমন্ত্রণ হইল। তাহার পর দিন *Hon. Sir P. C. Banerji* Judge, High Court, Allahabad স্বামিজীকে চা পানের নিমন্ত্রণ করিলেন।

কয়েকদিন শ্রীনগরে বাস করিয়া স্বামিজী বলিলেন, "চল 'ক্ষীর ভবানী' দেখে আসি, বিবেকানন্দ স্বামী তথায় গিয়াছিলেন।"

সরকারি House boatটী অত্যন্ত কদাকার। এত বড় boat লইয়া জল পথে চলাফেরা করা কঠিন ব্যাপার বলিয়া মিঃ কোলে একখানি মাঝারি House boat সন্ধান করিয়া দিলেন। তাহাতে মালপত্র তুলিয়া এবং কয়েকজন অতিরিক্ত দাঁড়ি মাঝি লইয়া স্বামিজী 'সদর বল' অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

আমাদের House boatটী লম্বায় প্রায় ১৮ হাত ও চওড়ায় ৬ হাত। ইহার ভিতরটী ঠিক বড়লোকের বৈঠকখানার ন্যায় আধুনিক ফ্যাসানে সজ্জিত। ইহাতে আছে সুসজ্জিত বৈঠকখানা, স্নানের ঘর, ভাড়ার ঘর, খাইবার ঘর ও পাইখানা। বসিয়া হাওয়া খাইবার জন্য ইহার ছাদের চতুর্দ্দিকে রেলিং ও উপরে চন্দ্রাতপ দেওয়া আছে। ছাদে উঠিবার জন্য একটী সুন্দর কাঠের সিঁড়ি আছে। নৌকায় প্রায় ৫০ খানি বিভিন্ন বিষয়ক ইংরাজি পুস্তক, দোয়াত, কলম, ব্লটিং, প্যাড মায়

ক্লিপটী পর্য্যন্ত, ৬ খানি বেতের ও ৩ খানি গদী আঁটা চেয়ার, ২ খানি পালং, ১ খানি বড় ও ১ খানি ছোট টেবিল, ১টী আলমারি, ৪টী ব্র্যাকেট, ২ খানি আয়না, ১টী বাথটাব, ২টী কমোড, ১টী এনামেল জাগ ও বেসিন, প্রত্যেক ঘরের মেঝেতেই কার্পেট মোড়া ও সকল জানালা দরজাতে পরদা দেওয়া। রাত্রে আলো জ্বালিবারও boatএ সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। ৩টী হ্যারিকেন ল্যাম্প ও দুইটী ভাল টেবিল ল্যাম্প আছে। এই সকল আসবাব boatএর মাঝির সম্পত্তি! ভাল House boat মাত্রেই এইরূপ থাকে। এই প্রকারে সুসজ্জিত একটী House boatএর মাসিক ভাড়া ৭৫৲ টাকা। রন্ধন করিবার চাকরদের থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র একটী boat আছে, উহাকে 'কিচেন বোট' (Kitchen boat) কহে। তাহার ভাড়া মাসিক ২০৲ টাকা, ইহার ছাদ, দেওয়াল প্রভৃতি সবই মাদুর দি... প্রস্তুত। ইহা লম্বায় একখানি বড় পান্‌সীর ন্যায় ও চওড়ায় চারি হাত। মাঝি তাহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদি লইয়া এই খানিতেই থাকে। এই সকল মাঝিদের অন্য কোন ঘর বাড়ী নাই। ইহারা পুরুষানুক্রমে নৌকাতেই বাস করে ও মাঝির কাজ করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা সকলেই মুসলমান। কাশ্মীরে হিন্দু মাঝি নাই।

পারাপারের জন্য আর এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা আছে,

ইহাকে 'শিকারা' বলে। ইহা দেখিতে বাংলা দেশের জেলে ডিঙ্গির ন্যায়। ইহার ভাড়া মাসিক ৫৲ টাকা। নৌকার মাঝি বাজার করা, বাসন মাজা, হ্যারিকেন সাফ করা প্রভৃতি সকল প্রকার কাজ কর্ম্মই করিয়া থাকে, তজ্জন্য তাহাকে অতি- রিক্ত কোন বেতন দিতে হয় না।

House boat অপেক্ষা সস্তায় থাকিতে গেলে Boarded boat লইতে হয়। ইহা House boat অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহার ভিতরের আসবাবও House boat অপেক্ষা অনেক কম জলপথে ভ্রমণের পক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, কারণ ইহা খুব হাল্কা। বড় House boat লইয়া বেড়াইতে দৈনিক প্রায় ১০৲।১২৲ টাকা খরচ পড়ে, কারণ উহা চালাইতে ১০।১২ জন অতিরিক্ত মাঝি মাল্লার কম হয় না। প্রত্যেক মাল্লাকে শ্রীনগরের ভিতরে ॥০ আনা ও বাহিরে ১৲ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত মজরী দিতে হয়। Boarded boatএ স্রোতের প্রতিকূলে ৪ জন, ও স্রোতের অনুকূলে ২ জন মাল্লা হইলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতে একটী বিশেষ অসুবিধা এই যে, মাঝি তাহার স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া ইহার শেষের কামরাটীতে বাস করে। আলাদা কোন নৌকা থাকে না। ইহা অপেক্ষা আরও সস্তায় এক প্রকার নৌকা পাওয়া যায়, উহাকে First class Dunga * কহে।

* পাঠক কাশ্মীরের নৌকাগুলির ইংরাজী নাম দেখিয়া বিস্মিত

ইহা প্রায় Boarded boat এরই মত ; তবে ইহার দেওয়াল কাঠের নহে, মাছুরের। জানালা, দরজাও তদ্রূপ। কোন আসবাবপত্র নাই। ভিতরে একটা Partition আছে। মাঝি তাহার পরিবারসহ তাহার শেষের দিকে বাস করে। এই প্রকার একটী ডোঙ্গার মাসিক ভাড়া ৩৫৲ টাকা। অতিশয় সস্তায় কাশ্মীরে বাস করিবার পক্ষে এইগুলি উপযুক্ত, কিন্তু সঙ্গে ছোট ছেলে মেয়ে থাকিলে এগুলি নিরাপদ নহে।

কাশ্মীরে দাঁড়ের প্রচলন নাই। 'চাপ' বা 'চাঁপা' নামক এক প্রকার কাঠের তাড়ুর দ্বারা নৌকা চালান হয়। হরতনের আকার বিশিষ্ট একটী কাঠের থালার সহিত একটী ২।৩ হাত লম্বা কাঠের লাঠি জোড়া দিয়া এইগুলি নির্ম্মিত হয়। উপরোক্ত যাবতীয় নৌকার তলাই চেপ্টা। বাঙ্গালা দেশের নৌকার ন্যায় কাশ্মীরের কোন নৌকার তলাই গোলাকার নহে। শীতকালে যখন এই দেশের নদীগুলিতে জল খুব কমিয়া বা জমিয়া বরফ হইয়া যায় তখন তলা চেপ্টা বলিয়াই এই সকল নৌকা তাহার উপর দিয়া চালান সম্ভবপর হয়। তলা গোল

হইবেন না, কারণ পূর্ব্বে কাশ্মীরে জলযানের মধ্যে একমাত্র মাছুরের ছাদ বিশিষ্ট ডোঙ্গাই ছিল। ১৫৲ টাকা করিয়া উহা ভাড়া পাওয়া যাইত। এখন যে সব House boat, kitchen boat প্রভৃতি হইয়াছে এই গুলি সব ইংরাজী আমলে সৃষ্ট ;

হইলে বরফে ঠেকিয়া একপেশে হইয়া যাইত, কিন্তু ঝড়ের সময় বা প্রবল স্রোতযুক্ত জলে এইগুলি আদৌ উপযোগী নহে, সহজেই উল্টাইয়া যায়।

প্রত্যেক Boatএর এক একটী নাম ও নম্বর আছে। আমাদের পূর্ব্বের সরকারি House boatটীর নম্বর ছিল ৫, এখনকারটীর ৫৪৭ এবং নাম 'Cucumber'। যে ঘাটে House boat থাকে সেই ঘাটের ঠিকানায় চিঠি পত্রাদি আসিয়া থাকে। সমগ্র কাশ্মীরে প্রায় ১৫০০ শত বিভিন্ন আকারের House boat আছে। শ্রীনগর সহরতলীর মধ্যে প্রথম সেতুর নিকট House boat রাখিলে মাসিক ৩৲ টাকা হারে অতিরিক্ত খাজনা দিতে হয়। এক মাসের কম থাকিলেও এক মাসেরই খাজনা দিবার নিয়ম। এই খাজনা যিনি House boat ভাড়া লন তাঁহাকেই দিতে হয়। শ্রীনগরের ভিতরে থাকিলে boatএ Electric connection পাওয়া যায়। ইহার চার্জ্জও খুব অল্প। প্রত্যেক bulbএর মাসিক চার্জ্জ ॥০ আনা মাত্র। মাসে ১৲ টাকা দিলে House boat এ দু'বেলা মেথর পাওয়া যায়।

সঙ্গে একটী Primus stove, একটী Ic-mic Cooker এবং কিছু এ্যালুমিনিয়ামের পাত্র থাকিলেই রন্ধনের সকল কার্য্য অতি সহজে সম্পন্ন হয়। শ্রীনগরের বাহিরে বেড়াইতে যাই-

বার সময় রন্ধনাদির যাবতীয় আয়োজন নৌকায় সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত, কারণ পথে ঘাটে সকল দিন সকল সামগ্রী সুবিধামত পাওয়া যায় না।

প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় যাত্রা করিয়া বৈকালে ৩ ঘটিকার সময় আমাদের নৌকা সাদিপুরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল! শ্রীনগর হইতে "সাদিপুর" পর্য্যন্ত নৌকা বেশ সহজেই আসিল, কারণ এই দিক্‌টা স্রোতের অনুকূলে। শ্রীনগর হইতে "সাদিপুর" স্থলপথে ১১ মাইল এবং জলপথে তদপেক্ষা কিছু অধিক। সাদিপুরের চতুর্দ্দিকস্থ উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতের মাথাগুলি বরফে চিক্ চিক্ করিতেছে; নানাবিধ পার্ব্বত্য পক্ষীসকল উড়িতেছে; 'চানার' গাছগুলি লাল, সবুজ ও হল্‌দে পাতায় দিক্ আলো করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; বহু দূর হইতে এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা গ্রামের প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একটী ঘাটের নিকট House boat নোঙ্গর করা হইল।

সিন্ধু নদ ও বিতস্তা নদীর সঙ্গমস্থল বলিয়া লোক এই স্থানকে চলিত কথায় 'সাদিপুর' কহে। এই স্থানের প্রাচীন নাম 'পরিত্রাণপুর'। অষ্টম শতাব্দীতে এই স্থানে রাজা "ললিতা-দিত্যের" রাজধানী ছিল। পরে ৯০০ খৃষ্টাব্দে রাজা "শঙ্কর বর্ম্মণ" এই স্থান হইতে রাজধানী উঠাইয়া 'পত্তন' নামক স্থানে লইয়া যান। অনেকগুলি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এখনও এই স্থানে

দেখিতে পাওয়া যায়। "সাদিপুর" অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা-রাশিতে পূর্ণ। স্বামিজী এই স্থানে একরাত্রি বাস করিয়া স্থানটী বেড়াইয়া দেখিতে যাইলেন।

ঘাটের নিকটেই একটী সরকারি Rest House রহিয়াছে। উহাতে সকলেই বিনা ভাড়ায় ৩ দিন থাকিতে পারে। গ্রামের চারি ধারেই শালি ধান্যের ক্ষেত্র। গ্রামখানি নদীর উভয় তীরেই অবস্থিত। ঘাটের অল্প দূরেই একটী বাজার রহিয়াছে। তথায় আলু, মৎস্য, আটা, মাখন, চাল, ডাল প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি পাওয়া যায়। কয়েকজন সাহেব মেম নদীর অপর পারে House boatএ বাস করিতেছেন। অনেকে সমগ্র গ্রীষ্মকাল এই স্থানে অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

বিতস্তার জল শ্রীনগর সহরের ময়লা ও আবর্জ্জনাতে এরূপ দূষিত যে কেহই উহা পান করিতে পারেন না। ঝরণার জল তীর হইতে আনিয়া পানের জন্য নৌকায় রাখিতে হয়, কিন্তু সিন্ধুনদের জল অতি উৎকৃষ্ট, সকলেই উহা পান করেন। এই জল বরাবর পাহাড় হইতে আসিতেছে বলিয়া খুব স্বচ্ছ ও নির্দ্দোষ। এত নির্ম্মল জল অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। জলের ৭।৮ হাত তলার ক্ষুদ্র নুড়ি ও মৎস্যগুলির আকৃতি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের boat

এর মাঝি 'মামদু' অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েকটী মৎস্য বল্লম দিয়া গাঁথিয়া ফেলিল। মৎস্যগুলি মির্গেল জাতীয় (White Trout), খুব সুস্বাদু ও রাঁধিলে বেশ নরম হয়। তুষার গলা জল বলিয়া এই নদের জল অত্যন্ত শীতল। এমন কি দুই মিনিট কাল জলে দাঁড়াইয়া থাকিলেই পা অসাড় হইয়া যায়। প্রাতঃকাল অপেক্ষা অপরাহ্নে নদের জল বৃদ্ধি পায়, কারণ পাহাড়ের উপর রাত্রে যে সকল বরফ পড়ে, সেগুলি দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতাপে গলিয়া নদে আসিয়া মিশে।

"সাদিপূর" হইতে আমরা 'মানসবল' নামক একটী রমণীয় হ্রদ দেখিতে যাইলাম। জলপথে কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া আমরা নদীতীরস্থ 'সম্বল' নামক একখানি বৃহৎ গ্রামের নিকট পৌঁছিলাম। এই স্থান হইতে একটী নালা দিয়া মানসবল যাইতে হয়। গ্রামখানির এক পার্শ্বে 'আহা তেঙ্গ' নামক একটী পাহাড় রহিয়াছে। সেতুর নিকটস্থ কতিপয় 'চানার' বৃক্ষের শোভা অতি মনোহর দেখাইতেছে।

সম্বলে অনেক মৎস্যজীবির বাস। আমাদের মাঝি এই স্থান হইতে কিছু মৎস্য ক্রয় করিল। এই মাত্র ধরা কতকগুলি মির্গেল জাতীয় ছোট ছোট মাছের ওজন আন্দাজ দেড় সের, মূল্য তিন আনা মাত্র।

'মানস বল' হ্রদটী দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই মাইল। ইহার একদিকে

'আহা তেং' পাহাড় ও অন্য দিকে একটী উচ্চ অধিত্যকা ভূমি। হ্রদটীর গভীরতা অত্যন্ত অধিক সেই জন্য ইহার জল বেশ পরিষ্কার। উত্তর দিক দিয়া সিন্ধু নদের এক শাখা আসিয়া এই হ্রদে পতিত হইতেছে! ঐ স্থান দিয়া পদব্রজে "গন্ধরবল" যাইবার এক পথ আছে। উহা ৭ মাইল দীর্ঘ। অন্য দিকে একটী মুসলমান ফকিরের কবর স্থান ও গুহা রহিয়াছে। উহার নিকটেই এক পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। মন্দিরের অন্যান্য সকল অংশই জলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে কেবল উহার প্রাণ সাক্ষীস্বরূপ ছাদটীর কিয়দংশ এখনও জলের উপরিভাগে জাগিয়া আছে। আহা তেং পাহাড়ের পাদদেশে 'কুন্দবল' নামক একখানি গ্রাম রহিয়াছে। তথায় অনেকে পাথর পুড়াইয়া চূণ প্রস্তুত করে! আহা তেং পাহাড়ে বিস্তর চূণ পাথর (Lime Stone) পাওয়া যায়! ইহার অনতিদূরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাধের প্রমোদ উদ্যান 'দারোগা বাগে'র ধ্বংসাবশেষ। তিনি নূরজাহানের জন্য এই বাগান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই উভয় স্থানেই আপেল, ন্যাসপাতি, আলুবখেরা, আখ্‌রোট, পীচ, আঙ্গুর প্রভৃতি কাশ্মীরী মেওয়া যথেষ্ট পাওয়া যায়। হ্রদের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একখানি গ্রামে বিস্তর পতিত জমি রহিয়াছে। তথায় ভ্রমণকারী ও শিকারিগণ আসিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁবু খাটাইয়া

বাস করেন। এই স্থানের কতকগুলি প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, ঝরণা ও পুষ্করিণী বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ইহার নিকটবর্ত্তী পাহাড় সমূহে কাশ্মীরের রাজপুত্র মধ্যে মধ্যে সদলবলে ভাল্লুক শিকার করিতে আসেন। অন্য কোন শিকারী বিনা অনুমতিতে পশু শিকার করিতে পারে না, এমন কি, হ্রদের বা খালের মধ্যে মৎস্য ধরিবারও নিয়ম নাই। মৎস্য ধরিবার খাজনা মাসিক ৫৲ টাকা। কাশ্মীরের হ্রদ সকলে, মাইলের পর মাইল ব্যাপি স্থান লইয়া যেরূপ অজস্র পদ্ম ফুল ফুটিয়া থাকে সেরূপ ভারতে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।' এই মনোহর দৃশ্য যিনি একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কাশ্মীর যে ভূস্বর্গ সে সম্বন্ধে তাঁহার সকল সংশয় দূর হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল যে কাশ্মীরের মহারাজা বাহাদুর প্রত্যহ যে ১০০৮টী পদ্ম ফুল দিয়া গৃহদেবতার পূজা করিয়া থাকেন, তাহা এই সকল হ্রদ হইতেই সংগ্রহ করা হয়। তজ্জন্য বিশেষ লোক নিযুক্ত আছে। অন্য কোন ব্যক্তি এই সকল পদ্ম তুলিতে পারে না। তুলিলে জরিমানা হয়। আমরা দুই পয়সায় অনেকগুলি বড় বড় পদ্ম বীজ কিনিলাম। এই গুলির শাঁস খাইতে অতি উপাদেয়। এই হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে পদ্মমধু যথেষ্ট পাওয়া যায়।

কাশ্মীরের হ্রদগুলির মধ্যে "মানসবল" সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ভূবিজ্ঞানবিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, শ্রীনগরের আশে পাশে

"দাল" "উলার" "মানস বল" প্রভৃতি যে সকল হ্রদ রহিয়াছে এইগুলি প্রাচীনকালে একটী মাত্র বৃহৎ হ্রদ ছিল। উহারই নাম ছিল 'সতি সাগর' কালক্রমে উহা শুখাইয়া গিয়া এই সকল হ্রদে পরিণত হইয়াছে।

আমরা "দাল" ও "মানস বল" হ্রদ দেখিলাম। বাকি রহিল "উলার" হ্রদ দেখা। এইবার আমরা এই স্থান হইতে উহা দেখিতে চলিলাম। সিন্ধুনদে প্রবেশ না করিয়া নৌকা বরাবর বিতস্তার উপর দিয়া যাইতে লাগিল। এবং প্রাতঃকালে "সাদিপুর" হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যায় "উলার" হ্রদে আসিয়া পৌঁছিলাম। বিতস্তা নদী আসিয়া বরাবর "উলার" হ্রদে পতিত হইয়াছে।

৺ক্ষিরভবানী দর্শন

শ্রীনগর হইতে "বন্দীপুর" যাইবার পথে "সম্বলের" নিকট নদী পার হইয়া "মানস বল" হ্রদের নিকট দিয়া স্থল পথে "উলার' হ্রদে গমন করা চলে। "সম্বল" হইতে "মানস বল" দুই মাইল। পথ উত্তরাভিমুখে গিয়াছে। কতকগুলি মাঠ ও পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া যাইয়া "অজস" ও "সদরকোট" নামক গ্রামের মধ্য দিয়া যাইলেই "উলার হ্রদে' পৌছান যায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে হ্রদটী জলে এরূপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে যে, উক্ত গ্রামের অনেকাংশই ডুবিয়া যায়, কিন্তু শীতকালে জল কমিয়া যাওয়াতে হ্রদটী গ্রাম হইতে বহু মাইল দূরে সরিয়া যায়।

এই হ্রদের জল অত্যন্ত অপরিষ্কার, আদৌ পানের উপযুক্ত নহে।

হ্রদের সমস্ত জলই বিতস্তার জল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ষাকালে হ্রদের জল অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়াতে কুলের কোন সীমার ঠিক থাকে না, ১৫।১৬ মাইল বিস্তৃত জলরাশি অসংখ্য পর্ব্বতমালার পাদদেশ ধৌত করিতে করিতে প্রবল বেগে ছুটিতে থাকে। সেই সময়ে House boat ও শিকারা লইয়া ইহার উপর দিয়া গমন করা অত্যন্ত বিপদজনক। অতি প্রত্যুষ

কাল ব্যতীত অন্য সময়ে কেহ ইহার উপর দিয়া নৌকা চালান না। কারণ বেলা ৯ টার পর হইতে সমস্ত দিন হ্রদের উপর প্রবল ঝড় বহিতে থাকে। সময় সময় পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়গুলি হইতে হঠাৎ সাইক্লোনের মত প্রবল ঘূর্ণি বায়ু নামিয়া আসিয়া নৌকাদি যাহা সম্মুখে পায় উল্টাইয়া ফেলিয়া দেয়। এই প্রকারে বহু প্রাণহানি ঘটিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন এই প্রবল ঝড় পার্শ্ববর্ত্তী 'হরমুখ' পর্ব্বতের উপত্যকা হইতে আসিয়া থাকে।

যে স্থানে বিতস্তা নদী হ্রদের সহিত মিশিয়াছে তাহার অনতিদূরেই পূর্ব্বদিকে হ্রদের উপর প্রায় ৫০ হাত দীর্ঘ একটী গোলাকার দ্বীপ আছে। শীতকালে যখন হ্রদের জল একেবারে কমিয়া যায় তখন এই হ্রদের নানা স্থানে চড়া পড়িয়া যাওয়াতে পদব্রজেই ঐ দ্বীপে যাওয়া যায় নচেৎ অন্য সময় নৌকায় যাইতে হয়। দ্বীপটীর চারিদিকের জল পানিফল গাছের জঙ্গলে পূর্ণ। ইহার নাম 'সোনা লংকা'। ইহার চারিদিকে ৪টী প্রাচীন পাথর বাঁধান ঘাটের ও উপরে ১টী শিব মন্দির ও ১টী মস্‌জিদের এবং ৪ কোনে ৪টী গৃহের ভগ্নাবশেষ আছে, ইহা ছাড়া উপরে প্রাচীন পাথরের থাম, ঘরের মেঝে প্রভৃতি অসংখ্য চিহ্ন সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পূর্ব্বকালে এই স্থানে সুন্দর অট্টালিকা, স্নানের ঘাট প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল। এখন এই স্থানে কেহ

৺অমর নাথের গুহা ও অমর গঙ্গা [পৃঃ—৭৬
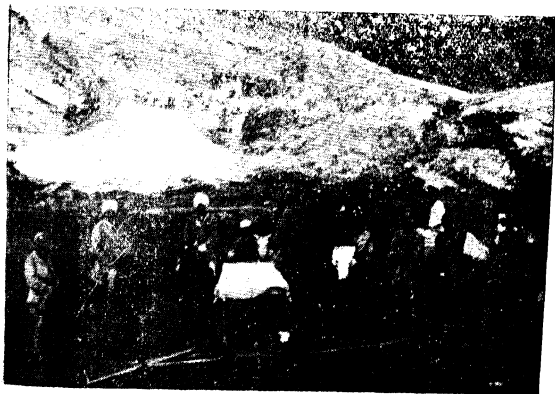
সাচ্ কাটার পথে আমাদের দল [পৃঃ – ৮

বাস করে না। শিব মন্দিরটী মস্‌জিদ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। মন্দিরের ছাদ ও ভিতরের মূর্ত্তি নাই। মন্দিরেব প্রবেশ দ্বারের সিঁড়ীর, দেওয়ালের এবং খিলানগুলির কারুকার্য্য অদ্যাপি অল্প বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিলাম। ইহার খিলানগুলি ঠিক ক্যাথলিক্‌ খৃষ্টানদিগের গির্জ্জার খিলানের মত। মন্দিরটী দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা নির্ম্মাণ করিতে কোন মশলার ব্যবহার হয় নাই। কেবল পাথরের উপর পাথরগুলি কৌশলে সাজাইয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন মন্দিরের সকল দিকের দেওয়ালই অল্প অল্প বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে এই স্থানে একটী বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর পড়িয়া ছিল ; এখন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ উহা উঠাইয়া লইয়া গিয়া শ্রীনগরের যাদুঘরে রাখিয়া দিয়াছেন।

অনেকে বলেন, 'জৈনুলাবদীন' এই স্থানের মস্‌জিদটী নির্ম্মাণ করান। পূর্ব্বে লোকে ইহাকে 'বারদ্বারী' কহিত। ইহার বিপরীত দিকে 'বাবা শুকুর উদ্দীন' নামক এক পাহাড় আছে। হ্রদের গভীরতা এই স্থানেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক! ঐ পাহাড়ের মাথার উপর "নুরউদ্দীন" নামক কোন বিখ্যাত মুসলমান গুরুর শিষ্যের এক "জয়ারৎ" বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানের অনতি দূরেই হ্রদের জলে অনবরত বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতেছে। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন ঐ স্থানের নিম্নে এক স্বাভাবিক ঝরণা

(Natural spring) আছে। কাশ্মীরীরা উহাকে "নাগ" দেবতা বলে। গ্রামবাসী হিন্দুগণ উহাকে 'বিষ্ণুর চক্র' বলিয়া পূজা করেন।

হ্রদের পশ্চিম-উত্তর কোনে বিখ্যাত 'হরমুখ' পর্ব্বত অবস্থিত। পর্ব্বত সমুদ্র-তল হইতে ১৬,৯০০ ফিট উচ্চ! ইহার ৮টী চূড়া। প্রত্যেক চূড়াই তুষারে চির আবৃত। ইহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ চূড়ার উচ্চতা ৬০০০ হাজার ফিট। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে Dr. E. F. Neve ও Mr. G. W. Millais ব্যতীত আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন ভ্রমণকারি ইহার সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিতে সক্ষম হন নাই। এই পর্ব্বতের দক্ষিণে 'বন্দীপুর' সহর। এই সহরে বহু সাহেব মেম হাউস বোট লইয়া গ্রীষ্মবাস করেন। সহরটী ক্ষুদ্র হইলেও ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব নয়নরঞ্জক। নিম্নে অনন্ত জল রাশির শোভা দেখিয়া মুগ্ধ ভাবুক-হৃদয় অনন্তের কানে কানে কত কথা কহিতে থাকে। বহু শ্বেতাঙ্গ নরনারী হ্রদের তীরে ও পর্ব্বতের পাদদেশে বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইতে-ছেন দেখিতে পাইলাম। তাঁহাদের ছেলে মেয়েরা বন্দুক হস্তে পক্ষি শিকার করিয়া ফিরিতেছেন! দূরে তাহাদের বন্দুকের আওয়াজ মধ্যে মধ্যে পার্ব্বত্য নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

বন্দীপুরে ডাক বাংলো, সরাই, বাজার, ডাকঘর ও সাহেবদের খেলিবার স্থান প্রভৃতি আছে। ইহা ছাড়া এই স্থানে তাঁবু

খাটাইয়া থাকিবার সুন্দর সুন্দর জায়গাও আছে। হ্রদের নিকটে বলিয়া এই স্থানে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়।

"বন্দীপুর" হইয়া 'গিল্‌গিৎ' সহরে যাইবার পথ। ঐ স্থান বন্দীপুর হইতে ১৯৩॥০ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। যাইতে ১৩ দিন লাগে। প্রত্যহ ১১॥০ হইতে ১৮ মাইল পথ গমন করিতে হয়। পদব্রজে না হয় ঘোড়ায় যাইতে হয়। প্রত্যেক দিনের গন্তব্য স্থানে ডাক বাংলো আছে এবং পথও যতদূর সম্ভব সহজ করা আছে। পথে বিশেষ কোন কঠিন চড়াই বা উৎরাই নাই। কেবল "বন্দীপুর" হইতে 'ত্রগ্‌বল' নামক একটী ৯,১৬০ ফিট্ উচ্চ পাহাড়ে ৯ মাইলে মোট ৪০০০ ফিট ক্রমাগত চড়াই করিতে হয় মাত্র। অনেকে 'উলার' হ্রদের ও ইহার চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্য খুব ভাল করিয়া দেখিবার জন্য "ত্রগ্‌বলে" গমন করেন! উপর হইতে "পীরপঞ্জল" ও "হরমুখ" পর্ব্বতের দৃশ্য অতি মনোরম।

গ্রীষ্মকালে 'গিল্‌গিৎ' এর পথে গরমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইতে হয়, কারণ পথ সাধারণতঃ ৭।৫ হাজার ফিট্ উচ্চ স্থান দিয়া যাওয়াতে শীত তত বেশী হয় না। কিন্তু শীতকালে এই পথে 'মণি' (Avalanche) খসিয়া পড়ার সম্ভাবনা অধিক। অতিকায় বরফ খণ্ড পাহাড় হইতে মহা শব্দে খসিয়া পড়ে ও নিমেষের মধ্যে শত শত পথিককে লইয়া তীব্রগতিতে বহু নিম্নে চলিয়া

যায়। এই প্রকারে কত লোকের যে প্রাণ গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা হয় না। সেই জন্য শীতকালে কেহ এই পথে প্রায় বড় একটা চলাচল করেন না।

বন্দীপুরের পূর্ব্বদিকে 'হাপ্ কিলেন মার্গ', 'নাগ মার্গ' প্রভৃতি কতকগুলি অনতিউচ্চ অধিত্যকাভূমি ও চিরতুষার (Glacier) আবৃত পাহাড় বিশেষ দ্রষ্টব্য। বন্দীপুর সহরের পানীয় জল 'হাপ্ কিলেন মার্গের' উপরের ঝরণা হইতে পাইপ দ্বারা নিম্নে আনীত হয়।

কাশ্মীরে গুলমার্গ, সোনামার্গ, খিলেনমার্গ, নাগমার্গ, টান্মার্গ প্রভৃতি বহু 'মার্গ' ভাগান্ত নাম দেখিতে পাওয়া যায়। 'মার্গ' শব্দের কাশ্মীরী অর্থ মালভূমি বা Table land. ইহা ছাড়া 'শেষনাগ', 'অনন্তনাগ', 'হরনাগ', 'ভেরীনাগ' প্রভৃতি বহু 'নাগ' ভাগান্ত নামও দেখিতে পাওয়া যায়। 'নাগ' শব্দের অর্থ সর্প। পর্ব্বতের মাথায় যে তুষার জন্মে তাহা ক্রমশঃ চাপে চাপে নিম্ন দিকে বাড়িতে বাড়িতে একেবারে মাটিতে আসিয়া ঠেকে। তখন দেখিলে মনে হয় যেন পাহাড়ের গায়ে এক অতিকায় শ্বেত বর্ণের সর্প শুইয়া রহিয়াছে। ইহা হইতেই এই সকল চির তুষারাবৃত পর্ব্বতের নাম 'সর্প' বা 'নাগ' হইয়াছে। অনেকে শিবের মাথার জটার সহিত ইহার তুলনা করেন।

'গিলগিৎ' সহর কাশ্মীর রাজ্যের সৈন্যাবাস। ঐ স্থানে

পদাতীক ও অশ্বারোহী সৈন্যগণ সর্ব্বদা যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করে। ইহা কাশ্মীর তথা ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ। এই স্থান দিয়া মধ্য এসিয়া, এবং রুশিয়া তুর্কিস্থানে গমন করিবার সহজ পথ আছে। সেই জন্য কাশ্মীর রাজ বহিঃ শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই স্থানে প্রভূত সৈন্য ও নানাবিধ যুদ্ধোপকরণ রাখিয়া দিয়াছেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে "গিলগিৎ" বৃটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল না। ঐ বৎসর যখন "ইয়াসিন" প্রদেশের রাজা "গিলগিৎ" আক্রমণ করেন, তখন গিলগিতের রাজা শিখ রাজের সাহায্য প্রার্থনা করায় শিখ সেনাপতি "নাথু শাহ" আসিয়া "গিলগিৎ" জয় করেন ও "ইয়াসিন" "হুন্‌জা" ও "নাগির" নামক তিনটী প্রদেশের তিনজন রাজার তিনটী কন্যার পানিগ্রহণ করেন। কিন্তু ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে "হুন্‌জা" রাজা "গিলগিৎ" আক্রমণ করিয়া "নাথু শাহ"কে হত্যা করেন। পরে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে "ইয়াসিন" রাজ পুনরায় গিলগিৎ আক্রমণ করিলে হুন্‌জা রাজের সাহায্যার্থ আষ্টর রাজ যে সকল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা বিনষ্ট হয় ও তিনি নিজেও পরাজিত হইয়া হৃতরাজ্য হন। অতঃপর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে শিখ সর্দ্দার "দেবীসিং" গিলগিৎ, আষ্টর, ইয়াসিন হুন্‌জা* প্রভৃতি সকল রাজ্য জয় করেন ও সেই দিন হইতে এই

* হুনজা ও নাগির প্রদেশ দুইটী চারিদিকে তুঙ্গ পর্ব্বত মালা ও খরস্রোতা নদীর

সকল প্রদেশ কাশ্মীর-রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে। পরে এই সকল স্থানে নানাবিধ বিদ্রোহের সূচনা হওয়াতে ১৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল "ডিউরাণ" বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে ঐ প্রদেশে যাইয়া সকলকে পরাজিত করেন ও "পামির" অধিত্যকা ও চীন সীমান্ত পর্য্যন্ত কাশ্মীরের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

"গিল্‌গিৎ" প্রদেশ অত্যন্ত অনুর্ব্বর এমন কি এই স্থানের উৎপন্ন যব দ্বারা এই স্থানের সকল লোকের খাদ্য সংস্থান হয় না। তজ্জন্য এই দেশবাসীদিগকে সর্ব্বদা কাশ্মীরের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই প্রদেশ বাসীদিগকে "দার্দণ" কহে। ইহাদের মুখ চোখের গঠন ঠিক আর্য্যদের মতন—অন্যান্য পাহাড়ীদের মত থেবড়া নহে। ইহারা দেখিতে অনেকটা পাঠানদের মত কিন্তু পাঠানগণের মত ততটা উগ্র প্রকৃতির ও প্রতিহিংসা পরায়ণ নহে। কাফ্রিস্থান ব্যতীত এদিকের সকলেই সিয়া মুসলমান।

দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকাতে বৈদেশীক শত্রু হঠাৎ এই স্থানে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাতেই এই দেশবাসীরা নিরুপদ্রবে বাস করে। এই প্রদেশের মাটী খুব উর্ব্বর ও নানা স্থানে খণ্ড খণ্ড জমীতে গম, জব, মুলা, ভুট্টা প্রভৃতির চাষ আবাদ হয়। হুনজারা 'মুলাই' সম্প্রদায়ের মুসলমান। নগিররা সিয়া। এই প্রদেশের লোক সংখ্যা মোট ১৫,০০০ মাত্র। একজন বৃটিশ রাজস্ব সচীব হুনজাতে থাকিয়া এই প্রদেশ শাসন করেন। এই প্রদেশের যাবতীয় নদীতেই অল্পাধিক সোনা পাওয়া যায়।

তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার সময় এই দুর্গম পথ দিয়া চিত্রলে আগমন করিয়াছিলেন। এই স্থান অপেক্ষা নিম্নতর গিরিবর্ত্ম "কারাকোরাম" ও "হিন্দুকুশ" পর্ব্বতমালায় আর নাই।

"উলার" হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে স্থান দিয়া "বিতস্তা" নদীটী বাহির হইয়া যাইতেছে তাহারই অনতিদূরে 'শিউপুর' নামক একখানি সুন্দর গ্রাম আছে। গ্রামখানি পাহাড়ের পাদদেশে ও হ্রদের তটের উপর অবস্থিত বলিয়া এই স্থানের চারিদিকের দৃশ্য সাতিশয় মনোমুগ্ধকর। অনেক সাহেব মেম House boat লইয়া এই স্থানে গ্রীষ্মাবাস করিয়া থাকেন। নিকটেই 'বরামূলা' সহর থাকাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সবই তথা হইতে আনা যায়।

"উলার" হ্রদ দেখিয়া আমরা পুনরায় "সাদিপুরে" ফিরিয়া আসিলাম ও "গন্ধরবল" অভিমুখে রওনা হইলাম। সাদিপুর হইতে "গন্ধরবল" প্রায় ৭ মাইল। সমস্ত পথ গুন টানিয়া স্রোতের প্রতিকুলে যাইতে হইল। দূর হইতে "গন্ধরবল" গ্রামখানির ছবির মত সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া কবি কল্পিত অতুল সৌন্দর্য্যময়ী 'গন্ধর্ব্ব নগরীর' কথা মনে উদয় হইতে লাগিল। এই সকল স্থানের অপূর্ব্ব শোভারাশি সত্যই নিমেষে পর্য্যটকের মন হরণ করে ও প্রবাসের সকল কষ্ট সার্থক করিয়া দেয়!

শ্রীনগর হইতে "গন্ধরবল" ১২৷৷০ মাইল উত্তরে অবস্থিত,

এবং এই স্থানের উচ্চতা শ্রীনগর অপেক্ষা ১০০০ ফিট অধিক। সেইজন্য জলপথে শ্রীনগর হইতে 'গন্ধরবলে' আসিতে হইলে গুণ টানিয়া আসিতে হয়। স্থলপথে যাতায়াতের জন্য শ্রীনগর হইতে "গন্ধরবল" পর্য্যন্ত একটী পাকা সড়ক আছে। উহাতে টাঙ্গা ও মোটর বেশ চলিতে পারে। মারলালা ও আঞ্চর হ্রদের পথেও এই স্থানে আসা চলে এবং ইহাতে দূরত্ব ১০৷৷ মাইল পড়ে।

গন্ধরবলের উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম তিনদিকে পাহাড় ও দক্ষিণদিকে সিন্ধুনদ প্রবাহিত। সিন্ধুনদের উপর একটী পুরাতন ধরণের বিস্তৃত কাঠের সেতু। ইহার উপর দিয়া টাঙ্গা, মোটর প্রভৃতি বেশ চলিতে পারে। সেতুটীর আগাগোড়াই কাঠ দিয়া প্রস্তুত এমন কি জলের উপরিস্থিত থামগুলি পর্য্যন্ত। এই প্রকার সেতু কেবল কাশ্মীরেই দেখা যায়। এই স্থানে স্থল পথে শ্রীনগরে যাইবার একটী পাকা রাস্তা আছে। একটী ডাক ও তার ঘর, একটী ডাক বাংলো এবং একটী কাচারি আছে। একটী ছোট বাজার আছে তাহাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মোটামুটি ভাবে পাওয়া যায়।

জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই স্থান লোকে ভরপুর থাকে। নানা দেশ বিদেশ হইতে বহু সাহেব মেম ও দেশীয় ধনি লোকেরা শ্রীনগর হইতে House Boat লইয়া এই স্থানে

আসিয়া গ্রীষ্মবাস করেন। এই সময় প্রায় ১০০ শত House boat সিন্ধু নদের তীর বেষ্টন করিয়া বিরাজ করে। সাহেবদের অশ্বের হ্রেষা রব, মোটরের বংশীধ্বনি ও বাবুর্চ্চি খানসামাদের হাঁক ডাকে এই স্থানের পথ ঘাট সর্ব্বদা মুখরিত থাকে। ক্ষুদ্র বাজারটী গ্রীষ্ম-কালে সাহেবদের প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্যে পূর্ণ হইয়া একটু বৃহদাকার ধারণ করে। চৌকিদারেরা দিনে ও রাত্রে নিয়ম মত পাহারা দিতে থাকে। পাঁউরুটি, ফল ও খবরের কাগজওয়ালারা এই সময় নিয়মিত ভাবে শ্রীনগর হইতে আসা যাওয়া করিতে থাকে। কেবল এই কয় মাসের জন্য একটী সরকারী হাঁসপাতালও বসে। দিবা দ্বিপ্রহরে শ্রীনগর খুব গরম হইয়া উঠিলেও এই স্থান বিশেষ ঠাণ্ডা থাকে এবং 'ব্যারমিটারে' তাপ কদাচ ৮০ ডিগ্রীর অধিক উঠে না। 'চানার' গাছগুলির পাতা এই সময় সম্পূর্ণ সবুজই থাকে ও পাহাড়ের উপরিস্থিত তুষার সকল ক্রমশঃই গলিতে থাকে।

গন্ধরবল হইতে তিন মাইল উত্তরে ৺ক্ষীর ভবানী দেবীর মন্দির অবস্থিত। পথ একটী খালের ধার দিয়া গিয়াছে ও বেশ চওড়া। টাঙ্গা বেশ চলিতে পারে। পথের দুই ধারে নীল, লাল, সবুজ, হল্‌দে প্রভৃতি নানা বর্ণের বন্য ফুল সকল অসংখ্য ফুটিয়া থাকে। রাস্তার দুই পার্শ্বে বৃহৎ ও পুরাতন

"চানার" গাছের শ্রেণী। যে সকল পুরাতন চানার গাছের বয়স ২০০ শত বৎসরের অধিক হয় সেই গুলির গুঁড়ির ভিতরের কাঠ পচিয়া বাহির হইয়া যায় কেবল খুব মোটা ছালের উপর বৃহৎ গাছটী দাঁড়াইয়া থাকে। তখন সেই গহ্বরের ভিতর ৩।৪ জন মানুষ অনায়াসে বসিতে পারে। চানার গাছ গুলি ঠাণ্ডা দেশেই জন্মে। ইহার পাতা ও ফল অনেকটা এরণ্ডের পাতা ও ফলের মত। ইহার ফল কোন কাজে আসে না। বড় গাছ-গুলি লম্বায় প্রায় ৮০।৯০ ফিট হয় ও গুঁড়িটী প্রায় ৩।৪ জন লোকে আকড়াইয়া ধরিতে পারে না। গ্রীষ্মকালে ইহার নূতন পাতা হয় ও সেই সময় রং সবুজ থাকে। শীত পড়িতে থাকিলে ক্রমে পাতাগুলি প্রথমে হলদে ও গোলাপী পরে ঘোর রক্ত বর্ণ হইয়া ঝরিয়া পড়ে। স্বামিজী বলিলেন নবেম্বর মাসে (frost) ঠাণ্ডার জন্য এই প্রকার পরিবর্ত্তন হয়। আমেরিকায় মেপল্ Maple প্রভৃতি গাছের পাতাও এইরূপ হয়। সেই সময় গাছগুলির দৃশ্য অতি মনোহর দেখায়। অনেকে শুধু এই দৃশ্য দেখিবার জন্যই কাশ্মীরে আসিয়া থাকেন। মনে হয় ঠিক যেন "চানার" বাগানে আগুন লাগিয়াছে। ক্রমে পাতা এত ঝরিতে থাকে যে রাস্তা, বাগান শুদ্ধ "চানার" পাতায় ভরিয়া উঠে। শীতকালে আগুন তাপিবার জন্য গ্রাম-বাসীরা এই সকল পাতা সংগ্রহ করিয়া রাখে।

"গন্ধরবল" হইতে ৩ মাইল আসিলে একখানি গ্রাম পাওয়া যায়। গ্রামখানির নাম "তুল মুল"। গ্রামখানিতে প্রবেশ করিলেই ঠিক বাংলা দেশের এক খানি ক্ষুদ্রগ্রাম বলিয়া ভ্রম হয়। পথের দুইধারে পচা জলপূর্ণ নর্দ্দামা, ভাঙ্গা বেড়া, বন, জঙ্গল পূর্ণ বাগান ও ভাঙ্গা বাড়ী। বাড়ীগুলি কাঠের নির্ম্মিত ও ছাদের উপর ঘাস, ফুল গাছ প্রভৃতি রোপিত। এই সকল ছাদ এক অদ্ভুত উপায়ে নির্ম্মিত। প্রথমে ২।৩ পুরু ভূর্জ্জপত্র রাখিয়া তাহার উপর আধ হাত পুরু ছোট ছোট ডাল পালা রাখিয়া তদুপরি মাটী দেওয়া হয়। এ দেশে বৃষ্টি প্রায়ই হয় না তাই পাকা ছাদের দরকারও কখন হয় না। অবশ্য শ্রীনগর গুলমার্গ প্রভৃতি কাশ্মীরের অনেক সহরে ধনি-লোকেরা ইট, চূন, সুরকি ও টিন প্রভৃতি দিয়া আধুনিক ভাবে ছাদ প্রস্তুত করেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা এখনও তাহা শিখে নাই। এই সকল বাড়ীর প্রায় চারি দিকই খোলা। ভীষণ শীতকালে বরফের ভিতর কিরূপে ইহারা এই খোলা ঘরে বাস করে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাদের যথেষ্ট গরম কাপড়ও নাই। একটী মোটা আলখেল্লা মাত্রই তাহাদের সম্বল; পায়ে জূতা খুব কম লোকেই পরে তবে খড়ম সকলেই ব্যবহার করে এমন কি মেয়েরা পর্য্যন্ত। মস্তকে একটী সাদা, চাদরের পাগড়ি কপালে একটী জাফ্রানের

টিপ গায়ে আলখেল্লা ও পায়ে খড়ম এই কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের পোষাক। এই দেশের ব্রাহ্মণকে পণ্ডিত বলে। ব্রাহ্মণীদের পণ্ডিতানী বলে। "পণ্ডিতানীদের পোষাকও এই একই প্রকার কেবল মাথায় পাগড়ি না দিয়া ইহারা সাদা রুমাল বাঁধে ও তাহাতে ৭।৫টী লম্বা ঝুম্‌কা ঝুলাইয়া দেয়। পুরুষরা রন্ধন পরিবেশন প্রভৃতি পবিত্র কার্য্যের সময় আলখেল্লা (ফেরাঙ্গ)ও পাগড়ি খুলিয়া রাখেন, কেবল কৌপীন ও খড়ম পরিয়া থাকেন এবং কখন কখন বা একটী ছোট কুর্ত্তা গায়ে রাখেন। মুসলমানদিগের পোষাকও প্রায় এই একই প্রকার কেবল তাহারা কপালে টিপ পরে না ও তাহাদের পাগড়ি বাঁধিবার কায়দা সম্পূর্ণ আলাদা। অধিকংশ মুসলমানের মাথাই চুল শূন্য ও ঘায়ে ভরা। অনবরত ময়লা টুপি পরিয়া থাকার দরুণ ইহাদের এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়া থাকে। হঠাৎ ইহাদের কথা শুনিলে মনে হয় ঠিক যেন কাবুলিওয়ালা কথা কহিতেছে কিন্তু ইহাদের ভাষা বহু অংশে সংস্কৃতের সহিত সাদৃশ্য যুক্ত। "কোথায় যাইতেছ" বলিতে ইঁহারা বলেন 'কুতর গচ্ছ' ইহা সংস্কৃত 'কুত্র গচ্ছতি'র সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য যুক্ত। বেঙকে ইহারা বলেন 'মণ্ডুক' সংস্কৃতেও তাহাই। কিন্তু ইহাদের বর্ণ মালা বহু অংশে মারোয়াড়ী ও নাগরীর সহিত সাদৃশ্য যুক্ত। দুই একটী অক্ষর সংস্কৃত ব্রাহ্মী বর্ণমালারও সাদৃশ্য আছে। পণ্ডিত ও

পণ্ডিতানীদের গায়ের রং শুভ্রবর্ণ। একটী কাল বর্ণের ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী কাশ্মীরে নাই।

এই প্রদেশে হিন্দু বলিলে একমাত্র ব্রাহ্মণই বুঝায়। কারণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি অন্যান্য জাতি কাশ্মীরে নাই। এই দেশে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৩ জন মাত্র। অবশিষ্ট সমুদায় মুসলমান। ব্রাহ্মণগণ যজন, যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা ছাড়া অন্য কোন কাজ করেন না; * করিলে ইঁহাদিগকে সমাজের চক্ষে হীন হইতে হয়। দেশের বাকী যাবতীয় কাজই মুসলমানগণ করিয়া থাকেন। মুসলমানগণের গায়ের রং ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা ময়লা। এই দেশের মুসলমানগণের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই হিন্দু ছিলেন পরে মুসলমান বাদশাহদের তরবারীর প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ ভয়ে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। খৃষ্টাব্দ একাদশ শতাব্দীর পর হইতেই এই প্রদেশে মুসলমান ধর্ম্মের প্রথম প্রচার আরম্ভ হয়। আলাউদ্দিন নামক জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তা এই ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগী হন। ইহারা যে পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন তাহা এখনও স্বীকার করেন। এখনও তাহার চিহ্ন ইহাদের অনেকের নামের সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখানকার

* বর্ত্তমানে কাশ্মীর মহারাজা বাহাদুরের খাজনা, তহশীল প্রভৃতি বিভাগে দুই চারজন কাশ্মীর ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন।

একজন বিখ্যাত মুসলমান শালওয়ালার নাম "পণ্ডিত আমাতুল্লা।" মুসলমান হইয়া নানা জাতীয় মুসলমানের সহিত সামাজিক মিশ্রণে ইহারা ইহাদের পূর্ব্ব গৌরশ্রী হারাইয়া বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

যথেষ্ট শীত বস্ত্র শূন্য কাশ্মীরি হিন্দু ও মুসলমানগণ একমাত্র 'কাংড়ি'কেই অবলম্বন করিয়া ভীষণ শীতে আত্মরক্ষা করেন। 'কাংড়ি' ইহাদের একটী অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী। বেতের ছোট চুপড়ির ভিতর একটী ছোট মাটীর মালসা, ইহাতে আগুণ থাকে। ইহার ধরিবার একটী হাতল আছে। উঠিতে, বসিতে, শুইতে জলন্ত অঙ্গার পূর্ণ একটী 'কাংড়ি' মেয়ে পুরুষ সকলের আলখেল্লার (ফেরাঙ্গ) ভিতর গলা হইতে ঝুলান থাকে। ইহাদের অভ্যাস এমনই সুন্দর যে, নিদ্রাকালে অসাবধান হইয়া ইহারা কখনও কাংড়িটী উল্টাইয়া ফেলেন না। যদিও মধ্যে মধ্যে এইরূপ দুর্ঘটনা শুনা গিয়া থাকে তথাপি তাহা খুবই কম। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাই প্রায় ঐরূপ করিয়া থাকে। ফেরাঙ্গের ভিতর অনবরত আগুণ পূর্ণ কাংড়িটী রাখার ফলে ইহাদের বক্ষস্থল ও তলপেটর চর্ম্ম ঝলসাইয়া বিবর্ণ হইয়া যায়।

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইহাদের আহার বাঙ্গালির ন্যায় দুই বেলাই ভাত। রুটি ইঁহারা খুব কমই খান। ওলকপির পাতাকে ইঁহারা 'কড়ম শাক' বলেন। ইহার ঝোল ইঁহাদের

অতি উপাদেয় ও প্রিয় তরকারি। ইহা ছাড়া প্রায় সকল প্রকার শাক সবজীই এই দেশে অল্পাধিক পাওয়া যায়। ইহারা ডাল তরকারিতে লবন ও লঙ্কা অত্যন্ত অধিক দিয়া থাকে। শীতকালে যখন চারিদিক বরফে ডুবিয়া থাকে, তখন এই দেশে কোন টাট্‌কা শাক সবজী বাজারে পাওয়া যায় না। শুষ্ক বেগুন, শালগম, ওলকপি, শুষ্ক টমেটো প্রভৃতি তখন তাঁহাদের অবলম্বন হয়। প্রত্যেক পরিবারই শীতের প্রারম্ভে তরকারি শুখাইতে আরম্ভ করিয়া দেয়। চা, মেয়ে পুরুষ সর্ব্বদাই পান করিয়া থাকে। গাড়ুর মত এক প্রকার পিতলের জাগের ভিতর একটী ক্ষুদ্র পাত্রে আগুন রাখিয়া ইহারা চা প্রস্তুত করেন ও এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিতলের বাটিতে ইহারা চা পান করে। হাত দিয়া কোন খাইবার জিনিস ধরা ইহাদের দেশাচার বিরুদ্ধ। আলখেল্লার লম্বা হাতার দ্বারা বাটি ধরিয়া ইহারা চা পান করে। মাটী বা মেজের উপর পাত্র রাখিয়া আহার করাও ইহাদের দেশাচার বিরুদ্ধ। আহারের সময় পাঞ্জাবীদিগের ন্যায় মেজেতে মাদুর বা চাদর পাতিয়া তদুপরি পাত্র রাখিয়া ইহারা আহার করিয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালের ২।৩ মাস ব্যতীত এই প্রদেশের লোকেরা বৎসরের অন্যান্য সময় স্নান করে না। ঘাটে ফেরাঙ্গ রাখিয়া নদীতে উলঙ্গ হইয়া গলা অবধি জলে অবগাহন করে; মাথা

ভিজায় না। মেয়ে পুরুষ সকলেরই এই অভ্যাস। অনেক সময় পুরুষদিগের পরিধানে একটী কৌপীন থাকে; কিন্তু মেয়েদের তাহাও থাকে না। ইহারা স্নান করিয়া গা মুছে না এবং তৈল, সাবান, তোয়ালে অথবা গামছার ব্যবহার জানে না।* কেবল কৌপিনটী বদলায়। পোষাক কদাচিৎ ধৌত করে সেই জন্য ইহাদের প্রত্যেকের গা মাথা আলখেল্লা (ফেরাঙ্গ) "যুঁয়া" নামক একপ্রকার শ্বেতবর্ণের উকুনে পরিপূর্ণ এইসব দেখিয়া স্বামিজী বলিলেন হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রে কেন যে স্নানের এত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে ও শীতকালে কয়েকটী পর্ব্বে স্নান করিলে শতজন্মের পাপক্ষয়, শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ, স্বর্গ গমন প্রভৃতির লোভ দেখাইয়া লোককে স্নান করাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা ইহাদের দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

'তুলমুল' গ্রামের প্রান্তভাগেই ৺ক্ষীর ভবানী দেবীর মন্দির অবস্থিত। একটী ৮০।৯০ হাত লম্বা ত্রিকোণ জমীর তিন দিকে ১০।১১ হাত চওড়া একটী খাল দ্বারা বেষ্টিত। ইহারই মধ্যস্থলে একটী ১৫।১৬ হাত চওড়া জলের কুণ্ডের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র শ্বেত পাথরের মন্দির অবস্থিত।

* শ্রীনগর, গুলমার্গ প্রভৃতি সহরে যাঁহারা আধুনিক ভাবে শিক্ষিত তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

গুলমার্গে রায় জাদার বাটীতে
তাঁবুর সম্মুখে স্বামিজী | পৃঃ—১০৯
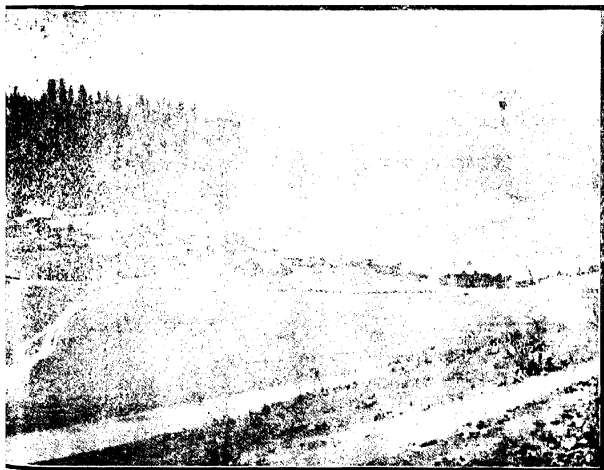
গুলমার্গ—বাজার | পৃঃ—১১০

এই মন্দিরটীর ভিতরেই ৺ক্ষীর ভবানীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্ত্তিটী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের যুগল মূর্ত্তি। এই স্থানের তিনদিকে যে খাল রহিয়াছে, তাহাকে "ক্ষীর সাগর" বলে। খালের জল বেশ পরিষ্কার ও স্রোত যুক্ত। ইহা ৩ মাইল দক্ষিণে যাইয়া সিন্ধুনদে পড়িয়াছে। অনেকে নৌকা করিয়া এই খাল দিয়া এই স্থানে আসিয়া থাকেন। মন্দিরটী কাশ্মীর রাজ্যের "ধর্ম্মার্থ বিভাগের" অধীনে। ইহার প্রবেশ দ্বারে একটি সাইন বোর্ডে, "কেহ ভিতরে জুতা পরিয়া যাইতে পারিবেন না" ইহা লিখিত আছে। মহারাজ প্রতাপ সিংহ বাহাদুর অত্যন্ত সাধু সন্ন্যাসী প্রিয় ছিলেন ও দেবদেবীতে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তিনিই এই স্থানের মর্ম্মর পাথরের মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। শুনা যায় মন্দিরের ভিতরের মূর্ত্তিটী এই কুণ্ডের মধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। কুণ্ডের চারিদিকের পাড় পাথরে নির্ম্মিত ও রেলিং দিয়া ঘেরা। অনেক গুলি নিশান কুণ্ডের চারিদিকে বাঁধা আছে। জনশ্রুতি আছে যে, এই কুণ্ডের জলে স্নান করিলে মানুষ সর্ব্বব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। শুনিলাম এই কুণ্ডের জলের রং মধ্যে মধ্যে বদলাইয়া থাকে। কোন কোন ধনবান্ যাত্রী আসিয়া এই কুণ্ডে ১ মণ ১৷৷০ মণ ক্ষীর বা দুধ ঢালিয়া যান। সেই পচিয়া গেলে বুদ্‌বুদ উঠে তাহাতে সূর্য্য কিরণ পড়িলে রং হয়।

৺ক্ষীর ভবানীর মন্দিরের আশে পাশে কতকগুলি চানার, আমলকি প্রভৃতি গাছ ও ৩।৪টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান। সে গুলিতে মহাবীর, দুর্গা, বুদ্ধ প্রভৃতির প্রাচীন প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। এক পার্শ্বে সাধুদিগের থাকিবার একটী ধর্ম্মশালা ও একটী ছোট মুদির দোকান আছে। তথায় ফুল, বেলপাতা, বাতাসা প্রভৃতি কিনিতে পাওয়া যায়।

৺ক্ষীর ভবানীর মন্দির হইতে ফিরিয়া House boatএ আসিয়া স্বামিজী বলিলেন, "এই পথে গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ) তিব্বত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। আমারও ইচ্ছা যে, এই পথ দিয়া তিব্বত দেখিয়া আসি।"

এই কথার পর স্বামিজী তিব্বত যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে আদেশ দিলেন। কাশ্মীরের প্রধান রাজ কর্ম্মচারী "মুতামিদ্ দরবার" মহাশয় এই সময় "গন্ধরবলে" বাস করিতেছিলেন! তিনি পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামিজীকে দেখিবার জন্য আমাদের বোটে আসিলেন। আমরা তিব্বত যাইতেছি শুনিয়া তিনি একজন বিশ্বাসী মুসলমান দোভাষী পথ প্রদর্শকের নাম, ধাম, লিখিয়া লইয়া আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং বোটের মাঝিকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে আমরা যে সকল দ্রব্যাদি তাহার নৌকায় রাখিয়া যাইতেছি তাহা যেন আদৌ নষ্ট না হয়। গ্রামের চৌকিদারকেও হুকুম দিলেন, সে যেন আমরা যতদিন না ফিরিয়া আসি প্রত্যহ আসিয়া

আমাদের বোটের খবর লয় এবং তিব্বতের 'লে' সহরের উজির ও 'কার্গিল' সহরের তহশীলদার মহাশয়ের নামে দুইখানি পরিচয় পত্র স্বামিজীর হস্তে প্রদান করিলেন।

প্রবাসে অপরিচিতের নিকট এতখানি উপকার প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ে আমরা ২টী মালবাহি ঘোড়ায় একটী তাঁবু ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চাপাইয়া শ্রীদুর্গা নাম স্মরণ করিতে করিতে সিন্ধুনদের ধার দিয়া তিব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমরা পদব্রজেই বাহির হইলাম। পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামিজী বলিলেন, "আমার পদব্রজে হিমালয় পার হইবার ইচ্ছা আছে দেখা যাক্ কত দূর হেঁটে যেতে পারা যায়, তারপর কোথাও থেকে ঘোড়া ভাড়া করা যাবে।"

হিমালয় অতিক্রম

আমাদিগের অদ্যকার 'পড়াও' * (গন্তব্য স্থান) 'কংগণ' নামক গ্রাম। ঐ গ্রামটী "গন্ধরবল" হইতে ১১½ মাইল উঃ পূঃ কোনে অবস্থিত। ঐ স্থানে আজ আমাদিগকে পৌঁছাতেই হইবে, কারণ পথে অন্য কোন স্থানে থাকিবার স্থান নাই। এই পথে ভ্রমণকারিগণ কোন্ দিন্ কোথা পর্য্যন্ত গমন করিবেন তাহা ঠিক পর পর পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট করা আছে তাঁহাদের সুবিধার জন্য ঘোড়া, কাষ্ঠ, খাদ্যাদিরও যথেষ্ট বন্দোবস্ত থাকে। এই কার্য্যের জন্য প্রত্যেক গ্রামে ঠিকাদার বা Contractor নিযুক্ত আছে। ভ্রমণকারিগণ 'পড়াও'তে উপস্থিত হইয়া গ্রামের ঠিকাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চাহিলে ঠিকাদার শীঘ্রই তাহা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকে।

---

* যে গ্রামে ডাক বাংলো ও সরাই আছে এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিছু কিছু পাওয়া যায় এইরূপ স্থলে আসিয়া যাত্রিগণ রাত্রে বাস করেন। এই প্রকার স্থানকে 'পড়াও' বলে। 'পড়াও' ব্যতীত অন্য গ্রামে ভ্রমণকারিগণের রাত্রি বাস করিবার সুবিধা নাই। সাহেব ও শিকারীরা তাঁবু খাটাইয়া গ্রামের বাহিরে রাত্রি যাপন করে।

'কংগণ' আসিবার জন্য গন্ধরবলে মালবাহী ও সোয়ারি ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়। মালবাহী ঘোড়ার দৈনিক ভাড়া ৸০ আনা ও সোয়ারি ঘোড়ার ১৲ টাকা। ঘোড়াওয়ালা ঘোড়ার সঙ্গে থাকে ও বাসনাদি মাজা, জল তোলা, কিছু মাল বহন করা ইত্যাদি কাজ করিয়া থাকে। তজ্জন্য তাহাকে কিছু দিতে হয় না। যাঁহারা অধিক উত্তরে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে একেবারে ততদূর যাতায়াতের জন্য ঘোড়া ভাড়া করা উচিত, কারণ পথে ঘোড়া পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নাই। গন্ধরবলের ঘোড়াগুলি 'দ্রাস' পর্যান্ত গমন করে, তাহার উত্তরে আর যায় না। যতগুলি মালবাহী ও সোয়ারি ঘোড়ার প্রয়োজন তাহা পূর্ব্ব দিনে গন্ধরবলের ঠিকাদার বা নায়েব মহাশয়কে সংবাদ দিতে হয়, তাঁহারাই সব ঠিক করিয়া দেন। ভাড়া করিবার সময় ঘোড়াগুলি খোঁড়া, বৃদ্ধ, অবাধ্য বা বৎসযুক্তা না হয় তাহা দেখিয়া লইতে হয়; নচেৎ পথে বিপদের সম্ভাবনা। নিজেরা ঘোড়াওয়ালার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ঘোড়া ভাড়া করা উচিত নহে, কারণ পথে তাহারা যদি কোনরূপ গোলমাল করে তবে তাহার কোন বিহিত করার পথ থাকে না। গন্ধরবলে এই প্রকার ভাড়ার ঘোড়া প্রায় ২৫০টী আছে।

'গন্ধরবল' হইতে অল্প কিয়ৎদূর আসিতেই পথে সিন্ধুনদের উপর একটী ঝোলান পুল পার হইতে হইল। পুলটী লোহার মোটা তার ও কাঠ দিয়া প্রস্তুত। ইহার উপর দিয়া কোন

প্রকারের গাড়ী চলিতে পারে না। একটী কাষ্ঠফলকে ঐ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা লিখিত আছে। পুল পার হইয়া আসিয়া 'শিপূর' গ্রামের নিকট দুই জন সাহেব শিকারীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা 'দ্রাস' পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিতেছেন। তাঁহারাও আমাদের মত গন্ধরবলের ঘাটে House boatএ মাল পত্রাদি রাখিয়া এই পথে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। পার্ব্বত্য পথগুলি সব ভাল আছে কিনা আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে খবর জানিলাম। এই সময় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। আমরা ঘোড়ার পিঠ হইতে বাক্সটী লইয়া বর্ষাতি জামা বাহির করিয়া গায়ে দিলাম।

আমাদের সম্মুখস্থ পথ বেশ চওড়া ও সমতল। পথের দুই ধারে অল্প দূরে উচ্চ উচ্চ পাহাড় দেখা যাইতেছে। পথ বরাবর সিন্ধু নদের ধারে ধারে উপত্যকার মধ্যস্থল দিয়া গিয়াছে। পথের উভয় ধারে শালি ধান, ভুট্টা, 'ক্রম্‌বা' * (Buck wheat) প্রভৃতির ক্ষেত্র ও আখরোট, নেসপাতী, আপেল বাদাম, আঙ্গুর, প্রভৃতির গাছ রহিয়াছে।

---

* 'ক্রম্‌বা' গাছগুলি দেড় বা দুই হাত উচ্চ হয় ও দেখিতে অনেকটা তুলসী গাছের মত, ইহার কৃষ্ণ বর্ণের ত্রিকোন বিশিষ্ট এক প্রকার শস্য হয়। সেগুলি মুগ বা কলাই অপেক্ষা বড় হয় না। আমাদের দেশের কৃষ্ণকলি ফুলের কাল বীচির ভিতর যেমন এক প্রকার ময়দার মত পদার্থ

'গন্ধরবল' ছাড়িয়া ৪ মাইল আসিয়া আমরা 'মুন্নর' গ্রামের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম। এক স্থানে একটী মেওয়ার বাগানে অনেকে নেসপাতি ও আপেল পাড়িতেছে দেখিয়া স্বামিজী আমাদের পথ-প্রদর্শক 'গণিয়া'কে ৵০ আনা পয়সা দিয়া কিছু ফল কিনিয়া আনিবার জন্য পাঠাইলেন। অল্পক্ষণ পরে যখন 'গণিয়া' এক কোঁচড় ফল আনিয়া হাজির করিল তখন আমরা যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ না হইয়া থাকিতে পারিলাম না এবং মনে মনে কলি-কাতার মেওয়ার দোকানের দুর্ম্মূল্যতা স্মরণ করিতে লাগিলাম।

গ্রাম ছাড়িয়া কিয়ৎদূর আসিয়া 'ওয়াইল' নামক স্থানে সিন্ধু নদ পার হইতে হইল। এই স্থান হইতে পথে দুই তিন মাইলের মধ্যে কোন বৃক্ষাদি নাই। পথ মাঠের মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং বালি ও পাথরে পূর্ণ, খুব গরম বোধ হইতে লাগিল।

বেলা ৪টার সময় 'কংগন' ডাক বাংলোয় পৌঁছিলাম। বাংলোটী বাজারের নিকটেই অবস্থিত ও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; উহাতে ৪টী বড় বড় কামরা আছে। প্রত্যেক কামরাতে স্বতন্ত্র স্নানাদির

দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার ভিতরও তদ্রূপ থাকে। এই প্রদেশবাসিগণ ইহার আটা হইতে পিঠা প্রস্তুত করে। ইহা জলে গুলিয়া কড়ায়ে একটু তৈল বা মাখন দিয়া ভাজিয়া খায়। উহা ঈষৎ তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট। ইহার আটা জল দিয়া মাখিলে গমের আটার মত শক্ত হয় না। অল্পেই গুড়া হইয়া যায়, কারণ ইহার আঠা-আঠা ভাব খুব কম।

ঘর সংলগ্ন আছে এবং প্রত্যেক কামরাই পালঙ্গ, চেয়ার, টেবিল, বড় আয়না প্রভৃতির দ্বারা বেশ সাজান। স্নানের ঘরে বাথটব, বেসিন, জাগ, কমোড প্রভৃতিও আছে। প্রত্যেক জানালা ও দরজাতেই সুন্দর চিক ও পরদা দেওয়া ও মেজেতে শতরঞ্চি পাতা। প্রত্যেক কামরাতেই আগুন জ্বালাইবার জন্য 'বোখারি বা 'চিম্‌নি' আছে। শীতকালে সমস্ত রাত উহাতে আগুন করিয়া রাখা যায়। একখানি চেয়ার বারান্দায় বাহির করিয়া স্বামিজী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ডাক বাংলোর চৌকিদার আসিয়া আমাদিগকে সকল রকমে সাহায্য করিতে লাগিল। বারান্দায় একখানি মূল্য-তালিকা টাঙ্গান রহিয়াছে উহাতে আটা, মাখন, কাঠ, দুধ প্রভৃতির মূল্য এবং ঘোড়া ও ডাক বাংলোর ভাড়া প্রভৃতি লিখিত রহিয়াছে। দ্রব্যের মূল্যাদির জন্য বিক্রয়কারীর সহিত বেশী কথা বলিতে হয় না। তালিকা দেখিয়া দাম চুকাইয়া দিলেই হইল।

বাংলোর এক পার্শ্বে রন্ধনগৃহ ও সরাই অবস্থিত। অন্য পার্শ্বে প্রায় ৫০ হাত পূর্ব্ব দিকে সিন্ধু নদ খরবেগে ছুটিতেছে। এই স্থানে সিন্ধু নদটী ১৫।১৬ হাতের বেশী চওড়া না হইলেও খুব গভীর। নদের উপরস্থ উচ্চ পর্ব্বতমালা 'চীড়' জঙ্গলে আবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ডাক বাংলোয় থাকিলে জন পিছু দৈনিক ৷৷০ হিসাবে ঘর ভাড়া দিতে হয়, কিন্তু সরাইতে থাকিলে বিনা

ভাড়াতেই থাকা যায়। সরাইতে আসবাব পত্র কিছুই নাই এবং অত্যন্ত ধুলা ও অপরিষ্কার। ডাক বাংলোয় বা সরাইতে আহারের যোগাড় নিজেরাই করিয়া লইতে হয়।

গ্রামটীতে বিস্তর আখ্‌রোট গাছ রহিয়াছে। এই স্থানে ১টী ডাক ও তার ঘর এবং একটী এই দেশীয় স্কুল আছে। গ্রামটীর লোক সংখ্যা প্রায় একশত। অধিকাংশই মুসলমান। মাত্র ২।৩ ঘর ব্রাহ্মণের বাস।

এই স্থান হইতে অনেকে 'গঙ্গাবল' হ্রদ দেখিতে যান। উহা এই স্থান হইতে ৯ মাইল পশ্চিম দিকে অবস্থিত। দিন ভাল হইলে প্রাতে যাইয়া সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসা যায়। 'হরমুখ' পর্ব্বতের গায়ে ছোট বড় অনেকগুলি হ্রদ আছে। তন্মধ্যে যেটী বড় সেইটীর নাম 'গঙ্গাবল'। উহা সমুদ্রতীর হইতে ১৩,০০০ ফিট উচ্চ স্থানে অবস্থিত। এই স্থানে কতকগুলি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তথায় যাইবার পথ এতই খারাপ যে, সামান্য বৃষ্টিপাত হইলেই অত্যন্ত পিচ্ছিল হইয়া যায়; তখন তাহার উপর আরোহণ করা নিরাপদ নহে। বহুবার বহু যাত্রী হতাহত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর আগষ্ট মাসে এইস্থানে একটী মেলা বসে ও প্রায় শতাধিক যাত্রী সমবেত হইয়া পিতৃ-পুরুষগণের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া থাকেন।

কংগণ হইতে 'ওয়াংগৎ' যাইবারও এক পথ আছে। ঐ

গ্রামটী নানাবিধ পার্ব্বত্য দৃশ্যাবলীতে পরিপূর্ণ। বহু ভ্রমণকারী ঐ স্থানে গমন করেন। স্থানটী ৬,৮০০ ফিট উচ্চ পর্ব্বতময় স্থানে অবস্থিত। গ্রামটীর ৩ মাইল দূরে তুইটী বহু প্রচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রথমটী দ্বিতীয়টী হইতে প্রায় ২৫০ গজ দূরে অবস্থিত। প্রথমটীতে ৬ ও দ্বিতীয়তে ১১টী ঘর আছে। ঘরগুলিতে পূর্ব্বে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বাস করিতেন। মন্দির তুইটীর ছাতার মত খিলানগুলি দেখিবার জিনিস। ঐগুলি নির্ম্মাণ করিতে এইরূপ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সকল ব্যবহৃত হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে প্রকৃতই অমানুষিক কার্য্য বলিয়া অনুমান হয়। ইহার নিকটে 'নাগবল' ও 'রাজস্থানবল" নামক তুইটী সুমিষ্ট জলের ঝরণা আছে।

কংগণের পর আর কোথাও নেসপাতি, আপেল প্রভৃতির গাছ নাই। যাঁহারা আরো উত্তরে যাইতে চান তাহারা এই স্থান হইতে ফল সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। কারণ, পার্ব্বত্য পথে চলিতে চলিতে তৃষ্ণার্ত্ত হইলে জল পান না করিয়া ২।১টী ফলের রস পান করিলে শরীরে বিশেষ বল পাওয়া যায় ও বেশ তৃপ্তি লাভ হয়। ইহার পরের পড়াও 'গুণ্ড' নামক গ্রামে কদাচিত তুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল পাওয়া যাইলেও দাম খুব বেশী ও খাইতে তত সুস্বাদু নহে।

এই পথে ভ্রমণের নাম 'Sindh valley Trip'. এই পথে

যাঁহারা ভ্রমণে বাহির হন তাঁহাদের যাবতীয় খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি শ্রীনগর হইতে কিনিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। কারণ, এই দিকে ইহার পর যত দূর যাওয়া যায় ততই জিনিস পত্র দুর্লভতর হইতে থাকে।

কংগণ ডাক বাংলোয় রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে আমরা যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম এমন সময় দুইজন পুলিশের লোক আসিয়া আমাদের নাম, ধাম, উদ্দেশ্য প্রভৃতি লিখিতে লাগিলেন। স্বামিজী কাশ্মীর মহারাজার অতিথি (State Guest) শুনিয়া তাহারা স্বামিজীকে বিশেষরূপে সম্মান করিলেন। তাঁহাদের মুখে শুনিলাম, এই পথে যাহাতে রুশিয়ার বলশেভিকগণ ভারতে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য এই দিকে "বলশেভিক লাইন" নামক এক দল C.I.D. বিশেষভাবে নিযুক্ত আছেন! ইঁহারা সেই দলেরই লোক।

আমরা প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া দ্বিপ্রহরের খাবার বাঁধিয়া লইলাম এবং মালপত্র সব যথাযথভাবে অশ্বপৃষ্ঠে বাঁধিয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম।

অদ্য ২০এ সেপ্টেম্বর, মেঘমুক্ত আকাশ। রৌদ্রের তেজ এখনও প্রখর হয় নাই। আমরা অদ্যকার গন্তব্য স্থান "গুণ্ড" নামক পড়াওএর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। স্থানটী কংগণ হইতে ১৩ মাইল উঃ পূঃ দিকে অবস্থিত। মধ্যে মধ্যে মাইল কাষ্ঠ

(Mile post) দেখা যাইতেছে। পথে তিন স্থানে অল্প চড়াই উৎরাই করিতে হইল। পাহাড়গুলি সবই নুড়ি ও মাটী মিশ্রিত। দেখিলে মনে হয় এক কালে জলমগ্ন ছিল। পথে আসিতে সিন্ধু-নদের উপর এক পুরাতন ধরণের সেতু দেখিলাম। উহা অদ্ভুত উপায়ে প্রস্তুত। একটী মোটা দড়ী উপরে ও দুইটী নীচে রহিয়াছে। যে দড়ীটী উপরে তাহাতে একটী মজবুত চুবড়ি বাঁধা। যিনি নদী পার হইতে চান তিনি চুবড়িতে বসেন ও নীচের দড়ী দুইটী দুই হাতে টানিতে টানিতে নদীর অপর পারে চলিয়া যান। এই পুলের অল্প দূরেই 'সালেমার বাগ' হইয়া শ্রীনগর যাইবার এক পথ রহিয়াছে। পথটী এক উচ্চ পাহা-ড়ের গা বহিয়া আঁকাবাঁকা (Zig Zag) ভাবে উঠিয়াছে। পাহাড়-টীর পর পারে 'দাল' হ্রদ অবস্থিত। নিকটেই একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামখানির নাম 'হায়ান'। তথায় মাত্র ৮।১০ ঘর পাহাড়ী মুসলমানের বাস। গ্রামে অনেকগুলি ভুট্টা ও যবের ক্ষেত্র রহিয়াছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একটী মাচা আছে। তাহার উপর খড় বিছাইয়া চাষা শুইয়া শুইয়া রাত্রে ক্ষেত্র হইতে ভাল্লুক তাড়ায়। এক পার্শ্বে একটী খালি টিন ঝোলান আছে। সে ভাল্লুক আসিলে উহা বাজায়। License প্রাপ্ত শিকারী ছাড়া অন্য কেহ এই সকল পাহাড়ে ভাল্লুক মারিতে পারে না—সরকারের নিষেধ। গ্রামবাসীরা কেহবা ক্ষেত্রে ভুট্টা সংগ্রহ করিতেছে, কেহবা

'উইলো' গাছের * পাতা সমেত ছোট ছোট ডাল সংগ্রহ করিতেছে। ইহারা যবের খড়, ভুট্টার গাছ, ক্রম্‌বা ও উইলোর কচি ডাল প্রভৃতির বড় বড় তাড়া বাধিয়া উচ্চ বৃক্ষের উপরে তুলিয়া রাখিয়া দেয় ও শীতকালে যখন চারিদিক বরফে ডুবিয়া যায় এবং অন্য কোন প্রকার খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হয় তখন ইহারা এই সকল খাওয়াইয়া ঘোড়া, গরু ও ছাগল প্রভৃতি গৃহ পালিত পশুদিগকে রক্ষা করে।

পথের দুই ধারে উইলো গাছের শ্রেণী। কিয়দ্দূর আসিয়া পথটী 'মামুর' গ্রামের মধ্যস্থল দিয়া চলিয়াছে। গ্রামবাসীরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমাদিগকে দেখিতেছে। সকলেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও শুভ্রবর্ণ। নিকটেই একটী গ্রাম্য-মুদির দোকানের কাছে একটী ছোট মাঠ রহিয়াছে। মাঠটীতে অনেক ভ্রমণকারী তাঁবু খাটাইয়া মধ্যে মধ্যে বাস করেন। মাঠের চারিদিকে পাহাড় দেখা যাইতেছে; নিকটেই সিন্ধুনদ তর তর বেগে ছুটিয়াছে। আমরা এক গাছের ছায়ায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলাম। এই স্থান অদ্যকার গন্তব্য

---

* 'উইলো' গাছগুলি দেখিতে অনেকটা ঘোড়ানিম গাছের মত। ইহার পাতাগুলি ঠিক 'সোনামুখী' (Sena) পাতার মত। কাশ্মীরে সর্ব্বত্রই অসংখ্য উইলো গাছ জন্মে। ইহার কাঠ হইতে ক্রিকেট্, টেনিস্, হকি প্রভৃতির উৎকৃষ্ট ব্যাট্ প্রস্তুত হয়। অনেক মহাজনেরা এই কাঠ চালান দিয়া বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করেন। কাশ্মীরের চারিদিকে যে সকল ভাসমান-উদ্যান আছে তাহাতে অজস্র উইলো গাছ জন্মিয়া থাকে।

স্থানের মধ্য-পথ (Half way)। একটী পতিত বৃক্ষের গুঁড়ির উপর বসিয়া আমরা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম। ইহার এক মাইল দূরে যাইয়া 'গঞ্জন' নামক গ্রামের নিকট সিন্ধুনদ পার হইতে হইল। এই বারের স্থানীয় দৃশ্য সত্যই বড় চমৎকার, মনে হইতে লাগিল যেন কলিকাতার Eden Garden এর ভিতর দিয়া চলিয়াছি। আরো দুই মাইল যাইয়া আমাদের সিন্ধুনদটী পুনরায় পার হইতে হইল। এইস্থান হইতে 'গুণ্ড' গ্রাম চারি মাইল দূরে অবস্থিত। বেলা আন্দাজ ৫ টার সময় আমরা তথায় পৌঁছিলাম। ছোট ডাক বাংলোটী একেবারে পথের ধারেই অবস্থিত ও নিকটেই একটী ঝরণা 'উইলো' গাছের বনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। চারিদিকে জঙ্গলপূর্ণ পাহাড় ও বাংলোর নিকটেই নালতোয়া সিন্ধু প্রবাহিত। ৫০০ শত ফিট অধিক উচ্চ বলিয়া এই স্থান গন্ধরবল অপেক্ষা অধিক ঠাণ্ডা।

ডাক বাংলোয় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, এই প্রদেশের বন বিভাগের পরিদর্শক (Ranger) মহাশয় ইতঃপূর্ব্বেই এই স্থানে আসিয়া প্রাঙ্গনে তাঁহার তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতেছেন *, তিনি

---

* ডাক বাংলোর উঠানে তাঁবু খাটাইয়া থাকিলে দৈনিক ।০ আনা ভাড়া দিতে হয়। বাংলোর চৌকিদার কোন প্রকার সাহায্য করিতে বাধ্য নহে।

একজন শিখ ভদ্রলোক। আলাপ পরিচয়ে দেখিলাম বেশ বিদ্বান। নানা কথা বার্ত্তার পর স্বামিজীর সহিত তাঁর খুব ভাব হইয়া গেল। শ্রীনগর ও গুলমার্গের যে সকল ভদ্রলোকের সহিত স্বামিজীর পরিচয় হইয়াছিল তিনি তাঁহাদের সকলকেই জানেন। স্বামিজী এই কষ্টকর ও বিপজ্জনক পথে স্বেচ্ছায় পদব্রজে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন শুনিয়া তিনি খুব বিস্মিত হইলেন ও তাঁহার পরিচিত 'কার্গিল' ও 'লে' সহরের তহশীলদার মহাশয়ের নামে দুইখানি পরিচয় পত্র প্রদান করিলেন। এই সুদূর ও দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে তাঁহার এই অযাচিত উপকার,—ঈশ্বরের অহেতুক করুণা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

আহারাদি করিয়া আমরা এই স্থানেই রাত্রি যাপন করিলাম ও প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি চা পান সমাপ্ত করিয়া বেলা ৯টার সময় পুনরায় যাত্রা করিলাম। পরিদর্শক মহাশয় কিছু দূর পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদিগকে বিদায় দিয়া গেলেন।

অদ্য আমাদিগকে যাইতে হইবে 'সোনমার্গ' নামক গ্রামে। ঐ স্থানটী 'গুণ্ড' হইতে ১৪½ মাইল উঃ পূঃ দিকে অবস্থিত। 'গুণ্ড' হইতে বাহির হইয়া আমরা বরাবর পাথর কাটা পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম এবং ২½ মাইল পথ যাইয়া 'রেবিল' ও তাহার ২ মাইল পরে 'কুলান' নামক দুইখানি গণ্ড গ্রাম অতিক্রম করিলাম। 'সোন-মার্গের' লোকেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি এই সকল গ্রাম হইতেই

সংগ্রহ করিতে হয়। এই স্থান হইতে দেড় মাইল আসিয়া একটী নূতন সেতুর উপর দিয়া সিন্ধু নদটী পার হইলাম। কিয়ৎদূর আসিয়া পুনরায় নদ পার হইয়া গোচারণ মাঠের উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। পথের ধারে অসংখ্য জঙ্গলি আখ্রোট গাছ রহিয়াছে। এই গুলির ফল কেহ খায় না। পাহাড়ীরা ইহার শাস বাটিয়া তৈল তৈয়ারী করে। সপ্তম মাইল কাষ্ঠটীর নিকট পুনরায় একটী ক্ষুদ্র গ্রাম পাইলাম ইহার নাম 'গগন্‌গির'। এই গ্রামে অনেক শিকারী সাহেব আসিয়া থাকেন। নিকটের পাহাড়ে ভল্লুক যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই স্থানের পর হইতেই উপত্যকা ভূমি ক্রমশঃ সংকীর্ণতর হইয়া গিয়াছে এবং পথের দুই ধারে ৯০০০ ফিট উচ্চ খাড়া পাহাড় দেওয়ালের মত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে দুই একখানি অতিকায় প্রস্তর খণ্ড নীচে পড় পড় হইয়া পাহাড়ের মাথার উপর রহিয়াছে। দেখিলেই ভয় হয়। এই স্থানে উচ্চ পর্ব্বত গাত্রে একটী সুদৃশ্য জল প্রপাত রহিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে ও পথের ধারে অসংখ্য 'র‍্যাস্প বেরী' (Rasp Berry) গাছের জঙ্গল, সেখানে থোলো থোলো সুপক্ক 'বেরি' ফল লাল, হল্‌দে ও গোলাপী রংয়ে পথ আলো করিয়া রহিয়াছে। ইহা খাইতে ঈষৎ অম্ল মধুর স্বাদ ও দেখিতে ঠিক ছোট ছোট টেঁপারির মত। ইহা ব্যতীত পথের দুই ধারে শত শত ভূর্জ্জপত্র, মেপ্‌ল, চীড়, হেজেল (Hazel nut) আখ্রোট প্রভৃতি গাছের বন।
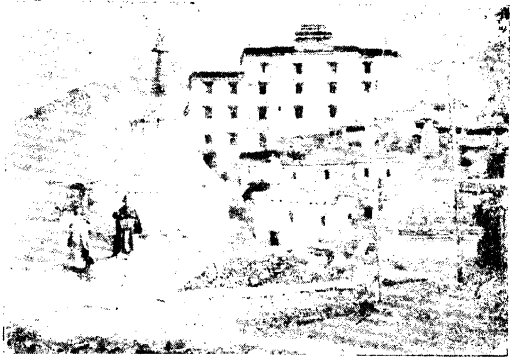
'লামাউরু' গুম্ফা [পৃঃ—১১৬

'লিকির' গুম্ফা। আমাদের ঘোড়া ও কুলী [পৃঃ—২২৭

'চীড়' গাছগুলি দেখিতে অনেকটা আমাদের দেশের বিলাতী ঝাউএর মত। এইগুলির মূলদেশ অল্প কাটিয়া একটী পাত্র বাঁধিয়া দেওয়া হয় ও সেই পাত্রে ২৪ ঘণ্টায় প্রায় দেড় পোয়া রজন রস জমে। এই রস ঘন ও তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। ইহা হইতে 'টার্পিন তৈল' প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে প্রতিমার গাত্রে ডাকের সাজে যে আঠা ব্যবহৃত হয় তাহাও এই রস হইতে প্রস্তুত হয়। অল্পবয়স্ক গাছের রস বাহির করিয়া লইলে গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে কিন্তু পূর্ণবয়স্ক গাছের সেরূপ করিলে কোন ক্ষতি হয় না। চীড়ের কাঁচা কাঠ, ডাল ও পাতা অল্পেই জ্বলিয়া উঠে! ইহা শুষ্ক করিয়া লইবার কোন প্রয়োজন হয় না। কোন ক্রমে 'চীড়' বনে আগুন লাগিয়া গেলে হাজার হাজার কাঁচা গাছ পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়। চীড়ের হাওয়া যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। চীড় বনের একটী বিশেষত্ব এই যে, তথায় অন্য কোন গাছ জন্মিলে মরিয়া যায়। সমুদ্রতল হইতে ৭।৮ হাজার ফিট উচ্চ স্থানে চীড় গাছ জন্মিয়া থাকে। চীড়ের ফলকে "চীড় গোঁজা" (Pine Cones) বলে। অনেকে ইহার বীচি খায়। ইহা খাইতে অনেকটা বাদামের মত। চীড় গাছগুলির গাঁইট গুনিয়া গাছের বয়স সহজেই বলা যায়। ইহার এক এক বৎসরে একটী করিয়া নূতন গাঁইট জন্মে। এই প্রদেশের চীড় গাছগুলি ক্ষুদ্র পাতা-বিশিষ্ট। লম্বা পাতা (Longi Folia) বিশিষ্ট চীড় এই দিকে

দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের এক একটী ডাঁটায় ৫টী করিয়া পাতা (Pine-Needles) থাকে। চীড় কাঠ হইতে দেশালাই-এর উৎকৃষ্ট কাঠি প্রস্তুত হইতে পারে।

"হেঝিল" প্রভৃতি ঔষধের গাছের পাতা, শিকড় ও ছাল শুষ্ক করিয়া বিদেশে প্রেরিত হয় ও Witch Hazel প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুত হইয়া এই দেশে আসে।

মেপ্‌ল (Maple) গাছের পাতা চানারের পাতার মত। তফাৎ কেবল এই যে, চানারের পাতার ডাঁটা সবুজ হয় কিন্তু মেপ্‌লের পাতার ডাঁটা ঈষৎ লাল হয়। চানারের পাতায় ৫টী আঙ্গুল থাকে কিন্তু ইহার পাতায় ৪টী আঙ্গুল থাকে। মেপ্‌ল পাতাগুলি চানার পাতা অপেক্ষা ক্ষুদ্র হয়। শীতকালে চানার গাছের মত মেপ্‌ল গাছের সমস্ত পাতা রং বদলায় ও ঝরিয়া পড়িয়া যায় এবং গাছের সমস্ত অংশ হইতে রস নামিয়া আসিয়া মাটীর তলায় শিকড়ে গিয়া আশ্রয় লয়। সেই সময় গাছের ডাল কাটিলে বিন্দুমাত্র রস বাহির হয় না। ঠিক শুষ্ক গাছের মত দাঁড়াইয়া থাকে। পরে বসন্তকালে গরম হাওয়া বহিলে যখন পাহাড়ের বরফ গলিতে আরম্ভ হয় তখন শিকড় হইতে রস সকল ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে থাকে। স্বামিজী বলিলেন, আমেরিকায় এই বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। এই সময় গাছের মূলদেশ অল্প কাটিয়া ১টী পাত্র বাঁধিয়া দিলে খেজুর রসের মত ইহার রস বাহির হইতে থাকে। ইহাকে

ফুটাইয়া ঘন করিলে Maple Syrup হয়। ইহা খাইতে অনেকটা পয়রা গুড়ের মত। স্বামিজী আমেরিকায় বেদান্ত আশ্রমে ইহা হইতে চিনি প্রস্তুত করিতেন। তাহাকে Maple Sugar কহে।

ভূর্জ্জপত্র গাছগুলি চারি প্রকার—হলদে, কাল, গোলাপী ও সাদা হয় এবং দেখিতে অনেকটা বড় পেয়ারা গাছের মত। গাছের ও ডালের ছালকে ভূর্জ্জপত্র বলে। ছুরি দিয়া উপরের খারাপ ছালগুলি কাটিয়া ফেলিয়া দিলে ভিতরে ভাল ছাল পাওয়া যায়। শীতের প্রারম্ভেই ইহার ছাল সংগ্রহ করিবার উৎকৃষ্ট সময়। পাহাড়ীরা অনেকে ইহার ছাল সংগ্রহ করিয়া সহরে বিক্রয় করে।

আখ্রোট গাছগুলি প্রথম দেখিলে বিলাতী আমড়ার গাছ বলিয়া ভ্রম হয়। এই পথে দুই প্রকার আখ্রোট গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার ছোট ও এক প্রকার বড়। যেগুলি ছোট সেগুলি কেহ খায় না। সেগুলি হইতে তৈল প্রস্তুত হয়। আখ্রোট কাঠ হইতে অতি সুন্দর ও মূল্যবান আসবাব এবং Papier Mache (পাপিয়ে মাসি) প্রস্তুত হয়। আখ্রোট কাঠের উপর কাগজ জড়াইয়া তদুপরি নানাপ্রকার রং করিয়া ও বিবিধ প্রকার চিত্রাদি অঙ্কিত করিয়া Papier Mache প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে পুস্তকাধার, পুস্তকের সুন্দর মলাট, টিপয়, ছবির ফ্রেম, ট্রে প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কাশ্মীরে ইহার ব্যবসায়ই সর্ব্ব প্রধান। কলিকাতায় ইহা কাশ্মীরীদের দোকানে পাওয়া যায়।

এই সকল জঙ্গলগুলি কাশ্মীর রাজ্যের জঙ্গল বিভাগের অধীন। ইহা হইতে বাৎসরিক বিস্তর টাকা আয় হয় এবং এই গুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন।

জঙ্গলের ভিতর দিয়া সিন্ধুনদ ভীমবেগে প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানে সিন্ধু নদ ১৫।১৬ হাতের অধিক বিস্তৃত না হইলেও জল খুব গভীর। নদে "স্নো ট্রাউট" মাছ খুব পাওয়া যায়। নদে হাজার হাজার বাহাদুরি কাঠের টুক্‌রা ভাসিতে ভাসিতে শ্রীনগরের দিকে চলিয়াছে। যেগুলি পাথরে আট্‌কাইয়া যায়, কর্ম্মচারীরা সেই গুলি লম্বা বাঁশ দিয়া ঠেলিয়া দেয়। গভীর জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া বহু দূরে লইয়া যাওয়া এই প্রথাতেই সম্ভব; অন্যথা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই পথে যথাক্রমে তিনটী জলপ্রপাত ও নানাবিধ পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার অল্প পরেই 'সোনমার্গ' গ্রামে পৌঁছিলাম।

সিন্ধুনদের তীরেই সোনমার্গ অবস্থিত। শ্রীনগর হইতে ৫০ মাইল। কথিত আছে প্রাচীন কালে সিন্ধুনদের বালুতে সোণার কণা পাওয়া যাইত। * তাহা হইতেই গ্রামখানির ঐ প্রকার

---

* ভারতবর্ষ বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক Pliny'র (Lib. VI. C, 19) বা Herodotus এর বর্ণনায় (Lib. iii. 98—106) জানা যায় অতি প্রাচীন কালে পিপীলিকা গর্ত্ত করিয়া যে মাটী তোলে তাহা

নামকরণ হইয়াছে। 'সোনমার্গ' গ্রামখানি চারিদিকে পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্যরাশি লইয়া বিরাজ করিতেছে। এই স্থানে সিন্ধুনদ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে গ্রামটীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। পরপারের জন্য একটী লৌহের সুন্দর সেতু আছে। সোনমার্গই কাশ্মীরের শেষ সুন্দর স্থান। ইহার পর আর কোন স্থানে এইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যপূর্ণ উপত্যকা ভূমি দেখা যায় না। বহু সাহেব মেম এই দৃশ্যাবলী উপভোগ করিবার জন্য গ্রীষ্মকালে এই স্থানে আসিয়া থাকেন। গ্রামবাসীরা নদীর পরপারে পাহাড়ের নীচে গ্রামে বাস করে। নদীর এই পারে সরাই, ডাক বাংলো ও পোষ্ট আফিস আছে। কোন দোকান বা বাজার নাই। ডাক বাংলোয় চৌকিদারের নিকট আটা, মাখন, জ্বালানি কাঠ, মুর্গি প্রভৃতি পাওয়া যায়। ভাড়াটীয়া ঘোড়া মধ্যে মধ্যে অতিকষ্টে পাওয়া যায়। সোনমার্গের Glacier Valley, 'থাজবাস' ও

হইতে এই প্রদেশের লোকে সোণার কণা পাইত। ক্রমে ঐ সকল স্থানে গর্ত্ত করিয়া সোনা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে সোণার খনি খোঁড়ার সূত্রপাত হয়। সিন্ধু নদের গর্ভেও অনেক গুপ্ত সোণার খনি ছিল, তাহাতেই লোকে উহার বালুতে সোণার রেণুকা দেখিতে পাইত। এই প্রদেশের সোনার রং খুব হল্‌দে ছিল। উপরোক্ত দুইজন গ্রীক ঐতিহাসিক ব্যতীত Ctesias প্রভৃতি ইতিহাসেও এই প্রদেশের সোনার খনির কথা বর্ণিত আছে।

'ঝাবার' নামক চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতশ্রেণী বিশেষ দ্রষ্টব্য। এই সকল পর্ব্বতের তুষারনদী হাজার হাজার বৎসর একই ভাবে থাকিতে থাকিতে ঠাণ্ডায় ও চাপে ইহার বরফ এইরূপ কঠিন হইয়া যায় যে, তাহা আর কিছুতেই গলান যায় না। এমন কি আগুনের নিকট রাখিলে ফাটিয়া যাইবে তথাপি গলিবে না। ইহা হইতে স্ফটীক (Crystal) হইয়া থাকে। স্ফটীক হইতে মালা, চসমার পাথর প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

গ্রামটী সমুদ্রতল হইতে ৯ হাজার ফিট উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত বলিয়া অত্যন্ত ঠাণ্ডা। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে প্রায় প্রত্যহই বৃষ্টিপাত হয়। সেই জন্য ভ্রমণকারিগণের সঙ্গে তাঁবু থাকার বিশেষ প্রয়োজন। নচেৎ ডাক বাংলো বা সরাই খালি না থাকিলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। গ্রামে যে ২০।২১ ঘর মুসলমান বাস করে তাহারা সকলেই অত্যন্ত গরীব; তাদের বাড়ীতে থাকিবার স্থান পাওয়া যায় না।

এই পথ দিয়া সওদাগরগণ মালবাহী চামরী গাই ও ঘোড়া গমনাগমন করিবার সময় প্রায়ই গ্রামের সন্নিকটস্থ ময়দানে রাত্রি যাপন করে। প্রায় প্রত্যহ রাত্রে তুষার বৃষ্টি হয় ও তাহারা নির্ব্বিবাদে তাহা সহ্য করে। তাহাদের দলে প্রায় ৩০।৪০টী গাই ও ঘোড়া ও ১২।১৩ জন লোক থাকে। কোন সরাই বা বাংলোতে এতগুলি লোকের থাকিবার মত স্থান থাকে না। তাহাদের সহিত

কোন তাঁবুও থাকেনা। তুষার পাত আরম্ভ হইলেই তাহারা ঘোড়া ও গাইয়ের গা হইতে চট্ ও সাজগুলি খুলিয়া নিজেরা গায়ে চাপা দিয়া শুইয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের সর্দ্দি হওয়া বা ঠাণ্ডা লাগার কোনটাই হয় না। ইহাকেই বলে "শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়।"

সোনমার্গের পরেও যাঁহারা যাইতে চান তাঁহাদিগকে খাদ্যাদি সমস্তই এই স্থান হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়, কারণ, ইহার পরবর্ত্তী 'বালতাল' গ্রামে জ্বালানি কাষ্ঠ ছাড়া অন্য কিছুই পাওয়া যায় না।

রজনী প্রভাতে আমরা প্রাতরাশ সমাপন করিয়া পুনরায় যাত্রার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। অদ্য আমাদিগকে মাত্র ৯ মাইল যাইতে হইবে, কারণ অদ্যকার গন্তব্যস্থান 'বালতাল' গ্রাম—মাত্র ৯ মাইল দূরে অবস্থিত। সেই জন্য বিশেষ তাড়াতাড়ি নাই।

'গন্ধরবল' হইতে যে মালবাহী ঘোড়া দুইটী আনা হইয়াছিল তার একটীর পায়ে ঘা হইয়া পড়াতে ভাল চলিতে পারিতেছিল না। তাই তার বোঝা কিছু কমাইয়া নিবার জন্য আমরা অন্য একটী ঘোড়ার সন্ধান করিতে লাগিলাম। ডাক বাংলোর চৌকিদার ও 'গনিয়া' অনেক খোঁজা খুজির পর বহু বিলম্বে এক পাহাড়ী বিধবার নিকট হইতে একটী অল্প বয়স্ক ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া আনিল। অগত্যাপক্ষে সেইটীকেই সঙ্গে লইতে হইল। বিধবার পুত্রটী

রুটী ও ছাতু কোমরে বাঁধিয়া ঘোড়ার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ঠিক হইল সে 'দ্রাস' পর্য্যন্ত যাইবে ও ঘোড়ার ভাড়া মোট ২॥০ টাকা দিতে হইবে। সোনমার্গ হইতে দ্রাস ৩ দিনের পথ—প্রায় ৩৮ মাইল। বিধবা অনেক কাঁদিয়া আমাদিগকে অনুরোধ করিল যেন তাহার পুত্রটীর পথে কোনরূপ কষ্ট না হয়। স্বামিজী তাহাকে অভয় দিয়া শ্রীদুর্গা স্মরণ করিতে করিতে যাত্রা করিলেন।

অন্ধকার পথটীর দুই ধারে অসংখ্য ভূর্জ্জপত্র গাছের বন। পাহাড়ীরা নানা স্থানে ভূর্জ্জপত্র সংগ্রহ করিতেছে, কাশ্মীরে লইয়া যাইয়া বিক্রয় করিবে। সোনমার্গ হইতে ৫ মাইল আসিয়া "সিরবল" গ্রামে এক স্থানে পানীয় জল নিকটে পাইয়া আমরা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম ও মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপ্ত করিলাম। 'সিরবল' হইতে "কোলোহাই"এর বিখ্যাত তুষার নদী দেখিতে যাইবার একটী পথ রহিয়াছে। আমরা পুনরায় যাত্রার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় তথায় একজন অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তাঁহার নিকট হইতে আমরা সংবাদ পাইলাম 'লে' সহরের উজির ওয়াজিরৎ সাহেব এই দিকে আসিতেছেন। কল্য পথে তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইতে পারে। লোকটী উজির মহাশয়ের একজন নায়েব। সরকারী কাজে 'সোনমার্গ' যাইতেছেন।

এই স্থান হইতে সিন্ধু নদ ও উপত্যকা ভূমি ক্রমশঃ সরু হইয়া হইয়া গিয়াছে। "যোজিলা" নামক ১টী প্রায় ১৬ হাজার ফিট উচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে "বালতাল" গ্রামটী অবস্থিত। 'যোজিলা' গিরিবর্ত্ম পার হইলেই তিব্বত রাজ্য আরম্ভ। পথটী প্রায় ১২ হাজার ফিট উচ্চ স্থান দিয়া গিয়াছে। ইহাই মধ্য এসিয়াবাসী গণের ভারতে প্রবেশের প্রাচীন পথ। অনেক পর্য্যটক এই গিরিবর্ত্ম দেখিবার জন্য 'বালতালে" আসিয়া ২।১ দিন বাস করিয়া যান। স্থানটী অতি নির্জ্জন ও বেশ নিস্তব্ধ। বন্য জন্তু প্রভৃতির কোন ভয় নাই। পাহাড়ীরা বালতালকে "শিংখাং" নামে অভিহিত করে।

'বালতাল' হইতে ৺অমর নাথের গুহা মাত্র ৯ মাইল পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। এই দিক দিয়া অধিক লোক ঐ স্থানে গমন করেন না। কারণ পথ তত ভাল নাই। পর্ব্বতারোহণ অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী ব্যতীত সাধারণ তীর্থ যাত্রীদের পক্ষে এই দিক দিয়া যাওয়া বিপজ্জনক। পথে বরফের সেতুর উপর দিয়া নদী পার হইতে হয়। গ্রীষ্মকালে তুষার গলিয়া যাইলে পথ নষ্ট হইয়া যায় ও এই দিক দিয়া গমনাগমনের কোনও উপায় থাকে না। ৺অমর নাথের নিকটস্থ অমর গঙ্গা নামক নদীর জল এই স্থানে আসিয়া সিন্ধুনদে পড়িতেছে। এই নদীর ধারে ধারেই ঐ পথ অবস্থিত। এই স্থানের পাহাড়গুলি প্রায় অধিকাংশই ৺অমর

নাথের পাহাড়ের মত খড়ি পাথরের। এই জাতীয় পাথর হইতে "হাতে খড়ি"র পাথর, তিলক মাটী প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে।

'বালতাল' ডাক বাংলোয় পৌঁছিয়া দেখিলাম, বোম্বাইএর এক রেলের সাহেব * সপরিবারে আসিয়া তথাকার উভয় কামরাই অধিকার করিয়া আজ তিন দিন হইতে বাস করিতেছেন। তাঁহাকে আমাদের জন্য একটী কামরা ছাড়িয়া দিতে বলাতে তিনি রাজী হইলেন না। শেষে স্বামিজী আসিয়া তাহার সহিত আলাপ করিলে তিনি একটী কামরা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

এই স্থানে স্থানীয় জেলদার মহাশয়ের সহিত স্বামিজীর সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নাম শ্রীসাধু সিং! তিনি পাঞ্জাবী শিখ। হুকুম নামাখানি দেখিয়া তিনি স্বামিজীকে এক ঘটি দুধ দিয়া অতিথি সৎকার করিলেন। 'বালতালে' কোন লোকের বসবাস নাই এবং কোন দ্রব্যই পাওয়া যায় না। সেইজন্য সামান্য এক ঘটি দুধ এই সময় আমাদিগের নিকট অমূল্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

প্রাতঃকালে উঠিয়া আমরা ডাকবাংলোর ভাড়া প্রভৃতি চৌকিদারকে প্রদান করিয়া Visitors' Bookএ নাম দস্তখত করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম। 'বালতাল' হইতে সিন্ধুনদ ভিন্ন দিকে চলিয়া গিয়াছে। তিব্বত যাত্রীদের 'বালতাল' হইতে সিন্ধুনদের উপত্যকাভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথে গমন করিতে হয়!

---

*Mr. and Mrs. Goldenby, the District Traffic Manager Victoria Terminus Station, Bombay.

অদ্য আমাদিগের গন্তব্য স্থল "মেচোহী" নামক পর্ব্বত। ঐ স্থান বালতাল হইতে ৯ মাইল উত্তরে অবস্থিত। বরাবর যোজিলা গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া গমন করিতে হয়। গিরিবর্ত্মের দুই ধারে Season flowers, Edel-weiss, Forget-me-not প্রভৃতি নানাবর্ণের ও জাতির দুষ্প্রাপ্য ফুল সকল রাশি রাশি ফুটিয়া রহিয়াছে। স্বামিজী বলিলেন, এই সকল ফুলের অধিকাংশই ইউরোপের 'আল্পস্' পর্ব্বত ব্যতীত অন্য কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য ইহাদিগকে Alpine flowers বলে। Edel-weiss ফুলগুলি আল্পস্ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ স্থান সমূহে একেবারে চিরস্থায়ী তুষার নদীর নিকট—আশে পাশে—ফুটে। সেই জন্য এইগুলি তোলা অনেক সময় বিপজ্জনক হইয়া উঠে। এই গুলির রং সাদা ও ধূসর হইয়া থাকে—দেখিতে ছোট ছোট তারার ন্যায় এবং মখমলের মত নরম। স্বামিজী বলিলেন, "ইউরোপের ধনিগণের নিকট ইহার আদর—পারস্য দেশের গোলাপের অপেক্ষা বেশী। অষ্ট্রীয়া, হাংগারী, 'টীরোল' প্রদেশের সাহসী ও দৃঢ়চেতা সৈন্যগণ গৌরবের চিহ্নস্বরূপ ধাতু নির্ম্মিত Edel-wiess ফুল কোটের বুকে ধারণ করেন। এই স্থানে কত প্রকার ফুল রহিয়াছে যে, তাহাদের অধিকাংশেরই নাম আমাদের জানা নাই ও এত প্রকারের ফুল একস্থানে ফুটিয়া থাকিতে আমরা অন্যত্র কখনও দেখি নাই। Dandy-lion ফুলগুলি হইতে

উৎকৃষ্ট হলুদে রং প্রস্তুত হয়। বিদেশ হইতে যে সকল হরিদ্রা রং এদেশে আমদানী হয় তাহার অধিকাংশ এই ফুল হইতেই প্রস্তুত। Forget-me-not এর উৎকৃষ্ট বেগুণী রং অতিশয় নয়নরঞ্জক। পথে রাশি রাশি বিষাক্ত ঘাস হইয়া রহিয়াছে। ঘাসগুলির নবদুর্ব্বাদল বর্ণ অতি রমণীয়। ঘোড়া বা গরু ইহা দেখিলেই খাইতে চায়। কিন্তু খাইলেই মরিয়া যায়। সেইজন্য আমাদের ঘোড়াওয়ালারা খুব সাবধানে ঘোড়াগুলি চালাইতে লাগিল। এই ঘাসগুলির অনেকটা আকৃতি কুশ ঘাসের মত কিন্তু ইহাতে কাঁটা নাই। পথে একটী বৃহৎ জলপ্রপাত রহিয়াছে তাহা একেবারে সোজা পাহাড়ের চুড়া হইতে নিম্নে সিন্ধুনদে যাইয়া পড়িতেছে। আমরা জলপ্রপাতের নিকট কিয়ৎকাল বসিয়া বিশ্রাম করিলাম ও জল প্রপাতের সুশীতল জল কিঞ্চিৎ পান করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম।

কিয়দ্দূর যাইতেই হঠাৎ দুইটী পাথরের টুক্‌রা তীরবেগে আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। ঘোড়া ওয়ালারা পূর্ব্ব হইতেই পাথর দুইটীকে পাহাড়ের মাথা হইতে গড়াইয়া নীচের দিকে আসিতে দেখিয়া চীৎকার শব্দে আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিল। এই পর্ব্বতে প্রায়ই এই প্রকার পাথরের টুক্‌রা উপর হইতে নীচে গড়াইয়া পড়ে, সেইজন্য পথিককে বিশেষ সতর্কভাবে গমনাগমন করিতে হয়। অনেক ভ্রমণকারী, চামরী গাই ও ঘোড়া ঐরূপ

পাথরে আহত হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়।

এই পর্ব্বতের চারিদিকের মনোহর দৃশ্যাবলী দর্শকের মানস-পটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া যায়। এই গিরিবর্ত্মের নিম্নে একটী পথ রহিয়াছে। শীতকালে যখন বরফ পড়িয়া উপরের পথ বন্ধ হইয়া যায় তখন লোকে সেই পথটী দিয়া গমনাগমন করে।

'যোজিলা' পর্ব্বতের উচ্চতা ১১,৩০০ ফিট্। ইহার দক্ষিণ অংশের ঝরণাগুলি কাশ্মীরের দিকে ও উত্তর অংশের গুলি তিব্বতের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। স্বামিজী বলিলেন, যেস্থান হইতে দুইটী জলস্রোত দুই বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় ইংরাজিতে তাহাকে 'Water Shed' কহে। বাংলায় কি বলে জানি না। যোজিলার এই Water Shedএর নাম"কানি পাত্রী"। অনেকে কাশ্মীর হইতে আসিয়া ইহা দেখিয়া ফিরিয়া যান। এই স্থানটী 'বালতাল' হইতে ৩½ মাইল।

"যোজিলার" এই পথটী কেবল গ্রীষ্মকালে খোলা থাকে। কারণ অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি হইতে বরফে এইরূপ আবৃত হইয়া যায় যে, ৫।৬ মাস কাল পর্য্যন্ত এই পাহাড়ের উপর দিয়া গমনাগমন বন্ধ হইয়া থাকে। জুন মাসের পূর্ব্বে মালবাহী ঘোড়া চলিতে পারে না। সময় সময় বরফ বেশী পড়িলে টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া ও থাম ভাঙ্গিয়া সংবাদ আদান প্রদানও বন্ধ হইয়া যায়। সেই সময়ে ডাক চলাচলের বিশেষ বন্দোবস্তের জন্য এই পর্ব্বতের নীচে দুই

দিকে দুইটী অস্থায়ী ডাকঘর আছে। একটী বালতালে ও একটী "মেচোহীতে"।

'যোজিলা' অতিক্রম করিলেই দেশের যাবতীয় দৃশ্য সম্পূর্ণ-রূপে পরির্তিত হইয়া যায়। পর্য্যটক স্বতঃই অনুভব করেন যেন কোন নূতন দেশে প্রবেশ করিতেছেন। কোথাও কোন পাহাড়ের গায়ে একটীও গাছ দেখা যায় না। অধিকাংশ পাহাড়ের মাথায় চির তুষারে আবৃত। যাবতীয় স্থানের উচ্চতা ১১ হাজার ফিট্ হওয়াতে অতি উচ্চ পর্ব্বতগুলিকেও ক্ষুদ্র টিপির মত মনে হয়। ১২ হাজার ফিট উচ্চ পর্ব্বতকে মাত্র ১ হাজার ফিট উচ্চ বলিয়া ভ্রম হয়। চতুর্দ্দিকের পাহাড়ের উপর বরফ থাকাতে প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর হইলেও দ্বিপ্রহরে যখন সেই সকল বরফের উপর সূর্য্য কিরণ পড়ে—তখন সেই গুলি এইরূপ উজ্জ্বল হয় যে, অনবরত সেই দিকে তাকাইতে তাকাইতে চক্ষু লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে ও ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত চক্ষে ভাল দেখা যায় না। ইহাকে Snow blindness কহে। সেইজন্য এই পথে দিবসে সর্ব্বদা নীল চশমা ব্যবহার করিতে হয়। স্বামিজী বলিলেন, ক্যানেডার পর্ব্বতে আরোহণ করিবার সময় তিনি একবার এই প্রকার চক্ষু পীড়ায় বহুদিন কষ্ট পাইয়াছিলেন।

এই যোজিলা পর্ব্বত প্রথমে তিব্বত ও ভারতবর্ষের সীমানা ছিল। জম্মুর মহারাজা ৺গোলাপ সিংহ ১০,০০০ ডোগরা সৈন্য

সমভিব্যহারে তাঁহার সাহসী ডোগ্‌রা সেনাপতি ৺জোরোয়ার সিংকে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ জয় করিতে প্রেরণ করেন। সৈন্যাধ্যক্ষ বীরদর্পে এই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া "বাস্‌গো" ও "লে"র রাজা ৺সেপাল নামজালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আস্‌কার্দু (Little Tibet) কার্গিল (Baltistan) এবং লাদাক (Western Tibet) নামক তিনটী প্রদেশ জয় করেন ও সেই সময় হইতে প্রায় মানস সরোবরের নিকট পর্য্যন্ত তিব্বত প্রদেশ কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত হয়। এই তিন প্রদেশের লোক সংখ্যা মোট ১৮,৬৪৪৬ তন্মধ্যে আস্‌কার্দুতে ১০,৬৮০৫ কার্গিলে ৪৭৭২৭, ও লাদাকে ৩১,৯১৪। এই প্রদেশ তিনটীর পরিমাণ মোট ৩০,০০০ বর্গ মাইল।

রাজতরঙ্গিনী পাঠে জানা যায়, কনিষ্ক (খৃষ্ট পূর্ব্ব ২য় শতাব্দী) মিহিরকুল (খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী) এবং ললিতাদিত্য (খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী) তিব্বতের এই প্রদেশগুলি শাসন করিয়াছিলেন।

হৃতরাজ্য হইয়া এই প্রদেশের লামা রাজা কাশ্মীর রাজ্যের স্মরণাপন্ন হন ও কাশ্মীর রাজ তাঁহাদিগের জন্য বাৎসরিক ৫০০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন এবং লাদাকের রাজধানী 'লে' সহরের নিকট "স্তোগ" নামক গ্রামে বাস করিতে অনুমতি দেন।

পশ্চিম তিব্বত প্রদেশ জয় করিয়া জোরোয়ার সিং 'লাসা' জয় করিতে চেষ্টা করেন ও ঐ প্রদেশের বহু প্রাচীন মঠ, গুম্ফা, ছোর্ত্তেন, অট্টালিকা ও গ্রাম ধ্বংস করেন। কিন্তু মানস সরোবরের

কাছে "রুদোখ" নামক স্থানে চীন সৈন্যের নিকট এইরূপ সাংঘাতিক ভাবে পরাজিত হন যে, তাঁহার যাবতীয় সেনা হত হয় ও তিনি নিজেও ১২ই ডিসেম্বর (খৃঃ ১৮৪৯) যুদ্ধে হত হন * তারপর দেওয়ান হরিচাঁদ ও রতনের অধীনে ৭০০০ হাজার ডোগ্‌রা সৈন্য কাশ্মীর হইতে আসিয়া "জিগস্‌মেদ নামজালকে" পরাস্ত করিয়া বিতাড়িত করেন ও 'লাদাক' প্রদেশে আসিয়া সৈন্য স্থাপন করেন। কাশ্মীর রাজ সেই সময় তাড়াতাড়ি 'লাসা' রাজ্যের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলেন ও প্রতি তিন বৎসর অন্তর 'লাসা'তে নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য সম্ভার ভেট স্বরূপ পাঠাইতে অঙ্গীকার করেন। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা ঐ অঙ্গীকার পালন করিয়া আসিতেছেন। ভেটের অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে ১৮টী শ্বেত চামর বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

'যোজিলা' পার হইয়া আসিয়া আমরা এক ঝরণার নিকট উত্তম স্থান দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম ও মধ্যাহ্ন-ভোজনের যোগাড় করিতে লাগিলাম। চারিদিকেই বরফ। কোথাও একটু ঘাস বা অল্প মাটী দেখা যাইতেছে না। এক উচ্চ প্রস্তর খণ্ডে স্বামিজী বসিলেন। উহাই তাঁহার আহার্য্য রাখিবার স্থান হইল। স্থানাভাবে গরম চা পূর্ণ Thermos Bottleটী বরফের উপর রাখিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে উহা তুলিয়া লইয়া তিনি 'গনিয়া'

* এই বৎসর কাবুলে যুদ্ধে বৃটিশ সৈন্যগণও এই অবস্থায় পতিত হন।

গন্ধরবল ঘাট [পৃঃ—১৩৬
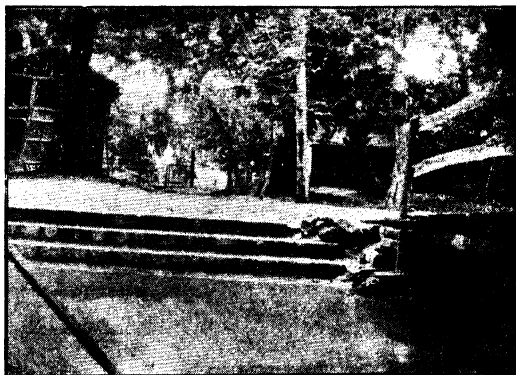
ক্ষীর ভবানী দেবীর মন্দির [পৃঃ—১৪৫

ও ঘোড়াওয়ালাদের সহিত রংতামাসা করিতে লাগিলেন, "দেখ, বরফের উপর রহিয়াছে তবুও ইহার ভিতরে চা এত গরম রহিয়াছে যে, খুলিলেই ধোঁয়া উড়িতেছে।"

উহারা সকলে বিস্ফারিত নেত্রে সেই দিকে তাকাইল। এমন সময় হঠাৎ পাহাড়ের উপর ঘোড়ার পদশব্দ শুনা গেল। আমরা সকলে উৎকর্ণ হইয়া সেই দিকে চাহিলাম।

মেচোহী হইতে সিম্‌সে খর্ব্বু

দেখিতে দেখিতে 'লে' সহরের উজির ওয়াজিরৎ সাহেব সদল-বলে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আমারা কে ও কোথায় যাইতেছি জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামিজী দুই খানি পরিচয় পত্রই তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। তিনি উহা পাঠ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন ও তিব্বতের পথের সমস্ত জেলদার, দারোগা ও চৌকিদারগণের নামে একখানি সাধারণ হুকুম-নামা লিখিয়া স্বামি-

জীকে দিলেন, যেন তাহারা সকলে পথে আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করে। স্বামিজী তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, তিনিও প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। আমরা আহারাদি শেষ করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম। বেলা আন্দাজ ৫টায় আমরা 'মেচোহী' ডাক্‌বাংলোতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। 'বালতালের' ন্যায় 'মেচোহী'তেও কোন লোকের বসতি নাই। একটী ডাক ঘর একটী সরাই আছে। ডাকবাংলোর চৌকিদারের নিকট শুষ্ক ঘাস ও জ্বালানি কাঠ ভিন্ন অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। জ্বালানি কাঠের মূল্য প্রতি মণ ৮৵০ ও ঘাসের ১।০ আনা মাত্র। এই প্রদেশের অধিকাংশ ডাকবাংলোতেই কাঠ ও ঘাসের মূল্য এই একই প্রকার।

"মেচোহীর" ডাকবাংলোটী অতি উচ্চ স্থানে একেবারে পাহাড়ের চূড়ার নিকট চিরস্থায়ী তুষার নদীর (Glacier) কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত। সেই জন্য রাত্রে এই স্থানে অত্যন্ত শীত বোধ হয়। সর্ব্বদা প্রবল শীতল বাতাস বহিতে থাকে। জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। সময়ে সময়ে জলপাত্র ফাটিয়া যায়। কারণ জল বরফ হইলে আয়তনে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যে সকল জলপাত্রের মুখ বড় যেমন বালতি, গামলা প্রভৃতি সেগুলির কোনও ক্ষতি হয় না।

সন্ধ্যা হইতেই চারিদিক অত্যন্ত অন্ধকার করিয়া প্রবল ঝড় আসিল ও খুব শীত বোধ হইতে লাগিল। পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামিজী বলিলেন, "তুষার বৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ"। অল্প পরেই

ভীষণ তুষারপাত আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে চারিদিক বরফে ঢাকিয়া গেল।

যেরূপ ভীষণ শীত বোধ হইতে লাগিল, ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কাহাকেও তাহা বুঝান অসম্ভব। আমরা সমস্ত রাত্রে মোট ২॥০ মণ কাঠ ঘরের চীমনীতে পুড়াইয়াও ঘর কিছুতেই গরম করিতে পারিলাম না। এমন কি আগুনের দুই হাত দূরে যাইলেই শীতে জমিয়া যাইতে হয়। খাটিয়াখানি আগুনের অতি নিকটে রাখিয়াও সমস্ত রাত্রি শীতের কাঁপুনিতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষের দুই পাতা এক করিতে পারিলাম না। আগুন নিস্তেজ মনে হইতে লাগিল। জ্বলন্ত আংরা হাতে তুলিয়া লইবামাত্র নির্ব্বাপিত হইয়া যাইতে লাগিল।

রজনী প্রভাতে, আমরা শ্রীনগর হইতে যে তাঁবু ভাড়া করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলাম তাহা নিষ্প্রয়োজন বোধ হওয়াতে, বাংলোর চৌকিদারের নিকট গচ্ছিৎ রাখিয়া দিলাম। ঠিক করিলাম, আমাদের ঘোড়াওয়ালা 'দ্রাস' পর্য্যন্ত আমাদের সহিত যাইয়া যখন 'গন্ধরবলে' ফিরিবে তখন তাঁবুটী এই স্থান হইতে লইয়া গিয়া আমাদের House boatএর মাঝি মামদুকে প্রদান করিবে। 'মামদু' উহা শ্রীনগরে লইয়া যাইয়া আমরা যে দোকান হইতে উহা আনিয়াছিলাম তথায় ফিরাইয়া দিবে। তাঁবুটির ভাড়া মাসিক ১২৲ টাকা হইয়াছিল।

আহারাদি করিয়া আমরা বেলা ৯৷৷০ টার সময় মেচোহী হইতে বাহির হইলাম। অদ্য আমাদিগকে 'দ্রাস' নামক গ্রামে যাইতে হইবে। ঐ স্থানটী মেচোহী হইতে ২১ মাইল উঃ পূঃ কোনে অবস্থিত। পথ সমস্তই তুষারাবৃত পর্ব্বতের উপর দিয়া গিয়াছে। পথে বাহির হইতে পুনরায় বেশ এক পশলা তুষারপাত হইয়া গেল, তুষারগুলি ঠিক পেঁজা তুলার মত বাতাসে উড়িতে ও পড়িতে থাকে। অল্প তুষার হাতে লইয়া ফুঁ দিলে উড়িয়া যায়। কাপড়ে বা জামায় তুষার পড়িলে কাপড় ভিজিয়া যায় না। কাপড় ঝাড়িয়া ফেলিলেই তুষার সব পরিষ্কার হইয়া যায়। 'মেচোহী' হইতে ৬ মাইল উত্তরে আসিয়া আমরা 'মাটায়ন' নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে পৌঁছিলাম। গ্রামে একটী ডাকবাংলো ও সরাই রহিয়াছে। এই গ্রামখানিকে কাশ্মীর হইতে তিব্বত আসিতে প্রথম তিব্বতীয় গ্রাম বলা চলে। তথায় ১০।১২ ঘর পাহাড়ী মুসলমানের বাস। এই স্থানে জ্বালানি কাঠ ও দুধ ব্যতীত অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। গ্রামটী প্রায় মেচোহীর মতই ঠাণ্ডা।

গ্রীষ্মকালেও দুইটী গরম জামা, টুপি, দস্তানা, মোজা ও পট্টি পরিয়া না থাকিলে শীতে জমিয়া যাইতে হয়। ধুতি পরিয়া এই দেশে চলে না। গরম পায়জামা ব্যতীত এই দেশে আসা কাহারও পক্ষে নিরাপদ নহে।

'মাটায়ন' গ্রামটী প্রায় ১৷৷০ মাইল লম্বা একটী ময়দানের

মধ্যস্থলে অবস্থিত। গ্রামের নিকটেই ২।৩টী ঝরণা আছে। প্রাতঃকালে বেলা ৯।১০টা পর্য্যন্ত এই সকল ঝরণার উপর এক পুরু বরফের সর পড়িয়া থাকে।

এই স্থান হইতে চার মাইল গমন করিয়া আমরা 'পান দাস' নামক এক খানি ক্ষুদ্র গ্রামের নিকট পৌঁছিলাম। তথায় ঘোড়াগুলিকে কিয়ৎক্ষণের জন্য খুলিয়া দিয়া সকলে বিশ্রাম করিলেন।

পরে বেলা প্রায় ৬টার সময় আমরা 'দ্রাসের' ডাকবাংলোয় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। 'দ্রাস' গ্রামখানি ছোট বড় ৪।৫ খানি গ্রামের সমষ্টি বিশেষ। গ্রামগুলি এতই নিকটে নিকটে অবস্থিত যে দূর হইতে দেখিলে একখানি বড় গ্রাম বলিয়া মনে হয়। গ্রামের নিম্নে বহুদূর বিস্তৃত ময়দান। ময়দানে একটী শিখগণের প্রাচীন দুর্গ আছে। গ্রামে অনেক 'সফেদা' গাছ আছে। ইহার জমী খুব উর্ব্বর। এইস্থানে প্রচুর যব উৎপন্ন হয়। স্থানটী ১০০০০ ফিট উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত ও সর্ব্বদা এই স্থানে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। দ্রাসকে তিব্বতীয়গণ 'হেম বাব্‌স্‌' বলেন। এই স্থানের অধিবাসীগণ অধিকাংশই 'দার্দ' ও কিয়দংশ বাল্‌তি জাতীয়। লোক সংখ্যা সর্ব্বসমেত প্রায় ১০০ শত। তন্মধ্যে মুসলমান অপেক্ষা বৌদ্ধের সংখ্যা অল্প। মুসলমানগনকে 'ভাটিয়া' ও বৌদ্ধদিগকে 'লামা' কহে। এই প্রদেশে সর্ব্বত্রই দুই প্রকার লামার বাস। যাঁহারা লোহিত বর্ণের পোষাক পরেন ও যাঁহারা হরিদ্রা

বর্ণের পোষাক পরেন। ধর্ম্ম মতের পার্থক্য হেতু লামারা এই দুই দলে বিভক্ত।* লামারা শান্ত প্রকৃতির মানুষ। ইঁহারা মুসলমানগনের মত প্রতিহিংসাপরায়ণ নহেন। লামাদিগের মস্তক ন্যাড়া।

আমাদের দেশের বৈষ্ণবগণ যে প্রকার কাণঢাকা টুপি ব্যবহার করেন ইঁহারাও তদ্রূপ টুপি পরেন। একটী মোটা আল্‌খেল্লাই ইঁহাদের প্রধান পরিচ্ছদ। ইঁহারা হাঁটু পর্য্যন্ত উঁচু এক প্রকার লোম জমান নামদার বুট জুতা (Felt Boot) তৈয়ারী করিয়া পরিধান করেন। লাদাকীদের জুতার তলায় চামড়া। ইহার গোড়ালি বা ফিতা থাকে না। ইঁহারা অনেকেই নিজ হস্তে জুতা প্রস্তুত করিয়া লন। ইহারা মোজা ব্যবহার জানেন না, তবে তৎপরিবর্ত্তে গরম পট্টী ব্যবহার করেন। লাদাকী মুসলমান ব্যতীত প্রত্যেকের মাথাতেই লম্বা চুলের বিউনি (Pig-tail) পৃষ্ঠদেশে ঝুলান থাকে।

এই দেশের স্ত্রীলোকেরা দুই কানের দুই দিকে দুইখানি ভেড়ার চামড়ার টুকরা ও মাথার মধ্য স্থলে এক খানি প্রায় সওয়া হাত লম্বা ও আধ হাত চওড়া ঐ প্রকার রুমাল বাঁধেন। ঐ চামড়াতে নীলা, স্ফটিক, ফিরোজা, প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের প্রস্তর খণ্ড সকল গাঁথা থাকে এবং একখানি লোম সমেত সম্পূর্ণ ভেড়ার চামড়া পীঠের উপর বাঁধিয়া রাখেন। দূর

* তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও লামা সম্বন্ধে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

হইতে দেখিলে মনে হয় যেন, মাথার দুই দিকে দুইটা সর্প ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা উক্ত প্রকারের বুট্ জুতা পরেন কিন্তু টুপি পরেন না। একটী লম্বা আলখেল্লা ও কোমরে ঘাঘরা তাঁহাদের প্রধান পরিচ্ছদ।

লাদাকী স্ত্রী ও পুরুষগণ সকলেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট, খর্ব্বাকৃতি ও শ্যামবর্ণ। দ্রাস গ্রামে প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদি যথা ছাতু, আটা, মাখন, ডিম ও দুধ প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়। উহাদের মূল্য এইরূপ :—আটা ।৵০ সের, মাখন ৷৷৵০ পোয়া, ডিম ।৵০ ডজন, ছাতু ৶০ সের ও দুধ ৶০ সের ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্য ব্যতীত এই পথের প্রত্যেক ডাকবাংলোতেই মুর্গি পাওয়া যায়। উহার মূল্য ৷৷০ হইতে ১৲ টাকার ভিতর।

দ্রাসে ভাড়াটিয়া ঘোড়া প্রায় ৫০টী আছে। এইস্থানে একটী বড় সরাই, একটী কাচারী, কতকগুলি সরকারী বাংলো এবং একটী ডাক ও তার-ঘর আছে। এই প্রদেশের যাবতীয় ডাক ও তার-ঘর ইংরাজ সরকারের অধীনে। টেলিগ্রাফের তার বরাবর শ্রীনগর হইতে 'লে' পর্য্যন্ত আছে।

ডাকবাংলোয় রাত্রে আমরা গভীর নিদ্রা উপভোগ করিয়া খুব তৃপ্তি লাভ করিলাম। কারণ, গত রাত্রে মেচোহীতে আদৌ ঘুম হয় নাই। দ্রাসে মেচোহী বা মাটায়ণ অপেক্ষা শীত অনেক কম। প্রাতে আমরা পুনরায় যাত্রার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম

গন্ধরবল ও সেনামার্গ হইতে আনিত ঘোড়াগুলির ভাড়া ও বকশিশ, চুকাইয়া দিয়া আমরা নূতন ঘোড়া ভাড়া করিলাম। দ্রাস পর্য্যন্ত পদব্রজে আসিয়া আমরা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এইস্থান হইতে অশ্বারোহণে যাইব ঠিক হইল। গ্রামের ঠিকাদারকে বলিয়া ৩টী সোয়ারী ঘোড়া ভাড়া লওয়া হইল। ঘোড়াগুলির জিন সব কাঠের। চামড়ার জিন এই দেশে পাওয়া যায় না। লাগামগুলি ঘোড়ার বালামুচি বিনাইয়া প্রস্তুত। রেকাবগুলিও ঐ প্রকার দড়ি দিয়া বাধা। আমাদের ও গণিয়ার ঘোড়াতে অল্প অল্প মাল বাধিয়া লওয়া গেল। সোয়ারী ঘোড়ার উপর কিছু কিছু মাল চাপাইয়া লওয়া এই প্রদেশের রীতি। টাটুর দুই দিকে মাল বাধা ও মধ্যস্থলে সোয়ারী উপবিষ্ট, দেখিতে ঠিক্ আমাদের দেশের রজকের গাধার মত। ঘোড়ায় চড়িয়া পায়ের অনেকটা বিশ্রাম হইল, কারণ এই কয়দিন পায়ে হাঁটিয়া পাহাড়ের পর পাহাড় পার হইতে হইতে পায়ের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা বেলা ৮॥০টার সময় দ্রাস হইতে রওনা হইলাম। অদ্য আমাদিগের পড়াও এর নাম—'সিম্সে খর্ব্বু

দ্রাস হইতে সিম্সে খর্ব্বু প্রায় ২১ মাইল উত্তর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। রাস্তা বরাবর পাহাড়ের উপর দিয়া গিয়াছে ও বেশ চওড়া। দুইটী অশ্বারোহী পাশাপাশি যাইতে পারে। পথে বহু সংখ্যক চামরি গাইএর পিঠে চরসের ও নামদার বস্তা চাপাইয়া বহু

ইয়ারকান্দি সওদাগর কাশ্মীরের দিকে চলিয়াছে। আমরা তাহা-দিগকে পার্ব্বত্য পথগুলি সব ভাল আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম।

চরসের বস্তাগুলি তিব্বতীয় ছাগলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চামড়ায় প্রস্তুত। চরস ও নামদা ইয়ারকান্দের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এইগুলি ইয়ারকান্দ হইতে আসিয়া কাশ্মীরের ভিতর দিয়া বরাবর রাওলপিণ্ডি যায় ও তথা হইতে ভারতবর্ষময় রপ্তানি হয়। এই প্রদেশে এক এক বস্তা চরসের মূল্য ৫০৲ হইতে ৬০৲ টাকার মধ্যে, কিন্তু যখনই উহা রাওলপিণ্ডিতে পৌঁছায় তখনই উহার মূল্য ২০০০৲ টাকা হইয়া যায়। এই লাভজনক ব্যবসায়টী সম্পূর্ণ ইংরাজ সরকারের আবগারি বিভাগের হস্তগত।

"ইয়ারকান্দ" মধ্য এসিয়ার একটী পার্ব্বত্য মুসলমান রাজ্য। ইহা Western Turkistanএর অন্তর্গত। "কারাকোরাম" পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া ২২ দিন গমন করিলে ঐ প্রদেশে পৌঁছান যায়। সঙ্গে তাঁবু, খাদ্য, কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমস্তই লইয়া যাইতে হয়। পথে কিছুই পাওয়া যায় না।

গ্রীষ্মকালে ঐ প্রদেশে যাইবার প্রশস্ত সময়। বৎসরের অন্যান্য সময় বরফ পড়িয়া রাস্তা ৭।৮ মাসের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। ঐ প্রদেশে যাইবার জন্য ঘোড়া, কুলি ও চামরি গাই যথেষ্ট পাওয়া যায়। চামরি গাইএর একটী বিশেষত্ব এই যে, পাহাড়ে যতই বরফ পড়ুক না কেন, ইহারা ঠিক তাহার উপর দিয়া পথ

খুঁজিয়া গমন করিবে। কখনও পা পিছলাইবে না। সেইজন্য পার্ব্বত্য পথে বরফের উপর দিয়া রাস্তা খুলিবার জন্য প্রথমে ২০।২৫টী চামরি গাই সেইপথে চালান হয়। তাহাদের পায়ের দাগ অনুসরণ করিয়া ঘোড়া ও মানুষ নির্ব্বিঘ্নে গমন করে। নচেৎ নূতন তুষারের উপর পা দিলে তুষার ভাঙ্গিয়া বা পা পিছলাইয়া একেবারে পাহাড়ের নীচে পড়িয়া যাইবার ভয়। পুরাতন তুষার পাথরের ন্যায় শক্ত হয়। তাহার উপর দিয়া চলিলে কোনই বিপদ হয় না। চামরি গাই নূতন ও পুরাতন তুষার মনুষ্য অপেক্ষা অধিক চিনিতে পারে।

নামদা একপ্রকার লোম জমানো মোটা ও সাদা কম্বল। ইহা লম্বায় প্রায় ৩ হাত ও চওড়ায় প্রায় ২ হাত হয়। এই প্রদেশে ইহার মূল্য ২৷৷০ টাকা, কিন্তু শ্রীনগরে এক এক খানি ৪৲ টাকার কম পাওয়া যায় না। কাশ্মীরে নানাবিধ ফুল, লতা, পাতা প্রভৃতি সূচিকার্য্য করা নামদাও পাওয়া যায়। ইহার মূল্য ২।৩ টাকার অধিক। ইহা কলিকাতায় কাশ্মীরীদিগের দোকানে বিক্রী হয়।

পথে অনেকগুলি কৃষ্ণবর্ণ ও মসৃণ পাথরের পাহাড় আছে। এইগুলিকে "কষ্ঠি পাথর" বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পার্ব্বত্য নদীগুলি বহুকাল ধরিয়া প্রবাহিত হইয়া কিরূপে স্তরে স্তরে পাথর কাটিয়া নিজ পথ সরল করিয়া লইয়াছে তাহা প্রকৃতই দেখিবার

জিনিস। অনেক ভূবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এই সকল স্তর দেখিয়া নদীর বয়স বলিয়া দিতে সক্ষম।

এই পথে কিয়ৎদূর আসিয়া 'ডুন্-ডুল থাঙ্' নামক গ্রামে আমাদের সহিত এক দল লামার দেখা হইল। তাহারা নানা স্থানে বেড়াইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া থাকে। তাহাদের সহিত মাল বোঝাই ঘোড়া, তাঁবু ও ধর্ম্ম পুস্তক এবং তাহাদের দলে ৫ জন পুরুষ ও ১ জন স্ত্রীলোক রহিয়াছে। পুরুষদের প্রত্যেকের হস্তে "মণিচক্র" (Moni Prayer wheel) আছে। আমরা অনেকবার তাহা-দিগকে অনুরোধ করিলাম, "একটী মণি আমাদিগকে দাও, যাহা দাম চাও দিতেছি," কিন্তু তাহারা কিছুতেই দিতে স্বীকৃত হইল না।

একটী গোল তামার কৌটার মধ্যস্থলে একটী প্রায় আধ হাত লম্বা ও নানাবিধ কারুকার্য্য করা হাতল দিয়া "মণিচক্র" গুলি প্রস্তুত। ইহাতে একটী ছোট শিকলে একটী তামার ছোট গোলা বাঁধা থাকে। কৌটার ভিতর তুলট কাগজে এক লক্ষ বার লামাদের ধর্ম্মের "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" (ওঁ মণিপদ্মকে নমস্কার) মন্ত্রটী লিখা থাকে। হাতল ধরিয়া ঘুরাইলে কৌটাটী ঘুরিতে থাকে। ইঁহাদের বিশ্বাস একবার ইহা ঘুরাইলে এক লক্ষ বার মন্ত্রটী জপ করার ফল হয়। লামাদের ইহাই জপমালা। আমাদের মত রুদ্রাক্ষ বা তুলসীর জপমালা ইঁহাদের নাই। কেহ কেহ স্ফটিকের বা হাড়ের মালা গলায় পরেন। আমরা বেলা প্রায় শেষ

হইতেছে এমন সময়ে ১৫ মাইল আসিয়া 'তাসগাম' নামক স্থানে পৌঁছিলাম। পূর্ব্বে এই স্থানে ডাক বাংলোর (Runner) বদলি হইত। এই স্থান হইতে 'শিঙ্গো' নদী পার হইয়া ৬ মাইল যাইলে সিম্‌সে খর্ব্বু পৌঁছান যায়। এই লম্বা পড়াও আসিবার জন্য ঘোড়া ও কুলির ভাড়া কিছু বেশী লাগে। অবশেষে "সিম্‌সে খর্ব্বুর" ডাক বাংলোয় আসিয়া পৌঁছিলাম। ডাকবাংলোটী বন্ধ ছিল। 'গনিয়া' চৌকিদারের বাড়ী যাইল। চৌকিদার আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। এই সকল ডাকবাংলায় প্রত্যহ যাত্রী আসেন না। যাত্রীরা পার্ব্বত্য পথে সমস্ত দিন চলিতে চলিতে প্রায় সন্ধ্যার সময় "পড়াও"তে আসিয়া পৌঁছান ও তাঁহাদের অধিকাংশই চটীতে আশ্রয় লন। সেই জন্য চৌকিদারগণ দিবসে আপন আপন বাড়ীতে বা ক্ষেত্রে কাজ করে এবং সন্ধ্যার সময় আসিয়া ডাকবাংলোয় হাজিরা দেয়।

ডাকবাংলোর দক্ষিণ পার্শ্বে প্রায় ২৫।৩০ হাত নিম্ন দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং উত্তর পার্শ্বে ২০।২৫টী বেদ্, সফেদা (Poplar) প্রভৃতি গাছের সরকারি তরফ হইতে একটী বাগান করিয়া রাখা হইয়াছে। উহাতে উত্তমরূপে জলসেচনেরও বন্দোবস্ত আছে। সফেদা গাছগুলি অনেকটা আমাদের দেশের অশ্বথ গাছের মত এবং বেদ্ গাছগুলি উইলো গাছের মত হয়। এই প্রদেশের যাবতীয় ডাকবাংলোয় ও গ্রামে এই প্রকার বাগান আছে।

এইসকল সরকারি বাগান ছাড়া এই প্রদেশে অন্য কোথাও কোন গাছ নাই। ডাকবাংলোর পার্শ্বেই একটী চটী অবস্থিত। ডাকবাংলোয় চৌকিদারের নিকট আটা, মাখন, দুধ, কাঠ প্রভৃতি কিনিতে পাওয়া যায়। কোন দোকান নাই।

এই গ্রামখানি সমুদ্র তল হইতে ৮০০০ হাজার ফিট্ উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। এই প্রদেশে এই স্থান ব্যতীত অন্য কোন গ্রাম এত নিম্নে অবস্থিত নহে। আমরা অনেক উপর হইতে আসিতেছি বলিয়া এখানে আসিয়া আমাদের বেশ গরম বোধ হইতে লাগিল, প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস আমাদিগের নিকট বসন্তের গরম হাওয়া বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

গ্রামখানি অতি ক্ষুদ্র, মাত্র ১৪।১৫ ঘর লামা ও মুসলমানের বাস। এই প্রদেশের লামারা হেঁট হইয়া জলে মুখ দিয়া জল পান করে। ইহা দেখিতে অতীব কৌতুহলপ্রদ। ইহারা কখনও জলে হাত দেয় না, ইহাদের আলখেল্লার বুকের ভিতর এক একটী কাঠের ছোট বাটী থাকে, ইহার দ্বারা জল তুলিয়াও পান করে। ইহারা যব হইতে একপ্রকার মদ্য প্রস্তুত করে, তাহাকে ইহারা "ছাং" বলে। কানারির ছাতু, ছাং ও চা ইহাদের খাদ্য। কানারি এক প্রকার যব। ইহার আটা হইতে ইহারা খুব মোটা ও ছোট ছোট পিঠার মত রুটী প্রস্তুত করে।

এই প্রদেশে অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর। নিজের মাতৃভাষা

(লাদাকী ভাষা) ব্যতীত অন্য কোন ভাষা জানে না। আমরা কাশ্মীর হইতে একজন দোভাষী পথপ্রদর্শক সঙ্গে না আনিলে এই প্রদেশে আসিয়া অত্যন্ত কষ্টে পড়িতাম। দৈনিক ১৲ টাকা বেতনে এই প্রকার লোক কাশ্মীরে যথেষ্ট পাওয়া যায়। যাহাকে পথ-প্রদর্শক-ভাবে সঙ্গে লইতে হইবে সে লোকটী যাহাতে বিশ্বাসী ও বহুদর্শী হয় এবং তাহার এই কর্ম্মের License ও প্রশংসা পত্র থাকে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া লওয়া আবশ্যক। সর্ব্বদা দোভাষীর উপর নির্ভর করিয়া না থাকিয়া নিজেরাই ইহাদের দুই একটী কথা যাহাতে বুঝিতে পারা যায় তজ্জন্য কিছু ইহাদের ভাষা শিক্ষা করিয়া লইলে ভ্রমণকারিগণের খুবই সুবিধা হয়। যে কয়টী কথা এই প্রদেশে আমাদিগের জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল তাহা এইঃ—

লইয়া আইস	··· খোঁ	নাই	··· মেৎ
ঠাণ্ডা	··· দ্রোন্‌মো	আছে	··· ইউৎ
গরম	··· গ্রাংমো	রাস্তা	···লাম্প
কাঠ	··· শিং	ভাল	···ঘেলা
দুধ	... অর্জ্জন	চল	··· শোঁ
ডিম	... ঠুল	আস্তে আস্তে	···কুলে কুলে
ঘোড়া	... তা	শীঘ্র শীঘ্র	···সোক্‌মো সোক্‌মো
ছাতু	··· ফে	এক	... চিক্

আগুন	... মে	দুই	... নিস্
কত	... সিম্সে	তিন	... সুম
আধ	...ফেৎ	চার	... আগা
পশ্চিম	... চাং	উত্তর	... সার
রুটী	... টাকি	দক্ষিণ	... লো
খাওয়া	... ঝোস্ত	পূর্ব্বে	... নুপ

ইহারা "মাইল" বুঝে না। দূরত্ব বুঝাইবার জন্য ইহারা 'ডাক' শব্দ ব্যবহার করে। এক ডাক অর্থাৎ চার মাইল। চার মাইল অন্তর এক মেল রানার (Mail runner) বদ্‌লি হয় বলিয়া চার মাইলকে এক ডাক বলে।

রাত্রে ১ মণ কাঠ লইয়া আমরা ডাকবাংলোর চিম্‌নী প্রজ্বলিত করিলাম। উহাতেই স্নানের জল গরম করিয়া লইলাম। সারাদিন পথে আসিতে আসিতে গা ও জামা কাপড় ধুলায় এবং সারাদিন ঘোড়ার উপর বসিয়া গা জুঁয়া নামক এক প্রকার উকুনে ভরিয়া গিয়াছিল। এই দেশের ঘোড়ার গায়ে অসংখ্য জুঁয়া থাকে। স্নানাদি করিয়া ও কাপড়গুলি গরম জলে ধুইয়া রাত্র প্রভাতের পূর্ব্বেই যাহাতে শুখাইয়া যায় তজ্জন্য চিম্‌নীর নিকট দড়ি টাঙাইয়া উহা শুকাইতে দিলাম। ঘোড়ায় চড়া বা পাহাড় চড়াই উৎরাই করার দরুণ শরীরে যে বেদনা হয়, গরম জলে স্নান করিবামাত্র তাহা সম্পূর্ণরূপে নিবারণ হয় এবং শরীরে নূতন শক্তি ফিরিয়া আসে।

চিম্‌নীর আগুনে আমরা চা, পরেটা, তরকারি প্রভৃতি রন্ধন করিয়া নৈশ আহার সমাপ্ত করিলাম ও তাহা হইতে কিছু কিছু কল্য প্রাতঃকাল ও দ্বিপ্রহরের জন্য Thermos flask ও Ic-mic cooker এ ভরিয়া রাখিলাম। এই পথে খাদ্যাদি সকল সময়ের জন্য একত্রেই রন্ধন করিতে হয়। কারণ প্রাতঃকালে জলযোগ শেষ করিয়া যত শীঘ্র মালপত্রাদি বাঁধিয়া "পড়াও" হইতে বাহির হওয়া যায় ততই সুবিধা, রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিলে পার্ব্বত্য পথে তাড়াতাড়ি চলিতে পারা যায় না ও পরবর্ত্তী "পড়াও"তে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়।

প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় আমরা "সিম্‌সে খর্ব্বু" হইতে পুনরায় রওনা হইলাম। অদ্য আমাদিগের গন্তব্য স্থান "কার্গিল" নামক সহর। সিম্‌সে খর্ব্বু হইতে ১৫ মাইল উঃ, পূঃ, দিকে অবস্থিত।

৺অমরনাথ পর্ব্বতের পশ্চাতে জোজিলা পাস্ তিব্বতের পথে [পৃঃ—১৭৩

মেচোহী হইতে দ্রাসের পথে স্বামিজী ও গনিয়া
চতুর্দ্দিকে তুষার বৃষ্টি [পৃঃ—১৮০

লামাউরু গুম্ফা

কিয়দ্দূর আসিয়া আমরা "স্যুরী" নদীর তটে পৌঁছিলাম। "শিঙ্গোনালা" দেওসাই নামক একটী উপত্যকার ভিতর দিয়া উহা প্রবাহিত হইতেছে। খর্ব্বু গ্রামে যে শিঙ্গো নদীটী দেখিয়াছিলাম তাহা এই স্থানে আসিয়া স্যুরী নদীতে মিশিয়াছে। দেওসাই উপত্যকাটি ভল্লুক হরিণ প্রভৃতি শিকারের জন্য প্রসিদ্ধ। বহু শিকারি এই স্থানে ভল্লুক শিকারের জন্য আসিয়া থাকেন। এই স্থানে ১ জন মেম ও ১ জন সাহেব শিকারির সহিত আমাদের দেখা হইল। তাঁহারা এই স্থানে তাঁবু খাটাইয়া খান্‌সামা প্রভৃতি লইয়া বাস করিতেছেন। ইঁহারা কাশ্মীর হইতে এই সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশে শিকার করিতে আসিয়াছেন। ২।১ দিন থাকিবেন। আমাদের দেশের পুরুষেরা যে স্থানে গমন করিতে কুণ্ঠিত হন সুদূর শ্বেত দ্বীপ হইতে স্ত্রীলোকেরা আসিয়া অনায়াসে সেই স্থানে ভ্রমণ করিয়া যাইতেছেন। আর আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের ত কথাই নাই, তাঁহারা সমাজের বন্দী পরদানসীন!

আমরা বরাবর স্যুরী নদীর ধারে ধারে কখনও পাহাড় চড়াই কখনও উৎরাই করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। এই পথটী

ঠিক পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছে ; সেই জন্য সম্মুখে সূর্য্য থাকাতে খুব অসুবিধা হইতে লাগিল। এই স্থানে প্রবলবেগে বাতাস প্রবাহিত হইতেছিল। বাতাস আমাদের পিঠে লাগাতে আমাদের বোধ হইতে লাগিল যেন সে তাহার অদৃশ্য হস্ত দিয়া আমাদিগকে তিববতের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

পথে একটী লোহার ঝুলান সেতু পার হইলাম। ঘোড়া হইতে নামিয়া পদব্রজে তাহা আমাদিগকে পার হইতে হইল। এই স্থানে আমাদের একজন কুলিকে দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে চলিলাম। কিয়ৎদূর গমন করিয়া দেখিলাম যে কুলিটী অদূরে একটী বৃহৎ পাথরের উপর বসিয়া আছে। আমরা ঘোড়ায় আসিতেছি তথাপি সে আমাদের অপেক্ষা আগে এখানে কিরূপে আসিল ভাবিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একটী Short cut (এক পায়ের পথ) দেখাইয়া হাসিতে লাগিল। এই সকল পাহাড়িয়া যদি এইরূপ সরল না হইত তাহা হইলে মালপত্র লইয়া কোন বিদেশীর পক্ষে এই সুদূর প্রদেশে আসা কখনই নিরাপদ হইত না।

পথে একস্থানে পানীয় জল নিকটে পাইয়া আমরা কিয়ৎকাল বিশ্রাম ও মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করিলাম। এই স্থানে একটী অতি উচ্চ পর্ব্বতের চূড়ার উপর দিয়া Telegraph এর তারগুলি

এইরূপ কৌশলে বিস্তৃত উপত্যকা ও নদীটীর অপর পার্শ্বে লইয়া যাওয়া হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। পর্ব্বতটী এইরূপ উচ্চ ও খাড়াভাবে উঠিয়াছে যে, তদুপরি আরোহণ করা অত্যন্ত বিপদজনক। থামগুলি পাহাড়ের এইরূপ স্থলে প্রোথিত যে, পাহাড় হইতে পাথর বা তুষার ভাঙ্গিয়া পড়িলে ঐ গুলির হঠাৎ কোন ক্ষতি হইতে পারে না। এই পথটী ঠিক রাখিবার জন্য যে সকল ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত আছেন তাঁহারা কাশ্মীরে অবস্থান করেন। পথে কোন স্থান মেরামতের প্রয়োজন হইলে তাঁহারা সকলে আসিয়া সেই অঞ্চলের ডাক্‌বাংলো অধিকার করিয়া বহুদিন যাবৎ বাস করেন সেই সময় যাত্রীরা আসিলে ডাক্‌বাংলোয় স্থান না পাইয়া অত্যন্ত কষ্টে পড়েন।

কিয়ৎদূর গমন করিয়া আমরা স্থুরি নদীর উপর একটী বৃহৎ ঝোলান সেতু দেখিতে পাইলাম। ইহা লৌহ ও কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত। ইহাকে "আস্‌কার্দু ব্রীজ" কহে। ১৩ বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীররাজ দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহার উপর দিয়া "আস্‌কার্দু গমন করিতে হয়। একজন প্রহরী সর্ব্বদা এই স্থানে অবস্থান করে ও Pass-port না দেখিলে কাহাকেও আস্‌কার্দু যাইতে দেয় না। "আস্‌কার্দু" প্রদেশকে ইংরাজিতে Little Tibet কহে। লাদাক ও "আস্‌কার্দু" সহরের নাম হইতেই এই প্রদেশ "আস্‌কার্দু" নামে

অভিহিত হয়। ইহার পশ্চিম দিকে "গিলগিৎ" প্রদেশ আরম্ভ। সমুদ্রতল অপেক্ষা ৮৭০০ ফিট উচ্চ, ১৯ মাইল লম্বা ও ৭ মাইল চওড়া একটি অধিত্যকার উপর আস্‌কার্দ্দু সহর অবস্থিত। সহরটীর চারিদিকে তুঙ্গ পর্ব্বতমালা বিরাজিত। সিন্ধুনদ এই স্থান হইতে ঠিক দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে।

সুরি ও সিন্ধুনদের সঙ্গম স্থলে ৮০০ ফুট উচ্চ একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর বর্ত্তমান শিখ দুর্গটী নির্ম্মিত, ইহার অল্প দূরেই বালতিস্থানের ভূতপূর্ব্ব রাজার প্রাসাদটী ৩০০ ফুট উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। যেরূপ স্থলে ইহা নির্ম্মিত তাহা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহার নির্ম্মাণকারীর, আত্মরক্ষা অপেক্ষা ভোগবিলাসের দিকেই বেশী ঝোঁক ছিল।

'আসকার্দু' এই স্থান হইতে সাত দিনের পথ। পথে কোন ডাক্‌বাংলো বা চটি নাই! কোন খাদ্য দ্রব্যাদিও পাওয়া যায়না। ভ্রমণকারিগণ তাঁবু ও খাদ্যদ্রব্যাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। "পশ্চিম তিব্বতের" উজির ওয়াজিরৎ মহোদয় শীতকালে ঐ স্থানে অবস্থান করেন। কারণ তথায় শীত অপেক্ষাকৃত অনেক কম। ঐ স্থানে 'সিয়া' মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক।

এই নূতন সেতুটীর নিকট একটি পুরাতন সেতুরও ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। তিব্বতের রাজা ৺সেপাল নামজাল উহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পরে কাশ্মীরের সেনাপতি ৺জোরোয়ার সিং

১০৩৪ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ জয়কালীন উহা ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। ঐ সেতুর নিকট একটী বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী খোদিত ছিল,—"তিব্বতের রাজা সাইতান নামজাল তাঁহার প্রজাগণের সুবিধার জন্য এই সেতু নির্ম্মাণ করিলেন, যে ইহার প্রতি কুনজরে দেখিবে তাহার চক্ষু উপ্‌ড়াইয়া ফেলা হইবে। যে কেহ হস্তদ্বারা ইহার অনিষ্ট করিবে তাহার হস্ত কাটিয়া দেওয়া হইবে। যে কেহ ইহার নিন্দা করিবে তাহার জিভ কাটিয়া দেওয়া হইবে", ইত্যাদি—উক্ত প্রস্তর খণ্ড এখনও ঐ স্থানে বিদ্যমান আছে, কিন্তু উহা ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা হইয়া গিয়াছে। উহাতে রাজার শিলমোহর ও দস্তখতের চিহ্ন এখনও স্পষ্ট বুঝা যায়।

সুরি নদীর অপর পারে একটী চটি রহিয়াছে উহাতে আস্‌কার্দু যাত্রিগণ বিনা ভাড়াতেই থাকিতে পারেন। এই স্থান হইতে 'কার্গিল' সহর মাত্র ৪ মাইল পূর্ব্ব-উত্তর দিকে অবস্থিত। পথে সুরি নদীর সংযোগ স্থলটী অতি মনোরম। প্রায় এক ফারলং স্থান ব্যাপিয়া কেবল ছোট বড় নানা আকারের ও বর্ণের নুড়ি ও বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সকল জলের দ্বারা আনীত হইয়া স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামিজী বলিলেন, "জলের টানের মুখে পাথর পড়িলে জল উহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে লইয়া যায়। উহা গড়াইতে গড়াইতে গোল নুড়ির আকার ধারণ করে। এই প্রকারে নুড়ির সৃষ্টি হয়। যে স্থানে এখন নুড়ি দেখিতেছ

পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ঐ স্থানে জল ছিল বুঝিতে হইবে নচেৎ কখনও নুড়ি বিদ্যমান থাকিত না।”

এই স্থানের অধিকাংশ পথই পাহাড় কাটিয়া প্রস্তুত। নানা স্থানে বারুদের পোড়া দাগ ও তুরপুণের ছিদ্র রহিয়াছে। পথের মাঝে অতিকায় প্রস্তরখণ্ড সকল পড়িয়া পথ অবরোধ করিলে সে গুলিকে ডাইনামাইট্ দিয়া ভাঙ্গিয়া সরাইয়া ফেলা হয়। কারণ সে গুলিকে অন্য উপায়ে নড়ান ক্ষুদ্র মনুষ্যের সাধ্যাতীত। যে পাথরখানি ভাঙ্গিতে হইবে সে খানিতে প্রথমে পাথর কাটা মোটা ইস্পাতের সাবলের মত তুরপুণ (Drill) নিয়া এক বা দেড় ফুট্ গভীর ও দেড় ইঞ্চি আন্দাজ চওড়া ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে বারুদ বা ডাইনামাইট্ ভরিয়া রজ্জুতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। ইহার মহাশক্তির নিকট অচল হিমাচলকেও বিচলিত হইতে হয়।

আমরা বৈকালে ৫৷৷০ টার সময় কার্গিলের ডাকবাংলোয় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা ডাকবাংলোর চৌকিদারকে দুধ, কাঠ প্রভৃতি আনিতে বলিয়া দিয়া কুলিদিগকে গত রাত্রের ও পথের অপরিষ্কৃত বাসনগুলি মাজিতে বলিয়া দিলাম ও বিছানা প্রভৃতি খুলিতে লাগিলাম। পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামিজী ‘গনিয়া’কে সঙ্গে লইয়া নায়েব তহশীলদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন।

বালতিস্থানের রাজধানী ‘কার্গিল’ একটী বাণিজ্য-প্রধান সহর।

সহরটী প্রায় ১ মাইল লম্বা ও ½ মাইল চওড়া। সহরের চারিদিকেই পাহাড়। এই স্থানে প্রায় ৫০০ লোকের বাস। এখানে চটি, থানা, সরকারী কাছারী, ডাক ও ডাকঘর প্রভৃতি আছে। সহরটী কার্গিল নদীর তীরে অবস্থিত। কার্গিল নদীর উপর বৃহৎ লৌহের ঝোলান সেতু আছে। ইহার নাম "এডওয়ার্ডস্ ব্রীজ" ইহা ১৯০১ সালে কাশ্মীররাজ দ্বারা নির্ম্মিত। এই সেতুর উপর দিয়া 'লাদাক' ও Middle Tibet যাইতে হয়। লাদাকের রাজধানী 'লে' সহর এই স্থান হইতে ১১৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত।

কার্গিলের বাজারটী বেশ বড় ও আবশ্যকীয় প্রায় সকল প্রকার দ্রব্যই পাওয়া যায়। এই স্থানের কতকগুলি দ্রব্যের মূল্য এই প্রকার যথা:—মোম বাতি ৸০ ডজন, মাংস ৸৵০ সের, চিনি, ১৵০ সের, কেরোসিন তৈল ৸০ বোতল, পেড্রো সিগারেট /১০ প্যাকেট (অন্য কোন প্রকার সিগারেট পাওয়া যায় না) ইত্যাদি।

কার্গিল হইতে আস্‌কার্দু, লাদাক ও কাশ্মীরের দূরত্ব প্রায় সমান। কাশ্মীর হইতে যাঁহারা লাদাক বা আস্‌কার্দু যাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কার্গিল সহরে আসিয়া অন্ততঃ ১ দিন বিশ্রাম করিয়া যাইলে পথকষ্ট অনেকটা কম হয়। তিনটী প্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া কার্গিল সহরটী ঐ তিন স্থানের সওদাগর ও উৎপন্ন দ্রব্যাদিতে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে।

এই প্রদেশ এতই উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত ও ঠাণ্ডা যে, ডাল, চাল, আলু প্রভৃতি সুসিদ্ধ হইতে বহু বিলম্ব হয়। ভেড়া বা ছাগলের মাংস ৮।৯ ঘণ্টাকাল সিদ্ধ না করিলে আহার যোগ্যই হয় না। সেইজন্য এই প্রদেশে মাংস খাইতে হইলে উত্তমরূপে কিমা করিয়া কাটিয়া মাংসের বড়া ভাজিয়া লইতে হয়।

১০,০০০ হাজার ফিটের অধিক উচ্চ না হইলেও চারি দিকে চিরস্থায়ী তুষারমণ্ডিত পাহাড় থাকার দরুণ এই স্থানে দিবসে উত্তাপ গড়ে ৫০° ও রাত্রে ০° শূন্য হয়। শীতকালে পথ ঘাট সকলই বরফ পড়িয়া বন্ধ হইয়া যায় কেবল ডাক চলাচল করে মাত্র। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখানে অত্যধিক তুষার পাত হয়।

যে সকল ভ্রমনকারীরা শ্রীনগরের Joint Commissioner সাহেবের নিকট হইতে লাদাক বা আস্কাদু যাইবার জন্য Pass Port লইয়া না আসেন তাঁহাদিগকে এই স্থানের অধিক আর যাইতে দেওয়া হয় না। এখানে আসিয়া প্রত্যেক যাত্রীকেই নায়েব তহশীলদার সাহেবের সহিত দেখা করিয়া নিজ নাম, ধাম, উদ্দেশ্য প্রভৃতি বলিয়া আরো উত্তরে যাইবার অনুমতি লইতে হয়। এই নিয়মটী বিশেষ করিয়া শ্বেতাঙ্গ ভ্রমণকারিগণের জন্য প্রস্তুত। এই দেশীয়গণের জন্য তত অধিক নহে। তিব্বতীয়গণ শ্বেতাঙ্গদিগকে তাঁহাদের দেশে প্রবেশ করিতে দিতে বড়ই নারাজ। পূর্ব্বে এই প্রদেশে আসিতে চেষ্টা করায় বহু শ্বেতাঙ্গ হতাহত হইয়াছেন।

কার্গিলে নানা ধর্ম্মের লোক বাস করেন। এই স্থানে মুসলমানদিগের মস্‌জিদ ও শিখদিগের একটী মন্দির আছে ; তথায় ২।৩ জন শিখ বাস করেন। পূর্ব্বে মুসলমানগণ যখন এই প্রদেশে অত্যন্ত অত্যাচার করিতে থাকে তখন এই প্রদেশের লামারা তাঁহাদের দেবতার শরণাপন্ন হন। দেবতা স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন, "তোমরা পাঞ্জাবের শিখগুরু অর্জ্জুন সিংহকে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে বল" গুরু অর্জ্জুন সিংহকে সংবাদ দিবার জন্য লোক গমন করিল এবং তাঁহাকে সকল কথা নিবেদন করিল। গুরু অর্জ্জুন সিংহ তখন নব উত্থিত শিখ সম্প্রদায়ের অধীশ্বর, তাঁহার আজ্ঞায় সহস্র সহস্র শিখ এই প্রদেশে আসিয়া মুসলমানগণকে বিতাড়িত করিয়া দিল ও শিখরাজ্য স্থাপন করিল।

রজনী প্রভাতে আমরা 'দ্রাস' হইতে আনিত ঘোড়াগুলি পরিত্যাগ করিয়া এই স্থান হইতে নূতন ঘোড়া ভাড়া করিলাম। এই স্থান হইতে কেবল ১ পড়াও যাইবার জন্য ঘোড়া পাওয়া যায়। অন্যকার পড়াও এর জন্য প্রত্যেক ঘোড়ার ভাড়া ১৲ টাকা লাগিবে। এই স্থান হইতে 'লে' সহর পর্য্যন্ত এই নিয়ম। তবে যদি কোন 'লে'র ঘোড়া কার্গিল হইতে ফিরিয়া যাইতেছে এইরূপ পাওয়া যায় তাহা হইলে দরেও বিশেষ স্থবিধা হয় এবং প্রত্যহ ঘোড়া ভাড়া করার ঝন্‌ঝাটের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। কিন্তু 'গনিয়া' অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সেইরূপ কোন ঘোড়া পাইল না। পূজনীয়

অভেদানন্দ স্বামিজীকে দর্শন করিবার জন্য স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার, তারবাবু প্রভৃতি কয়েক জন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ডাক্‌বাংলোয় আসিলেন। তাঁহাদিগের সহিত কিয়ৎকাল কথাবার্ত্তা কহিবার পর স্বামিজী আহারাদি শেষ করিয়া পুনরায় কার্গিল হইতে যাত্রা করিলেন।

অদ্য আমাদিগকে যাইতে হইবে "মৌলবা চম্‌বা" নামক গ্রামে। ঐস্থান 'কার্গিল' হইতে ২৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। "এডওয়ার্ড ব্রীজ"টী পার হইয়া ১২০০০ ফিট উচ্চ ও দুই মাইল দীর্ঘ অধিত্যকার উপর দিয়া রাস্তা গিয়াছে। পূর্ব্বে যখন ব্রীজটী নির্ম্মিত হয় নাই তখন কার্গিল নদীর তীর ধরিয়া গমন করিতে হইত। এখনও সেই পুরাতন পথের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। অধিত্যকাটীর উপর একটীও বৃক্ষ বা ঝরণা নাই। সঙ্গে পানীয় জল লইয়া যাইতে হয়। ইহার পূর্ব্ব পার্শ্বে "রুঝ্‌লা" নামক একটী পর্ব্বতের গা দিয়া নালা নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বে বহু দূর হইতে জল আনা হইত, এখন তাহা পুরাতন হওয়ায় অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

যাঁহাদের পর্ব্বতারোহণ করার অভ্যাস নাই তাঁহারা এই উচ্চ ভূমি দিয়া যাইবার সময় বমন করেন ও অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করেন। ইহাকে Mountain Sickness কহে। ১৬।১৭ হাজার ফিট উচ্চ পাহাড়ে উঠিলে সকলেরই এইরূপ অবস্থা হয়। সামান্য হাঁপাইয়া যাইলে দম পাইতে বহু বিলম্ব হয়। অনেককে ২।৩ পা চড়াই

করিয়াই ২।৩ মিনিট বিশ্রাম করিতে হয়। কারণ উচ্চ স্থানের বাতাসে Oxygen এর পরিমাণ খুব কম থাকে এবং যতই উচ্চে উঠা যায় ততই উহা কমিতে থাকে। ২২।২৩ হাজার ফিটের উপরে উঠিলে সঙ্গে Oxygen Inhaler লইয়া যাইতে হয়। ইহাতে Oxygen থাকে। অধিত্যকাটীর নিম্নে 'সুরি' নদী প্রবাহিত ও পথ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সুরি নদীর তীরে তীরে গিয়াছে। এই পথে কিয়দ্দূর গমন করিয়া আমরা কতকগুলি ছোট ছোট ঝরণা দেখিতে পাইলাম ঝরণাগুলির জল অল্প শ্বেতাভ এবং চারিদিকের মাটীতে শ্বেতবর্ণের নানাবিধ পদার্থ সকল লাগিয়া রহিয়াছে। এই সকল ঝরণার জল পান করিতে পথপ্রদর্শক আমাদিগকে নিষেধ করিল, কারণ এই গুলির জল অত্যন্ত ক্ষার মিশ্রিত (Alkaline)। কোন কোনটীর জল এইরূপ তীব্র ক্ষাররস যুক্ত যে, তাহাতে স্নান করিলে সমস্ত শরীরে সোডার মত পদার্থ সকল লাগিয়া যায়।

এই পথে গ্রীষ্মকালে, দিবাভাগে, প্রখর রৌদ্রতাপে যখন চারিদিকের পাহাড় গুলি উত্তপ্ত হইয়া উঠে তখন ভ্রমনকারিগণ অত্যন্ত কষ্টে পড়েন। পথে কোথাও একটী বৃক্ষ নাই যে, তাহার ছায়ায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে পারা যায়। সেইজন্য সেই সময় ভ্রমণকারিগণ অতি প্রত্যুষে ও সূর্য্যাস্তের পর এই পথে গমনাগমন করিয়া থাকেন।

অন্যকার এই পথটীই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। সেইজন্য ভ্রমণকারি-

গণ অতি প্রত্যুষে কার্গিল হইতে বাহির না হইলে সন্ধ্যার সময় 'মৌলবা'য় পৌঁছিতে পারেন না। মাল-পত্র সঙ্গে লইয়া ঘণ্টায় দুই মাইল পথের অধিক গমন করা সম্ভব হয় না। ২৩ মাইল পথ গমণ করিতে (পথে বিশ্রামাদি লইয়া) ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। অর্থাৎ প্রাতে ৭টার সময় বাহির হইলে সন্ধ্যা ৭টায় পৌঁছান যায়। শেষ রাত্রে জিনিসপত্র বাঁধিয়া ও রন্ধনাদি করিয়া না রাখিলে খুব ভোরে বাহির হওয়া সম্ভব হয় না।

কিয়দ্দূর আসিয়া আমরা একটী বৃহৎ গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলাম। পথটী গ্রামের মধ্যস্থল দিয়া গিয়াছে। গ্রামের বাড়ী গুলি পাথর ও মাটী দিয়া প্রস্তুত। বাড়ীর ছাদগুলিতে মাটী লেপা। প্রায় সকল বাড়ীই দ্বিতল। পশুদিগের থাকিবার জন্য প্রত্যেক বাড়ীতেই একটী ছোট চালা আছে। শীতকালে জ্বালাইবার জন্য সকল বাড়ীর ছাদের উপর কানারির খড় ও শুষ্ক ডাল পালা সংগৃহীত আছে। প্রত্যেক বাড়ীর চারিদিকে প্রাচীর দেওয়া ও ভিতরে একটী আঙ্গিনা আছে। বাড়ীগুলিতে জানালা নাই বলিলেই হয়। পথে কে যাইতেছে বা বাহিরে কি হইতেছে দেখিবার জন্য মাত্র আধ হাত লম্বা ও চওড়া খুবরির মত গর্ত্ত আছে। প্রত্যেক বাড়ীতে ২।১টী হৃষ্টপুষ্ট কাল ও লোমশ কুকুর আছে। কুকুরগুলি দেখিতে নেকড়ে বাঘের মত, কিন্তু খুব শান্ত। গ্রামে এক স্থানে বালকগণ 'হকি' ও অন্যান্য স্থানে ঘোড়ায় চড়িয়া কয়েক জন লামা পোলো

খেলিতেছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। ইহারা বিলাতি খেলা কিরূপে নকল করিতে শিখিল! পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামিজী বলিলেন, হকি ও পোলো খেলা অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। রাজপুত রাজাদের ও মণিপুর রাজ্যের ইতিহাসে আমরা ইহার অস্তিত্ব দেখিতে পাই। প্রাচীনকালে হকির নাম হুড়কি ছিল, ভারত হইতে এই দুটী খেলা বিলাতে গিয়াছে।

গ্রামবাসীরা আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিতে লাগিল। একটী ১২।১৩ বৎসরের বালিকা কোলে একটী ২।৩ বৎসরের শিশুকে লইয়া আমাদিগকে দেখিতেছিল। আমরা তাহাকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিলাম ছেলেটী তোমার কে হয়? বালিকা হিন্দি কথা বুঝিতে না পারিয়া নীরব রহিল। তাহার নিকট একটী লামা দাঁড়াইয়াছিল, সে উত্তরে বলিল,—"উহার স্বামী"।

এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া 'গণিয়া'কে ইহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করাতে গনিয়া বুঝাইয়া দিল বালকটী তাহার স্বামীর সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভাই, অতএব বালিকার স্বামী। কারণ সাধারনতঃ তিব্বতীদের বড়ভাইএর স্ত্রী সকল ভাইয়েরই স্ত্রী হইয়া থাকে। এই প্রকারে ইহাদের প্রত্যেক স্ত্রীলোকের অনেকগুলি স্বামী থাকেন। তিব্বতে 'দেবর' বা 'ভাসুর' প্রভৃতি সম্বন্ধ নাই। ইহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রই পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হন। স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প

বলিয়াই বোধ হয় এই প্রকার সামাজিক প্রথা প্রচলিত। পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামী বলিলেন, "তিব্বতে সকল স্ত্রীলোকই দ্রৌপদীর ন্যায়। মহাভারতের সময়ে গান্ধার দেশে এই প্রথা প্রচলিত ছিল।"

তিব্বতী স্ত্রীলোকেরা কেহই পর্দ্দানসীন নহে। ভুটিয়া, খাসিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় সকলেই কঠিন পরিশ্রমী ও পুরুষদের সহিত একযোগে সকল প্রকার কর্ম্মই করিয়া থাকে।

গ্রামে একটী শস্যক্ষেত্রে ঠিক শালগমের মত গোল ও লাল রংয়ের এক প্রকার ফসল হইয়াছে দেখিয়া আমরা কৌতুহল বশতঃ 'গণিয়া'কে ঐ ফসলের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু গণিয়া যখন বলিল যে উহা মূলা, তখন আমরা বিস্মিত হইয়া উহা কিরূপ মূলা জানিবার জন্য উদ্গ্রীব না হইয়া থাকিতে পারিলাম না এবং সেই জন্য 'গনিয়া'কে উহা কিছু কিনিতে বলিলাম। খাইয়া দেখিলাম, ঠিক মূলার মতই গন্ধ বিশিষ্ট ও খুব ঝাল। এই প্রদেশের লোকেরা উহা শুষ্ক করিয়া শীতকালের জন্য রাখিয়া দেয়। কারণ, সুদীর্ঘ শীতকালে চতুর্দ্দিক ৪।৫ হাত বরফে ঢাকিয়া যায় ও কোথাও সামান্য মাটী বা ঘাস দেখা যায় না। কিছুই পাওয়া যায় না এবং কোথাও যাইবার আসিবারও পথ থাকে না। সুদীর্ঘ শীতকালটী তিব্বতীয়দের বিশ্রামের সময়। সেই সময়ে নিজেদের খাওয়া ও গৃহপালিত পশুদের খাওয়ান ব্যতীত ইহাদের আর কোন কাজ থাকে না।

কার্গিল হইতে ১৮ মাইল আসিয়া আমরা প্রথম লামাদিগের "গুম্‌ফা" ও "ছর্ত্তেন" দেখিতে পাইলাম। "গুম্‌ফা" অর্থাৎ লামাদের মঠ ও "ছর্ত্তেন" অর্থে বৌদ্ধস্তূপ বুঝায়। এই গুম্‌ফা একটী উচ্চ পর্ব্বত-গাত্রে নির্ম্মিত ও ছর্ত্তেনটী তাহার পার্শ্বে একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পাহাড়ের মাথার উপর অবস্থিত। দূর হইতে গুম্‌ফার সুন্দর প্রবেশ দ্বারটী পর্ব্বত গাত্রে খোদিত চিত্রের মত মনে হইতে লাগিল। ছর্ত্তেনটী দেখিতে ঠিক আমাদের দেশের শিবমন্দিরের ন্যায়। এই স্থান হইতে তিব্বতের সর্ব্বত্রই ছোট বড় অসংখ্য গুম্‌ফা ও ছর্ত্তেন দেখিতে পাওয়া যায়। বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল এবং আমাদের গন্তব্য স্থান এখনও অনেক দূরে রহিয়াছে বলিয়া সময়াভাবে আমরা গুম্‌ফার ভিতরে যাইতে পারিলাম না। 'গণিয়া' বলিল, ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল ভাল গুম্‌ফা আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

এই স্থান হইতে আরো ৫ মাইল পথ যাইয়া সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার অনেক পরে আমরা 'মৌলবা চম্বা' ডাকবাংলোয় আসিয়া পৌঁছিলাম। ডাকবাংলোটী গ্রামের অনেক নীচে একটী পার্ব্বত্য নদীর তীরে অবস্থিত। মৌলবা চম্বা গ্রামটী বিস্তৃত পার্ব্বত্য উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। গ্রামটী প্রায় ১ মাইল লম্বা এবং প্রায় ৫০ ঘর পাহাড়ির বাস। এই স্থানে একটী সরাই ও একটী ক্ষুদ্র দোকান আছে। তথায় প্রয়োজনীয় দুই চারিটী দ্রব্য কিনিতে পাওয়া যায়। গ্রামের মধ্যস্থলে একটী গ্রাম্য দেবতার স্থান আছে। তথায় প্রায় দেড়তালা

উচ্চ এক অতিকায় দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্ত্তি একটী বৃহৎ প্রস্তরে খোদিত আছে। মূর্ত্তিটীকে ইহারা "চম্বা" কহে। ইহা হইতেই গ্রামটীর নামকরণ হইয়াছে। মূর্ত্তিটীর এক হস্তে জপমালা, অন্য হস্তে কমণ্ডলু এবং তৃতীয় হস্তে একটী পদ্ম আছে, চতুর্থ হস্তে কিছুই নাই। পরিধানে বস্ত্র ও গলায় উপবীত। মস্তকে ক্ষুদ্র মুকুট ও পদদ্বয়ে নুপুর আছে। বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার ছিলেন বলিয়া লামারা বিষ্ণুকেও পূজা করিয়া থাকেন। মূর্ত্তির আশে পাশে কতকগুলি সাদা, নীল, লাল প্রভৃতি বর্ণের নিশান আছে। নিশান গুলিতে "হুলু হুলু রুলু হুলু হুম্ ফট্" মন্ত্রটী ছাপান আছে। প্রত্যেক লামার বাড়ীতে ও মঠে ছাপিবার সরঞ্জাম আছে। লামাদের ঘর বাড়ীগুলি অপরিষ্কার হইলেও সকলেই বেশ সঙ্গতিপন্ন ও ধার্ম্মিক।

ডাকবাংলোয় রাত্রিবাস করিয়া প্রভাতে আমরা পুনরায় যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। 'কার্গিল' হইতে আনীত ঘোড়াগুলি ত্যাগ করিয়া ইহার পরের পড়াও "বৌধ্ খর্ব্বু" গ্রামে যাইবার জন্য আমরা নূতন ঘোড়া ভাড়া করিলাম। অদ্যকার পড়াওর জন্য ঘোড়ার ভাড়া দশ আনা মাত্র। 'গণিয়া' ঘোড়াগুলিকে পরীক্ষা করিয়া লইতে লাগিল। কারণ ঘোড়াওয়ালারা অনেক সময় খোঁড়া, বৃদ্ধ বা বদ্‌রাগী ঘোড়া দিয়া দেয়। তাহাতে পথে নানাবিধ অসুবিধায় পতিত হইতে হয়।

দূরে বাস্‌গো দুর্গ। সম্মুখে আমাদের দল [পৃঃ—২৫০

ফিয়াঙ্গ গুম্ফা, দূরে তুষারাবৃত পর্ব্বত
সম্মুখে মরুভূমি [পৃঃ—২৬৩

ঘোড়াওয়ালা, ডাকবাংলোর চৌকিদার প্রভৃতিকে তাহাদের প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া স্বামিজী বেলা ৮৷৷০ টার সময় 'মৌলবা চম্বা' হইতে পুনরায় রওনা হইলেন। এই স্থান হইতে 'বৌধ্ খর্ব্বু' ১৬ মাইল উত্তর পূর্ব্ব-কোণে অবস্থিত। পথে অধিকাংশ স্থলই মরুভূমির মত শুষ্ক ও বৃক্ষ লতা হীন। চারিধারের পাহাড়গুলির মাথা বরফে ঢাকা থাকার দরুণ এই পথে অত্যন্ত শীতবোধ হইতে লাগিল। পথের দুই পার্শ্বে বৃহদাকার প্রস্তরসকল ও কাল নীল, ধূসর প্রভৃতি নানা বর্ণের পাহাড় এই পথের প্রধান দৃশ্য। 'মৌলবা চম্বা' হইতে ১০ মাইল আসিয়া "নামিখা-লা" নামক একটী ১৩ হাজার ফিট্ উচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়া রাস্তা গিয়াছে। পর্ব্বতটীর সর্ব্বোচ্চ স্থান হইতে চারিদিকের অসংখ্য পর্ব্বতরাজির দৃশ্য অতি মনোহর। এই অতি উচ্চ স্থানে গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরেও অত্যন্ত শীতবোধ হয়। প্রবল ঠাণ্ডা বাতাসে নাকের অগ্রভাগ, ঠোঁট ও গাল অত্যন্ত ফাটিয়া যায়। বাংলা দেশে শীতকালে যেরূপ সামান্য ঠোঁট ফাটে আর তাহাতে অল্প গ্লিসারিণ লাগাইলেই সারিয়া যায় এই ফাটা সেইরূপ নহে। ইহাতে ঠোঁট দুইটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায় ও নিগ্রোদের ঠোঁটের মত ফুলিয়া উঠে। কথা বলিলে, হাসিতে যাইলে এইরূপ যন্ত্রণা হয় যেন প্রাণ বাহির হইতেছে। কখন কখন তাহা হইতে রক্ত বাহির হইতে থাকে। গরম জল লাগাইলে আপাততঃ অল্প কমিলেও পরে ফাটা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়।

প্রত্যহ সর্ব্বদা Vaseline লাগাইলে যন্ত্রণা অনেক কম থাকে। সেইজন্য এই পথের ভ্রমণকারিগণের সহিত Vaseline থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই পথে কিয়দ্দূর গমন করিয়া আমরা উপত্যকাটীর মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ২।৩টী ছোট ছোট গ্রাম দেখিলাম। এই সকল গ্রামে কোনও প্রকার ফলের গাছ নাই। পথে অনেক ইয়ার্কান্দি ও "দার্দ" লোকের সহিত দেখা হইল। দ্রাস অঞ্চলের মুসলমানগণকে "দার্দ" কহে। ইহাদের নিকট হইতে আমরা কিছু খোবানি কিনিলাম। ইহাদের মাথার মধ্যস্থলটী কামান ও তার চারিদিকে লম্বা চুল ঝুলিতেছে। কামান স্থানটীর উপর ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুপি পরিয়া থাকে।

'বৌধ্ খর্ব্বু' গ্রামে প্রবেশ করিতেই পর্ব্বত গাত্রে অসংখ্য গৃহ, দুর্গ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হইল। এইগুলি এই প্রদেশের রাজা "দেলদানে"র সময় তাঁহার প্রাসাদ ও দুর্গ ছিল এবং এই স্থানেই তাঁহার রাজধানী ছিল। দুর্গের চারিদিকে পরিখা কাটা ছিল। এখনও এই পরিখায় জল বিদ্যমান আছে। তিনি খৃষ্টাব্দ ১৬২০ হইতে ১৬৪০ পর্য্যন্ত এইস্থানে রাজত্ব করেন পরে মুসলমানদের হস্তে পরাজিত হন। মুসলমানগণ তাঁহার রাজধানী চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয়।

এইস্থানে কতকগুলি ছোট বড় 'ছর্ত্তেন' দেখিতে পাইলাম।

এইগুলিতে মৃত ব্যক্তির দেহ ভস্ম কৌটায় ভরিয়া রাখা হয় ও মৃত ব্যক্তির নামে একখানি পাথরে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" মন্ত্রটী লিখিয়া ইহার উপর রাখা হয়। ছর্ত্তেনগুলির নিকট প্রায় ৪০ হাত লম্বা তিন হাত চওড়া ও চার হাত উচ্চ "মণি দেওয়াল" (Moni wall) রহিয়াছে। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড সাজাইয়া প্রস্তুত। ইহাতে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" মন্ত্রটী লিখিত আছে। কোনটীতে একবার, কোনটীতে দুইবার ও কোন কোনটীতে বহুবার ঐ মন্ত্রটী লিখিত থাকে। এই প্রস্তরখণ্ডগুলি ৬ ইঞ্চি হইতে ৩ ফিট্ পর্য্যন্ত লম্বা। পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামিজী একখানি উত্তম প্রস্তর খণ্ড বাছিয়া বাংলা দেশে লইয়া যাইবার জন্য লইলেন।

পূর্ব্বকালে লাদাকের লামা রাজারা প্রত্যেক গ্রামে এই প্রকার "মণি দেওয়াল" ও "ছর্ত্তেন" নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেন। মণি দেওয়ালগুলিকে পূর্ব্বপুরুষগণের সমাধি মন্দির ও ছর্ত্তেনগুলিকে পরমেশ্বরের স্থান বলিয়া লামারা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। এমন কি কোন লামা এইগুলির দক্ষিণ দিক দিয়া গমন করেন না, সকলেই বামদিক দিয়া গমন করেন। ইহা দেখিতে কলিকাতার রাস্তার 'Keep to the left' মনে পড়িল। পুলিশ মহাশয় মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছেন সকলেই তাহার বাম দিক দিয়া গমন করিতেছে। অবশ্য ইহা ভয়ে, আর উহা ভক্তিতে, এই যা প্রভেদ।

কোন কোন বিশেষ দিনে প্রাতঃকালে গ্রামবাসী সকলে আসিয়া এইস্থানে সমবেত হয়েন ও 'ছর্ত্তেন' গুলিকে পূজা করেন ও পূর্ব্ব-পুরুষগণকে খাদ্যাদি নিবেদন করেন, পরে সকলে মিলিয়া এইগুলিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সমস্বরে "লামালা কেপ্ শুন্ছে। কে, কে লামা ইদম্"—ইত্যাদি স্তবটী আবৃত্তি করিতে থাকেন। ইহার অর্থ "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি ইত্যাদির ন্যায়। এই সময় একজন সন্ন্যাসী লামা ইঁহাদের পুরোহিতের কাজ করিয়া থাকেন।

আমরা বেলা আন্দাজ ৫।। টার সময় "বৌধ্ খর্ব্বু"র ডাক-বাংলোয় আসিয়া পৌঁছিলাম। এই স্থানে লামাদের একটী ত্রিরত্ন বা "পরমেশরা" রহিয়াছে। আমাদের দেশের ইঁট দিয়া গাঁথা তুলসী মঞ্চের মত ইঁহারা তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিরেট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রথমটীতে কাল, দ্বিতীয়টীতে হল্‌দে ও তৃতীয়টীতে সাদা রং লাগাইয়া বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতীক নির্ম্মাণ করতঃ তাহাদের পূজা ও আরতি করেন। ইঁহারা এইগুলিকে "পরমেশরা" বলেন। 'পরমেশরা' শব্দ "পরমেশ্বর" শব্দের অপভ্রংশ। এইগুলিতে চোখ আঁকিয়া দিলে প্রথম কালটীকে হস্তপদহীন জগন্নাথ, দ্বিতীয় হল্‌দেটীকে সুভদ্রা ও তৃতীয় সাদাটীকে বলরাম মনে হয়। পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামিজী বলিলেন ঃ—"পুরীর জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতীকমাত্র হইলেও কালক্রমে উহার অর্থ অন্য প্রকার হইয়া পড়িয়াছে।"

এই গ্রামে প্রায় ৪০ ঘর লাদাকীর বাস। যে গ্রামে এতগুলি লোকের বাস এ প্রদেশের পক্ষে সে গ্রামখানি বেশ বড়। গ্রামটী পাহাড়ের নীচে একটী উপত্যকার মধ্যে প্রায় একমাইল চওড়া সমতল ভূমির উপর। এইস্থানে কোন দোকান বাজার বা ডাকঘর নাই। গ্রামের নম্বরদার ও ঠিকাদারের নিকট ঘোড়া, কাঠ, আটা, মাখন ও দুধ প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই প্রদেশে প্রত্যেক গ্রামে একজন "ঠিকাদার" বা "মণ্ডল" থাকে। কতকগুলি ঠিকাদারের উপর একজন নম্বরদার ও কয়েক জন নম্বরদারের উপর এক জন জেলাদার (দারোগা) থাকেন। এই প্রকার কয়েক জন জেলাদারের উপর একজন নায়েব তহশীলদার, কয়েক জন নায়েব তহশীলদারের উপর একজন তহশীলদার (Collector) ও কয়েক জন তহশীলদারের উপর একজন উজির বা প্রধান শাসন কর্ত্তা থাকেন। এই প্রকারে এই প্রদেশের শাসন কার্য্য সম্পন্ন হয়।

লাদাকীরা চামরি গাইয়ের শিং হইতে প্রস্তুত এক প্রকার হুঁকাতে তামাকু সেবন করেন। ইঁহাদের তামাকু শুষ্ক দোক্তা পাতার গুঁড়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইঁহারা এই সকল হুঁকা নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লন। কোন দোকানে বা বাজারে ইহা কিনিতে পাওয়া যায় না। রমণীরা তীরে বসিয়া কাঠের হাতার দ্বারা জল তুলিয়া মাটীর কলসী পূর্ণ করেন তাহা দেখিতে বড়ই কৌতুহল জনক।

ছাপ্রা জেলার এক জন মুসলমান ফকির আমাদের সহিত দেখা করিবার জন্য ডাকবাংলোয় আসিলেন। তিনি তিব্বত হইতে ফিরিয়া গতকল্য হইতে এইস্থানের চটিতে বাস করিতেছেন। তিনি অর্থাভাব বশতঃ কষ্ট পাইতেছেন জানিয়া পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামিজী তাঁহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিলেন। লোকটী প্রস্থান করিলে পর স্বামিজী বলিলেন "লোকটীকে দেখিয়া সন্দেহ হইল বোধ হয় কোন পলাতক আসামী সাধুর ছদ্মবেশে লুকাইয়া বেড়াইতেছে, নচেৎ এই কঠিন পার্ব্বত্য পথে কপর্দ্দক শূন্য ভাবে কি করিতে আসিবে ?" *

প্রভাতে স্বামিজী পুনরায় যাত্রা করিলেন। অদ্য আমাদিগের গন্তব্য স্থান "লামাউরু" নামক গ্রাম। ঐ গ্রাম এই স্থান হইতে ১৫ মাইল উঃ পূঃ দিকে অবস্থিত। ডাকবাংলোর অল্প দূর থাকিতেই তুষার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পেঁজা তুলার মত তুষার সকল বায়ু ভরে উড়িতে উড়িতে আসিয়া পরিচ্ছদ; অশ্বদেহ, পথ ও পাহাড় প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে পূর্ণ করিয়া দিল। চারিদিকে এক অপূর্ব্ব শ্বেত দৃশ্য বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার উপর স্নিগ্ধ সূর্য্য কিরণ পতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন প্রকৃতি রাণী শ্বেত বস্ত্রে

---

* বৌধ্ খর্ব্বুর উত্তর দিকে একটা উপত্যকায় 'চিগ্তান' নামক প্রাচীন দুর্গ আছে যেখানে বসিয়া চিগ্তানের সুলতান পুরীগ প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন।

আবৃতা হইয়া রৌদ্র পোহাইতেছেন। এই মনোহর দৃশ্য আর কখনও জীবনে দেখিতে পাই কি না ভাবিয়া আমরা প্রাণ ভরিয়া তুষার পাত উপভোগ করিয়া লইলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে বর্ষণ বন্ধ হইল ; আমরা জামা কাপড় ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। কাপড় কিছুই ভিজে নাই।

বোধ্ খর্ব্বু হইতে ১০ মাইল আসিয়া আমরা "ফতুলা" নামক একটী ১৩,৪০০ ফিট উচ্চ গিরিবর্ত্মের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইবার গিরিবর্ত্মটী আরোহণ করিতে হইবে। আমরা নীচেই মধ্যাহ্ন ভোজনাদি সমাপ্ত করিয়া লইলাম। কারণ পর্ব্বতের উপর পানীয় জলের একান্ত অভাব।

গিরিবর্ত্মের উপর সর্ব্বদা প্রবল শীতল বাতাস প্রবাহিত থাকায় এই স্থান এতই ঠাণ্ডা যে, সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে গরম কাপড় আবৃত থাকিলেও আমরা শীতে জমিয়া যাইবার উপক্রম হইলাম। যদি এইরূপ প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস না চলিত তাহা হইলে এত শীত বোধ হইত না। কারণ যখনই বাতাস অল্প কমিতেছিল, তখনই শীত কমবোধ হইতেছিল। দিবসে প্রায় সর্ব্বদাই এইস্থানে সূর্য্য মেঘাবৃত থাকে ও সূর্য্যকে যেন নিস্তেজ বলিয়া বোধ হয়। ছোট বড় প্রায় সকল পর্ব্বতের উপরই বায়ু অল্পাধিক প্রবাহিত থাকে। এই বায়ু থাকাতেই এই সমস্ত কষ্টকর পথে শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয় না। পুনঃ পুনঃ পর্ব্বতের পর পর্ব্বত আরোহণ ও

অবতরণের যে কষ্ট তাহা এই উন্মুক্ত বায়ুতে কিয়ৎক্ষণ থামিলেই সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া যায় ও প্রাণ নূতন শক্তিতে পূর্ণ হয়। ঈশ্বরের রাজ্যে যে স্থানে যে জিনিসটির প্রয়োজন তাহার অভাব নাই। পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল বুঝি সূর্য্যের যত নিকটে যাওয়া যায় ততই গরম বেশী বোধ হইতে থাকে কিন্তু এই অতি উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া আমাদের সে ধারণা নষ্ট হইয়া গেল।

গিরিসংঙ্কটের বিপরীত দিকে ৫ মাইলে দুই হাজার ফিট ক্রমশঃ অবতরণ করিতে করিতে আমরা "লামাউরু" গ্রাম খানি দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। আহা, কি সুন্দর দৃশ্য! যেন অপ্সরা নগরী! চারিদিকে পাহাড়। মধ্যস্থলে একটী পার্ব্বত্য নদীর তীরে গ্রামবাসীদের কতকগুলি গৃহ। কোন গৃহ পর্ব্বতের পাদদেশে, কোনটী বা পর্ব্বতের চূড়ায় আর কোনটী বা পর্ব্বতের মধ্যস্থলে। যেন ইহাই সমগ্র জগৎ। ইহার পর আর জগৎ নাই। এই বরফের ভিতর, পর্ব্বতের আশে পাশে ইহারা সুখে বাস করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর গ্রামের গুম্ফার উচ্চ চূড়াটী যেন পর্ব্বত-রাজ উন্নত মস্তকে আপন বিজয় ঘোষণা করিতেছেন।

বেলা প্রায় ৫ টার সময় আমরা গ্রামের ডাকবাংলোয় আসিয়া পৌঁছিলাম। বৈকালিক চা পান সমাপ্ত করিতেই গ্রামের মঠ হইতে একজন লামা আসিয়া আমাদিগকে তাহাদের গুম্ফা দেখিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। 'গনিয়া'কে প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি

করিতে বলিয়া আমরা লামার সহিত চলিলাম। মন্দিরটী প্রায় ১২,০০০ ফিট্ উচ্চ পর্ব্বতের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৩০ ফিট্ ও দৈর্ঘ্য উহা অপেক্ষা কিছু বেশী। ইহা পাথর, মাটী, কাঁচ ও ইঁট দিয়া প্রস্তুত। ইহার ছাদ আমাদের দেশের ছাদের মত সমতল ও চতুষ্কোণ। প্রথমে কড়ির উপর তক্তা বিছাইয়া তদুপরি শুষ্ক ঘাস ও যবের খড় রাখিয়া তদুপরি মাটী দিয়া ইহা প্রস্তুত। ছাদে ৫।৬টী কাল কাপড় দিয়া মোড়া ঝাণ্ডা (নিশান) ও ত্রিশূল আছে। ত্রিশূলগুলিতে ভেড়ার শিং ও চামর বাঁধা। ইহা ছাড়া ২টী অতিকায় "মণি চক্র" আছে। তাহা বাতাসের বেগে ঘুরিতে থাকে। মন্দিরের দরজা কাঠের নির্ম্মিত। জানালা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্য ভিতরে অত্যন্ত অন্ধকার। এমন কি দিনের বেলায়ও আলো জ্বালিতে হয়। ভিতরে এক পার্শ্বে কাঠের তাকে প্রায় ৪০০ খানি তিব্বতী ভাষায় লিখিত পুঁথি আছে। পুঁথিগুলি রেশমের কাপড়ে মোড়া। অন্য পার্শ্বে অতীশ দিপঙ্কর, পদ্ম সম্ভব, কুশাক প্রভৃতি লামা গুরুগণের মূর্ত্তি ও সাকাথুব্পা, 'থুক্জে ছিঁন্পো' * (অবলোকিতেশ্বর)

* "থুক্জে ছিন পো" অর্থাৎ পরম করুণাময়। এই দেবতা একাদশ মস্তক ও সহস্র হস্ত বিশিষ্ট ; প্রত্যেক হস্তে একটী চক্ষু আছে। মস্তকগুলি থাকে থাকে সজ্জিত। প্রথম থাকে ৩টি, ২য় থাকে ৩টি, ৩য় থাকে ৩টি ৪র্থ থাকে ১টি ও সর্ব্বোপরি ১টি অমিতাভ বুদ্ধদেবের মস্তক অবস্থিত।

তারা প্রভৃতি কতকগুলি দেবীমূর্ত্তি সাকাথুব্‌পা (শাক্য স্থবীর), শাকা মুনি (শাক্য মুনি) চেঁরে-জি (বিশালাক্ষ) প্রভৃতি কতকগুলি দেবমূর্ত্তি এবং ছোট বড় ২।৩ টী "মণি" প্রতিষ্ঠিত আছে। পার্শ্বে অপর একটী গৃহে প্রায় দেড়তলা সমান উচ্চ অবলোকিতেশ্বর, বজ্রতারা ও বুদ্ধদেবের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। মূর্ত্তিগুলি কাঠের উপর সোণা ও রূপার পাত দিয়া মোড়া ও কোন কোনটী নিরেট পিত্তলের নির্ম্মিত। "মণি"গুলি ২।৩ হাত উচ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তুপের মতন। অনেকটা আমাদের দেশের মুসলমানগণের তাজিয়ার মত দেখিতে। এইগুলিও কাঠের উপর সোণার ও রূপার পাত মুড়িয়া প্রস্তুত এবং বহু প্রকার মূল্যবান প্রস্তরখণ্ডযুক্ত। প্রত্যেক মূর্ত্তির সম্মুখে ১৩টী ছোট ছোট পিত্তলের বাটীতে পানীয় জল রাখা আছে। মূর্ত্তিগুলি টেবিলের উপর ও বাটীগুলি উহার সম্মুখস্থ বেঞ্চের উপর রক্ষিত আছে। মন্দিরের ভিতর নরক, স্বর্গ, বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেবের ১০ অবস্থা ও ৬ প্রকার গতি, যমরাজ ও লামাগুরু প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক হস্তাঙ্কিত চিত্র সকল সজ্জিত আছে ও মূর্ত্তি-

---

ইঁহার পূজায় স্নানকরা, কাপড় ছাড়া প্রভৃতি কোন প্রকার শুচি অশুচির বিচার নাই। পূজায় সন্তুষ্ট হইলে ইনি সাধককে ১৮ প্রকার সিদ্ধাই প্রদান করেন।

সাকা থুব্‌পা—ভূস্পর্শ মুদ্রা হস্ত পদ্মাসীন বুদ্ধ। শাক্যমুনি প্রচারক বুদ্ধ দাঁড়ান।

গুলির সম্মুখে নানাবিধ ঝালর ও পিছনে সুন্দর রেশমের পরদা টাঙ্গান আছে। ঘরের ভিতরের মোটা মোটা কাঠের থামগুলিতে লাল, নীল প্রভৃতি রং করা ও ছাদের কড়িগুলিতে নানাবিধ কারু-কার্য্য করা রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলির মাথার উপর ২।৩ খানি ছোট ছোট চাঁদোয়া খাটান রহিয়াছে। মেজেতে ২।৩ খানি তক্তাপোষ পাতা উহার উপর কম্বল বিছান আছে। ইহার উপরে বসিয়া লামারা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও পূজাদি করিয়া থাকেন। শাস্ত্র অধ্যয়নের সময় লামারা পুঁথি রাখিবার জন্য মুসলমানদের মত এক প্রকার "বইদান" ব্যবহার করেন। রাত্রে আরতির পর বড় লামা শাস্ত্র পাঠ করেন ও অন্যান্য সকল লামা বসিয়া তাহা শ্রবণ করেন। ইঁহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্র দুই প্রকার। কানজুর ও তানজুর। কানজুর অর্থে অনুবাদিত ত্রিপিটক গ্রন্থ ও তানজুর তাহার ভাষ্য। কানজুরে ১০৮টী পরিচ্ছেদ ও প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ১০০০ খানি পাতা আছে তানজুর ২২৫ টী পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেক পরিচ্ছদ এক একখানি স্বতন্ত্র পুঁথির মত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ইঞ্চি। উচ্চতা ও বিস্তার প্রায় ৫ ইঞ্চি। ইহার মলাট কাঠের ও তাহার উপর নানা-বিধ চিত্র অঙ্কিত আছে। তাসি-লাংপোর নিকট নারখাং নগরে ইহা ছাপা হয়। যে সকল কাঠের ছাঁচে ইহা মুদ্রিত হয় তাহা রাখিতে বড় বড় দুই খানি বাড়ীর প্রয়োজন।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত, বেলা ৯ ঘটিকা, দ্বিপ্রহর, বৈকাল ৩টা ও সন্ধ্যায়

মন্দিরে পূজা হইয়া থাকে। পূজার পূর্ব্বে শিঙ্গা ধ্বনি করা হয় তাহাতে লামারা সকলে আসিয়া মন্দিরে একত্রিত হন এবং নিজ নিজ আসন পাতিয়া নীরবে মূর্ত্তির দিকে মুখ করিয়া উপবিষ্ট হন এবং "ওঁ অর্ঘং চার্ঘং বিমনসে, উৎসুম্ম মহাক্রোধ হুং ফট্" মন্ত্রে মনের পাপ ও কলুষাদি চিন্তা করেন। পরে দ্বিতীয় বার শিঙ্গাধ্বনি হইলে সকলে সমস্বরে আরত্রিক মন্ত্র গান করিতে থাকেন ও করতাল দামামা, দোর-জে * শিঙ্গা এবং ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্য করেন। আরতির সময় ইঁহারা মাখনের প্রদীপ জ্বালিয়া দেব দেবীর সম্মুখে নড়েন। প্রায় আধ মণ পুরাতন মাখন ঘরের এক কোণে একটী বড় পিত্তলের পাত্রে রক্ষিত আছে। পাত্রটীতে নানাপ্রকার কারুকার্য্য করা ও তাহাতে দুইটী বড় বড় আংটা লাগান আছে। উহা একটী কাঠের তেপায়ার উপর স্থাপিত রহিয়াছে।

তিব্বতের রাজা ৺স্রসান্ গাম্পো (জন্ম ৬১৭—মৃত্যু ৬৯৮ খ্রীঃ) তাঁহার নেপাল ও চীন দেশীয়া ভ্রূকুটী দেবী এবং চেং বেং

---

* "দোর জে" এক প্রকার কাঁসা নির্ম্মিত ঝুম ঝুমির মত যন্ত্র। লামারা ইহাকে ইন্দ্রের বজ্র বলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস আসল 'দোর-জে' সত্য সত্যই ইন্দ্রের নিকট হইতে লাসার নিকট একটী পাহাড়ে পড়িয়াছিল। পূজার সময় লামারা ইহা দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ ও তর্জ্জনি দ্বারা ধরিয়া নাড়িতে থাকেন। তাঁহারা বলেন এই প্রকার করিলে প্রেতাত্মা সকল ভয়ে পলাইয়া যায়।

নামক দুই মহিষীর অনুরোধে বৌদ্ধ ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার প্রধান মন্ত্রী থুমি সাম্ ভোতাকে ১৬ জন অনুচরসহ ভারত-বর্ষে প্রেরণ করেন। তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে বহু সংস্কৃত ধর্ম্ম পুস্তক অনুবাদ করিয়া তিব্বতে লইয়া যান। তাঁহার পূর্ব্বে তিব্বতে কোন বর্ণমালা ছিল না ; তিনি উত্তর ভারতে লিপি দত্তের এবং পণ্ডিত সিংহ ঘোষের নিকট সংস্কৃত অক্ষরের অনুরূপ এক প্রকার মিশ্রিত বর্ণমালা শিক্ষা করেন এবং তিব্বতে, ফিরিয়া গিয়া (৬৫০ খৃষ্টাব্দে) তাহা সকলকে শিক্ষা দেন। কালক্রমে ইহাই বর্ত্তমান লামা বর্ণমালারূপে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে "বুচন" বর্ণমালা কহে।

পরে ৭৪৭ খৃস্টাব্দে তিব্বতরাজ থি স্রোং দেৎসন্ দ্বারা আহূত হইয়া পদ্মসম্ভব বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে তিব্বতে গমন করেন। তাঁহার সহিত তাঁহার পত্নী মন্দারবা ও তাঁহার শ্বশুর শান্তি রক্ষিতও তিব্বতে আগমন করেন। তাঁহার নিবাস "উদ্যান" নামক কোন স্থানে ছিল। তিনি নলন্দায় বৌদ্ধশাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন। লামারা তাঁহাকে গুরু "রিম বোছে" বলেন। তিনি তিব্বতে বহুকাল বাস করিয়া বিশেষ খ্যাতি ও সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি অর্জ্জন করিয়া তিব্বতেই দেহ রক্ষা করেন। তাঁহার ২৫ জন সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা সকলেই যোগবলে বিশেষ বলীয়ান ছিলেন।

ইহার পর রাজা রল পচনের রাজত্ব কালে (৮৪৫—৮৬০ খৃষ্টাব্দে) রত্ন রক্ষিত, ধর্ম্ম রক্ষিত, জয় রক্ষিত, জিন সেন, রত্নেন্দ্র শীল, মঞ্জুশ্রী বর্ম্মা, সুরেন্দ্র বোধি, বোধি মিত্র, ও দানশীল প্রভৃতি বহু পণ্ডিত কাশ্মীর ও উত্তর ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিব্বতে গমন করেন। তাঁহারা সকলেই মহাযান মত প্রচার করিতেন।

১০৪১ শতাব্দীর পর হইতে তিব্বতে তন্ত্র ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন শ্রীজ্ঞান অতিস দিপংকর। পূর্ব্ববঙ্গের "বজ্র যোগিনী" নামক স্থানে তাঁহার নিবাস ছিল। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণ শ্রী ও মাতার নাম প্রভাবতী ছিল এবং তিনি ৯৮০ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ভারতের নানাস্থানে ও সিংহলে বৌদ্ধ ও তন্ত্র শাস্ত্র শিক্ষা করেন। তিনি বিক্রমশিলার মহাবিহারের মোহান্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া তিব্বতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করেন। তিব্বতীয়েরা তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। তিনি ১০৫৩ খৃঃ ৭৩ বৎসর বয়সে লাসা নগরে সক্রেটাং মঠে ইহলীলা সম্বরণ করেন। তিব্বতের গুম্ফা গুলিতে তাঁহার যে সকল মূর্ত্তি রক্ষিত আছে তাহার মস্তক রক্তবর্ণ উষ্ণিষে পরিশোভিত।

মধ্য এসিয়ার পাঠান শাসনকর্ত্তা কুবলাই খাঁ তিব্বত রাজ্য জয়

করিয়া ১,২৫৯ হইতে ১,২৯৪ খৃঃ রাজত্ব করেন। তিনি সপরিবারে লামা ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তিব্বতে যাহাতে ইহার বহুল প্রচার হয় তজ্জন্য ভারতবর্ষ হইতে বহু পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করেন।

সেই সময় ১২ হইতে ১৩ শতাব্দীর মধ্যে বহু বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক প্রচারক ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে যাইয়া বাস করেন এবং নানাবিধ সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এই প্রকারে ভারত হইতে বৌদ্ধ ও তন্ত্র মত সকল তিব্বতে প্রবেশ করে এবং কালক্রমে উহা বর্ত্তমান লামা ধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে তিব্বতীয়েরা গ্রহ নক্ষত্রের উপাসক ছিলেন ও ভূত প্রেতাদিতে বিশ্বাস করিতেন।

তিব্বতীয় প্রত্যেক গৃহস্থকেই সন্ন্যাসী হইবার জন্য একটী পুত্রকে মঠে পাঠাইয়া দিতে হয়। ইহাই তাহাদের সামাজিক প্রথা। পুত্রটী মঠে আসিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ধ্যাবন্দনাদি শিক্ষা করিতে থাকে পরে মঠের অধ্যক্ষের অনুমোদিত হইলে 'লাসা'র প্রধান মঠে প্রেরিত হয়। তথায় যাইয়া কয়েক বৎসর ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ ও নানা বিষয়ে উপদেশ লাভ করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং ১২ বৎসর ১২ দিন একটী নির্জ্জন ঘরে একাকি বাস করিয়া ভগবৎ আরাধনা ও যোগ সাধন করিতে থাকে। সেই সময় কেহ তাহার সহিত দেখা করিতে বা কথা কহিতে পান না। দেয়া-লের একটী ক্ষুদ্র গর্ত্তের ভিতর দিয়া আহার্য্য ও পানীয় প্রত্যহ

তাহাকে প্রদান করা হয়। এই তপস্যায় কৃতকার্য্য হইলে তিনি "কুশাক" বা 'জগৎ গুরু' উপাধি লাভ করেন এবং একটী মঠের মোহান্ত পদে নিয়োজিত হন। তখন তাঁহার বহু শিষ্য হয়। তাঁহার পরিধানে বহুমূল্যবান পোষাক ও তাঁহার মস্তকে সোনার টুপি দেওয়া হয়।

তিব্বতীয়দের বিশ্বাস 'কুশাক' লামাগণ অধ্যাত্ম রাজ্যে বিশেষ অগ্রসর ও সিদ্ধ পুরুষ হয়। মৃত্যুর পর তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি মন্দিরে রাখিয়া প্রত্যহ পূজা করা হয়। ইঁহারা বলেন কুশাকগণ চিরকাল অমর হইয়া থাকেন এবং শরীর-ত্যাগের তারিখ ও সময় এক বৎসর পূর্ব্বে নিজ শিষ্যগণকে বলিয়া যান এবং কখনও কখনও পুনরায় কোথায় কি ভাবে জন্ম গ্রহণ করিবেন তাহাও মৃত্যুর সময় বলিয়া দেন।

এই মন্দিরের নিকট একটী দ্বিতল গৃহে প্রায় ১০০ শত জন সন্নাসী লামাগণ বাস করেন। লামাগণের উপর নানাবিধ কার্য্য-ন্যস্ত আছে। কেহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় যাইয়া নিকটস্থ গ্রামে যজমান বাড়ীগুলিতে দৈনিক পূজাদি করিয়া আসেন। কেহ বা দেবোত্তর সম্পত্তিগুলি তত্ত্বাবধান করেন। কেহ বা গ্রামে যাইয়া আপন প্রজাগণের নিকট হইতে খাজানা ও শস্যাদি লইয়া আসেন। কেহ কেহ মঠের পূজা আরতি কেহ বা রন্ধনাদির ভার প্রাপ্ত। অন্যান্য লামাগণ কেহ 'মণিচক্র' ঘুরাইয়া, কেহ ছাপার ছাঁচ (Block)

'পিতুক' গুম্ফার ছাদে স্বামিজী ও লামাগণ

চতুর্দ্দিকে তুষার [পৃঃ—২৬৩
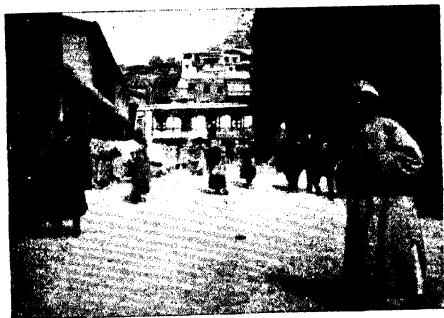
'লে' বাজার। সম্মুখে লামা ও চামরী গরু [পৃঃ—২৬৬

কুঁদিয়া কেহ কাঠের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কিম্বা সুন্দর চিত্র ..কল অঙ্কিত করিয়া দিবসের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করেন। কেহ কেহ মঠের সংলগ্ন বাগানে খোবানি প্রভৃতি গাছগুলিকে যত্ন করেন।

লামাগণ শেষ রাত্রে উঠিয়া এই প্রকার প্রার্থনা করেন যথা ঃ— "হে পরম করুণাময় গুরুদেব! আমার কথা শ্রবণ করুন! হে দয়াময় গুরু, আমাকে শক্তি দিন যেন আমি ২৫৩টী নিয়ম ঠিক ঠিক পালন করিতে পারি, যেন আমি কুৎসিৎ গীতবাদ্য বা নৃত্যে মোহিত না হই, যেন অসৎ চিন্তা বা জাগতিক ধন দৌলতের কথা আমার মনে উদিত না হয়।

"হে বুদ্ধগণ এবং ১০ দিকস্থ বৌদ্ধগণ, আমার বিনীত প্রার্থনা শ্রবণ করুন। আমি একজন পবিত্র হৃদয় সন্ন্যাসী। পশুগণের মঙ্গলের জন্যই আমার সকল শক্তি নিয়োগ করাই আমার ঐকান্তিক বাসনা। আমি আমার যাবতীয় ধন এবং শারীরিক শক্তি ধর্ম্ম-লাভের জন্য নিয়োজিত করিয়া জগতের সকল প্রাণীর কল্যাণ করাকেই আমার জীনের লক্ষ্য করিয়াছি।" ইত্যাদি—

এই প্রকার বলিবার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রটী সাতবার জপ করেন ও মণি চক্রটী ঘুরাইতে থাকেন। যথা ঃ—

"ওঁ সত্তব সম্মহা যব হুম্"

ইহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রটী তিনবার উচ্চারণ করিয়া নিজ পদদ্বয়ে থুথু প্রদান করেন, যথা ঃ—

"ওঁ খে্রকর জ্ঞানায় হ্রীঁ প্রীঁ স্বাহা"

ইঁহাদের বিশ্বাস এই মন্ত্রটী বলিয়া পদদ্বয়ে থুথু প্রদান করিলে, যে সকল কীট পদচাপে বিনষ্ট হয় সেগুলি ইন্দ্রলোকে গমন করে।

পরে শিঙ্গাধ্বনি শুনিলে সকলে নিজ নিজ ক্ষুদ্র কামরা হইতে বাহির হইয়া প্রাতকালীন উপাসনার জন্য মঠে গমন করেন।

মঠ হইতে ফিরিয়া নব উদিত সূর্য্যকে দেখিয়া লামাগণ নিম্ন লিখিত মন্ত্রটী বলিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করেন। যথা ঃ—

"ওঁ মরিচিনম্ স্বাহা"

পরে নিম্নলিখিত প্রার্থনাটী ৭ বার উচ্চারণ করেন, যথা ঃ—

"হে দেবী, শত্রু ভয়, দস্যু ভয়, বন্যজন্তু ভয়, সর্প ভয় হইতে আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।"

লামারা দিবসে ও রাত্রে ৯ বার আহার করেন; আহারের সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রটী বলিয়া বুদ্ধ, দেবতা ও পিতৃপুরুষদিগকে নিবেদন করিয়া থাকেন। যথা ঃ—

"ওঁ গুরু বর্জ নৈবেদ্য অঃ হুং।

ওঁ সর্ব্ব বুদ্ধবোধিসত্ত্ব বজ্র নৈবেদ্য অঃ হুং।

ওঁ দেব ডাকিনী শ্রীধর্ম্মপাল সপরিবার বজ্র নৈবেদ্য অঃ হুং।

লিকির গুম্ফা

লামাদের মন্দিরের একটী প্রথা আমাদের বড়ই নূতন ঠেকিল। উঁহাদের ঠাকুর ঘরের ভিতর স্বামিজী জুতা পায় দিয়া যথেচ্ছা বেড়া-ইতে লাগিলেন, ক্যামেরা লইয়া যত ইচ্ছা ফটো তুলিতে লাগিলেন, কেহ কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামিজী মন্দিরে পূজার জন্য কিছু অর্থ প্রদান করিলে পূজারী লামা আমাদি-গকে কিছু আঙ্গুর প্রসাদ প্রদান করিলেন।

পরে যে লামাটীর সহিত আমরা মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম পুনরায় তাঁহার সহিত আমরা ডাকবাংলোয় নামিয়া আসিলাম। লামাটীর নাম "লামা তেঁজিন"। তিনি একখা ন ফোটো তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন।

রাত্রে আহারাদি শেষ করিয়া মালপত্র যথারীতি বাঁধিয়া রাখিয়া আমরা শুইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় 'লামা তেঁজিন' চক্ষু দুইটী জবাফুল করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনি এত অধিক 'ছাং' পান করিয়াছেন যে, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, টলিয়া টলিয়া পড়িতেছেন। একখানি চেয়ারে তাঁহাকে বসাইয়া তিনি কি উদ্দেশ্যে এত রাত্রে আসিলেন জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি পেট কাপড়ের ভিতর হইতে একখানি ম্যাপের মত গুটান ছবি বাহির করিয়া তাহা আমাদিগকে কিনিতে অনুরোধ করিলেন ও

তার দাম ২০৲ টাকা চাহিলেন। ছবিখানিতে বুদ্ধদেব ধ্যানমগ্ন হইয়া পদ্মাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। মুখের ভাব বড় স্বাভাবিক হইয়াছে। উহা কাপড়ের উপর নানাবিধ বর্ণে অঙ্কিত। ছবিখানি লম্বায় প্রায় ২ হাত ও চওড়ায় প্রায় ১ হাত এবং পুরাতন; কিন্তু বেশ নূতনের মত রহিয়াছে। তিব্বতের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঐখানি লইবার ইচ্ছা হইলেও চোরাইমাল ভাবিয়া আমরা উহা লইলাম না। লামাজী লইবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন ও দাম কমা-ইতে লাগিলেন এবং শেষে দুঃখীত হইয়া উঠিয়া গেলেন, যাইবার সময় একথা কাহাকেও না বলিতে অনুরোধ করিলেন। পরে শুনিলাম ইউরোপিয়গণ আসিয়া এই প্রকার ছবি, বাদ্যযন্ত্র, পুঁথি প্রভৃতি পাইবার জন্য লামাদিগকে লম্বা লম্বা ঘুস দিয়া থাকেন।

প্রভাতে আমরা যথারীতি 'লামাউরু' হইতে বাহির হইলাম। অদ্য আমাদিগকে যাইতে হইবে 'নুরলা' নামক পড়াও, ঐ স্থান ১৮ মাইল উঃ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। 'লামাউরু' গ্রাম হইতে পথ বরাবর উৎরাই, প্রায় ৪ মাইল ২ হাজার ফিট ক্রমাগত নামিতে হইল। উৎরাই পথে বেশ তাড়াতাড়ি চলা যায়, এই ৪ মাইল আসিতে মাত্র এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময় লাগিল কিন্তু চড়াই হইলে ঘণ্টায় দুই মাইল অতি কষ্টে পার হওয়া যায়।

পথে একটী পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীকে ৬।৭ বার পারাপার করিতে করিতে একটী দুই ধারে উচ্চ পাহাড়বিশিষ্ট গলির মত সঙ্কীর্ণ

উপত্যকার ভিতর দিয়া আসিতে হইল। উপত্যকা হইতে বাহির হইতেই একেবারে সিন্ধুনদের বহুদূর বিস্তৃত উন্মুক্ত তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ও যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এইস্থানে সিন্ধুনদ সমুদ্রতল হইতে ৯,৫০০ ফিট উচ্চ স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তুই তিন স্থানে কাশ্মীর হইতে ইংরাজ ইঞ্জিনিয়াররা আসিয়া সোণা অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন তাহার গর্ত্ত রহিয়াছে। গর্ত্তগুলি অতি গভীর। বোধ হইল যে, তাঁহারা বিশেষ কিছু পান নাই। এইস্থান হইতে সিন্ধুনদের উপত্যকাকে ইংরাজিতে Upper Indus Valley কহে। সাহেবরা এইস্থানে নানা জায়গায় সোণার খনির অনুসন্ধান করিয়াছেন। প্রাচীনকালে এই স্থানের জলে সোণার রেণু পাওয়া যাইত। গ্রীক ইতিহাসে তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। এই স্থানে সিন্ধুনদের পরিসর মাত্র ৮।১০ হাতের অধিক না হইলেও জল খুব গভীর ও স্রোতযুক্ত এবং ঘোর নীলবর্ণ। "নীল সিন্ধুজল" বাক্যটীর যথার্থ অর্থ এতদিনে উপলব্ধি করিলাম! তীরে তুইদিকে বড় বড় পাথরের বাধা ঠেলিয়া নিজ পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে সিন্ধুকে এই স্থানে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে। অল্প কিছু দূর গমন করিয়া সিন্ধু-নদের উপর একটী লৌহের ঝোলান সেতু পার হইতে হইল। ইহাই সিন্ধুনদের উপর প্রথম সেতু। এই প্রদেশের রাজা 'নাগলুগ' দ্বারা ১,১৫০ খৃষ্টাব্দে সেতুটী নির্ম্মিত হয়। সেতুটী প্রায় ৫০ ফিট দীর্ঘ ও চারি ফিট চওড়া। একাধিক অশ্ব বা মনুষ্য এক সঙ্গে সেতুর

উপর আরোহন করিলে উহা অত্যন্ত দুলিতে থাকে, সেই জন্য এক এক জন করিয়া উহা পার হইতে হইল। সেতুটীর চার দিকেই উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, কোন পর্ব্বতে কোথাও একটি বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে না। প্রায় সমস্ত পর্ব্বতের উপরই বরফে আবৃত। একটী উচ্চ পর্ব্বত-গাত্রে মেষ পালকেরা মেষ চরাইতেছে। মেষ সকল তৃণের সন্ধানে ইতস্ততঃ ফিরিতেছে। উহাদিগকে নিম্ন হইতে পিপিলিকার সারির মতন মনে হইতে লাগিল। সেতুর অপর পারে সেতু রক্ষা করিবার জন্য একটী মাটি ও পাথরের নির্ম্মিত ব্রাগনাস্ নামক প্রাচীন দুর্গ আছে। এই দুর্গে একটী শস্যাগার (Granary) আছে, উহাতে যুদ্ধের সময়ে শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখা হইত।

এই স্থান হইতে পথ বরাবর কাঁকর, বালি ও পাথর পূর্ণ। কিছু দূর গিয়া "খালাৎসা" নামক একটী বৃহৎ গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম। গ্রামখানি লামাউরু হইতে ১০ মাইল ও নুরলা এই স্থান হইতে ৮ মাইল। গ্রামে প্রবেশ করিতেই পথের ধারে একখানি মনহারী দোকান পাইলাম, তথায় দরজির কাজও হইতেছে দেখিলাম। আমরা তথা হইতে কিছু খোবানি ও ছোট ছোট আপেল কিনিলাম এই গুলির দাম পয়সায় দুইটী হিসাবে। এইগুলি এই প্রদেশে জন্মায় না। কাশ্মীর হইতে আনিয়া রাখা হইয়াছে। গ্রামে দুই চারিটী তুঁত ফলের গাছ রহিয়াছে। এইগুলি জুলাই মাসের মাঝামাঝি ফল দেয়। খোবানি ও তুঁত গাছ প্রায় একই রকম দেখিতে।

উভয়েই অনেকটা কুল গাছের মত, কিন্তু কাঁটা নাই।

গ্রামে Moravian Mission এর এক জন পাদ্রী সাহেব বাস করেন। তিনি এই প্রদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন। পাদ্রী সাহেবের বাংলোয় একটী ছোট পাঠশালা বসে। এই প্রদেশে যদিও সকলেই তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য এই দিকে বিশেষ সিদ্ধি লাভ করিতেছে না। কারণ, মধ্যে মধ্যে অন্নবস্ত্র পাইবার লোভে যে দুই এক জন লামা বা মুসলমান তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তাহারা উক্ত প্রকার সাহায্য বন্ধ হইলেই পুনরায় স্বধর্ম্মে ফিরিয়া যায়।

গ্রামের মধ্যস্থলে উচ্চ পাহাড়ের মাথার উপর একটী বৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে উহা এই প্রদেশের রাজা নাগ্যুগের প্রাসাদ ছিল। বিগত 'বালতি' যুদ্ধে (১১৫০ খৃষ্টাব্দ) তিনি মোগল হস্তে পরাজিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হন। ঐ পাহাড়টীকে "ব্রাগ্ নাগ্" বলে।

গ্রামে ডাকঘর ও সরাই আছে। এই গ্রামের যতগুলি লামা স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকা দেখিয়াছি সকলেই হৃষ্ট, পুষ্ট ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইতঃপূর্ব্বে পরিষ্কার কাপড় পরা লামা আমাদের চোখে পড়ে নাই। সকলকে এরূপ কদর্য্য পোষাক পরিয়া থাকিতে দেখিয়াছি যে, আমাদের ধারনা হইয়াছিল বুঝি ইহারা আলখেল্লা নূতন পরার দিন হইতে যতদিন পর্য্যন্ত না উহা পুরাতন হইয়

ছিঁড়িয়া নষ্ট হইয়া যায় তত দিন আর গা হইতে খুলে না ; কিন্তু আজ আমাদের হঠাৎ সে বিশ্বাসের বিপর্য্যয় ঘটিল। ইহা কি গ্রাম খানিতে ২।১ জন ইউরোপিয়ান বাস করার ফল? 'খালাৎসা' হইতে নীমু পর্য্যন্ত যে সোজা পথটী আছে তাহা দিয়া যাইলে পথ ৯ মাইল কম হয়, কিন্তু আমরা সেটী দিয়া না যাইয়া বড় রাস্তা দিয়াই চলিতে লাগিলাম, কারণ ঐ পথ তত ভাল নহে।

গ্রামখানি অতিক্রম করিয়া আমরা পুনরায় সিন্ধুনদের ধারে ধারে পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া চলিতে লাগিলাম। দুই মাইল আসিয়া পথের ধারে একটী নুড়ি পাথর নির্ম্মিত ঘর দেখিতে পাইলাম। ঘরখানিকে "ডাক" বলে। প্রত্যেক ৪ মাইল অন্তর এই প্রকারের ঘর আছে। ডাক-হরকরারা আসিয়া ইহাতে বিশ্রাম করে ও হাত বদলায়। নিকটেই দুইটী চামরী গাই বাঁধা রহিয়াছে। উহাদের পিঠে পার্শেলের ব্যাগ বাঁধা। পিয়নরা উহাদিগকে সাস্‌পুল হইতে খালাৎসা ডাক ঘরে লইয়া যাইতেছে। পিয়নরা সব লামা। ঘরখানির দেওয়ালে ও আশে পাশে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" মন্ত্রটী লিখিত রহিয়াছে। এই পথের সর্ব্বত্রই এই মন্ত্রটী দেখা যায়। দেখিলাম কয়েকজন লামা ছেনি, হাতুড়ি লইয়া পথের উচ্চ পর্ব্বত চূড়া হইতে সিন্ধুতট পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র উক্ত মন্ত্রটী পাথরে খোদিতেছে। এইরূপ করাকে উহারা ধর্ম্ম প্রচারের অঙ্গ মনে করে।

'নূরলা' গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া আমরা একটী লাল বর্ণের ছোট মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরের গায় প্রায় ২০টী চামরি গাইয়ের শিং পোঁতা রহিয়াছে। মন্দিরটী নুড়ি, পাথর ও মাটী দিয়া তৈয়ারী। উপরে মাটী লেপা ও লাল রং করা। ভিতরে তারাদেবী প্রতিষ্ঠিত। দেবীর মন্দির প্রায়ই লাল বর্ণের হয়। পথিকরা পথ দিয়া যাইবার সময় ২।১টী পয়সা এই সকল শিংয়ের ভিতর দিয়া দেবীর পূজার জন্য ভিতরে নিক্ষেপ করেন। ইহার নিকট একটী ক্ষুদ্র 'ছর্ত্তেন' রহিয়াছে। উহাতে লাল, নীল, সাদা প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের নিশান পোঁতা আছে। নিশানগুলিতে "হুলু হুলু রুলু রুলু হুম্ ফট্" মন্ত্রটী ছাপা রহিয়াছে। লামাদের বিশ্বাস, এই মন্ত্রের বলে অনিষ্টকারী প্রেতাত্মা সকল দূরীভূত হয়। ছর্ত্তেনের চারি দিকে ৩টি করিয়া পাথর উপর উপর রাখা রহিয়াছে, এইরূপ প্রায় ১৮টী থাক আছে। ইহা ত্রিরত্নের প্রতীক।

বেলা প্রায় ৯টার সময় আমরা 'নুরলা' গ্রামের ডাকবাংলোয় আসিয়া পৌঁছিলাম। ডাকবাংলোর নিকটেই এক লামার বাড়ী অবস্থিত। আমরা একজন লামা কুলির সহিত তথায় যাইলাম। আমাদের ইচ্ছা হইল যে বাড়ীর ভিতরটী দেখিব। অনেক ডাকাডাকির পর লামাজী উপর হইতে নামিয়া আসিলেন ও "জুলে জুলে" বলিয়া আমাদিগকে প্রণাম করিলেন। আমাদের আসিবার কারণ শুনিয়া আমাদিগকে বাড়ীর ভিতর সঙ্গে করিয়া লইয়া

গেলেন। বাড়ীর নিম্নতল পাথরের টুকরা ও ২য় তল কাঁচা ইট দিয়া প্রস্তুত। আঙ্গিনা ও বারান্দা মাটি লেপা ও বারান্দার উপর কাঠের চালা, নীচের তলে ২টি বড় বড় ঘর। ঘরে ভাল আলো নাই। জানালাগুলি খুব ছোট ছোট। ঘরের মেজেও মাটি লেপা এবং তার উপর সাদা পাথরের টুকরা বসাইয়া 'বাহার' করা হইয়াছে। ঘরের ভিতরে ২টী মাটির তোলা উনান। নিকটেই ৩।৪ খানি 'খুরসি' পিঁড়ি। লামারা পিঁড়িতে বসিয়া আহার করেন। উনানের পাশে কতকগুলি শুকনা যবের খড়, পাহাড়ী কাঁটা ঝোপ্‌ড়া ও ঘোড়ার এবং চামরি গাইএর শুষ্ক পুরীষ রহিয়াছে। এইগুলি ইন্ধন। ৩।৪টী পিতল ও মাটির হাঁড়ি ও ২।৩টী কাঠের হাতা উনানের এক পার্শ্বে রহিয়াছে। একটী "চা মৌনি"ও রহিয়াছে। উহা অনেকটা আমাদের দেশের "ঘোল মৌনি" বা "ডাল মৌনির"র মত। একটী বড় বাঁশের চোঙ্গের ভিতর চা'র জল ও মাখন দিয়া উহার দ্বারা মন্থন করিতে হয়, ইহাই এই দেশের চা প্রস্তুত প্রণালী, পরে লবণ, ছাতু ও সামান্য সোডা মিশাইয়া উহা পান করা হয়। এই দেশে দুধ, চিনি দিয়া চা'র সরবৎ খাওয়ার প্রথা এখনও হয় নাই। ইহার পার্শ্বের ঘরটীতে ২জন লাদাকী স্ত্রীলোক কতকগুলি ছাগলের লোম লইয়া টেকোতে পাকাইয়া সুতা প্রস্তুত করিতেছেন, উহা দ্বারা কম্বল, লুই প্রস্তুত হইবে। কতকগুলি ঘোড়ার লোমও এক পার্শ্বে রহিয়াছে। এই

দেশে ঘোড়া ও চামরী গাইয়ের গায়ে শীতকালে লম্বা লম্বা লোম হয়। লাদাকীরা গ্রীষ্মকালে উহা কাটিয়া লইয়া দড়ি তৈয়ারী করে। দোতালায় উঠিবার কাঠের সিঁড়িটী অতি সঙ্কীর্ণ ও খাড়া। উপরের প্রথম ঘরে পূজা হয়। তথায় প্রায় ৩ হাত উচ্চ শাকাথুবার মূর্ত্তি ও পার্শ্বে থুক্‌জেছিন্‌বো এবং কতকগুলি দেবী মূর্ত্তি আছে। বেদীর সম্মুখে একখানি বেঞ্চে ৭টী প্রদীপ খোবানির তৈলে জ্বলিতেছে ও প্রায় ২১টী ক্ষুদ্র পিতলের বাটীতে পানীয় জল, ছাতু প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য দেব দেবীর উদ্দেশ্যে রাখা হইয়াছে। দ্বিতীয় ঘরটীতে একজন রোগী রহিয়াছে। এই ঘরে রোগী ভিন্ন অপর কাহাকে থাকিতে দেওয়া হয় না। যাহার অসুখ হয় তাহাকেই কেবল এই বিশেষ ঘরে আনিয়া রাখা হয়। মঠ হইতে বৈদ্য লামা আসিয়া তাহার ঝাড় ফুঁক চিকিৎসা করেন। গ্রামে একজন বৈদ্যও আছেন, তিনি কিছু কিছু জড়ি বুটীও প্রদান করেন।*

লামাজীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমরা ডাকবাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম। গ্রামের ঠিকাদার আসিয়া খবর দিল নিকটেই লামারা একটী ভেড়া কাটিয়াছে, আমরা যদি কিছু মাংস কিনিতে ইচ্ছা করি তবে সে আনিয়া দিতে পারে, কিন্তু এই প্রদেশে ভেড়া বা ছাগলের মাংস সিদ্ধ হইতে বড় বিলম্ব হয় ও অনেক কাঠ পোড়ে

* তিব্বতীদিগের রোগ, চিকিৎসা এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

বলিয়া আমরা তাহা লওয়া প্রয়োজন বোধ করিলাম না। কিন্তু বৌদ্ধ লামারা কিরূপে পশু বধ করিয়া থাকে জানিবার জন্য আমাদের কৌতুহল হইল। ঐ স্থানে গিয়া একটী সন্ন্যাসী লামাকে এ বিষয় প্রশ্ন করাতে তিনি বলিলেন, তাঁহাদের মহাযান মতে আছে—"ওঁ অবোরা নে ইর রে হুম্" মন্ত্র সাত বার জপ করিয়া পশু বধ করিলে আর কোন পাপ হয় না। 'ছাং' নামক সুরা পান সম্বন্ধে তাঁহাদের ধর্ম্মমত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, নিম্ন লিখিত মন্ত্রটী তিনবার বলিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে সুরা নিবেদন করিয়া পান করিলে কোন দোষ হয় না। যথা ঃ—

"হে ত্রিরত্ন (বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ) আমি ও আমার সকল আত্মীয় স্বজন জন্ম জন্মান্তরে কখনও তোমা হইতে যেন ভিন্ন না হই। তোমার আশীর্ব্বাদ সুরাতে পতিত হউক!"

ডাকবাংলোয় রাত্রিবাস করিয়া প্রাতে পুনরায় বাহির হওয়া গেল। অদ্যকার গন্তব্য স্থান 'সাস্‌পুল' নামক গ্রাম।

'মুরলা' হইতে এই গ্রাম ১৪½ মাইল, কতকগুলি যবের ক্ষেত্রের উপর দিয়া আমরা যাইতে লাগিলাম। ক্ষেত্রের সব শস্য কাটিয়া উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে ও পুনরায় খোঁড়া হইতেছে। এই প্রদেশে লাঙ্গল নাই। ছোট ছোট কোদালির মত অস্ত্র দিয়া মাটী খোঁড়া হইয়া থাকে। যবগুলি শীতের প্রারম্ভেই বুনিয়া দেওয়া হয়। অঙ্কুর অল্প অল্প বাহির হইতে না হইতেই বরফ পড়িয়া

ক্ষেত্র ঢাকিয়া যায় ও অঙ্কুরগুলি সেই অবস্থায় বরফ চাপা পড়িয়া থাকে। পুনরায় বসন্তকালে (এপ্রেল, মে মাসে) বরফ গলিতে আরম্ভ হইলে ঐগুলি বাড়িতে থাকে এবং শীঘ্রই পুর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। নচেৎ, বরফ গলিলে মাটী খুঁড়িয়া যব বুনিতে বহু বিলম্ব হইয়া যায় ও দ্বিতীয় বার চাষ করিবার সময় থাকে না। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঝরণা হইতে জল সেচনের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। ক্ষেত্রে সার দিবার বিশেষ বন্দোবস্ত নাই। কারণ ঘোড়ার বা চামরি গাইএর গোবর এই প্রদেশের সাধারণ গৃহস্থের একমাত্র ইন্ধন।

যে সকল গ্রামবাসী ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেছে, তাহাদের সকলের মুখের ঢং এরূপ নহে। কতকগুলির মুখ আধা চীনে বা মোঙ্গলীয় ভাবের অর্থাৎ নাক চেপ্টা ও চোক ছোট ছোট, বাকি গুলির সম্পূর্ণ ভারতীয়গণের মত। ইহাদিগকে দেখিয়া আমাদের ধারণা হইল যে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া এই দেশে বাস করিয়াছিলেন। ইতিহাসের ঘন অন্ধকার বিদূরিত করিয়া কে সেই সত্য নিরূপণ করিতে এক্ষণে সক্ষম হইবে।

ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা কুলা দিয়া বাতাসের সাহায্যে যব হইতে ধূলা মাটি আলাদা করিতেছে ও এক প্রকার পাহাড়ী সুরে গান করিতেছে। সকলেই বেশ স্ফুর্ত্তিযুক্ত ও চট্‌পটে। নিকটে কতকগুলি গাই চরিতেছে। সেগুলিকে দেখিতে ঠিক চামরী গাইয়ের মতই কিন্তু চামরী গাইয়ের অপেক্ষা ইহাদের লেজ লম্বা,

এইগুলি চামরী ও ভারতীয় গাইএর মিশ্রনে উৎপন্ন ; চামরী ১০ হাজার ফুট অপেক্ষা কম উঁচু স্থানে বাঁচে না কিন্তু এইগুলি অনেক নীচেও থাকিতে পারে। মাঠটী পার হইয়া আমাদিগকে প্রায় ৫০।৬০ হাত নীচুতে নামিয়া একটী ভগ্ন সেতু অতি সাবধানে পার হইতে হইল। মধ্যে মধ্যে দেশের রাজা যে পথে বাহির না হন সে সকল পথে কেবল প্রজাগণের সুবিধার জন্য রাজকর্ম্মচারীরা কোন দেশেই বিশেষ যত্ন লন না। কাশ্মীররাজ কখনও এই প্রদেশে আসেন না। তাই পথগুলি একরকম মোটামুটি ধরণের, বিশেষ ভাল নহে। নদীটী পার হইয়া একটী অধিত্যকার উপর দিয়া যাইতে লাগিলাম। অধিত্যকাটীর দৃশ্য অতি মনোহর। পথের দুইধারের পাহাড়ের গায়ে লাল, হলদে, সবুজ প্রভৃতি নানা রংয়ের কাঁটা ঘাস থাকাতে পাহাড়গুলির দৃশ্য অতি মনোহর হইয়াছে। পথটী বরাবর সিন্ধুনদের তীরে তীরে গিয়াছে। জনাকীর্ণ সহরে যেরূপ পথের দুই পার্শ্বে অসংখ্য অট্টালিকা, শত শত পথিক, নানাবিধ গাড়ী, ঘোড়া প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে পথিক আনন্দের সহিত চলিতে থাকে তদ্রূপ এই প্রদেশও অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী, তুষার নদী, ঝরণা, জল-প্রপাত, প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে আমরা আনন্দে চলিতে লাগিলাম। কিয়ৎদূর আসিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হইল। পথও এই স্থানে খুব বিপদজনক ও কষ্টকর। অন্যকার পথ যেরূপ খারাপ তাহাতে তেজস্বী ঘোড়া

সঙ্গে লইতে নাই, এই কথা পথ প্রদর্শক পূর্ব্বেই আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছিল। তাই 'নুরলা' হইতে ঘোড়া শান্ত ও বলবান বাছিয়া লইয়াছিলাম।

বেলা প্রায় ৪॥ টার সময় আমরা 'সাসপুল' গ্রামে প্রবেশ করিলাম। গ্রামখানি বেশ বড় ও অনেক বিশিষ্ট ভদ্র লোকের বাস। অধিকাংশই বৌদ্ধ। মুসলমান খুব কম। গ্রামখানির লোক সংখ্যা প্রায় শতাধিক। গ্রামে ডাকবাংলোটী দ্বিতল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর ভাবে সজ্জিত। পার্শ্বেই একটী ধর্ম্ম-শালা অবস্থিত। এখানে কোন দোকান না থাকিলেও গ্রামে ঠিকা-দার ও নম্বরদারের নিকট প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রায় সবই পাওয়া যায়। আমরা কিয়ৎকাল বিশ্রামাদি করিবার পর এই স্থানের স্থিয়াজিয়া পুগ নামক প্রাচীন মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাইলাম্। উহা ১১,১৮০ ফিট্ উচ্চ একটী পর্ব্বতের মস্তোকোপরি নির্ম্মিত। মঠটী প্রায় ৪০০ বৎসরের পুরাতন। পূর্ব্বে শতাধিক পুরোহিত এই স্থানে বাস করিতেন। ১০টী ভিন্ন ভিন্ন ঘরে সুবর্ণ নির্ম্মিত নানাবিধ দেব দেবীর পূজা হইত। মন্দিরের ভিতরের যাবতীয় দেওয়াল নানাবিধ হস্তাঙ্কিত চিত্রে পূর্ণ ছিল। বিদ্যার্থী লামাদের ঘর ধর্ম্মশালা প্রাঙ্গন প্রভৃতি লইয়া প্রায় ২৫০ শত গজ ব্যাপী স্থানে মঠটী অবস্থিত ছিল।

পরে এই প্রদেশের রাজা দেলেগ্‌স্ নামজলের সহিত (১৬৪০

—১৬৮০ খৃষ্টাব্দ) বালতিস্থানের মুসলমানগণের যে ভীষণ যুদ্ধ হয় তাহাতে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক এই মঠটী ধ্বংস হয়।

এখনও প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে ঐ স্থানে যে মেলা হয় তাহাতে বিগত বাল্‌তি যুদ্ধের সং দেখান হয়। কতকগুলি লোক বাল্‌তি মুসলমান ও কতকগুলি রাজা দেলেগের সৈন্য সাজিয়া একটী বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর উঠিয়া নকল যুদ্ধ করিতে থাকে। কথিত আছে, ঐ প্রস্তরখণ্ড বাল্‌তিরা নাকি যুদ্ধের সময় পাহাড়ের উপর হইতে নিম্নে ফেলিয়াছিল।

বর্ত্তমানে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী লামা কয়েকজন পুরোহিত লামা সমেত এই স্থানে বাস করেন, তাঁহাদের বাসের জন্য একটী নূতন মঠ তথায় নির্ম্মিত হইয়াছে। পাহাড়ের নীচেই একটী দ্বিতল বাড়ীতে একজন বিবাহিত সন্ন্যাসী লামা (শাশ্‌ কুশাক্‌) পরিবার লইয়া বাস করেন।

'সাসপুল' গ্রামের দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য স্থান "আল্‌চি" নামক একটী প্রাচীন গুম্‌ফা। গ্রাম হইতে সিন্ধুনদের উপরস্থ পুলের উপর দিয়া ২ মাইল যাইলেই ঐ গুম্‌ফায় পৌঁছান যায় গুম্‌ফাটীও এই সেতু রাজা সেংগি নাম জলের সময় (১৫৯০—১৬২০ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হয়। গুম্‌ফাতে কাশ্মীরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। নানাবিধ সূচীকার্য্য করা মূল্যবান ও দুস্প্রাপ্য শাল, আলোয়ান ও ফুল, লতা পাতাকাটা সুন্দর কাঠের সামগ্রী কাশ্মী-

দূরে 'লে' প্রাসাদ ও গুম্ফা। সম্মুখে বাজার [পৃঃ—২৬৯
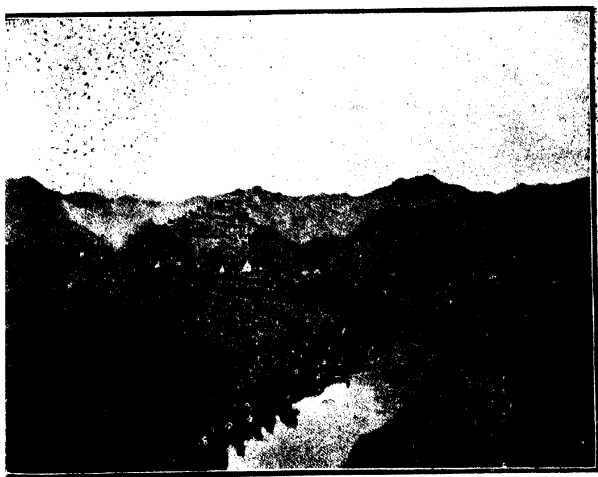
হিমিশের পথে পাহাড়ের উপর ত্রিত্‌শ গুম্ফা ; সম্মুখে পয়ঃ প্রণালী [পৃঃ—২৭২

রের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করাইয়া দেয়। এইগুলি প্রায় হাজার বৎসরের পুরাতন।* এই সকল ব্যতীত আল্‌চি গুম্‌ফার পাঠাগার, দেব দেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতিও দেখিবার জিনিস।

রজনী প্রভাতে আমরা 'সাসপুল' হইতে "নীমু" যাত্রা করিলাম। গ্রাম হইতে ৪ মাইল আসিয়া আমরা একটী পথ পাইলাম। পথটী দিয়া ৪ মাইল পশ্চিম দিকে যাইলে বিখ্যাত "লিকির" গুম্‌ফায় যাওয়া যায়। আমাদের অদ্যকার গন্তব্য স্থান মাত্র ১১॥ মাইল, সুতরাং 'লিকির' দেখিয়া আসিবার যথেষ্টই সময় আছে জানিয়া 'লিকির' গুম্‌ফার দিকে যাইতে লাগিলাম। পথে নানা স্থানে মাটীর তলায় নানাবিধ খনিজ পদার্থ আছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কারণ, এক স্থানের মাটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও পাথুরিয়া কয়লার গন্ধবিশিষ্ট, আর এক স্থানের উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট, উহাতে অভ্র মিশ্রিত আছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, অন্য এক স্থানে তীব্র কেরোসিন তৈলের গন্ধ পাইতে লাগিলাম, আমরা মনে করিতে লাগিলাম বুঝি কুলি হারিকেনটী উল্টাইয়া ফেলিয়াছে তাহাতেই এই প্রকার গন্ধ আসিতেছে কিন্তু অনুসন্ধানে জানিলাম 'হারিকেন' লাণ্টান ঠিকই আছে। যাই হোক, এই সকল স্থানে কোন মুল্যবান পদার্থ থাকা না থাকা জগতের লোকের পক্ষে সমানই, কারণ, এই সকল স্থান হিমালয়ের পর পারে অবস্থিত।

---

* কয়েকখানি প্রাচীন সূচীকার্য্য করা মনোহর শাল, আলোয়ান শ্রীনগরের লালমণ্ডি যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

ক্রমে আমরা 'লাকর' গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, একটী শুষ্ক খাল পার হইয়া আমরা ঐ গ্রামের সীমান্তে প্রবেশ করিলাম। বসন্তকালে যখন চারিদিকের বরফ সকল গলিতে আরম্ভ হয় তখন চারিদিক দিয়া ঐ বরফগলা জল নদী আকারে প্রবাহিত হইয়া নদীতে গিয়া পড়ে। সেই সময় নানাস্থানে খালের সৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে যখন আর কোথাও বরফ থাকে না, সব গলিয়া শেষ হইয়া যায় তখন এই সকল খাল শুকাইয়া যায়।

গ্রামখানিতে (১০।১৫ ঘর) লামার বাস। চারিদিকে ছোট বড় কয়েকটী পাহাড়ের মধ্যস্থলে একটী আধ মাইল লম্বা সমতল ক্ষেত্রে গ্রামখানি অবস্থিত। সামান্য কয়েক খানি যবের ক্ষেত্রও গ্রামে রহিয়াছে। তিন চারিটী ছোট বড় ছর্ত্তেন ও একটী পাহাড়ের মাথার উপর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গুম্ফা গ্রামের প্রধান দৃশ্য। গ্রামখানির নাম হইতেই গুম্ফাটীর নামকরণ হইয়াছে। বড় গুম্ফাটী গ্রাম হইতে প্রায় ১ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

গ্রামটী পার হইয়া আমরা একটী ঝরণার ধারে ধারে চলিতে লাগিলাম। ঝরণাটী বেশ বড় ও উহার গর্ভ অসংখ্য নুড়ি পাথরে পূর্ণ। ইহার জল ঈষৎ নীলাভ ও খুব শীতল, ইহার স্রোতও অতি প্রখর। চারিদিকে বৃক্ষ, লতা, তৃণ-হীন পাহাড়। আমরা কখনও পর্ব্বত বক্ষে কখনও বা কাঠের পুলের উপর দিয়া নদীটী পার হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ক্রমে 'লিকির' গুম্‌ফা সুস্পষ্টরূপে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। আহা কি মনোহর দৃশ্য! যেন রজত কিরীটধারী গিরি-রাজ বিশাল দেহ উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন! তাহার পশ্চাতেই একটী অতি উচ্চ (প্রায় ২৬,০০০ ফিট) পর্ব্বতের উপর-স্থিত তুষার-নদী যেন শিবের জটার মত পড়িয়া রহিয়াছে! 'লিকির' গুম্‌ফার ঠিক নীচেই আমরা আসিয়া ঘোড়া হইতে নামিলাম। বৃহৎ চড়াই করিতে হইবে বলিয়া নদী তীরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম ও "থার্ম্শ বোতল" হইতে কিছু গরম চা পান করিয়া লইলাম। এত পথ আসিয়া আমরা খুব তৃষ্ণার্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ইচ্ছা হইতেছিল ঝরণার সুশীতল জল কিঞ্চিত পান করিয়া তৃপ্ত হই। কিন্তু পথ প্রদর্শক নিষেধ করিয়া বলিল, পার্ব্বত্য পথে চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইলে কখনও ঝরণার বরফগলা ঠাণ্ডা জল পান করিতে নাই, উহাতে পেটে ঠাণ্ডা লাগিয়া Hill diarrhoea (পেটের অসুখ) হইবার সম্ভাবনা; শুধু তাহাই নহে, অনেকে এইরূপ করিয়া নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়া এই সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশে চিকিৎসার অভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! পথে সর্ব্বদা গরম করা জল পানের জন্য সঙ্গে রাখা ভ্রমণকারী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

লিকির পাহাড়ের মাথার উপর হইতে একজন প্রহরী লামা আমা-দিগকে লক্ষ্য করিতে ছিল। আমরা তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে জানাইয়া দিলাম আমরা ভ্রমণকারী, লিকির গুম্‌ফা দেখিবার জন্য কাশ্মীর হইতে

আসিয়াছি। পরে মালপত্র সব কুলি ও পথ প্রদর্শকের জিম্মায় রাখিয়া পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামিজী অশ্বারোহণে লিকির পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিলেন। পথ বেশ সরল; তবে খাড়া চড়াই বলিয়া উঠিতে উঠিতে বসিবার জিনটী ঘোড়ার লেজের দিকে সরিয়া আসিতে লাগিল। মাঝে মাঝে ঘোড়া থামাইয়া তাহা ঠিক করিয়া দিতে হইল। চড়াইএর পথে ঘোড়া লইয়া একরকম যাওয়া চলে কিন্তু উৎরাই করিবার সময় একেবারে জিন সমেত ঘোড়ার গলার উপর আসিয়া পড়িতে হয়। তাই স্বামিজী পদব্রজে নামিবেন ঠিক করিলেন।

লিকির পর্ব্বতটী প্রায় ১৪,০০০ ফিট উচ্চ। ইহার মাথার উপর বেশ সুন্দর একটী অধিত্যকা বর্ত্তমান। উহা লম্বায় প্রায় আধ মাইল। চারিদিকে বেদ, সফেদা, শেও প্রভৃতি বর্‌ফান মুলুকের নানাবিধ গাছ। ঝরণাগুলির জল মাঝে মাঝে জমিয়া বরফ হইয়া রহিয়াছে। গ্রীষ্মকালেই এই অবস্থা, শীতকালেতো কথাই নাই! কোথাও এক বিন্দু জলের মুখ পর্য্যন্তও দর্শন করিবার যোটী থাকে না, সমস্ত জমিয়া বরফ হইয়া থাকে। জলের প্রয়োজন হইলে একটুকরা বরফ হাঁড়িতে রাখিয়া উনানের উপর গলাইয়া লইতে হয়।

পাহাড়ের উপর গুম্‌ফাটী ব্যতীত ২।৩ ঘর গৃহস্থেরও বাস আছে। গৃহস্থদের কতকগুলি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লোমযুক্ত বেঁটে ছাগল ইত-

স্ততঃ চরিতেছে। এইগুলি দেখিতে অতি সুন্দর, ঠিক ভেড়ার ছানার মত। গৃহস্থদের ভাল্লুকের মত কুকুরগুলী আমাদের দেখিয়া উচ্চ চীৎকারে পাহাড় ফাটাইতেছিল। সৌভাগ্যের বিষয় সেগুলি বাঁধা ছিল। একে একে তিনটী তোরণ পার হইয়া আমরা সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলাম। গুম্‌ফাটী রক্ষা করিবার জন্য পথে মাঝে মাঝে এই তোরণগুলি নির্ম্মান করিয়া রাখা হইয়াছে। এইগুলি পাথর ও মাটী দিয়া প্রস্তুত। প্রায় ১৫০ শত পাথরের সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া আমরা প্রধান তোরণটীর ভিতর দিয়া গমন করিতে লাগিলাম ও ক্রমে গুম্‌ফার দরজায় আসিয়া পৌঁছিলাম। এতক্ষণ চতুর্দ্দিক হইতে লামারা আমাদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। নিকটেই একটী যবের ক্ষেত্রে এক জন বৃদ্ধ লামা কাজ করিতে ছিল, সে আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিল ও মঠের মোহান্তের নিকট খবর দিতে গমন করিল। আমরা এত পথ ক্রমাগত চড়াই করিতে করিতে (প্রায় ১ মাইলে ৩ হাজার ফিট্) হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘোড়া দুইটীকে নিকটে বাঁধিয়া, একটী পাথরের উপর কিঞ্চিত বিশ্রাম করিলাম। অল্পক্ষণ পরেই প্রায় ২৫ জন সন্ন্যাসী লামা আসিয়া স্বামিজীকে "জুলে জুলে" (প্রণাম) বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন ও ভিতরে লইয়া যাইয়া বড় হল ঘরে ঢুকিলেন। হলটী অতি উৎকৃষ্ট-রূপে সাজান ও নানাবিধ দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। ঘরটী

লম্বা ও চওড়ায় আন্দাজ ২০ × ২৩ ফিট্, উচ্চতায় প্রায় ১২ ফিট্। মেজেতে নামদা ও লুই পাতা। তদুপরি কাঠের বইদান; ছাপা পুঁথি, এবং কতকগুলি বাদ্যযন্ত্র রহিয়াছে এবং দুই খানি ছোট বেঞ্চ পাতা রহিয়াছে, তার উপর ছাতু ও লবনের পাত্র রক্ষিত আছে। বেঞ্চ গুলির সম্মুখে মোটা গদি পাতা, তথায় প্রধান লামা উপবেশন করেন। ঘরের চারিদিকে সিল্কের লাল, নীল প্রভৃতি নানা রঙ্গের পর্দ্দা ঝুলান আছে। ঘরের থামগুলিও নানা বর্ণের চাদরে ঢাকা। ছাদের কড়িগুলি নানাবিধ কারুকার্য্যে পূর্ণ। দেওয়ালে ও থামে প্রায় ৫০ খানি ম্যাপের মত ছবি খাটান। সকল গুলিই হাতে আঁকা ও ধর্ম্ম বিষয়ক। ঘরে "গেদুন গ্রুব" প্রভৃতি প্রধান প্রধান 'গ্যাল-বা-রিণ পোছে' বা দালাই লামার প্রতিমূর্ত্তি আছে *। এই মূর্ত্তি-গুলি দেখিলে কারিকরকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। মূর্ত্তি গুলির মুখের ভাব অতি প্রশান্ত ও উদারতাব্যঞ্জক।

---

* গেদুন গ্রুব (জন্ম ১৩৮৯ ও মৃত্যু ১৪৭৩ খৃঃ) গ্যাল-বা-রিণ পোছে উপাধি গ্রহণ করিয়া প্রথম 'দালাই' লামা হন। আজ পর্য্যন্ত সকল দালাই লামাগণ উক্ত প্রকার উপাধি লাভ করিয়া থাকেন। লামাদের বিশ্বাস বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর (চেনরেঁজী) যখন মানুষের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি স্বীয় শরীর হইতে একটী অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকাশ করিয়া তাহা সেই মানুষের দেহে মিশাইয়া দেন, যাহাতে সেই মানুষের দেহে দেব ভাবের আবির্ভাব হয়। 'তাসি' লামা-গণ চেন্‌রেঁজীর পিতা অমিতাভের অবতার বলিয়া পূজিত হন।

এইগুলির মধ্যস্থলে একটী "মেনদোং" বা স্মৃতিস্তুপ রক্ষিত আছে। এই গুলিতে বিখ্যাত লামা গুরুদিগের চুল, নখ, অস্থি প্রভৃতি দেহাবশেষরক্ষিত আছে। এই গুলি রৌপ্য, স্বর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তর-খণ্ড দিয়া প্রস্তুত। এই সকল ব্যতীত অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি নানা স্থানে সজ্জিত। সে গুলির মুখের আকৃতি এক ছাঁচের নহে কোনটীর চীনা, কোনটীর মোঙ্গলীয় ও কতকগুলির আর্য্যদের মত।

মূর্ত্তিগুলির সম্মুখে বেঞ্চের উপর প্রায় শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাটিতে জল রহিয়াছে। অন্য পার্শ্বে কতকগুলি ছোট ছোট পিতলের দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পুরাতন জুতা, জামা, পাগড়ি প্রভৃতি কোন কোন লামা গুরুর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ সঞ্চিত রহিয়াছে। তথায় যে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে তন্মধ্যে বজ্রপাণি, লোকেশ্বরী, বজ্রতারা, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য।

পার্শ্বের ঘর অতিকায় শাকাথুবা, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি ও নানাবিধ পূজার উপকরণে পূর্ণ। ঘরটী ঘোর অন্ধকার ও জানালাশূন্য। একজন লামা মাখনের প্রদীপ জ্বালিয়া মূর্ত্তিগুলির মুখের নিকট ধরিয়া ধরিয়া আমাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন। প্রত্যেক মুখখানি করুণা ভাবপূর্ণ ও অতি রমণীয়। ভিতরে দুই পার্শ্বে কাঠের তাকে প্রায় ২৫০ শত পুঁথি নেকড়া জড়ান রহিয়াছে। অন্য ঘরে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় ৩।৪ শত পিতলের দেবদেবীর মূর্ত্তি বড় কাঠের থাকে সজ্জিত রহিয়াছে। এই ঘরের বাহিরের দেওয়ালে হাতে আঁকা

লাসা, পোতালার প্রাসাদ, বুদ্ধদেব প্রভৃতির ছবি রহিয়াছে। ছবি গুলি অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত। মঠস্থ লামাদের অনেকেই চিত্রাঙ্কণে বিশেষ পটু। ইহার পার্শ্বের ঘরটী অতি ক্ষুদ্র ও প্রবেশ দ্বার খুব ছোট, মাথা হেঁট করিয়া ঢুকিতে হইল। ঢুকিয়া যা দেখিলাম তাহাতে মাথা ঘুরিয়া গেল! প্রায় দেড় শত খাপযুক্ত তলোয়ার, ২০।২৫ খানি ঢাল, ৮।৯টী তিব্বতি বন্দুক, কতকগুলি ছোরা ও মধ্যস্থলে একটী সোণার সিংহাসনে সোণার বুদ্ধমূর্ত্তি! যে রথে সিংহাসন স্থাপিত তাহাও সোণার (গিল্টি করা বোধ হইল)। ঘরের দুই কোণে দুইটী কাল পাথরের কলসি রহিয়াছে। অনুমানে বোধ হইল, উহাতে গুপ্তধন সঞ্চিত আছে।

ঐ গুপ্ত ঘরটী হইতে বাহির হইয়া আমরা ছাদের উপর বেড়াইতে লাগিলাম। এই অতি উচ্চ স্থান হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতে লাগিল। দূরে কারাকোরাম পর্ব্বতমালা দেখা যাইতেছিল। উহার সর্ব্বাঙ্গ তুষারে ও বরফে মণ্ডিত সম্পূর্ণ সাদা। একজন লামা আমাদিগকে দূরে "তে-সি" বা কৈলাস পর্ব্বত মালা, "পো-ছুং" বা ক্ষুদ্র তিব্বত প্রদেশ এবং পশ্চিমে "সেংগে খব্ব্" বা সিন্ধুনদ দেখাইয়া দিলেন। কথাবার্ত্তার বড়ই অসুবিধা হইতেছিল কারণ লামাজী—(যিনি আমাদিগকে সকল দেখাইয়া বেড়াইতে ছিলেন) তিনি হিন্দী অতি অল্পই জানিতেন। তিনি ব্যতীত মঠস্থ অন্য কেহ হিন্দী আদৌ বুঝিতেন না

এই সঙ্ঘারামের ধন, রত্ন ও সম্পত্তির গৌরব মধ্য তিব্বতের্র 'হিমিস' গুম্ফার পরেই। কোন সাধু সন্ন্যাসীদের মঠে যে, এতগুলি অস্ত্র ও এত অধিক ধন রত্ন থাকে তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

রাজধানী লে

কিয়ৎকাল পরে পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামিজী পূজারী লামার হস্তে কিছু মুদ্রা দিয়া মন্দিরে দেবদেবীর পূজা দিতে অনুরোধ করিলেন। পরে আমরা সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যথাসময়ে নীচে আমাদের দলে আসিয়া পৌঁছিলাম।

কিছুকাল বিশ্রাম করার পর আমরা নীমুর দিকে অগ্রসর হইলাম। অল্পদূর যাইয়া ঝরণার তীর ত্যাগ করতঃ আমরা একটী অধিত্যকার উপর বালি ও কাঁকরপূর্ণ পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। তাহা পার হইয়া একটী পাহাড়ের উপর উঠিয়া তাহার বিপরীত দিকে নামিতেই 'বাস্‌গো' সহরের ভগ্নাবশেষের দৃশ্য সকল আমাদের নয়নগোচর হইল। সহরটীর অদ্ভুত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও দৃশ্য নিমিষে দর্শকের মন হরণ করে। আহা, কি অতুলনীয় সৌন্দর্য্য-রাশি! ইচ্ছা হয় যেন চিরদিনের জন্য মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া রাখি। বিখ্যাত 'বাস্‌গো' সহর ঐতিহাসিকগণের চির আদরের স্থান। এই প্রদেশের সকল সময়ের উন্নতি, অবনতি, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সন্ধান এই স্থানের ইতিহাস আলোচনায় অতি

সহজে লাভ করা যায়। ক্রমে আমরা 'বাস্‌গো' সহরের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

গ্রামের মধ্যস্থলে বহু শৃঙ্গযুক্ত দুইটী পাহাড়। তাহার উপর প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। পাহাড় দুটীর পাথর ঈষৎ উজ্জ্বল ধূসর বর্ণের। পাহাড়ের উপরে সুমিষ্ট জলের ২।৩টী ঝরণা প্রাচীনকাল হইতে এখন পর্য্যন্তও বর্ত্তমান রহিয়াছে। পাহাড়টীর তলায় 'লে'র British Joint Commissioner সাহেবের বাগান বাড়ী। বাগানের ভিতর তাঁবু খাটাইয়া থাকিবার অতি উত্তম স্থান রহিয়াছে। যে কেহ আসিয়া তথায় থাকিতে পারেন; কিন্তু বাংলোটীতে অন্য কেহ থাকিতে পান না।

প্রায় আড়াই মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া স্থান ব্যাপিয়া একটী বিস্তীর্ণ উপত্যকার মধ্যে বর্ত্তমান বাস্‌গো সহর অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় শতাধিক। সকলেই কৃষিজীবী। স্থানটী বেশ উর্ব্বর বলিয়া সকলেই সঙ্গতিপন্ন। এই স্থানের সকলেই বৌদ্ধ, মুসলমান নাই। এই গ্রাম "সেংগে নামজাল"* (১৫৯০—১৬২০ খৃঃ) বংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। সেই সময় ইহা এই প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সহর বলিয়া পরিগণিত হইত। ১৩৮০ হইতে ১৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীররাজ প্রতিমাভঙ্গকারী সেকেন্দর খাঁর অত্যাচারে বাল্‌তিস্থানবাসী লামাগণ প্রাণ ভয়ে মুসল-

* সেংগে—সিংহ

মান ধর্ম্ম গ্রহণ করে ও বৌদ্ধ-খর্ব্বু বাসী লামাগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও ভীষণ লুঠপাঠ আরম্ভ করে। বাস্‌গো-রাজ "দিলদান নামজাল" (১৬২০—১৬৪০খৃঃ) খর্ব্বুতে ও দ্রাসে ঐ প্রদেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তা 'ত্রিসুলতান'কে দুইবার যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য জয় করেন। এখনও বৌদ্ধ-খর্ব্বুতে একখানি প্রস্তরখণ্ডে ঐ বিষয়ের বিবরণ লিখিত আছে। 'লে'র "তেওয়ার" গিরিবর্ত্মে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মণি দেওয়ালটী রাজা দেলদানের অন্যতম কীর্ত্তি। উহা ৮৫০ পা লম্বা। ইহার প্রথম ছর্ত্তেনটী "নামজাল" জাতীয় (অর্থাৎ গোলাকার সিঁড়িবিশিষ্ট) ও দ্বিতীয়টী "যাংচুব" জাতীয় (অর্থাৎ চৌক চৌক সিঁড়ি বিশিষ্ট)। এই মণি দেওয়াল তিনি তাঁহার মাতার মঙ্গলকামনায় নির্ম্মাণ করান।

পূর্ব্বে এই প্রদেশের রাজাদের ভিতর আত্মীয় স্বজনের কল্যাণের জন্য মণি-দেওয়াল নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়ার প্রথা খুবপ্রচলিত ছিল। তিনি পশ্চিম তিব্বতের প্রাচীন রাজধানী 'সেতে' পিতুক গুম্‌ফার মত একটী গুম্‌ফা ও মূর্ত্তি, একটী পাঁচতলা উচ্চ ছর্ত্তেন এবং একটী দুইতলা উচ্চ মৈত্রেয়-বুদ্ধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক রাজধানী 'লে'সহরে একটী সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। তথায় একটী দুইতলা উচ্চ অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি ও মন্ত্রণা-গৃহে একটী রৌপ্য নির্ম্মিত ছর্ত্তেন প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন।

তাঁহার পুত্র দেলেগ্‌স্‌ নামজালের সময় (১৬৪০—১৬৮০ খৃঃ)

মোঙ্গলীয়গণ বাস্‌গো আক্রমণ করে ও রাজধানী অবরোধ করে। রাজা দেলেগ্‌স্ 'বাস্‌গো' দুর্গত্যাগ করিয়া ৩০ মাইল পশ্চিমে "তিংগ্ মো-গাং" নামক দুর্গে পলায়ন করেন ও দিল্লীর বাদসাহ সম্রাট সাহজাহানের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়া দূত প্রেরণ করেন। সম্রাট সাহজাহান নবাব 'ফতে খাঁ' নামক সেনাপতিকে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে বাস্‌গোতে তাঁহার সাহায্যার্থ পাঠান। বাস্‌গো ও নীমুর মধ্যস্থলে অবস্থিত "জারগ্যাল" নামক ময়দানে যুদ্ধ হয়। মোঙ্গলীয়গণ হারিয়া "পংগং" হ্রদের তীরে পলায়ন করে ও 'ত্রশিগাং'এ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকে। মোগল সেনাপতি ফতে খাঁর সাহায্যে জয়লাভ করিয়া রাজা দেলেগ্‌স্ তিংগ্ মো-গাং হইতে নবাব ফতে খাঁকে ধন্যবাদ দিবার জন্য তাঁহার শিবিরে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু নবাব বাদশাহ সাহজাহানের আদেশ অনুযায়ী রাজা দেলেগ্‌স্‌কে এক পত্র দিলেন তাহাতে নিম্নলিখিত সর্ত্ত গুলি ছিল।

১। রাজা দেলেগ্‌সকে মুসলমান হইতে হইবে এবং তাঁহার নূতন নাম "আকাবল মামুদ খাঁ" হইবে।

২। রাজার স্ত্রী, পুত্র জিগপাল, ও কন্যা মুসলমান হইয়া কাশ্মীরে বাস করিবে।

৩। রাজা দেলেগ্‌স্ মুসলমান হইয়াছে ইহা সর্ব্বত্র প্রচার করিবার জন্য 'জো' নামক মুদ্রাতে তাহার নূতন নাম মামুদ সাহ মুদ্রিত থাকিবে।

৪। লাদাকে ইসলাম যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তদ্বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে এবং 'লে' সহরে একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

এই সময় হইতে বালতিস্থান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশ হইতে মুসলমানেরা লাদাকে আসিয়া বসতি করিতে লাগিল।

৫। তিব্বতের অত্যুৎকৃষ্ট পশম কাশ্মীর ভিন্ন অন্য কোথায়ও বিক্রী করিতে পারিবে না এবং তাহার মূল্য দুই টাকায় সাত বাট্রি নির্দ্ধারিত থাকিবে।

৬। প্রতিবৎসর ১৮টী পোনি ঘোড়া, ১৮টী মৃগনাভি, ও ১৮টী শ্বেতচামর কাশ্মীরের নবাবকে রাজ্যকর দিতে হইবে। এবং নবাব ইহার পরিবর্ত্তে ৫০০ বস্তা চাউল লাদাকে পাঠাইয়া দিবেন। এই সকল সর্ত্তে রাজা দেলেগ্‌স সম্মত হইলে নবাব ফতে খাঁ তাঁহার বিপুল বাহিনী লইয়া লাদাক ত্যাগ করিলেন। রাজা দেলেগ্‌স্ একটু হাঁপ ছাড়িতে না ছাড়িতে তিব্বতী ও মোঙ্গলীয় সৈন্যগণ 'পাংগংগ' হ্রদের তীর হইতে সদলে আসিয়া তিংগ্ মো-গং দুর্গ ঘিরিয়া ফেলিল এবং দেলেগ্‌স্‌কে লাসার রাজা দেলাই লামার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য করিল। তাহারা 'মিপাম্ ওয়াংগপো' নামক একজন লামাকে দেলাই লামার প্রতিনিধি স্বরূপ লইয়া আসিয়াছিল।

এই সন্ধিতে রাজা দেলেগ্‌সের রাজ্য অনেক পরিমানে ক্ষুদ্র

হইয়া গেল। ইহার অপর একটী সর্ত্ত ছিল যে, লাদাকের রাজা প্রতি তিন বৎসরে দেলাই লামাকে ত্রিশ গ্র্যাম্ (grammes) সুবর্ণ, দশটী মৃগনাভি, ছয়থান কেলিকো, একখান নরম সুতার কাপড় স্বরূপ রাজকর পাঠাইবে।

প্রতি বৎসর লাসা হইতে ২০০ শত চা-ইষ্টক লাদাকে পাঠান হইবে, সেই চা ভিন্ন অন্য কোন চা লাদাকে ব্যবহৃত হইবে না, অদ্যাপি লাদাকে এইরূপ নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

রাজা দেলেগ্‌স্ কলমা পড়িয়াও তাঁহার পিতার বৌদ্ধ ধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। তিনি লাদাকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং লামাদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন।

বাস্‌গোর মৈত্রেয় বুদ্ধের গুম্‌ফাটী পর্য্যটক মাত্রেরই দেখা কর্ত্তব্য। এই স্থানে কাঠ, তামা ও সোণার পাত দিয়া প্রস্তুত মুর্ত্তিটী ৮০ বৎসর বয়স্ক মৈত্রেয় বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি ও উহা তিন তলা সমান উচ্চ। এই গুম্‌ফাটী দেলদানের পিতা রাজা 'সেংগে নামজাল' দ্বারা নির্ম্মিত (১৫৯০—১৬২০ খৃঃ)। যদিও ইহার মাতা মুসলমান ধর্ম্মা-বলম্বিনী ছিলেন তথাপি ইনি লামাদিগের ন্যায় রক্তবর্ণের পোষাক পরিধান করিয়া থাকিতেন ও বৌদ্ধ এবং তান্ত্রিক ধর্ম্মে বিশেষরূপে অনুরক্ত ছিলেন। ইনি বাস্‌গোর নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে মন্দির মঠাদি নির্ম্মাণ করাইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

ইনি "স্তাগ-সাঙ্গ-রস-চেন" নামক বিখ্যাত "ব্যাঘ্র লামা"কে লাদাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনান।*

বাস্‌গো পাহাড়ের উপরস্থ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও মঠাদি দেখিতে চেষ্টা করিয়াও আমরা সফলকাম হইলাম না, কারণ যে লামাটীর নিকট চাবি থাকে তিনি তখন 'লে'তে গিয়াছিলেন, যাই হোক আমরা কিয়ৎক্ষণ পরেই পুনরায় অশ্বারোহন করিয়া নীমুর দিকে অগ্রসর হইলাম। নীমু এই স্থান লইতে ৪ মাইল। আমরা গ্রামের মধ্যস্থল দিয়া যাইতে লাগিলাম। পথের দুই ধারেই শস্য ক্ষেত্র। তথায় লামা স্ত্রী-পুরুষ, বালক ও বালিকাগণ কাজ করিতেছে।

গ্রামটীর এক ধার ঢালু ও অপর ধার উচ্চ এই কারণে শস্যক্ষেত্র-গুলি ঠিক সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে নামিয়াছে। একটী অস্থায়ী ঝরণা চার পাঁচ দিন হইতে এই পথে প্রবাহিত হওয়াতে পথকে অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত করিয়াছে। উহা শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইবে। এইরূপ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ ও আধুনিক

---

* বাসগোর নিকটস্থ "লিঙ্গ সেদ" নামক স্থানে যে মণি দেওয়ালটী আছে তাহা স্তাগ সাঙ্গ রস চেনের" নির্ম্মিত। ইনি মধ্য তিব্বতের হিমিশ চেমরে, এশিস্‌গঙ্গ, ও হান্‌লে গুম্‌ফা প্রতিষ্ঠিত করেন ও ভারত-বর্ষের কাশ্মীর, হিন্দুস্থান, উড্ডান (পদ্ম সম্ভবের জন্মস্থান) প্রভৃতি পর্য্যটন করিয়া যান। ইঁহাকে "ব্যাঘ্র লামা"ও কহিয়া থাকে।

গ্রামের ঘর বাড়ী দেখিতে দেখিতে আমরা গ্রামের প্রান্তভাগে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই স্থানে চারিটী জাঁতা কল (পান চাক্কী) একটী বৃহৎ ঝরণার জলের স্রোতে ঘুরিতেছে। তাহাতে যব হইতে ছাতু ও আটা প্রস্তুত হইতেছে।

গ্রাম হইতে বাহির হইয়া আমরা ৫ মাইল বিস্তীর্ণ একটী উন্মুক্ত অধিত্যকার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মাঠটী দেখিয়া প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সমতলক্ষেত্র পাইয়া স্বামিজী ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। গণিয়া পিছনে মালবাহী ঘোড়ার সঙ্গে আসিতে লাগিল। মাঠটী ধুলা, বালি ও নুড়ি পাথরে এইরূপ পূর্ণ যে তাড়াতাড়ি চলা যায় না। প্রখর রৌদ্রতাপে চারিদিক শুষ্ক মরুভূমির ন্যায়, কোথাও এক বিন্দু জলের চিহ্নও নাই। দূরে 'নীমু' গ্রামখানি ঠিক মরুভূমির মধ্যে 'ওয়েসিসের' ন্যায়, দেখা যাইতেছে। ইহাই 'জারগ্যাল' ময়দান, যথায় নবাব 'ফতে খাঁ'র সহিত মোঙ্গোলীয়গণের যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। পথপ্রদর্শক আমাদিগকে যুদ্ধের স্থান সকল দেখাইয়া দিতে লাগিল। মাঠটীর মধ্যস্থলে প্রায় দেড় ফার্লং লম্বা একটী বৃহৎ মণি-দেওয়াল আছে। প্রায় একলক্ষ্য— "ওঁ মণি পদ্মে হুঁ" লেখা পাথর ইহার উপর রহিয়াছে। ইহাই 'লিঙ্গ সেদের' মণি-দেওয়াল। ক্রমে আমরা নীমুতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

'লে' গুম্ফা। উপরে মৈত্রেয় বুদ্ধের মুখ [পৃঃ—২৭২
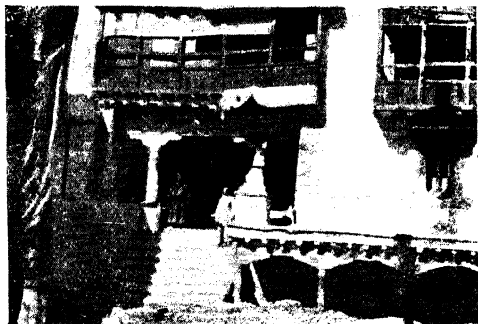
হিমিশ্ মন্দিরের দ্বারে স্বামিজী ও
কোষাধ্যক্ষ লামা [পৃঃ—২৮০

আমাদিগকে আসিতে দেখিয়া ডাক-বাংলোর চোকিদার তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহিরে আসিল ও সেলাম করিল। ডাকবাংলোর চারিদিকে সরকারী বাগান। স্থানটী বেশ ছায়াপূর্ণ। পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামিজী এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা তিনটা, কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ঠিক হইল যে, আজ এখানে না থাকিয়া আরও ১২ মাইল যাইয়া "পিতুক" গ্রামের ডাকবাংলোয় রাত্রি বাস করা হইবে। 'পিতুক' হইতে 'লে' মাত্র ৬ মাইল। তাহা হইলে কাল প্রাতে পিতুকের বিখ্যাত গুম্‌ফা দর্শন করিয়া রৌদ্র প্রখর হইবার পূর্ব্বেই 'লে'তে পেঁাছান চলিবে। কিন্তু সাসপুলের ঘোড়াওয়ালারা তথায় যাইতে সম্মত হইল না। তাহারা নিজেদের পড়াও ব্যতীত অপরের পড়াওতে যায় না। সাসপুল হইতে 'নীমু' একটী পড়াও আবার 'নীমু' হইতে 'লে' আর একটী পড়াও। সুতরাং এই স্থান হইতে 'লে' বা 'পিতুক' যাইতে হইলে নূতন ঘোড়া ভাড়া করিতে হয়। পরিশ্রান্ত ঘোড়া লইয়া তাড়াতাড়ি চলাও যায় না, এই কারণে আমরা ঠিকাদারকে নূতন ৪টী ঘোড়া আনিতে বলিলাম, আধ ঘণ্টা মধ্যে ঘোড়া আসিয়া পেঁাছিল। ঘোড়াওয়ালারা আমাদের সহিত 'হিমিশ' পর্য্যন্ত যাইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা বলিল, 'লে' হইতে 'হিমিশ' অন্য একটী পড়াও। তাহাদের কাহারও এক পড়াওএর বেশী যাইবার অধিকার নাই ; 'হিমিশ', যাইতে হইলে 'লে'র ঘোড়া

ওয়ালারা যাইবে। এই সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশে আমেরিকার Labour unionএর ভাব বর্ত্তমান দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম! ঘোড়াগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া মাল পত্র যথাযথ ভাবে বাঁধিয়া আমরা পুনরায় রওনা হইলাম। তখন বেলা প্রায় চারিটা। রাত্রি হইবার পূর্ব্বেই 'পিতুক্' যাহাতে পোঁছিতে পারি তজ্জন্য ঘোড়া দ্রুত চালাইতে লাগিলাম। এইবারে যে ঘোড়াগুলি পাইয়াছি, সকলগুলিই খুব ভাল। আমরা নীমুগ্রাম ও নদী পার হইয়া কতকগুলি মণি দেওয়াল ও শস্যক্ষেত্র পিছনে ছাড়িয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম ও একটী বৃহৎ পর্ব্বতের উপর চড়িতে লাগিলাম। খাড়া চড়াই। মধ্যে মধ্যে বেশ বেগ পাইতে হইল। প্রায় আধ ঘণ্টা কাল কস্‌রতের পর আমরা পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চস্থানে উঠিলাম। স্থানটী প্রায় ১৪,০০০ ফিট্ উচ্চ। চারিদিকে প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। উপরে বিস্তীর্ণ অধিত্যকার দৃশ্য অতিশয় মনোহর। প্রায় ২০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া খোলা ময়দান। দূরে কারাকোরাম পর্ব্বতমালা চিরতুষারে মণ্ডিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। এইবারে পথ বরাবর উৎরাই। ময়দানে ঢালু পথে ঘোড়াগুলি দ্রুত বেগে চলিতে লাগিল প্রায় ৩ ঘণ্টায় ১০½ মাইল আসিয়া "ফিয়াং নালা" নামক উর্ব্বর উপত্যকায় আসিয়া পৌঁছিলাম। একটী সুশীতল জলপূর্ণ ঝরণা যেন পথিকের তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য কুল কুল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। পথের

এক পার্শ্বে একটী সুন্দর সরকারী বাগান। বাগানের ছায়ায় আমরা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। তথায় তাঁবু খাটাইবার অনেক সুন্দর সুন্দর স্থান রহিয়াছে। বাগানে ডাক হরকরাদের একটী ফাঁড়ি আছে। এই স্থান হইতে 'নীমু' আড়াই ডাক, আরো অর্দ্ধ ডাক যাইলে আমরা 'পিতুকে' পৌঁছিব। এক ডাক অর্থে চার মাইল। উপত্যকার মধ্য দিয়া ঝরণাটী বহু দূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। যত দূর পর্য্যন্ত ঝরণাটী দেখা যাইতেছে, ইহার তুই পার্শ্বে অসংখ্য বৃক্ষ ও জঙ্গলে পূর্ণ। চারিদিকে বৃক্ষ, লতা, জলহীন বালুময় মরুভূমি আর মধ্যে এই অদ্ভুত উর্ব্বরতা -শক্তিপূর্ণ স্রোতস্বতী, বাস্তবিকই কি রমণীয়!

এই স্থানের অল্প দূরেই পাহাড়ের উপর বিখ্যাত "ফিয়াং গুম্‌ফা" বিদ্যমান। দূর হইতে চিত্রের ন্যায় ইহার দৃশ্য বিশেষ নয়নরঞ্জক। গুম্‌ফাটী বহুকালের প্রাচীন; উহার বয়স ৪০০ বৎসরেরও অধিক এবং এই প্রদেশের অনেক পুরাতন ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট। অধিক সময় নাই বলিয়া আমরা এবার আর উহা দেখিতে যাইলাম না। ফিরিবার সময় যাইব ঠিক হইল।

আরও তিন মাইল পথ যাইয়া আমরা পুনরায় একটী বড় নদীর ধারে আসিয়া পৌঁছিলাম। ইহার তীর ধরিয়া কিয়ৎদূর যাইতেই 'পিতুক' ডাকবাংলোয় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অতি মনোহর স্থানে বাংলোটী

অবস্থিত। চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ও বাগান, নিকটে একটী ক্ষুদ্র ঝরণা প্রবাহিত। বাংলোর জলের অভাব উহা হইতেই পুরণ হয়। বাংলোর চোকিদারকে তাহার বাড়ী হইতে ডাকাইয়া আনিতে হইল। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঠিকাদার সরবরাহ করিল। আজ সমস্ত দিন অনেক পরিশ্রম হইয়াছে বলিয়া আমরা তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া শয়ন করিলাম। সমস্ত রাত্রি ঘরের চিম্‌নিতে আগুন জ্বালিয়া রাখিতে হইল কারণ শীত অত্যন্ত অধিক। রজনী প্রভাতে আমরা প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম কিন্তু এক ঘণ্টার অধিক হইয়া গেল তথাপি সহিসরা আসিল না। রাত্রে শুইবার জন্য তাহারা নিকটবর্ত্তী গ্রামে তাহাদের আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়াছিল। প্রত্যুষে আসিতে বলিয়া দিয়াছিলাম তথাপি এই অবস্থা। আমাদের পার্শ্বের কামরায় একজন শ্বেতাঙ্গ ছিলেন। তাঁহার সহিসেরও ঐ হাল; তিনি ত চটিয়া লাল। কিয়ৎক্ষণ চীৎকার করিয়া শেষে চাবুক হাতে করিয়া বসিলেন। পরে বহু বিলম্বে যখন তাহারা দয়া করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, সাহেব ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়া উঠিয়া লামা দুইটীর অঙ্গে ৫।৬ ঘা চাবুক ও ৪।৫টী সবুট বৃটিশ পদাঘাত সজোরে বসাইয়া দিলেন। সকল ঘোড়াওয়ালারা ভয়ে থরহরি কম্প। এইরূপ অত্যাচার দেখিয়া স্বামিজী অবাক্ হইয়া রহিলেন কিন্তু কিছু বলিলেন না। ঘোড়া-ওয়ালাদের ব্যবহারে তিনি কেবল বলিলেন, ইহাদিগকে বকশিস্

দিব না। মালপত্র বাঁধিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম। এই প্রদেশের লামারা মাঝে মাঝে সাহেবদের হস্তে উত্তম মধ্যম প্রহার লাভ করে। আমরা বৌদ্ধ খর্ব্বু ডাক বাংলোয় এই প্রকার ঘটনা আর একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

বরাবর সিন্ধুনদের এক শাখা-নদীর ধারে ধারে আসিয়া প্রায় এক ঘণ্টা পরে 'পিতুক' গুম্‌ফার নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম। 'লে' উপত্যকার উপর গুম্‌ফাটী অবস্থিত। দূর হইতে দেখিতে চিত্রের ন্যায় মনোহর। এই গুম্‌ফা ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে গ্যামপো বুমল্‌ডে কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। পাহাড়টীর পূর্ব্ব ধারে 'পিতুক' গ্রামখানি অবস্থিত। গ্রামবাসীদের ঘর, শস্য ক্ষেত্র প্রভৃতি অতি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। কোথাও অল্প মাত্রও আবর্জ্জনা নাই। পাহাড়ের গাত্র বহিয়া গুম্‌ফার উঠিবার সিঁড়ি। পথটী বেশ চওড়া ও সহজ। নিম্ন হইতে বরাবর ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম। অর্দ্ধ মাইলে প্রায় ১,০০০ ফিট চড়াই করিয়া গুম্‌ফার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সুন্দর কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরের ফটক। পার্শ্বেই একটী ছর্ত্তেন ও পরমেশরা। আমরা ঘোড়া হইতে নামিয়া পাথরের উপর বসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে লাগিলাম; এমন সময় একজন সন্ন্যাসী লামা আসিয়া আমাদিগকে মঠের ভিতরে লইয়া গেলেন ও বসিবার ঘরে পিঁড়িতে বসাইয়া কাঠের বাটিতে লাসার চা-সিদ্ধ জল, মাখন ও লবন দিলেন। একটী কাঠের বাটিতে

ভাজা যবের ছাতু ও একটী ক্ষুদ্র হাড়ের চাম্‌চে দিলেন, আমরা চাম্‌চে করিয়া ছাতু লইয়া চা-র সহিত মিশাইয়া খাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। এই ঘরটীতে সকলে আহার করেন। সকলের বসিবার জন্য ৭।৮ খানি ছোট খুরসী পিঁড়ি ও তুই তিন খানি ছোট ছোট টুল রহিয়াছে। এইগুলির উপর পাত্র রাখা হয়। এক পার্শ্বে বড় লামার বসিবার জন্য একটী গদি পাতা ও একটী টুলের উপর ছাতুর কেট্‌কো ও চা পানের কাঠের বাটি রক্ষিত আছে। এই ঘরটীর তুই পার্শ্বে তুইটী দরজা। একটী রান্নাঘরে ও অপরটী বড় লামার শুই-বার ঘরে যাইবার। প্রথমে আমরা রান্নাঘরে প্রবেশ করিলাম। জুতা পায় ছিল, কেহ কিছু আপত্তি করিলেন না। ঘরটী বেশ পোতানি মাটী লেপা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু দেওয়াল ও ছাদ ধোঁয়ায় ও ঝুলে কৃষ্ণ বর্ণ। ঘরে তুইটী জানালা আছে। তুইটী তোলা উনান। উনানগুলি উচ্চে প্রায় তুই হাত। ঠিক কয়লার উনানের মত, কিন্তু কাঠে জ্বালান হয়। একটী উনানে চা সিদ্ধ হইতেছে। কয়েকটী পিতলের ডেক্‌চি, কাঠের হাতা তাড়ু, কেটলি প্রভৃতি রহিয়াছে। লামাজী রন্ধন করিবার সময় খুরসী পিঁড়িতে বসেন। এক পার্শ্বে একটী লবনের কেট্‌কো ও কিছু ভেড়ার চামড়ায় জড়ান মাখন রহিয়াছে। পার্শ্বের ঘরখানি লামাজীর শয়ন গৃহ। ঘরে ঢালা গদি পাতা। তিনটী তাকিয়া রহিয়াছে। আলনায় অনেকগুলি কাপড় চোপড়, কুলুঙ্গিতে নানা

প্রকারের Photograph, কোন খানি লামাজীর, কোন খানি দেলাই লামার, কোন খানি তাসি লামার, কোন খানিতে অনেকগুলি লামার ছবি একত্র (Group) তোলা হইয়াছে। সাদা কাগজ, পাথরের দোয়াত, শরের কলম, কিছু কালি ও কয়েক খানি চিঠি বিছানার উপর রহিয়াছে। চিঠিগুলি আমাদের দেশের মত নহে। ইহা লম্বায় প্রায় এক হাত ও চওড়ায় মাত্র ২ ইঞ্চি। ইহা লেখা হইলে পাকাইয়া বাঁশের চোঁঙ্গার মধ্যে পুরিয়া পাঠাইতে হয়। কয়েক খানি হাতে আঁকা ছবি দেওয়ালে টাঙ্গান রহিয়াছে। অন্য একটী কুলুঙ্গিতে কয়েক খানি পুঁথি ও ঘরের কোণে প্রায় ১০ জোড়া উৎকৃষ্ট জুতা রহিয়াছে; তাহার কোন জোড়াটী জরীর, কোনটী লপেটার মত, কোনটী নাগরী ধরণের, আবার কোনটী এত ছোট যে, মাত্র ৬।৭ বছরের ছেলের পায়েই লাগে। লামাজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, উহা কোন "গো-ৎসুলের" (লামা শিশু শিক্ষানবীশের), অন্য একটী কুলুঙ্গিতে কতকগুলি পিত্তল ও তামা নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে "সুর সুন্দরী" ও "কর্ণ পিশাচ সুন্দরী"র নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই সকল তন্ত্রের দেবদেবী, সিদ্ধাই প্রিয় সাধকের উপাস্য।

আমরা মঠের ত্রিতলের ছাদের উপর উঠিয়া 'লে' উপত্যকার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাজি দেখিতে লাগিলাম। স্বামিজী অনেকগুলি photo লইলেন। দূরে 'ফিয়াং' গুম্ফা, 'লে' সহর, 'স্তোক' গ্রাম,

সিন্ধু নদ ও তাহার ৫।৬টী শাখা এবং চারি ধারে প্রায় ৫০ মাইল স্থান ব্যাপি উন্মুক্ত উপত্যকার অতি সুন্দর দৃশ্য, দর্শকের মনে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া থাকে। দক্ষিণে তুষার ধবল হিমালয় পর্ব্বতমালা। উত্তরে ভারতের শেষ পাহাড় কারাকোরাম বিশাল দেহ বিস্তার করিয়া সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিতেছে, পূর্ব্ব-দক্ষিণে তুষার মণ্ডিত কৈলাশ পর্ব্বতমালার শৃঙ্গগুলি যেন পক্ক কেশ মণ্ডিত বৃদ্ধ মহাদেবরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ছাদের কার্নিশে বড় বড় পিপার মত মণিচক্র, কাল কাপড়ে আবৃত নিশান ও তাহাতে ভেড়ার শিং, কাল চামর, ত্রিশূল প্রভৃতি টাঙ্গান রহিয়াছে।

মঠের দ্বিতলে ছোট ছোট কুঠরীর ভিতর লামাদের শয়ন গৃহ। ঘরে সামান্য শয্যা, মণিচক্র, প্রদীপ, পুঁথি প্রভৃতি ব্যতীত বিশেষ কিছুই নাই! ঘরগুলিতে জানালা ও আলো ভাল নাই। বারান্দায় একটী বৃহৎ মণিচক্র রহিয়াছে। এই সময় একটী ঘটনা ঘটিল—একজন লামা নিজ কুঠরী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঐ মণিচক্র নিজ কল্যাণে ঘুরাইয়া দিলেন ও প্রণাম করতঃ চলিয়া গেলেন এমন সময় আর একজন লামা অন্য কুঠরী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উহা থামাইয়া দিলেন ও প্রণাম করতঃ পুনরায় ঘুরাইয়া দিয়া যেই প্রণাম করিতে যাইবেন অমনি পূর্ব্বোক্ত লামা উন্মত্তবৎ আসিয়া উহা থামাইয়া দিয়া পুনরায় ঘুরাইয়া দিলেন, ও "কেন তুমি আমার চক্র থামাইলে" বলিয়া দ্বিতীয় লামাকে একটী

ঘুসি মারিলেন। ক্রমে উভয়ে উভয়কে জড়াইয়া ধরিয়া বারান্দায় পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। গোলমাল শুনিয়া একজন বৃদ্ধ লামা বাহির হইয়া আসিয়া উভয়কে ছাড়াইয়া দিলেন ও সকল কথা শুনিয়া উভয়ের নামে চক্রটীকে ঘুরাইয়া দিলেন, তবে লামা দুইজন ঠাণ্ডা হইলেন।

মঠের প্রথম তলে শাকাথুবার বৃহৎ মূর্ত্তি ও পূজার সুবৃহৎ অন্ধকার হল ঘর। ঘরটী পরিপাটীরূপে সাজান ও ধুপ গুগ্‌গুলের সৌরভে আমোদিত। আমরা বুদ্ধদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া মন্দিরে পূজার জন্য কিছু অর্থ প্রদান করতঃ লামাজীর নিকট হইতে বিদায় লইলাম ও পাহাড়ের নীচে নামিয়া আসিলাম।

এই গুম্‌ফা হইতে অল্প দূরে "কাওচী" গুম্‌ফার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। উহা বিগত বাল্‌তি যুদ্ধে মুসলমান কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। এই স্থান হইতে লে সহর ৪॥ মাইল। ক্রমাগত মৃদু চড়াই। (৪॥ মাইলে মাত্র ১,০০০ ফিট উচ্চে উঠিতে হয়)। সমস্ত পথ মাঠের উপর দিয়া গিয়াছে। মধ্যে কোন বাধা নাই, সেই জন্য 'লে' সহরটী সম্পূর্ণরূপে দেখা যাইতে লাগিল। পথ বালুতে পূর্ণ। স্থানে স্থানে নানাবিধ গাছের সরকারী বাগান। 'লে'র নিকটবর্ত্তী হইয়া আমরা পথের দুইদিকেই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় পাইলাম। এই গুলিকে "তেওয়ার পাহাড়" কহে। এই স্থানে একটী ঘোড়া পৃষ্ঠ হইতে একজন লামাকে ফেলিয়া দিয়া

তীরের মত ছুটিতে লাগিল। কয়েক জন ইয়ারকান্দি উহাকে ধরিতে ছুটিল। খারাপ ঘোড়া লইয়া এই দিকে পথ চলা অত্যন্ত বিপদ জনক। যদি এই দুর্ঘটনা কোন পাহাড়ের উপর ঘটিত তবে নিশ্চয় আজ সোয়ারীর প্রাণ যাইত। ময়দানের পথ বলিয়া বাঁচিয়া গেল। পথের পার্শ্বে একটী সুবৃহৎ মনি-দেওয়াল ও ছর্ত্তেন রহিয়াছে। ইহাই এই প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইহার দৈর্ঘ্য ৮৫০ পা।

বেলা প্রায় ১০টার সময় আমরা "লে"* সহরে আসিয়া পৌঁছিলাম। তহশীলদার মহাশয় আমাদিগের পরিচয় পত্র দুইখানি দেখিয়া বাসের জন্য উজির মহাশয়ের বাগান বাড়ীতে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনক্রিয়া তহশীলদার মহাশয়ের বাড়ীতেই হইল। কিয়ৎকাল বিশ্রামাদির পর শ্রীনগর, লাহোর, বেলুড় মঠ প্রভৃতি স্থানে আমাদের নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছান সংবাদ স্বামিজী পত্রের দ্বারা জানাইলেন। রাত্রে ভীষণ শীত পড়িল। সমস্ত রাত্রি ঘরের চিম্‌নিটী প্রজ্বলিত রাখিয়াও ভাল নিদ্রা হইল না। প্রাতে উঠিয়া দেখি অত্যন্ত তুষার পাত হইতেছে। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে চারিদিক বরফে সাদা হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল যেন পৃথিবীর উপর

---

* পাঠক মানচিত্রে লে সহরটী অক্ষ ৩৪°১০ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৭° ৪০″ পূঃ স্থানে দেখিতে পাইবেন। সহরটী সমুদ্র হইতে ১১°৫০০ ফিট উচ্চ। ইহা 'জজিলা' গিরিবর্ত্মের সহিত সমান উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত।

কে একখানি সাদা চাদর বিছাইয়া দিয়াছে। এই প্রকার বরফ পড়া অপূর্ব্ব দৃশ্য। চারিদিকের পাহাড় ও গাছগুলির দৃশ্য আরো সুন্দর হইয়াছে। বাংলা দেশে দেখাইবেন বলিয়া স্বামিজী কয়েকখানি Photo তুলিয়া লইলেন।

প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া আমরা সহরটী ঘুরিয়া দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। তহশীলদার মহাশয় একজন পথ-প্রদর্শক সঙ্গে দিলেন। লোকটী লামা কিন্তু বেশ হিন্দী কহিতে পারে।

"লে" সহর একটী বৃহৎ বাজার মাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নানা স্থানে ইয়ারকান্দি, দ্রাদ্ ও পাঞ্জাবী সওদাগরেরা পশুর লোম, সোহাগা, নাম্‌দা, চরশ প্রভৃতির কেনা-বেচা করিতেছে। কাশ্মীরের বড় বড় শাল ও আলোয়ানের কারখানা গুলিতে এই স্থান হইতেই পশম যাইয়া থাকে। বাজারে কতকগুলি দ্রব্যের মূল্য এই রূপ। যথা ঃ—

নামদা ৩৲ টাকায় ১ খানি।
পশম ৷৷৶০ হইতে ১৷৷০ টাকা সের।
লাসা চা ৮৲ টাকা সের।
আলু ৷৶০ সের। দুধ ৷৷০ সের।
ঐ ইয়ারকান্দি (হাতি শুঁড়) ৷০ সের।
Vaseline ১ কৌটা ৷৶০
Baking-powder ১৷০ কৌটা।

লামাদের মনিচক্র ২৲ টাকায় ১টী।

কাঠ ৸৵০ মণ। চাল দেড় সের টাকায়।

চিনি ১।০ সের। কেরোসিন তৈল ৸০ বোতল।

ভেড়া অথবা পাঁঠার মাংস ৸৵০ সের।

খোবানি ॥৵০ সের।

ডিম ।৶০ ডজন।

সাদা কাগজ ১ তা দুই পয়সা।

চামরী গাইয়ের মাখন ॥৵০ পোয়া। পেঁয়াজ ।৵০ সের।

ইত্যাদি—

দেশীয় ও বিদেশীয় লোকদিগের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল দ্রব্যই বাজারে পাওয়া যায়। বাজারে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। কোথাও লাদাকী স্ত্রীরা মেটে কলসী করিয়া 'ছাং' সুরা বেচিতেছে, কোথাও বহু স্ত্রীলোক পিঠে ঘাসের বোঝা বাঁধিয়া খরিদ্দারের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। বাজারের মধ্যস্থলে একটী ইংরাজী পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস। শ্রীনগর হইতে এই পর্য্যন্ত ডাক ও তারঘর আছে। ইহার পর আর কোথাও নাই।

শীতকালে (যখন চারি দিকের পথ ঘাট বরফে ডুবিয়া থাকে) বাজারটী বন্ধ হইয়া যায়। পরে এপ্রেল মাস হইতে বরফ গলা সুরু হইলে সওদাগরেরা পুনরায় আসিতে থাকে।

বাজারের রাস্তার দুই ধারেই ঘর। ঘরগুলি কাঁচা ইট

পাথর, কাঠ ও মাটী দিয়া নির্ম্মিত। পাকা ইঁটের বাড়ী খুব কম। সকল বাড়ীর ছাদগুলি দুইধারে ঢালু। বরফ পড়িলে গড়াইয়া যায়। বাজারটী লম্বায় প্রায় ২ ফার্লং। ইহার প্রবেশের পথে একটী নহবৎখানার মত তোরণ রহিয়াছে। তাহার পাশেই একটী (Allopathic) ঔষধের দাতব্য চিকিৎসালয়।

বাজারের শেষে একটী অল্প উচ্চ পাহাড়ের মাথার উপর প্রাচীন প্রাসাদ, লামাদের মঠ ও অন্যান্য কয়েকটী বাড়ী অবস্থিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এইগুলি "সেঙ্গী নামজালের" কীর্ত্তি। প্রাসাদটী ১০তলা উচ্চ। ইহার উপর হইতে সহরের চতুর্দ্দিক অতি সুন্দর ভাবে দেখা যায়। মনে হয় যেন কলিকাতার মনুমেণ্টের (Monument) উপর উঠিয়াছি। সহরের উত্তরে কৈলাশ পর্ব্বত মালার চিরতুষার মণ্ডিত পর্ব্বতগুলি অভ্রভেদী তুঙ্গশিরে দণ্ডায়মান। উচ্চতায় প্রায় ২৮,০০০ ফিট্, দক্ষিণে লোহিত পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত। ইহার পাথরগুলি সব লাল ও বড় সুন্দর দেখিতে, ইহার উচ্চতা ২২,০০০ ফিট্, প্রাতঃকালে ইহার উপর সাদা বরফ পড়িয়াছিল, তাই দেখিতে ঠিক অতি সুন্দর ছবির মত।

প্রাসাদের ভিতরে বড় বড় ঘর, পূর্ব্বে ইহার দেওয়ালে কারুকার্য্য ও চিত্রাদি অঙ্কিত ছিল তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। সভা গৃহ, মন্ত্রণা গৃহ প্রভৃতির নির্ম্মাণ কৌশল এইরূপ সুন্দর যে, দেখিলে মনে হয় যেন সেদিনকার তৈরী। এই প্রাসাদ সংলগ্ন যে মঠটী রহি-

য়াছে উহা বহুবার লুণ্ঠিত হইয়া ক্রমে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে 'স্কারদূ'র মুসলমান শাসন কর্ত্তা সর্দ্দার 'শের আলী' ইহার অনেক বিগ্রহ ও হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথি অগ্নি সংযোগে নষ্ট করিয়া দেন। কাশ্মীরের সেনাপতি 'জোরয়ার সিং'ও বহু দেবমূর্ত্তি ও পুঁথি ধ্বংস করেন। মঠের পাঠাগারের মধ্যস্থলে মেজেতে প্রায় ২ মণ ছিন্ন কাগজ সংগৃহীত রহিয়াছে। এইগুলি প্রাচীন পুঁথি সকলের ছিন্ন পত্র। উহা হইতে একখানি পত্র আমরা লামাজীর নিকট হইতে চাহিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই দিতে স্বীকার হইলেন না। বলিলেন, উহা তাঁহাদের ধর্ম্ম পুস্তকের অংশ। উহা অন্য লোকের হাতে দিতে নাই। এই মঠের দেড় তলা সমান উঁচু মৈত্রেয় বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তিটী দেখিবার যোগ্য; ইঁহাদের রুচী কিরূপ তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইঁহারা মনে করেন যত বড় মূর্ত্তি করা যায় ততই সুন্দর হয়। মূর্ত্তির গৌরবর্ণ কান্তি, মুখ চোখের করুণাপূর্ণ ভাব অবশ্য খুবই ভাল হইয়াছে।

এই স্থান হইতে আসিয়া আমরা ডাকবাংলোর সরকারী বাগান, মুসলমানদের কবরভূমি, লামাদের শ্মশান (এই স্থানে প্রত্যেক পরিবারের স্বতন্ত্র শবদাহ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে), বিচারালয় প্রভৃতি দেখিতে লাগিলাম। বাজারের অল্প দূরে লামাদের পোলো খেলার মাঠ। লামারা প্রত্যহ বৈকালে ঘোড়ায় চড়িয়া এইস্থানে পোলো খেলিতে আসেন। তখন ঘোড়ার চার পায়ের ঘুংঘুরের মৃদু মধুর

ধ্বনিতে মাঠটী পূর্ণ হইয়া উঠে। এই মাঠ একটী পাহাড়ের কোলে অবস্থিত।

সিমলা পাহাড় হইতে অনেক পাহাড়ী সওদাগর চামড়ার কোট, চামর প্রভৃতি কিনিতে এই স্থানে আসিয়া থাকে। 'লে' হইতে সিমলা পর্য্যন্ত পথটী ৪৩০ মাইল দীর্ঘ। উহা চলিতে বিশেষ কষ্টকর নহে। পাহাড়ীরা ইউরোপিয়ানদিগকে এই পথে চলিতে দেয় না।

'ইয়ারকান্দ' এই স্থান হইতে ৪৭৭ মাইল, পথে কারাকোরাম পর্ব্বতে ১৮,২০০ ফিট উচ্চ একটী গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিতে হয়। পথে কিছুই পাওয়া যায় না। কেবল পাহাড় ও বরফ। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমস্তই এই সহর হইতে লইয়া যাইতে হয়। রাত্রি যাপনের জন্য তাঁবু লইতে হয়; নচেৎ পথে তুষারপাত হইলে বিপদের সম্ভাবনা। সঙ্গে জ্বালানি কাঠও লইতে হয় কারণ পথে কোথাও একটীও গাছ নাই।

'লে'তে মোরেভিয়ান মিশনারীদের একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় রহিয়াছে, উহাতে প্রায় ৪০।৪৫ জন লাদাকী বালক তিব্বতীয় ভাষা ও ইংরাজী শিক্ষা করে। খাল্‌সার পাদ্রী সাহেব আসিয়া মধ্যে মধ্যে সহরে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন।

বাজারের অল্প দূরে, ডাকবাংলোর নিকট, লে-র British Joint Commissioner সাহেবের বাংলো। নিকটেই একটী ক্ষুদ্র ঝরণা প্রবাহিত হইতেছে ও দক্ষিণ পার্শ্বে একটী খোলা মাঠ অবস্থিত।

লাদাকীয়গণ বেঁটে ও বলবান, ইঁহাদের চেহারা (স্নানের অভাবে) ও পোষাক (ধোয়ার অভাবে) অত্যন্ত অপরিষ্কার ও উকুনে ভরা। স্ত্রী ও পুরুষ সকলের মুখই গোলাকার ও বৃহৎ (তুরাণীয়গণের মত)। সকলেই শ্যামবর্ণ কেহই ফরসা নহে। পুরুষদের পোষাক একটী গলা হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা পশমী পিরান, ইহার বোতাম বা পকেট থাকে না। কোমরে পিরানের উপর চওড়া পশমী পট্টি জড়ান। তাহার ভিতর ছাগলের লোম, টেকো, ছাতুর নাড়ু, গেঁজে, চাকু, তামাকের কৌটা, শিংয়ের হুঁকা, ছুঁচ সূতা, চিরুনি প্রভৃতি রাখা থাকে। কোমরে চকমকি ও পিরানের বুকের ভিতর জলপানের বাটি থাকে। পায়ে কম্বলের বুট জুতা ও গরম পট্টি বাঁধা। মাথায় ইঁহারা ভেড়ার চামড়ার টুপি ব্যবহার করে। অনেকে গায়ে ভেড়ার লোম যুক্ত চামড়ার কোট গায়ে দেয়। কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই ইঁহাদের এই একই প্রকার পোষাক। শীতকালে পথে বাহির হইতে হইলে ইঁহারা গায়ের উপর এতগুলি কাঁথা, কম্বল, লেপ প্রভৃতি চাপান যে দেখিলে মনে হয় যেন একটী সচল বিছানা। সকলেরই মাথায় লম্বা চুল বিনান দীর্ঘ টিকি আছে।

স্ত্রীলোকদের পোষাকও এই একই প্রকার, কেবল তাঁহারা পিঠে একখানি সম্পূর্ণ ভেড়ার চামড়া, কাণের দুইধারে খোপার সহিত দুইখানি ভেড়ার চামড়ার টুকরা ও মাথার মধ্যস্থলে নীল,

হিমিশ্ গুম্ফার সম্মুখে স্বামিজী ও গনিয়া [পৃঃ—২৮০

ভারবাহী চামরী য়্যাক

হিমিশের পথে গোলাপ বাগে [পৃঃ—২৯১

লাল, ফিরোজা, প্রভৃতি নানা বর্ণের মূল্যবান পাথর গাঁথা একখানি লম্বা চামড়া বাঁধিয়া রাখেন। ইহারা জুতা পরেন কিন্তু টুপি পরেন না।

লাদাকীয়রা সকলেই কৃষিজীবী। যব, ত্রম্বা, গ্রীম (এক প্রকার পাহাড়ে যব) মূলা, আলু, খোবাণী, প্রভৃতি এই প্রদেশের উৎপন্ন দ্রব্য। চামরী ও সাধারণ গাই-এর মিশ্রণে উৎপন্ন "ঝো" নামক এক প্রকার বলদের সাহায্যে চাষের কার্য্য হইয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহস্থেরই চামরী গাই, ছাগল ও ভেড়ার পাল আছে। পাহাড়ে অনেক জঙ্গলী ছাগল, ভেড়া, সাপু, আমন, কুরেল, হরিণ, ২।৩ প্রকার বারশিংগা, খরগোস, সাদা নেকড়ে বাঘ এবং লাল ভাল্লুক আছে।

দুই একজন ধনী ব্যক্তি ও মঠের লামারা ব্যতীত সাধারণ লোকে লিখিতে ও পড়িতে জানে না। ইহাদের আহার সাধারণতঃ মাংসের যুস, যবের মণ্ড, ছাতু, ঘোল, দুধ, চা (দুধ চিনি বর্জ্জিত ও নুন মাখন সংযুক্ত), 'ছাং' সুরা ও যবের পিঠার মত রুটি।

ইহারা সন্তুষ্টচিত্ত, কষ্ট-সহিষ্ণু, অলস ও শান্ত প্রকৃতির কিন্তু মুসলমানগণ প্রতিহিংসা পরায়ণ। সামাজিক বন্ধন কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই অতি সামান্য এবং সকলেই খুব পরিশ্রমী। ধনী লোক ব্যতীত সকল পরিবারেই স্ত্রীলোকদের মধ্যে বহু

বিবাহ প্রথা প্রচলিত। সকল ভ্রাতা মিলিয়া একটী বালিকার পানিগ্রহণ করে।

তিব্বতীয় ভাষায় ইহারা নিজেদের দেশকে "পো" কহে। "তিব্বা" শব্দে ঢিপি ও সময় সময় ছোট পাহাড়কে বুঝায়। ইহা হইতে এই প্রদেশের নাম "তিব্বত" হইয়াছে।

পর দিন সহরের নিকটেই "চুবি" নামক গ্রামে "নামজাল সীমো" নামক পর্ব্বতের উপরিস্থিত মঠটী দেখিয়া আসিলাম। উহা অতিশয় পুরাতন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে 'ত্রাসী নাম জাল' উহা নির্ম্মাণ করান।

'লে-তে' চার দিন অবস্থান করিবার পর আমরা "হিমিস" গুম্ফা দেখিতে যাইলাম। পথটী বরাবর সিন্ধুনদের উপত্যকার মধ্য দিয়া গিয়াছে। স্থানটী লে হইতে ২৪ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। পথে কোন পাহাড় নাই। নিকটেই "স্তোক" গ্রামখানি রহিয়াছে। লাদাকের রাজবংশের শেষ বংশধর (জিগসমেদ নামজালের পৌত্র শ্রাসেদনাম নামজাল কাশ্মীর রাজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর হইতে) এই স্থানে বাস করিতেছেন। ইনি যে, এই প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব রাজা এখন তাহার কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। তিনি অত্যন্ত অমিতব্যয়ী। যে ৫০০৲ টাকা তিনি কাশ্মীর মহারাজার নিকট হইতে প্রতি বৎসর পাইয়া থাকেন তাহা সকল ব্যয় করিয়া প্রায় ৫০০০৲ টাকা ঋণ করিয়া ফেলিয়াছেন। "হিমিস"

গুম্ফার মোহান্তজী ইহার বর্ত্তমান সম্পত্তি সকল লিখিয়া লইয়া ঐ টাকা ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন। যত দিন না তিনি ঐ টাকা সুদ সমেত তাঁহার সম্পত্তির আয় হইতে লাভ করিবেন তত দিন তিনি সম্পত্তি ভোগ করিবেন। তিনি এখনও ঋণ গ্রহণ অভ্যাস পরিত্যাগ করেন নাই। সম্প্রতি ৮০৲ টাকা ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া তিনি মহারাজার স্মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ইঁহার বাড়ীতে সর্ব্বদা লাদাকীয় রমণীগণ নৃত্য ও গীতবাদ্য করিতে আসেন, যখন কোন দূরদেশ হইতে কোন গায়িকা বা নর্ত্তকী আসিয়া থাকেন তখন ইনি তহশীলদার মহাশয়কে আমন্ত্রণ করিয়া নৃত্য দেখিতে লইয়া যান।

যে প্রাসাদটীতে তিনি বাস করেন তাহা একটী নাতি উচ্চ পর্ব্বতের গায়ে নির্ম্মিত। বাটীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানালাগুলি দূর হইতে ঠিক্ বড় বড় পায়রার খোপের মত দেখায়। ঐ প্রাচীন প্রাসাদটী সেপাল দানদ্রুব নামজাল ১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মাণ করেন।

গ্রামখানি অতি ক্ষুদ্র। লোক সংখ্যা শতাধিক হইবে। ইহার পাদদেশ ধৌত করিতে করিতে সিন্ধুনদ প্রবাহিত হইতেছে।

বিস্তীর্ণ মাঠে কোথাও সিন্ধুতীরে অবস্থিত শস্যক্ষেত্র কোথাও বাগান প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। পথ বালুকাময়। মাঠের

মধ্যস্থলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢিপির মত পাহাড়ের মাথার উপর সন্ন্যাসী লামাদের গুম্ফা অবস্থিত। সিন্ধু নদের পরপারে পাহাড়ের গা বহিয়া আর একটী পথ রহিয়াছে, উহা দিয়াও 'লে' হইতে হিমিস্ যাওয়া যায়। ফিরিবার সময় আমরা ঐ পথে আসিব ঠিক করিলাম। মাঠের পথটী বেশ সমতল তাই শীঘ্র শীঘ্র চলা যায়। আমরা বেলা আন্দাজ ৩টার সময় হিমিস্ গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলাম। গ্রামটী সিন্ধুর অপর পারে পাহাড়ের তলায় অবস্থিত। হিমিস্ মঠ সিন্ধুর এই পারে একটী সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। পথ হইতে গুম্ফাটী দেখা যায় না এবং উহার অস্তিত্বও অনভিজ্ঞের নিকট হঠাৎ ধরা পড়ে না। এইরূপ গুপ্তস্থানে অবস্থিত হওয়াতে ডোগ্রা সেনাপতি জোরোয়ারের হস্ত হইতে অনেক সময় বাঁচিয়া গিয়াছে। সিন্ধুতীর ছাড়িয়া আমরা সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কত শস্যক্ষেত্র, কত গৃহ দেখিতে দেখিতে প্রায় ২ মাইল পথ যাইয়া উপত্যকার শেষ পাহাড়ের গায়ে ও পাদদেশে অনেকগুলি বড় বড় পায়রার খোপের মত বাড়ী দেখিতে পাইলাম। উহাই বিখ্যাত হিমিস্ মঠ। (Hemis monastery.)

প্রায় ১১,০০০ ফিট উচ্চ। এই মঠের বিস্তর ভূ-সম্পত্তি আছে।

নিকটেই একটী শস্যক্ষেত্রে ১৪।১৫ জন লামা যব কাটিতে

কাটিতে সমস্বরে গান গাইতেছিল। আমরা তাহাদের নিকট হইতে মঠে যাইবার নিয়ম জানিয়া লইলাম। একজন লামা মঠের মোহান্তজীকে সংবাদ দিতে গেলেন। পথের বাম পার্শ্বে খাদ ও তাহার পরপারে অনেকগুলি শস্যক্ষেত্র রহিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বে গৃহস্থ লাদাকীদিগের বাড়ী, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট দেবমন্দির রহিয়াছে ; কোথাও অনেকগুলি দেবতার মন্দির একত্রে রহিয়াছে, সেইগুলিতে বিষ্ণু, বুদ্ধদেব, যমরাজ প্রভৃতির মূর্ত্তি প্রস্তরের উপর খোদিত ও নানা বর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে। মঠের নিকটেই অধিকাংশ গ্রামবাসীর গৃহ। কত বালক, বালিকা, স্ত্রী, পুরুষ, লামা, কেহ রাস্তায় আসিয়া কেহ ঘরের ঘুলঘুলি দিয়া, কেহ ছাদের উপর হইতে আমাদিগকে কৌতুহলের সহিত দেখিতে লাগিল। গৃহস্থদের বড় বড় কুকুরগুলি ভেউ ভেউ শব্দে আমাদিগের কান ঝালা পালা করিয়া তুলিল। মঠের প্রকাণ্ড ফটকের ভিতর প্রবেশ করিতেই আমাদিগকে ঘোড়া হইতে নামিতে হইল কারণ ভিতরে ঘোড়া যাইবার নিয়ম নাই। পথে একটী বৃহৎ মণিচক্র রহিয়াছে। আচ্ছাদিত পাকা রাস্তা দিয়া কিছুদূর যাইয়া ৩০ × ৪০ গজ লম্বা-চওড়া একটী উঠানে উপস্থিত হইলাম। তৎপর একটী সুবৃহৎ মহল্লা পার হইয়া আমরা মঠের অতিথি শালায় আসিয়া পৌঁছিলাম। লামারা আসিয়া তথাকার তালা খুলিয়া দিলেন। অতিথিশালার এক দিকের অংশ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। লামারা অনেকগুলি পর্দ্দা,

শতরঞ্চি প্রভৃতি আনিয়া উহা আবৃত করিয়া দিলেন। আমরা ঘরে আমাদের শয্যাদি যথাযথ স্থানে রাখিয়া অন্যান্য মালপত্র খুলিতে লাগিলাম। লামারা দুধ, ডিম, কেরোসিন তৈল, কাঠ, মাখন প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন ও আমাদের রন্ধনাদির যোগাড় করিয়া দিতে লাগিলেন। লামাগণ সর্ব্বদাই আগ্রহের সহিত আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের যাহাতে কোন বিষয়ে অসুবিধা না হয় তাহা করিতে লাগিলেন। রাত্রে ভয়ানক শীত পড়িল। ঘরে প্রাইমাস্ ষ্টোভ্‌টী জ্বালিয়া রাখিয়া আগুণ তাপিতে তাপিতে কোন প্রকারে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

হিমিস গুম্ফা

স্বামিজী প্রাতঃকালে লামাদের সহিত মঠটী দেখিতে যাইলেন এবং প্রধান লামার অফিস ঘরে যাইয়া বসিলেন *। লামাগণ এক খানি বৃহৎ খাতা (Visitors' Book) আনিয়া আমাদের নাম ধাম লিখিয়া লইলেন। স্বামিজী ইংরাজী ভাষায় Swami Abhedananda, Vice-President of The Ramakrishna Mission, Belur Math, near Calcutta. স্বাক্ষর করিলেন। স্বামিজী খাতা খানির সমস্ত নাম আগা গোড়া

* ৩২ বৎসর পূর্ব্বে বরাহনগর মঠ হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজজী এই গুম্ফা দেখিতে আসিয়াছিলেন।

পড়িলেন কিন্তু একটীও বাঙ্গালীর নাম দেখিতে পাইলেন না। ঘরটী বড়। মেজেতে মাড়োয়ারিদের মত ঢালা বিছানা। অনেক-গুলি কেরাণী লামা চিঠি পত্র ও হিসাব লিখিতেছেন। মঠের সম্মুখস্থ প্রধান ঠাকুর ঘর ও দরদালান মেরামত করা হইতেছে। প্রায় ৩০ জন তিব্বতী মজুর ও রাজমিস্ত্রী কাজ করিতেছে। মাটী, পাথর ও কাঠ দিয়া মেরামতের কাজ চলিতেছে। অনেক বালক বালিকা ও লামা স্ত্রীলোক যোগাড়ের কাজ করিতেছে। প্রধান মিস্ত্রী স্বামিজীকে ধরিয়া পড়িল, মজুরদিগকে কিছু বক্‌সিস্ দিতে হইবে, স্বামিজী তাহাদিগকে কিছু অর্থ দিলেন। মজুরেরা বক্‌সিস্ পাইয়া আনন্দে দুর্ব্বোধ্য তিব্বতী ভাষায় ও পাহাড়ী সুরে গান গাহিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

শুনিলাম কাশ্মীরের মহারাজা এই সংস্কার কার্য্যের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। পাঞ্জাবের জোরোয়ার সিং যখন এই প্রদেশ আক্রমণ করেন তখন এই মঠের মোহান্তজী কাশ্মীররাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন ও তাঁহার যাবতীয় সৈন্যকে ৬ মাসের খাদ্য দ্রব্য ও বাসস্থান দিতে অঙ্গীকার করিয়া-ছিলেন। তাহাতেই এই মঠটী কাশ্মীরের রাজবংশের সহিত চিরদিনের জন্য বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মঠের নানা স্থানে নানা প্রকার মণিচক্র স্থাপিত আছে। কোথাও বৃহৎ মণিচক্রটী ঝরণার জলের চাপে আপনি ঘুরিতেছে ও উহার সহিত

সংযুক্ত একটী ঘণ্টা আপনি আপনি বাজিতেছে। কোথাও ছোট ছোট ঢোলের মত মণিচক্রগুলি লাইন বন্দী ভাবে সাজান রহিয়াছে। প্রায় ১০।১২টী ঘরে নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই প্রকারের দেবদেবী সকল ইতঃপূর্ব্বে আমরা অন্যান্য মঠে দেখিয়াছি ও বর্ণনা করিয়াছি। একটী অন্ধকার ঘরে "স্তাগ সা রাস্ চেন" নামক লামা গুরুর প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। উহার দিব্য কান্তি, উন্নত দেহ ও প্রশস্ত ললাট—বিরত্ব ব্যঞ্জক। ইনিই এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইহাকে অনেকে "ব্যাঘ্র লামা" কহিয়া থাকেন। অধিকাংশ মূর্ত্তিই সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত। অন্যান্য ধাতু নির্ম্মিত মূর্ত্তি এই স্থানে খুব কমই আছে। যে কয়েকটী "মনে" বা স্তুপ রহিয়াছে তাহা আগাগোড়া রূপার তৈরী ও মধ্যে মধ্যে নানাবিধ মূল্যবান পাথর ও সোনার কারুকার্য্য করা। মূর্ত্তিগুলির দেহের অলঙ্কার সোনা ও মূল্যবান পাথরে নির্ম্মিত। অলঙ্কারের মধ্যে হাতে বালা ও অনন্ত, গলায় হাঁসুলি ও দড়াহার এবং মাথায় সোনার শীরস্ত্রাণই প্রধান। একটী দেবী মূর্ত্তি রহিয়াছে। এরূপ মূর্ত্তি ইতঃপূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই, ইহা মন্দরা বা কুমারী দেবীর। ইনি 'পদ্ম সম্ভবে'র (গুরু রিন্ পোচের) পত্নী ও শান্তিরক্ষিতের* ভগিনী। ইনি স্বামীর সহিত

---

* ইহার লিখিত বিখ্যাত 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থ সম্প্রতি বরোদা রাজ্য হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে উত্তর ভারতের "উদ্যান" নামক স্থান হইতে ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে গিয়াছিলেন। ইহারা সকলে মহাযান বৌদ্ধ মত প্রচার করিতেন। "সাং যে", "চিং ফুগ" প্রভৃতি মঠে ইঁহাদের মূর্ত্তি প্রত্যহ ভক্তিভরে পূজা হইয়া থাকে। লামারা "পদ্ম সম্ভব"কে মঞ্জুশ্রীর অবতার বলিয়া থাকেন।

হিমিস্ মঠে প্রায় ১৫০ শত দুগ্-পা সম্প্রদায়ের "গ্যে-লোং" বা ভিক্ষু বাস করেন। ইহাদের টুপি লাল রঙ্গের। প্রত্যেকের ঘর স্বতন্ত্র। ছাদের উপরের ঘরে "খাংপো" বা মঠাধ্যক্ষ বাস করেন। মঠাধ্যক্ষ অল্প ইংরাজি ও হিন্দী জানেন। (আমাদের যিনি তত্ত্বাবধান করিতেছেন তিনি ছাড়া) অন্যান্য লামারা কেহই তিব্বতী ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা জানেন না। ভাল দোভাষী 'লে' হইতে সঙ্গে না আনিলে কথাবার্ত্তা কহিতে আমাদের অত্যন্ত অসুবিধা হইত।

প্রায় ৫ বিঘা জমী লইয়া মঠটী অবস্থিত। মঠের পূর্ব্ব দিক ব্যতীত সকল দিকেই উচ্চ উচ্চ পাহাড়। মঠের কতক অংশ পাহাড়ের গায়ের সহিত সংযুক্ত। এই মঠটীর অধীনে অনেকগুলি ছোট বড় মঠ, গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র আছে। মঠের কুশাক (মোহান্ত) মহাশয়ের অসংখ্য গৃহস্থ শিষ্য ও ভক্ত আছেন। তিনি বৎসরে একবার সকল শিষ্যের বাড়ী গমন করেন ও বহু অর্থ প্রণামী স্বরূপ পাইয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত কাহারও কোন ব্যারাম হইলে

বা প্রেতাত্মার ভর হইলে ইনি যাইয়া উহাকে দেখিয়া আসেন, তাহা হইতেও ইনি যথেষ্ট পারিশ্রমিক উপার্জ্জন করেন। তাঁহার এই আয় হইতেই মঠের সকল প্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Dr. Notovitch নামক এক জন রুষ দেশীয় পর্য্যটক তিব্বত প্রদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে এই গুম্ফার নিকট একটী পাহাড় হইতে পড়িয়া গিয়া একটী পা ভাঙ্গিয়া ফেলেন, পরে গ্রামবাসীরা তাঁহাকে এই মঠের অতিথি শালায় লইয়া আইসে ও লামারা সেবা শুশ্রূষা করিয়া দেড় মাস পরে তাঁহাকে আরোগ্য করে। সেই সময় তিনি একটী লামার নিকট হইতে খবর পান যে, যীশুখ্রীষ্ট ভারতে আসিয়াছিলেন ও সেই বিষয়টী মঠের পাঠাগারে অবস্থিত এক খানি হস্ত লিখিত পুঁথিতে বর্ণিত আছে। তিনি উহা জনৈক লামার দ্বারা আনাইয়া দেখেন ও উহার ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া লন। পরে স্বদেশে ফিরিয়া তিনি "The Unknown Life of Jesus" নামক একখানি পুস্তক লেখেন। তিনি উক্ত বিষয়টী বিষদ ভাবে আলোচনা করেন। স্বামিজী এই পুস্তক আমেরিকায় অবস্থান কালে পাঠ করিয়া বিশেষ উৎসাহিত হন, এবং তাহার বর্ণনা সত্য কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই এত কষ্ট স্বীকার করিয়া হিমিস্ মঠ স্বচক্ষে দেখিতে আইসেন। স্বামিজী এই মঠের লামার

নিকট সন্ধান করিয়া জানিলেন যে ঐ বিষয়টী সত্য। যে পুস্তকে ঐ বিষয় লিখিত রহিয়াছে তাহা স্বামিজী দেখিতে চাহিলেন।

যে লামা স্বামিজীকে সমস্ত দেখাইতেছিলেন, তিনি একখানি পুঁথি তাক হইতে পাড়িয়া স্বামিজীকে দেখাইলেন এবং বলিলেন, এইখানি নকল পুঁথি। আসলখানি লাসার নিকটবর্ত্তী "মারবুর" নামক স্থানের মঠে আছে। উহা পালি ভাষায় লিখিত কিন্তু এইখানি তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করা। ইহা ১৪টী পরিচ্ছদ এবং ২৪৪টী শ্লোকযুক্ত। স্বামিজী তাহার সাহায্যে, ইহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া লইলেন।

যীশুখ্রীষ্ট ভারতবর্ষে আসিয়া কি কি করিয়াছিলেন, মাত্র তাহাই, উক্ত পুঁথি হইতে এই স্থানে উদ্ধৃত হইল।

১০। "ক্রমে ঈশা ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই বয়সে ইস্‌রাইলেরা জাতীয় প্রথানুযায়ী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাঁহার পিতামাতা সামান্য গৃহস্থের ন্যায়.দিন যাপন করিতেন।

১১। "তাঁহাদের সেই দরিদ্র কুটীর, ক্রমে ধনী ও কুলিন-গণের দ্বারা মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং প্রত্যেকেই ঈশাকে নিজ নিজ জামাতৃ-পদে বরণ করিতে উৎসুক হইলেন।

১২। "ঈশা বিবাহ করিতে নারাজ ছিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বেই বিধাতৃ-পুরুষের স্বরূপ ব্যাখ্যায় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বিবাহের কথায় তিনি গোপনে পিতৃ-গৃহ পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

১৩। "তখন তাহার মনের মধ্যে এই বাসনা প্রবল ছিল যে, তিনি ভগবৎ সাধনায় পরিপূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিবেন এবং যাহারা বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা করিবেন।

১৪। "তিনি জেরুজালাম পরিত্যাগ করিয়া একদল সওদাগরের সঙ্গে সিন্ধুদেশ অভিমুখে রওনা হইলেন। উহারা তথা হইতে মাল লইয়া যাইয়া দেশ বিদেশে রপ্তানী করিত।

(৫)

১। "তিনি ১৪ বৎসর বয়সে উত্তর সিন্ধুদেশ অতিক্রম করতঃ পবিত্র আর্য্যভূমিতে আগমন করিলেন। * *

২। "পঞ্চনদ প্রদেশ দিয়া যখন তিনি একাকী যাইতে ছিলেন, তখন তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি, প্রশান্ত বদন ও প্রশস্ত ললাট দেখিয়া ভক্ত জৈনরা তাঁহাকে ঈশ্বরের কৃপা-প্রাপ্ত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।

৩। "এবং তাঁহাকে তাঁহাদের মঠে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের সেই অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। কারণ সেই কালে কাহারও যত্ন তিনি পছন্দ করিতেন না।

৪। "তিনি ক্রমে ব্যাস-কৃষ্ণের লীলাভূমি জগন্নাথধামে উপনীত হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণের শিষ্যত্ব লাভ করিলেন। তিনি সকলের প্রিয় হইলেন এবং তথায় বেদ পাঠ করিতে, বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

* * * *

"—অতঃপর তিনি রাজগৃহ, কাশী প্রভৃতি তীর্থ স্থানে ৬ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলাবস্তু যাত্রা করিলেন।

"—তথায় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সহিত ৬ বৎসর থাকিয়া পালি ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করতঃ তিনি বৌদ্ধ শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। * *

"—তথা হইতে তিনি নেপাল এবং হিমালয় * * পরিভ্রমণ করিয়া পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন। * *

"—ক্রমে তিনি জরথুষ্ট্র পূজক পারস্য দেশে (১) আসিয়া উপনীত হইলেন। * *

"—* * শীঘ্রই তাঁহার খ্যাতি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। * *

"এইরূপে তিনি ২৯ বৎসর বয়সে পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং অত্যাচার প্রপীড়িত স্বজনগণের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।

---

(১) এই সময় কাবুলের নিকট আসিয়া যীশু পথিপার্শ্বস্থ একটী পুষ্করিণীতে হাতমুখ ধুইয়াছিলেন ও তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এখনও ঐ জলাশয়টী বিদ্যমান আছে। উহাকে "ঈশা তালাও" কহে। ঐ উপলক্ষে ঐ স্থানে প্রতিবৎসর একটী মেলা বসে। "তারিখ-ই- আঝাম" নামক আরবি গ্রন্থে এই বিষয়টী বর্ণিত আছে।

লামাজী বলিলেন, যীশুখ্রীষ্ট পুনরুত্থানের পর গোপনে কাশ্মীরে আসিয়াছিলেন এবং বহু শিষ্য সমাবৃত হইয়া মঠ-বাস করিয়াছিলেন (১)। তাঁহাকে উচ্চ অবস্থার সাধু জানিয়া দেশ দেশান্তর হইতে ভক্তেরা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন এবং তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। সেই সময় যে সকল তিব্বতবাসী তাঁহাকে দেখিয়াছিল এবং যে সকল সওদাগর তাঁহাকে তাঁহার দেশের রাজা কর্ত্তৃক ক্রুশে বিদ্ধ হইতে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের মুখে শুনিয়া আসল পুঁথিখানি তাঁহার দেহত্যাগের ৩৪ বৎসর পরে পালী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল।

যীশুখ্রীষ্টের ভারতাগমন সম্বন্ধে নানা স্থানে যে সকল পাণ্ডিত্য-পূর্ণ অভিমত দৃষ্ট হয়, সেইগুলি সমস্ত একত্রিত করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিলে তাহা যে একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ হইবে, তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই।

খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় “সত্তর বৎসর” নামক “প্রবাসীতে” সম্প্রতি প্রকাশিত আত্মজীবনচরিত বিষয়ক প্রবন্ধে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রমুখাৎ শ্রুত বলিয়া নাথযোগীদিগের সহিত মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের যোগ সম্বন্ধে একটী বিশেষ কৌতুকাবহ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

(১) খানাইয়ারীতে যীশুখ্রীষ্টের কবর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

"পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মুখে একদিন শুনিয়াছিলাম যে, তিনি একবার একদল যোগীসন্ন্যাসীদের সঙ্গে আরাবল্লী পর্ব্বতে গিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের যোগীদের "নাথ" উপাধি ছিল। ইঁহারা "নাথযোগী" বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেন। ইঁহাদের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে "ঈশাই নাথ" নামে এক মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনী এই "নাথযোগীদিগের" ধর্ম্ম পুস্তকে লেখা আছে। গোস্বামী মহাশয়কে একজন নাথযোগী তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে "ঈশাই নাথের" জীবনচরিত পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। খৃষ্টানদের বাইবেলে যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিত যে ভাবে পাওয়া যায়, ঈশাই নাথের জীবনচরিত মোটের উপরে তাহাই।"

ইহার উপরে বিপিন বাবুর মন্তব্য এই ঃ—

"বাইবেলে যীশুর যে জীবন-ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে দ্বাদশ হইতে ত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত, এই ১৮ বৎসরের যীশুর জীবনের কোন খোঁজ খবর মিলে না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই সময়ের মধ্যে যীশু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং তিনিই "নাথ যোগী সম্প্রদায়ের এই ঈশাই নাথ।" প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৩ বাং।

খ্রীষ্টের জন্মভূমি পেলেষ্টাইনে Essene নামে এক সম্প্রদায়, যীশুখ্রীষ্টের পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিল, ইহারা নাথ যোগীদিগেরই ন্যায়

যোগী সম্প্রদায় ছিল এবং যীশু এই সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"Jesus was an Essene, and the Essene, like the Indian Yogi, sought to obtain divine union and 'the gifts of the Spirit' by solitary reverie in retired spots.' India in Primitive Christianity—by Arthur Lillie p 200.

এই Essene নামের মূল, আমাদের নিকট ভারতীয় "ঈশান" নাম বলিয়াই বোধ হয়। ঈশান শিবেরই বোধক, শিবই বিশেষ ভাবে যোগের দেবতা। "Essene" নামটী, তাহা হইলে ঈশান বা শিবেরই উপাসক অর্থে "ঈশানী" নামেরই রূপান্তর বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। "ঈশ"ও শিবের বিশেষ নাম। "ঈশাই নাথ" নাম ও ঈশের বা শিবের উপাসক অর্থই প্রকাশ করে। "নাথ" শব্দটী পৃথক্ ভাবে শিবেরও জ্ঞাপক। যোগী সম্প্রদায় নাথ বা শিবের উপাসক বলিয়াই নাথ নামের যোগের দ্বারা "নাথ যোগী" বলিয়া অভিহিত হইত। যীশুখ্রীষ্ট সম্ভবতঃ নাথ যোগী সম্প্রদায়ের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই, উপাস্য দেবতার নামে "ঈশাই নাথ"* আখ্যা

* মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে,যীশু, "ঈশা" নামে পরিচিত। নাথ যোগীদিগের "ঈশাই" নাম হইতেই যে, এই নাম পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোধ হয়। ঈশা নামের সঙ্গে Messiahএর অপভ্রংশ "মসি" নাম যুক্ত হইয়া মুসলমানদিগের মধ্যে যীশুর পূরা নাম "ঈশা-মসি" হইয়াছে।

বুদ্ধদেবের শীর্ণ শরীর

(৬ বৎসর তপস্থার পরে)   [পৃঃ—৩০৮

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পেলেষ্টাইনে "ঈশানী যোগী সম্প্রদায়" থাকিলেও সেই সম্প্রদায়ের মূলস্থানে বিশেষরূপ শিক্ষার জন্য যীশু-খ্রীষ্ট ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব নহে † "ঈশ" শব্দের অর্থ প্রভু-ঈশ্বর, নাথ শব্দেরও অর্থ প্রভু। ইহাতে যীশু যে, ঈশ্বরকে "Lord" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং নিজেও তদীয় ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক Lord নামে সম্বোধিত হইয়া থাকেন, তাহার সুন্দর ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। ‡

এই মঠে জুলাই মাসের শেষে একটী খুব বড় মেলা হয়। উহাতে নানাস্থান হইতে সিদ্ধ ও যোগবল সম্পন্ন লামারা আসিয়া অষ্ট সিদ্ধির নানাবিধ শক্তি ও ভূত প্রেত বশীকরণ বিদ্যা দেখাইয়া থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ নাচ, গান, তামাসাও হইয়া থাকে।

ভবিষ্য-পুরাণে যীশুর এই নামটী এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ঃ—

"ঈশমূর্ত্তির্হৃদি প্রাপ্তা নিত্যশুদ্ধা শিবঙ্করী
ঈশা-মসীহ ইতি চ মম নাম প্রতিষ্ঠিতম্॥"

† Ernest Renan says:—"The Essenes resembled the Gurus (spiritual masters of Brahmanism)". In fact he asks—"Might there not in this be a remote influence of the Mounis (holy Saints of India.)"—See "India and Her People" by Swami Abhedananda. P. 228.

রেনান্ যীশুখ্রীষ্টের একজন প্রামাণ্য চরিতাখ্যায়ক। সুতরাং তাঁহার অনুমানটী অসঙ্গত বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

‡ ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২২৮—২৩০।

অসংখ্য দর্শক এই সময় এই মঠে সমবেত হয়। কাশ্মীর হইতে এই সময় এই স্থানে আসা অত্যন্ত কঠিন, কারণ সমস্ত পথ বরফে আবৃত হইয়া থাকে। Capt. Young Husband নামক কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব Commissioner কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই মেলা দেখিবার জন্য এই স্থানে আসিয়াছিলেন।§

মঠের বড় হল ঘরে ও উঠানে শত শত ব্যক্তির বসিবার স্থান অনায়াসে হইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরা গুলিতে আলো ভাল নাই। দেওয়াল ও ছাদ ইঁটের হইলেও মেজেগুলি মাটী দিয়া প্রস্তুত তাই সেঁতসেতে। মঠের বৃহৎ রন্ধনশালাতে চারটী বড় বড় উনানে রন্ধন হইতেছে। রান্নাঘরের অভ্যন্তর ঝুলে ও ধোঁয়ায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও জানালা কম থাকাতে ঘরে আলোও ভাল নাই। উপরে ধোঁয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য Sky-light ও চিমনী আছে।

এই অতিথিশালাতে 'লে'র Joint Commissioner সাহেব কয়েক দিন পূর্ব্বে আসিয়া বাস করিয়া গিয়াছেন। আমাদের এই স্থানে খুব হাওয়া ও ঠাণ্ডা লাগিতেছিল বলিয়া মোহান্তজী মঠের দ্বিতলে অন্য একটী ঘরে আমাদের বাসের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

যে কয়দিন এই স্থানে রহিলাম লামাদের যত্নে ও মনোহর দৃশ্যে আমরা অতি আনন্দে কাটাইতে লাগিলাম। লামারা সর্ব্বদাই

§ এই বিষয়ে তিনি একখানি ভ্রমন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন।

আমাদের ঘরে আসিয়া নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। স্বামিজী কখনও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের, স্বামী বিবেকানন্দজীর কথা, কখনও মহাসমরের কথা, কখনও মহাত্মা গান্ধী ও দেশের অন্যান্য কথা তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহাদের পূজাপদ্ধতি, মন্ত্র ও নানাবিধ ধর্ম্মমত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে লাগিলেন। মোহান্তজী স্বামিজীকে একটী উৎকৃষ্ট কুশাক লামার টুপি উপহার দিলেন এবং তাঁহার কাঠের জিনে বসিতে কষ্ট হয় শুনিয়া একটী চামড়ার জিন প্রদান করিলেন। হিমিস্ গুম্‌ফার নানাস্থানের অনেকগুলি ফটো তুলিয়া ও সকলের নিকট বিদায় লইয়া আমরা পুনরায় 'লে' তে ফিরিলাম।

এইবারে আমরা সিন্ধুনদের পরপারস্থিত পাহাড়ের গা বহিয়া 'লে' যাইবার যে পথ আছে তাহা দিয়া যাইব, অতএব যে পথে আসিয়াছিলাম তাহা দিয়া না গিয়া অন্য একটী পথ ধরিয়া বরাবর সিন্ধুতীরে আসিয়া পৌঁছিলাম। সিন্ধুর উপর একটী সুন্দর ঝুলান সেতু রহিয়াছে। পর-পারে হিমিস্‌গ্রাম। আমরা সেতুটী পার হইয়া গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। এবং কখনও পাহাড়ের গা বাহিয়া কখনও উহার পাদদেশের নদী ও খালের ধার দিয়া যাইয়া 'লে'র মধ্য পথে "গোলাপবাগ" নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। স্থানটীতে সুন্দর স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছে। নিকটে Commissioner সাহেবের একটী ডাকবাংলো রহিয়াছে।

অনেকে এই স্থানে তাঁবু খাটাইয়া বাস করেন। নিকটে কয়েকটী লামাদের বাড়ী রহিয়াছে। এই স্থানটী "লে" সহর ও "হিমিস্" হইতে ১২ মাইল। ইহার পর পথ বরাবর বাগান, শস্যক্ষেত্র ও গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। অল্প দূরে একটী বৃহৎ গ্রামের নিকট "শে গুম্ফা"র অতি সুন্দর দৃশ্য বহুদূর হইতে আমাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হইল। "শে" গ্রামখানি খুব বড়। পূর্ব্বে এই স্থানেই পশ্চিম তিব্বতের রাজধানী ছিল। পরে রাজধানী 'লে'তে উঠিয়া যায়। গ্রামের লোক সংখ্যা প্রায় ২৫০ শত। চারি দিকে ঘন বন অবস্থিত। লামাদের মাটী ও পাথরে নির্ম্মিত বাড়ী। চামরী গাই সকল বাঁধা রহিয়াছে। কোথাও লামা-স্ত্রীরা শস্য হইতে তুঁষ ঝাড়িতেছে। গ্রামের সকলেই আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। 'শে' গ্রামের গুম্ফাটী দেলদান নামজালের কীর্ত্তি (আমরা ইতঃপূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি)। নিকটে আর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম, তথায় একটী অতি উচ্চ পাহাড়ের মাথার উপরে নির্ম্মিত আর একটী গুম্ফা রহিয়াছে। এই উভয় গুম্ফাতেই প্রায় দুই তলা সমান উঁচু মৈত্রেয় বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। নিকটে পাহাড়ের গায়ে শাকা-থুবার (শাক্য স্থবীর) অতি বৃহৎ মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। কোথাও বড় বড় পাথরের গায়ে বৃহৎ অক্ষরে "ওঁ মনিপদ্মে হুঁ" লেখা রহিয়াছে। এই স্থান হইতে পথ বরাবর সিন্ধু নদের তীরে তীরে গিয়াছে। ক্রমে আমরা পুনরায় 'লে' সহরে আসিয়া

পৌঁছিলাম। এই সময়ে অত্যন্ত শীত পড়িয়াছিল ও সর্ব্বদাই তুষার বৃষ্টি হইতেছিল। তাই 'লে'তে চারি দিন বিশ্রাম করিয়াই আমরা কাশ্মীর যাত্রা করিলাম ও ২৩শে অক্টোবর তারিখে পুনরায় 'গন্ধরবল' ঘাটে আমাদের হাউস বোটে ফিরিয়া আসিলাম। পথে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটিল না। তবে প্রত্যেক দিনই তুষার-পাত হইতে লাগিল। পথ-প্রদর্শক, ঘোড়া-ওয়ালা, কুলি ও গন্ধর-বলের চৌকিদার (যে রাত্রে আমাদের বোট পাহারা দিত) প্রভৃতিকে যথাযথ পারিশ্রমিক ও পুরস্কারসহ বিদায় দিয়া আমরা House Boat লইয়া শ্রীনগর যাত্রা করিলাম। শ্রীনগরে এক সপ্তাহ কাল বিশ্রাম করিয়া পথ-শ্রান্তি দূর করিবার মানসে স্বামিজী লালমণ্ডি, ঘাটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে একদিন স্বামিজী "পাম্‌পুর" নামক স্থানের জাফ্রানের ক্ষেত্রের মনোহর দৃশ্যের কথা শুনিয়া ঐ স্থান দেখিতে যাইলেন। বরাবর টাঙ্গা যাইবার পথ আছে। কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যস্থলে ৫।৬ মাইল স্থান ব্যাপিয়া জাফ্রানের ক্ষেত্র বিরাজ করিতেছে। ভূঁইচাঁপা ফুলের মত ইহার ফুলগুলি মাটী ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে ও ফুলের চারি ধারে ৪।৫টী রসুনের পাতার মত পাতা রহিয়াছে। ফুলগুলি ঘোর বেগুনি রংএর। সমস্ত মাঠ এই ফুলে ভরা। কি অপরূপ সৌন্দর্য্য! আমরা দুই তিনটী গাছ মাটী খুঁড়িয়া উঠাইয়া লইলাম। গাছগুলির গেঁড় ঠিক রসুনের মত। গন্ধ বিশেষ নাই। স্থানে

স্থানে স্ত্রীলোকেরা ঝুড়ি করিয়া জাফ্রান ফুল তুলিতেছে। এক স্থানে চাটাইয়ের উপর রাশীকৃত ফুল শুকাইতেছে। কোথাও মাটীর উপরে চাদর পাতিয়া শুষ্ক ফুল চালা হইতেছে। অন্য স্থানে, চালুনী দিয়া ইহার কেশর ও ফুল আলাদা করা হইতেছে। ইহার কেশর দুই প্রকার। এক প্রকার ঘোর লাল, আর এক প্রকার হল্‌দে। যে গুলি হল্‌দে সেগুলি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এই স্থানে এই সকল জাফ্রানের মূল্য ২৲ টাকা তোলা। এই স্থানে যে জাফ্রান বিক্রেয় হয় তাহা কাঁচা। পরে উহা শুকাইয়া ওজনে কম হইয়া যায়। তাই দাম এত বেশী। কিন্তু জিনিস খাঁটি।

এই স্থানটী শ্রীনগর হইতে ৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। আসিতে পাণ্ডার্থানের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। পাম্‌পুরের বিখ্যাত বকরখানি রুটী ভোজন করিয়া স্বামিজী বলিলেন এরকম রুটী কখনও খান নাই।

পাম্‌পুর গ্রামটী বিতস্তার দক্ষিণ ধারে অবস্থিত। এই স্থানে কতকগুলি কাশ্মীরী ধরণের কাঠের মস্‌জিদ, চানার গাছের বাগান ও মহারাজা বাহাদুরের বাংলো আছে। নদীর উপরে একটী সুদৃশ্য কাঠের সেতু। পূর্ব্বে এই স্থানে "পদ্ম" নামক জনৈক রাজা বাস করিতেন। এখন তাহার চিহ্নস্বরূপ কতকগুলি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান আছে। ইহার পরবর্ত্তী "ভীল" নামক গ্রামে কয়েকটী গন্ধক মিশ্রিত গরম জলের ঝরণা রহিয়াছে।

অনেকে এই ঝরণার জলে স্নান করিয়া নানা প্রকার চর্ম্ম রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন।

তথা হইতে ফিরিয়া শ্রীনগরে কয়েক দিন বিশ্রাম করিবার পর কাশ্মীরের ফল, কাংড়ি, নামদা প্রভৃতি সংগ্রহ করতঃ আমরা ১৮ই নভেম্বর প্রাতঃকালে পাঞ্জাব মোটর কোম্পানীর লরীতে কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া রাওলপিণ্ডি যাত্রা করিলাম; এবং নির্ব্বিঘ্নে তথায় পৌঁছিয়া স্বামিজী তথাকার সনাতন ধর্ম্ম সভার সম্পাদক লালা নন্দরাম মহাশয়ের অতিথি হইয়া তাঁহার ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ডাঃ শ্রীরাম স্বামিজীর তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ইনি সম্প্রতি শ্রীনগরের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া রাওলপিণ্ডিতে আসিয়াছেন। এই স্থানের সনাতন ধর্ম্ম সভায় দুইদিন স্বামিজীর বক্তৃতা হইল। বিষয়—'সনাতন ধর্ম্ম' ও 'আত্মার অমরত্ব।' প্রত্যেক দিনই ৪।৫ শত শ্রোতা উপস্থিত হইলেন। এই সহরে প্রায় ৩০ ঘর বাঙ্গালীর বাস। যে স্থানে বাঙ্গালীরা থাকেন তাহাকে "বাবু মহল্লা" বলে। বাবু মহল্লার বাঙ্গালীরা একদিন স্বামিজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। স্থানীয় বিখ্যাত ডাক্তার এন্, এন্, দত্ত এম্-বি মহাশয় হরি সভায় ভাগবৎ পাঠ ও গীত বাদ্যের আয়োজন করিয়া স্বামিজীকে লইয়া গেলেন। একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত শাস্ত্র-পাঠ করিলেন। কয়েকটী গান ও হরির লুঠ হইলে পর, স্বামিজী কিছু উপদেশ প্রদান করিলেন। রাত্রে

ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া স্বামিজী তাঁহার গাড়ীতে পুনরায় ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলেন।

তৎপর দিবস স্বামিজী লালাজীর মোটরে তক্ষশীলার (Taxila) ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাইলেন। এই স্থানে মোটর ও রেল গাড়ী যোগে যাওয়া যায়। স্থানটী রাওলপিণ্ডি হইতে ৩৩ মাইল পশ্চিমদিকে অবস্থিত। তক্ষশীলা অতি প্রাচীন নগরী ছিল। এখন উহার ধ্বংসাবশেষ মাটীর নীচে হইতে বাহির হইতেছে। পুরাতত্ত্ব-বিদ্ বিখ্যাত Marshal সাহেব এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার Assistant শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় স্বামিজীকে যত্নপূর্ব্বক সকল দেখাইতে লাগিলেন। তক্ষশীলা পূর্ব্বে (গান্ধার) গন্ধর্ব্ব দেশের অন্তর্গত ছিল। রামায়ণ পাঠে জানা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে ভরত গন্ধর্ব্ব দেশ জয় করেন এবং রাজপুত্র তক্ষকে সেই প্রদেশের রাজা করিয়া দেন। সেই হইতে এই প্রদেশ তক্ষশীলা নামে খ্যাত হইয়াছে। পরীক্ষিত-পুত্র রাজা জনমেজয় এই স্থানে বিরাট সর্পযজ্ঞ * করিয়া পিতার প্রাণনাশের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, তক্ষ বংশীয়গণ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন বলিয়া এই স্থানকে তক্ষশীলা

* সর্পযজ্ঞের অর্থ জিজ্ঞাসা করাতে স্বামিজী বলিলেন তথাকার যত নাগ উপাসক অসভ্য জাতিকে যজ্ঞ দ্বারা শুদ্ধি করিয়া হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সেই জন্য ইহাকে সর্পযজ্ঞ বলা হইয়াছে।

কহে। বৌদ্ধগণ এই স্থানকে তক্ষশির কহে। তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্মে কোন কালে এই স্থানে জনৈক ব্রাহ্মণকে স্বীয় মস্তক দান করিয়াছিলেন।

১২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে অবার নামক শকগণ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। তৎপরে কণিষ্ক এই প্রদেশ জয় করেন। তাঁহার রাজত্বকালের কতকগুলি মুদ্রা ও উৎকীর্ণ লিপি এই স্থানের যাদুঘরে রক্ষিত আছে। খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে তক্ষশীলা Eufratidus এর রাজ্যভুক্ত ছিল। ৩২৭ খৃষ্টাব্দে Alexander the Great এই নগরে আসিলে এই স্থানের স্বাধীন রাজা অম্ভী তাঁহার সহিত মিত্রতা করেন এবং পাঁচ সহস্র সৈন্য দিয়া তাঁহার শত্রু পুরু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। খৃঃ ৪র্থ অব্দে ফা হিয়ান এবং ৬৩০ খৃঃ হিউয়েন সাং তক্ষশীলায় আগমন করেন। সেই সময় প্রাচীন রাজ-বংশ বিলুপ্ত ও তক্ষশীলা কাশ্মীরের অধীন ছিল।

৬ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া সেই প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ এই স্থান হইতে খুঁড়িয়া উদ্ধার করা হইতেছে। বহু বৌদ্ধমন্দির, সঙ্ঘারাম ও স্তুপ এই ধ্বংসাবশেষ হইতে বাহির হইয়াছে। নানাবিধ বুদ্ধ মূর্ত্তি ঐগুলিতে রহিয়াছে। ধ্বংসাবশিষ্ট হইলেও এই প্রাচীন স্থানের দৃশ্য অতীব মনোরম। ইহার উত্তর-পশ্চিম কোণে নাগরাজ এলাপত্রের সরোবরটী নানা জাতীয় পদ্মফুলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাহার দক্ষিণে একটী গহ্বর। প্রবাদ এইরূপ যে, ইহা সম্রাট

অশোকের কীর্ত্তি। ধ্বংসাবশিষ্ট বর্ত্তমান তক্ষশীলা সহরটী ৬ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে যাইবার পথ যথাসম্ভব পূর্ব্ববৎ রাখা হইয়াছে। পথগুলি বেশ চওড়া। মোটর চলিতে পারে। ভাগ-গুলির নাম এইরূপ, যথা,

১। বীর	৪। শির কপ্‌কা কোট
২। হাতিয়াল	৫। শির সুখকা কোট
৩। বারখানা	৬। কাছকোট

একস্থানে একটী ভগ্ন বাড়ীর ভিতের গায়ে একটী দু'মুখো ঈগল মূর্ত্তি (Double headed Eagle) দেখিয়া স্বামিজী বলিলেন, ইহা Greecian আর্ট।

স্থানে স্থানে ভূনিম্নস্থ পয়ঃ প্রণালীর (under ground drains) ধ্বংসাবশেষ সকল দেখাইয়া তিনি বলিলেন, —দেখচো, সেকালের লোকদের কেমন ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান ছিল। এই বলিয়া তিনি কানাল স্তুপের নিকটস্থ একটী ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকার "স্নানের ঘর", "বৈঠক খানা", "চৌবাচ্ছা", "প্রাচীর" প্রভৃতি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন।

যাদুঘরের নিকটেই "Taxila" রেল ষ্টেশন। নিকটে একটী সুন্দর ফলের বাগান। তথায় গাছে জল দিবার জন্য একটী "ঘটি যন্ত্র" রহিয়াছে।

শ্রীমণীন্দ্রবাবু স্বামিজীকে যত্নপূর্ব্বক যাদুঘরের দ্রব্যাদি

দেখাইতে লাগিলেন। কত সোণা রূপার জড়োয়া গহনা এই স্থান হইতে বাহির হইয়াছে। তাহার মডেলগুলি এখানে রাখিয়া আসলগুলি বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। এই স্থানের দুইটী জিনিস দেখিয়া স্বামিজীর সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য বোধ হইল, ক্ষুর ও কাঁচের পুঁতি মালা। তিনি বলিলেন, সেকালেও যে, আমাদের দেশে ক্ষুর ছিল তাহা "ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া" প্রভৃতি উপনিষদের শ্লোক হইতে অনুমান করিতাম; কিন্তু আজ স্বচক্ষে দেখিলাম, যে, সেকালেও আমাদের দেশে ক্ষুর ও কাঁচ ছিল, তাহার প্রমাণ এই স্থান হইতে প্রাপ্ত কাঁচের ইঁট, পাত্র, পুঁতি মালা প্রভৃতি হইতে পাইলাম। বুদ্ধ স্তুপের চতুর্দ্দিকে মোটা মোটা ৩ × ৪ ইঞ্চি কাঁচের ইট দিয়া মেজে বাধান ছিল।

চীনারা বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ হইতে কাঁচ প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু অধুনা হিন্দুরা উহা ভুলিয়া গিয়াছে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

এইরূপে সারাদিন আনন্দে অতিবাহিত করিয়া স্বামিজী সন্ধ্যায় পুনরায় রাওলপিণ্ডিতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাওলপিণ্ডি হইতে স্বামিজী পেশোয়ার * যাত্রা করিলেন এবং রাত্রি ৯ টার সময় ষ্টেসনে পৌঁছিলেন। তথায় গুণ্ডাদিগের

---

* পেশোয়ার একটী বাণিজ্যপ্রধান সহর। অধিবাসীরা অধিকাংশই কৃষিজীবি। এই সহরে শতকরা ৯৩ জন মুসলমানের বাস।

ভয়ে পুলিশ কাহাকেও রাত্রে কোথায়ও যাইতে দেয় না, সুতরাং আমাদিগকে waiting room এ রাত্রি যাপন করিতে হইল। পর দিবস স্থানীয় কালীবাড়ীতে অবস্থান করিতে যাইলাম। পশ্চিম অঞ্চলের প্রত্যেক সহরেই এক একটী বাঙ্গালীদের কালী বাড়ী আছে। তথায় তাঁহারা মধ্যে মধ্যে একত্রিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্গীতাদি করিয়া থাকেন। দৈনিক পূজারও সুবন্দোবস্ত আছে। বিদেশী বাঙ্গালীদের পক্ষে এরূপ নিরাপদ আশ্রয় স্থান সত্যই অমূল্য। মধ্যাহ্নে স্বামিজী শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। এবং অপরাহ্নে স্থানীয় সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। ইনিই পেশোয়ারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত বাঙ্গালী। কলিকাতার মাড়োয়ারীদের মধ্যে মান্যবর স্বর্গীয় স্যার কৈলাস চন্দ্র বসুর ন্যায় এই অঞ্চলের কাবুলিদের মধ্যে ইঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি আছে।

দুই দিন পেশোয়ারে অবস্থান করিয়া স্বামিজী "খাইবার পাস্" ও আফ্‌গানিস্থান দেখিবার জন্য পেশোয়ার হইতে 'জাম্‌রোদ' যাত্রা করিলেন। তথা হইতে খাইবার 'রেলপথ' নির্ম্মিত হইতেছিল। অসংখ্য কুলিমজুর খাটিতেছিল। বহুস্থানে নানাবিধ কল (Mill) বসিয়াছিল। স্বামিজী একখানি Mail Lorryতে উঠিয়া আফগানিস্থান অভিমুখে চলিলেন। বহু উঁচু নীচু, ঢালু পথ দিয়া লরি চলিতে লাগিল। পথে সর্ব্বত্রই রেলপথের কার্য্য চলিতেছিল।

এক স্থানে একটী পাহাড় ভেদ করিয়া একটী সুড়ঙ্গ (Tunnel) করিবার চেষ্টা হইতেছিল।

পেশোয়ারের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতুলনায়। চতুর্দ্দিকে সার্কাসের গ্যালারির ন্যায় শৈলমালা সহরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

মহাভারতের এই প্রদেশ গান্ধার নামে বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ এই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদিগের রাজধানী 'পুরুষপুর'ই বর্ত্তমান পেশোয়ার। এই প্রদেশে সহস্রাধিক বৌদ্ধ বিহার ও স্তুপ ছিল। তন্মধ্যে যাহা বুদ্ধ দেবের ভিক্ষাপাত্রের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল সেটীই প্রধান ছিল। নানা সময়ের বৈদেশিক আক্রমণে সেগুলি বিনষ্ট হইয়াছে। নারায়ণ দেব, অনঙ্গ বোধিসত্ত্ব, বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব, ধর্ম্মত্রাতা, মনোহিত, আর্য্য-পাশ্চিক প্রভৃতি বহু বিখ্যাত বৌদ্ধ শাস্ত্রকার এই গান্ধার দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪০০ খৃষ্টাব্দে ফা-হিয়ান, ৫২০ খৃষ্টাব্দে সুঙ্গ যুল এবং ৬৩০ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন সাং চীন হইতে এই গান্ধারে আগমন করিয়াছিলেন।

প্রায় ৩ মাইল আসিয়া স্বামিজী লাণ্ডীখানার বিখ্যাত গোরাবাজার বা Military camp এর নিকট পৌঁছিলেন। এত অধিক সৈন্য সমাবেশ আমরা ইতঃপূর্ব্বে এদিকে দেখি নাই। বোধ হয়, ৪।৫টী পূর্ণ Regiment এই স্থানে বাস করিয়া আফ্গানিস্থান ও ভারতের সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিতেছিল। অসংখ্য অশ্বারোহী

ও পদাতিক সেনা বিভিন্ন স্থানে কুচ্ কাওয়াজ করিতেছিল। এই স্থানে লরি আধ ঘণ্টা থামিবে। তাই স্বামিজী স্থানীয় বাঙ্গালী অফিসারদের তাঁবুতে গমন করিলেন। তথায় Mr. Karr স্বামিজীকে চা প্রভৃতি দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। এই স্থানের পর Pass Port না থাকিলে আর কাহাকেও যাইতে দেওয়া হয় না। Mr. Karr আনন্দের সহিত তাঁহার Pass খানি স্বামিজীকে ব্যবহার করিতে দিলেন। তাহা লইয়া স্বামিজী পুনরায় লরি চাপিয়া আফ্গানিস্থান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইবার আমরা প্রকৃতই আফগান মুল্লুকে প্রবেশ করিলাম। চারিদিকে আফগান্ যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও বালক বালিকাগণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; অনেকেরই হস্তে বন্দুক। চারিদিকে আফগান্ গ্রাম ও কুঠির। কুঠিরগুলি মাটীর। খড়ের চাল। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই একটী করিয়া ৫০।৬০ হাত উচ্চ মিনার। যুদ্ধ বাধিলে গ্রামবাসীরা উহার উপর হইতে গুলি চালায়। ইহারা বন্দুকের অত্যন্ত প্রিয়। শত্রু বধ করিয়া তাহার বন্দুকটী পাইলে ইহারা আনন্দে বলে, "মুজে এক 'ভাই' মিল্ গয়া।"

ইহারা অত্যন্ত হিংস্র স্বভাব ও স্থির লক্ষ্য (Sharp shooter)। সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য ইহারা প্রত্যেকেই কাবুল রাজের নিকট হইতে বেতন পায়। ক্রমে আমরা "লাণ্ডি কোটাল" নামক সামরিক সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহাই ব্রিটিস অধিকারের শেষ

সীমা। এই স্থানেও অসংখ্য সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ সজ্জিত দুর্গ প্রস্তুত রহিয়াছে। সৈন্যগণ সর্ব্বদাই সশঙ্কিত ভাবে কালযাপন করে। এবং কোন প্রকার অসাধারণ শব্দ শুনিলেই গুলি চালায়। জনৈক C. I. D. আমাদের পিছু লইয়া আমাদিগকে পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট লইয়া গেল। তিনি একজন আফ্‌গান্‌ মুসলমান হইয়াও আমাদিগের সহিত বিশেষ ভদ্র ব্যবহার করিলেন। স্বামিজীকে চেয়ারে বসাইয়া এই প্রদেশে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ও Pass খানি দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে আমাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। মেল-লরি এস্থানের পর আর যায় না। এই স্থান হইতে পুন্‌রায় জাম্‌রোদ ফিরিয়া যায়। অগত্যা আমরাও আফ্‌গানিস্থানের পার্ব্বতীয় দৃশ্য দেখিয়া 'খাইবার পাস' দিয়া পুনরায় জাম্‌রোদ ফিরিয়া আসিলাম। পথে স্বামিজী Mr. Karrকে তাঁহার Pass খানি অসংখ্য ধন্যবাদের সহিত ফেরৎ দিলেন। জাম্‌রোদ রেল ষ্টেসনে পেশোয়ারের ট্রেন প্রস্তুত ছিল। এই সময় পুনরায় একজন C. I. D. আসিয়া আমাদের পিছু লইয়া স্বামিজীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। স্বামিজী তাহার কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। অবশেষে বিরক্ত হইয়া তাহাকে এক ধমক দিতে সে বেচারী সুড় সুড় করিয়া চলিয়া গেল। আমরা ট্রেনে চড়িয়া পুনরায় পেশোয়ারে আগমন করিলাম।

পেশোয়ারে চিড়িয়াখানা, Cantonment, প্রভৃতি বেড়াইয়া

স্বামিজী আটক সহর (১) কাবুল নদী (২)প্রভৃতি দেখিয়া, ৫দিন পরে, লাহোর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

লাহোর রেল ষ্টেশনে স্বামিজীর সহিত পূর্ব্ব পরিচিত কালোয়ান্ত সিং, তেজা সিং প্রভৃতি আসিয়াছিল। আমরা দুইখানি টাঙ্গাতে মালপত্রাদি তুলিয়া তাহাদের বাসায় যাইয়া উঠিলাম। এবার স্বামিজী লাহোরে দুই সপ্তাহ থাকিবেন। তিব্বত যাইবার পূর্ব্বে স্বামিজী লাহোরের এড্‌ভোকেট শ্রীসুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে ৩।৪ দিন ছিলেন। ইহার বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পূর্ব্ব-পরিচিত ব্যক্তিগণ স্বামিজীকে প্রত্যহ দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন। স্থানীয় আর্য্য-সমাজ কলেজে আর্য্য-সমাজিদের নেতা শ্রীহংসরাজজীর সভাপতিত্বে একদিন বৈকালে স্বামিজীর বক্তৃতা হইল। বক্তৃতাস্থলে এত অধিক শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল যে, সভাপতি মহাশয়কে সভা সংযত রাখিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়া-

---

(১) আটক সিন্ধুনদের পূর্ব্বধারে অবস্থিত। Alexanderএর সহিত এই স্থানে পুরুরাজার যুদ্ধ হইয়াছিল। বর্ত্তমান দুর্গটী আকবর শাহ ১৫৮১ খৃঃ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃঃ বর্ত্তমান রেলওয়ে সেতুটী যে স্থানে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার সিন্ধুনদ পার হইয়াছিলেন সেই স্থানে নির্ম্মিত হয়। আজকাল আটকে Cement এর কারবার বিখ্যাত।

(২) এই স্থানে কাবুল ও সিন্ধুনদে সোণা পাওয়া যায়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে বহু ব্যক্তি নদীর বালু হইতে স্বর্ণরেণু ধৌত করিয়া বাহির করে।
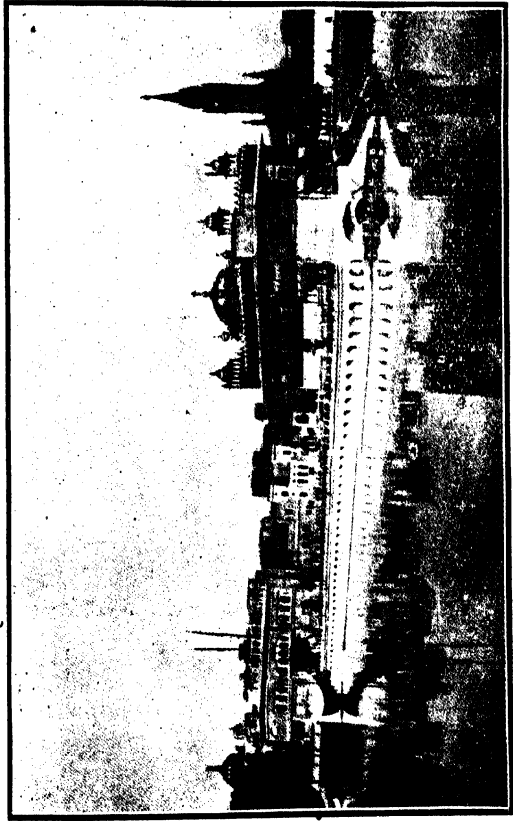
Golden Temple—Amritsar.

শিখদিগের 'স্বুবর্ণ মন্দির'—অমৃতসর।

[পৃঃ—৭১০

ছিল। স্বামিজী "My experience in America" বিষয়ক অতি উপাদেয় এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটী বক্তৃতা করিলেন। হংসরাজজী বলিলেন ঃ—স্বামী বিবেকানন্দকে আমি বলিয়াছিলাম যে, আপনি আমাদের আর্য্য-সমাজে যোগদান করুন। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, আপনিই আমার দলে আসিয়া যোগদান করুন। (হাস্য) প্রায় দুই ঘণ্টা বক্তৃতা হইবার পর সভা ভঙ্গ হইল।

ইহার পর কয়েকদিন ক্রমাগত আর্য্য-সমাজিরা আসিয়া স্বামিজীকে অনবরত কূটপ্রশ্ন করিয়া পরাস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা নিজেরাই স্বামিজীর নিকট পরাস্থ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যায় তাহারা স্থানীয় শ্রীনানকচাঁদ পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ীতে স্বামিজীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল এবং নানাবিধ সুখাদ্য ও পানীয়ের দ্বারা অভ্যর্থিত করিবার পর সহরের প্রধান প্রধান পাণ্ডা আর্য্য-সমাজিরা মিলিয়া স্বামিজীকে তর্ক যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল।

প্রথম প্রশ্ন—স্বামিজী, আপনি বেদকে পূর্ণ না অপূর্ণ মনে করেন?

স্বামিজী—অপূর্ণ মনে করি। কারণ কোন বেদেরইতো সম্পূর্ণ অংশ এখন পাওয়া যায় না; তা' ছাড়া বেদেতেই রহিয়াছে যে, সেই পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপকে জানিলে বেদ অবেদ হইয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—স্বামিজী, আপনারা যে বলেন, জগত মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য, বেদের কোন যায়গায় লেখা আছে যে জগৎ মিথ্যা?

স্বামিজী—একমেবাদ্বিতীয়ম্। এক ব্রহ্মই আছেন, দ্বিতীয় কোন কিছুই নাই। সত্য একটী, কখনও দুইটী হইতে পারে না। যদি জগতকে সত্য বল, তাহলে ব্রহ্ম মিথ্যা হয়; আর যদি ব্রহ্মকে সত্য বল, জগত মিথ্যা হয়। যদি জগত আর ব্রহ্ম একই জিনিস হয়, তাহলে উভয়ই একসঙ্গে সত্য হতে পারে। তাকেই আমরা বলি, জগত মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য, অর্থাৎ যেটাকে জগত বলে মনে কচ্চ সেটা বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়। তোমাদের রজ্জুতে সর্প ভ্রম হচ্চে। তাই জগত মিথ্যা বা মায়া।

এইরূপে আর্য্য সমাজিরা প্রত্যেক প্রশ্নে স্বামিজীর কাটা কাটা উত্তর শুনিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। যে কয়জন সনাতনী (ইঁহারা আর্য্য সমাজের বিরুদ্ধবাদী দল) সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা স্বামিজীর জয়লাভে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে লাহোরে থাকিয়া একটী আশ্রম করিতে অনুরোধ করিলেন এবং ঘর বাড়ী, টাকা কড়ি যাহা কিছু লাগে সমস্ত ভার লইতে চাহিলেন। স্বামিজী অন্য সময়ে এসব বিষয় আলোচনা করিবেন বলিয়া সেই স্থান হইতে উঠিয়া আসিলেন। আজ তাঁহার খুব পরিশ্রম হইয়াছিল, তাই রাত্রে আহারাদি করিয়া শীঘ্র শীঘ্র শুইয়া পড়িলেন।

তৎপর দিবস স্থানীয় Foreman's Christian Collegeএ স্বামিজীর বক্তৃতা হইয়াছিল। বিষয়—"Philosophy of

Work"। সভাপতি—এই কলেজের Principal আমেরিকান Prof. Lucas। সভাক্ষেত্রে ছাত্রগণের অসম্ভব ভীড় হইয়াছিল। স্বামিজী প্রায় দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা করিবার পর সভাপতি বলিলেন, আমি খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক এবং সারাজীবন এই বিষয় লইয়াই আছি, কিন্তু এই শিক্ষিত স্বামিজী (The learned Swami) আজ যা বলিলেন এরূপ পাণ্ডিত্য পূর্ণ বক্তৃতা আমি আর কোথাও শুনি নাই। আমি ভারতবর্ষের সমস্ত বিখ্যাত লোকদের বক্তৃতা শুনিয়াছি কিন্তু আজ আমার স্পষ্টই মনে হইতেছে, ভারতে এঁর তুল্য বক্তা কেহ নাই। আমি যখন New Yorkএ ছিলাম তখন স্বামিজীর নাম শুনিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। আজ আমি শুনিয়া ধন্য হইলাম।

তৎপর দিবস স্বামিজী স্যার গঙ্গারামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। ইনি বিধবা বিবাহ লইয়া খুব মাতিয়া ছিলেন। অজস্র অর্থব্যয় করিয়া বহু বিধবার বিবাহ দিয়াছেন।

তিনি স্বামিজীকে বলিলেন, এই সহরে আপনাদের বেলুড় মঠের 'সেবানন্দ' বলে একজন এসেছিলেন। এখানে দিনকতক আশ্রম করেছিলেন, কিন্তু চালাতে পারলেন না। আপনি এই স্থানে একটী আশ্রম করুন, তার যাবতীয় খরচ আমি দিচ্চি।

স্বামিজী বারান্তরে তাঁহাকে এবিষয় জানাইবেন বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী রঘুবীর সিংএর সহিত দয়ানন্দ সরস্বতীর

ইঙ্গ-বৈদিক বিদ্যালয় ও হোষ্টেল দেখিয়া লাহোর মিউজিয়ম দেখিতে যাইলেন। সহরের বাহিরে নূতন Acquire করা বিস্তৃত মাঠের উপর সহরকে বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছিল। বিচারালয়ের পার্শ্বেই যাদুঘর। নানাবিধ দ্রব্যাদি এই স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। সমস্ত খুঁটিনাটি দেখিবার সময় নাই বলিয়া স্বামিজী, কেবল চোখ বুলান গোছের একবার সব ঘরগুলি দেখিয়া লইলেন। তবে একটী কষ্টিপাথরের শীর্ণ বুদ্ধ মূর্ত্তি আমাদের বিশেষরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। উহার কঙ্কাল, শিরা প্রভৃতির নির্ম্মাণ কৌশল দেখিয়া কেহই বলিতে পারিবেন না যে, তখনকার দিনের লোকের Anatomyর জ্ঞান আজকালকার লোকের অপেক্ষা কিছু কম ছিল। উহা 'তক্তিভাই' নামক স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে।

মিউজিয়ম হইতে ফিরিবার পথে আমরা লরেন্সের প্রস্তর মূর্ত্তিটী দেখিলাম। উহার এক হাতে কলম, অপর হাতে তরোয়াল। বহুবার উহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা হইয়াছে। সেই জন্য সর্ব্বদাই এই স্থানে একজন পুলিশ প্রহরী দাঁড়াইয়া থাকে। লাহোরে অবস্থান-কালে একদিন স্বামিজী ও কালোয়ান্ত সিং অমৃত সহরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তেজা সিং প্রভৃতি রেল ষ্টেসন পর্য্যন্ত আসিয়া স্বামিজীকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া গেলেন।

হিন্দুদিগের যেরূপ কাশী, মুসলমানদিগের যেরূপ মক্কা, শিখদিগের অমৃতসহর সেইরূপ পবিত্রতম তীর্থস্থান। ৪০০ বৎসর

পূর্ব্বে এই স্থানে "চক্" নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী গ্রাম ছিল। ১৫৭৪ খৃঃ (আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে) শিখদিগের চতুর্থ গুরু 'রামদাস' বর্ত্তমান সরোবরটী খনন করাইয়া ইহার চারিপার্শ্বে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করান এবং নিজ নামানুসারে এই স্থানের নাম "রামদাসপুর" রাখেন। তাঁহার শিষ্য গুরু 'অর্জ্জুন সিং' এই স্থানে শিখদিগের রাজধানি করিয়া "অমৃতসর" নাম প্রদান করেন। এই সহরে বর্ত্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ১৪৩,০০০। এই সহরটী প্রাচীর বেষ্টিত এবং ১৩টী ফটক বিশিষ্ট। পূর্ব্বে ইহার চারিদিকে খাল কাটা ছিল। কিন্তু এখন ইহার অনেকাংশ বুজিয়া গিয়াছে। শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শিখগণ পূর্ব্বে এই স্থানে একটী দূর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রখিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা লুপ্ত। ১৮০০ খৃঃ মহারাজা রণজিৎ সিংহ এই স্থানে "গোবিন্দ গড়" নামে একটী পরিখা বেষ্টিত দূর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখনও ইহা বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৭৬২ খৃঃ আহম্মদ শাহ এবং তাঁহার পুত্র তৈমুর এই স্থানের প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া এবং তন্মধ্যে গো-হত্যা করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন এবং কয়েকটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিখরা পরে ঐ সকল স্থান পুনরধিকার করেন এবং ঐ সকল মস্‌জিদে শূকর কাটিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে বর্ত্তমান বৃহৎ মন্দিরটী নির্ম্মিত হয়। ইহার নাম "দরবার সাহেব"।

মন্দিরটী একেবারে অমৃতসরোবরের মধ্যে নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে এবং আশে পাশে সর্ব্বদাই "গ্রন্থ সাহেব" পাঠ হইতেছে। সরোবরের স্থির জলে মন্দিরটীর অতি অপূর্ব্ব সুন্দর প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। সরোবরের মধ্যস্থলে একটী বৃক্ষ, চারিদিকে ডাল পালা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তাহার ডালে বৃহৎ বৃহৎ বাদুড় ঝুলিতেছে। মন্দির, পথ, ঘাট সমস্তই সুন্দর শ্বেত পাথরের। গম্বুজটী তামার পাতে মোড়া, তাহার উপর সোনার হল করা। দেখিতে ঠিক সোনার মত মনে হয়। তাই লোকে ইহাকে সুবর্ণ মন্দির (Golden Temple) কহে। সোনার হল করিতে মহারাজ রণজিৎ সিংহ বহু অর্থ ব্যয় করেন। শিখরা জাহাঙ্গীর প্রভৃতি বাদশাহের কবর হইতে বহু মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড তুলিয়া আনিয়া মন্দির অভ্যন্তরে লাগাইয়া দিয়াছিল।

সিংহদ্বার দিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেই সম্মুখে আকালিদের "ভুঙ্গ" প্রাসাদ। তথায় শিখ গুরুদের অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে। প্রাঙ্গনের আশে পাশে নানাস্থানে গায়ক ও বাদকদল গীতবাদ্য করিতেছে। কোথাও যাত্রীরা স্নান করিতেছে, কোথাও উদাসী, সাধু সন্ন্যাসীরা বসিয়া আছেন। কোথাও শিখগণ গ্রন্থসাহেব ধর্ম্মপুস্তকের নকল করিতেছে। ব্যবসায়ীরা কাপড়, চিরুণী, লৌহ, অলঙ্কার প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছে। সরোবরের পূর্ব্ব-ধারে একটী বৃহৎ স্তম্ভ রহিয়াছে। উহার উপর হইতে চারিদিকের

দৃশ্য অতি সুন্দর। ইহার নিকটেই “বাবা অতলের” সমাজ। তাহার পার্শ্বেই গুরু গোবিন্দ সিংহের স্ত্রীর নামে প্রতিষ্ঠিত “কোলসর”। একটী বৃক্ষের তলে একটী তাম্রফলক রহিয়াছে। উহাতে গুরু গোবিন্দ সিংহ কিরূপে তাঁহার পত্নী কৌলকে লাহোরে আনিয়াছিলেন তাহা খোদিত রহিয়াছে।

সমস্ত দেখিতে দেখিতে স্বামিজী জুতা খুলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে গ্রন্থসাহেব (গুরু নানকের বাণী) পাঠ হইতেছে। স্বামিজী ভক্তিভরে প্রণাম করিতেই একজন শিখ পুরোহিত তাঁহার হস্তে একটী প্রসাদী ফুল দিলেন। স্বামিজী তাহা মস্তকে স্পর্শ করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং সান্তসর দেখিয়া সিংহদ্বার দিয়া মন্দির প্রাঙ্গনের বাহিরে চলিয়া আসিলেন। তথা হইতে ডায়ার ওডায়ারী কাণ্ডের লীলাভূমি, ‘জালিয়ান-ওয়ালা-বাগ’ দেখিতে গেলেন। তৎপর রেল ষ্টেসনে আসিয়া ট্রেনে চাপিয়া ‘নান্‌কানা সাহেব’ দেখিতে যাইলেন। ‘নান্‌কানা’ অমৃতসর হইতে অধিক দূর নহে। গুরু নানকের জন্মস্থান বলিয়া এই স্থান শিখদিগের প্রধান তীর্থ। ট্রেন হইতে নামিয়া একখানি টাঙ্গা করিয়া স্বামিজী গুরু নানকের জন্মস্থানের দিকে যাইতে লাগিলেন। সহরে প্রবেশ করিতেই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য বোধ হইল ছেলে বুড়ো সকলের কোমরে ছোরা আঁটা দেখিয়া। গৃহস্থের বৌঝিরা পথ দিয়া চলিয়াছে—কোমরে ছোরা বাঁধা, বালিকারা বই হাতে স্কুলে

যাইতেছে—তাহাদেরও কোমরে এক এক খানা ছোরা বাঁধা। মনে হইল হঠাৎ যেন কোন সামরিক জাতির দেশে আসিলাম ! না জানি আরো কত কি দেখিব, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে স্বামিজী গুরু নানকের জন্মস্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে একটী বৃহৎ "গুরু-দোয়ারা" (মন্দির) নির্ম্মিত রহিয়াছে। স্বামিজী তাহার নিকট যাইলেন। গুরু-দোয়ারার ফটকের সম্মুখে "গুরু-দোয়ারা প্রবন্ধক কমিটী"র কয়েকজন সভ্য টেবিল চেয়ার পাতিয়া বিষয়কর্ম্ম করিতে-ছিলেন। স্বামিজীকে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বসিবার জন্য চেয়ার দিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে এই স্থানে সাধু নারায়ণ দাসের দলস্থ শিখদিগের সঙ্গে আকালিদের ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। আকালিগণ গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে এই মন্দিরটীর ভার কাড়িয়া লইয়াছে। সেই জন্য সকল বিষয় তদারক করিয়া মীমাংসা করিবার জন্য এই কমিটী বসিয়াছে। কমিটীর প্রধান কর্ম্মী সর্দ্দার গুরুদিৎ সিং স্বামিজীর সহিত অনেক বিষয়ে আলাপ করিলেন। পরে তাঁহার সহিত স্বামিজী মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। দাঙ্গাকারীরা এক স্থানে আগুন জ্বালিয়া অনেক ব্যক্তিকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিবার পর পুড়াইয়াছিল, তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। উভয় পক্ষের বন্দুকের গুলিতে মন্দিরের দরজা, জানালায় বহু ছিদ্র হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের ভিতরদিকের দেওয়ালে গুলি লাগাতে চূণ,

বালি খসিয়া পড়িয়াছে। "গ্রন্থ সাহেব" পুস্তকেও গুলি লাগিয়াছে। সম্প্রতি এইরূপ একটী হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে বলিয়া অপরিচিত লোককে মন্দিরের ভিতরে বেশীক্ষণ থাকিতে দেওয়া হইতেছে না। সেই জন্য স্বামিজী মন্দিরের ফটো তুলিয়া শীঘ্র বাহির হইয়া আসিলেন এবং রেল ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেনে চড়িয়া পুনরায় লাহোরে ফিরিয়া আসিলেন।

লাহোরে আসিয়া পরদিন Congress pandalএ স্বামিজী ন্যাসানাল কলেজের ছাত্রগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার শেষে স্বামিজী, ভাই পরমানন্দের সহিত National College দেখিতে যাইলেন। রাত্রে Prof. Guptaর বাটীতে নৈশভোজনের নিমন্ত্রন হইল। তৎপর দিবস লালা হরিদাসের সভাপতিত্বে সনাতন-ধর্ম্ম কলেজে স্বামিজী Philosophy of the Vedas বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ছাত্রগণ স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইলেন। রাত্রে লালা হরিদাসের বাটীতে নিমন্ত্রণ হইল। তথায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি নানা বিষয়ের প্রশ্ন করিয়া স্বামিজীর ধর্ম্ম মত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তৎপর দিবস স্বামিজী আর্য্য সমাজিদের হবন ও বেদপাঠ দেখিতে যাইলেন। বৃহৎ পাল দিয়া ঘেরা একটী মাঠে আর্য্য-সমাজের বাৎসরিক অধিবেশন হইতেছিল। নানা স্থান হইতে আর্য্য-সমাজিগণ আসিয়া মাঠের মধ্যে তাঁবু

খাটাইয়া বাস করিতেছিল। যজ্ঞ হোম করিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আসিয়াছেন। মণ মণ ঘৃত পুড়িতেছিল। এত বড় বৃহৎ যজ্ঞ আর কখনও আমরা দেখি নাই। সেই জন্য ইহা দেখিয়া আমাদের খুব আনন্দ হইল। তথা হইতে স্বামিজী শব্জীবাগে Mr. B. K. Lahiri মহাশয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া মধ্যাহ্ন ভোজন সম্পন্ন করিলেন। তৎপর 'বাবু মহলে' একটী বাঙ্গালীদের মেসে বেড়াইতে যাইলেন। তথায় শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে স্বামিজীকে চা প্রভৃতি দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। পূর্ব্ব কালে পশ্চিমের সমস্ত সহরে এত অধিক বাঙ্গালী কর্ম্মোপলক্ষে আসিয়া বাস করিতেন যে, প্রত্যেক স্থানেই এক একটী "বাঙ্গালী টোলা" বা "বাবু মহলা" গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজকাল স্থানীয় লোকেরা শিক্ষিত হইয়া উঠায় প্রত্যেক স্থানেই বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

এইরূপে ২ সপ্তাহ অতীত হইলে, স্বামিজী লাহোর হইতে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। এই অঞ্চলের রেল পথে রাত্রে অত্যন্ত চোরের ভয়। তাই রাত্রে আমরা গাড়ীর মধ্যে জাগিয়া রহিলাম ও মালপত্র পাহারা দিতে লাগিলাম।

প্রাতঃকালে কুরুক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া স্বামিজী, ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলেন এবং নীলকণ্ঠ পাণ্ডার বাড়ীতে আহারাদি করিয়া সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া দ্বৈপায়ন হ্রদ (এই স্থানে যুদ্ধ শেষে দুর্য্যোধন

লুকাইয়াছিলেন), জাতিস্মর (যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতা বলিয়াছিলেন তথায় একটা বটবৃক্ষ আছে), ভদ্রকালী পীঠ (এই স্থানে সতীর উরু পড়িয়াছিল), কুরুক্ষেত্র-হ্রদ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান সকল দেখিতে লাগিলেন এবং ধর্ম্মশালায় রাত্রিবাস করিয়া পর দিবস সকালের ট্রেনে হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যথাসময়ে স্বামিজী হরিদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। কন্‌খল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হইতে অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ আসিয়া তুমুল জয়ধ্বনির সহিত স্বামিজীকে অভ্যর্থিত করিলেন। সেবাশ্রমে আসিয়া স্বামিজী এক সপ্তাহ রহিলেন। এই কয়েক দিনের মধ্যে এই আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী কল্যাণানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া একদিন স্বামিজী হৃষিকেশ বেড়াইয়া আসিলেন। হৃষিকেশ দেখিয়া স্বামিজীর পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। এই স্থানে তিনি মাধুকরী করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, নিজ হস্তে ঘাসের কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন এবং ধনরাজ গিরির নিকট বেদান্ত পড়িতেন। ধনরাজ গিরি স্বামী অভেদানন্দজীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া বলিতেন 'অলৌকিকী প্রজ্ঞা।' ধনরাজ গিরির শিষ্যেরা 'কৈলাস' নামে এক মঠ স্থাপন করিয়াছেন। স্বামিজী তাহা দেখিতে যাইলেন। মঠের মোহান্ত গোবিন্দানন্দ, স্বামী অভেদানন্দজীর নাম শুনিয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনিও ধনরাজ গিরির

ছাত্র ছিলেন। এক্ষণে তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছেন কিন্তু অভেদা-নন্দজীকে ভুলেন নাই। তিনি স্বামিজীকে সেই মঠে কিছুদিন বাস করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন এবং কিছু ফল উপহার দিলেন। স্বামিজী তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া বলিলেন অন্য কোন সময়ে আবার আসিব। স্বামিজী পাঞ্জাবী ছত্রে মাধুকরী দ্বারা মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া কন্‌খলে ফিরিয়া আসিলেন। কন্‌খলে আসিয়া স্থানীয় দক্ষযজ্ঞ ঘাট, সতী সরোবর, ঋষিকুল আশ্রম প্রভৃতি দর্শন করিলেন। স্বামিজী সেবাশ্রমের একটী নব গৃহের (Cholera ward) প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং আশ্রমস্থ কয়েকজন কর্ম্মীকে ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিলেন।

অতঃপর তথা হইতে স্বামিজী ৺কাশীধামে আগমন করিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তিন দিন অবস্থান করিলেন। স্থানীয় কয়েকটী বিশেষ বিশেষ স্থান দর্শন করিয়া স্বামিজী ১০ই ডিসেম্বর রাত্রে, ডাউন পাঞ্জাব মেলে বেলুড় মঠ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১১ই ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মতিথি পূজার দিন প্রাতঃকালে স্বামিজী সুদীর্ঘ ৬ মাস পরে পুনরায় বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। ৺অমরনাথ, তিব্বত প্রভৃতি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া স্বামিজীকে নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন।

লান কানা সাহেব—গুরু নানকের জন্মস্থান। [পৃঃ—৩১১

পরিশিষ্ট

পশ্চিম তিব্বত বা লাদাকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম—

আমরা ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি যে মহারাজ অশোক পাটলিপুত্র নগরে (বর্ত্তমান্ পাটনা) খৃঃ পূঃ ২৭২—২৩১এ তৃতীয় বৌদ্ধ সংসদ্ (3rd Council) অধিবেশনের পর হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রচারকদিগকে নেপাল, কাশ্মীর, তিব্বত, পশ্চিম-তিব্বত (লাদাক) বক্তৃয়া, ইয়ায় কন্দ, চীন, মঙ্গোলিয়া, মিশর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরণ করিয়া ছিলেন। তাঁহারা তত্রস্থ দেশের আদিমবাসীদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া নৈতিক সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহারাই তিব্বতের মরুভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সে সময়ে পশ্চিম-তিব্বতে 'মন্‌স' ও 'দাদ' নামে আর্য্য জাতির শাখা বিশেষ বসতি করিত। তাহারাই প্রথমে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহার নিদর্শন স্বরূপ প্রাচীন বৌদ্ধ কলাবিদ্যার ধ্বংসাবশেষ 'জান্‌স্কারে' অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এবং খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর ব্রাহ্মী ভাষায় লিখিত প্রস্তর ফলক পাঠ করিলে জানা যায় যে ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ লাদাকে প্রথম বৌদ্ধমত প্রচার করেন।*

---

* "A Histry of Western Tibet" P. 20 by Rev. A. H Francke.

চীনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম—সেই সময়ে নেপাল হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রচারকগণ চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারার্থ গিয়াছিলেন।

খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রায় ২১৭ অব্দে চীন সম্রাট্ 'টিসিন শিহ হুয়াঙ্গটি'র রাজঃকালে ১৮ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনদেশে প্রথম গিয়াছিলেন। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৬১ হইতে চীন সম্রাট্ 'মিং টি' যখন বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন সেই সময় হইতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে ৬৫ খৃষ্টাব্দে চীনসম্রাট্ ভারতে বুদ্ধদেবের অস্থি অথবা তাঁহার ব্যবহৃত কোন দ্রব্যাদি এবং বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ আনয়ন করিবার জন্য "তসৈ-ইন" প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীদিগকে পাঠাইয়া দেন। তাহারা দুই বৎসর পরে ৬৭ খৃষ্টাব্দে চীনে ফিরিয়া আইসে। তাহাদের সঙ্গে কাশ্যপ মাতঙ্গ ও গোভরন বা ধর্ম্মরক্ষক নামে দুই জন মগধ নিবাসী শ্রমণ বৌদ্ধ-ভিক্ষু বুদ্ধমূর্ত্তি, বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র ও বৌদ্ধ শিল্প কলাবিদ্যার নানাপ্রকার নমুনা গান্ধার হইতে লইয়া যান। সেই সময়ে গান্ধার হইতে খোটান ও চীন, তুর্কিস্থান পর্য্যন্ত "দেশে সংস্কৃত ভাষা কথিত হইত। তৎপরে কয়েক বৎসরের মধ্যে চীনের ছোপান্ জেলায় 'লোয়াঙ্গ'্ নগরীতে 'পাইমা' বৌদ্ধমন্দির প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল। তথায় মাতঙ্গের দেহত্যাগ হইলে ধর্ম্মরক্ষক অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন।*

* ধর্ম্মরক্ষক মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত হইতে চীনভাষায় বুদ্ধচরিতসূত্র অনুবাদ করিয়াছিলেন।

'মিংটি'র পরবর্ত্তী চীন সম্রাট্ ৭৬ খৃষ্টাব্দে অনেক ভারতীয় পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে 'আর্য্যকলা', স্থবির 'চিলুকাক্ষ' ও শ্রমণ সুবিনয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য।

২২২ খৃষ্টাব্দে 'ধর্ম্মকাল' নামক বৌদ্ধ ভিক্ষু ভারত হইতে চীনে গিয়াছিলেন। ২২৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মহাবল' ও 'বিঘ্ন' নামক বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনে গিয়াছিলেন। ২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 'কল্যাণারুণ' এবং ২৮১ খৃষ্টাব্দে 'কল্যাণ', 'ধর্ম্মফল' নামক বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনে গিয়াছিলেন। ৩৮১ খৃষ্টাব্দে "ধর্ম্মরক্ষ" এবং ৩৮৩ খৃষ্টাব্দে 'গৌতম সঙ্ঘ দেব' নামক বৌদ্ধ ভিক্ষুদ্বয় চীনে গিয়াছিলেন।

৩০০—৪১৩ খৃষ্টাব্দে ভিক্ষু কুমার জীব (মধ্য আসিয়ার করাসর কুচবাসী) চীনে বসতি করিয়া 'সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক' নামক বৌদ্ধধর্ম্ম-শাস্ত্র চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ চীন দেশের পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এই কুমার জীবের শিষ্য ছিলেন। কুমার জীবের গুরু 'বিমলাক্ষ' কাশ্মীরে বাস করিতেন।

সেই সময়ে অপর এক বৌদ্ধ ভিক্ষু "বুদ্ধভদ্র" জাহাজে করিয়া দক্ষিণ চীনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় ধ্যানী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তথায় ৩১ বৎসর বাস করিয়া ৪২৯ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

৪০০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর রাজপুত্র 'গুণবর্ম্মন্' সিংহল, জাভা

দেশ দেখিয়া ৪২৮ খৃষ্টাব্দে জাহাজে করিয়া দক্ষিণ চীনে ক্যানটন্ সহরে গিয়াছিলেন এবং তথায় ও ন্যানকিন্ সহরে দুইটী বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে চীনদেশে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী সঙ্ঘ প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল, এবং বৌদ্ধচিত্রকর 'ধর্ম্মদূত' ও 'গুণবর্ম্মন্' চীনদেশে যাইয়া ভারতীয় শিল্প কলাবিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন। বুদ্ধভদ্রের কিছুদিন পূর্ব্বে কাবুল হইতে 'সঙ্ঘভট' নামক এক পণ্ডিত চীনে গিয়াছিলেন। ৩৮২ খৃষ্টাব্দে শ্রমণ 'ধর্ম্মপ্রিয়' চীনে গিয়াছিলেন।

৪১৪ খৃষ্টাব্দে কুমারজীবের সহকর্ম্মী পূণ্যত্রাত, ৪২৩ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধজীব এবং ৪২৪ খৃষ্টাব্দে 'ধর্ম্মমিত্র' নামক বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ চীনে গিয়াছিলেন।

৫২০ খৃষ্টাব্দে 'বৌদ্ধধর্ম্ম' নামক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুযোগী ভারত হইতে মালয় দেশ দিয়া পদব্রজে চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি নয় বৎসর মৌনব্রত পালন করিয়া ন্যান্‌কিনে তপস্যা করিয়াছিলেন। তৎপরে চীনসম্রাট্ সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার কঠোর তপস্যায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিয়াছিলেন ও একটী মন্দির স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন।

* * * *

৫০০ খৃষ্টাব্দে বসুবন্ধুর জীবনী লেখক পণ্ডিত পরমাৎ ন্যান্‌কিনে যাইয়া আট বৎসর যোগ সাধন করিয়াছিলেন। তিনিই চীনদেশে যোগাচার সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

* * * *

৩৯৯ খৃষ্টাব্দে চীন দেশীয় পরিব্রাজক 'ফা হিয়ান্' 'পাটলিপুত্র' (Modern Patna) সহরে আসিয়াছিলেন; তথায় বুদ্ধ-ঘোষের বিখ্যাত অধ্যাপক গুরু 'রেবতী'র নিকট চতুর্দ্দশ বৎসর' বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া স্বদেশে ৪১৪ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধগ্রন্থাদি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

* * * *

কোরিয়া দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার—

৩৭৪ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ার রাজাকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া 'আ-তাও' ও 'সন্-তাও' নামক দুইজন চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু কোরিয়াতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং রাজাকর্ত্তৃক যথেষ্টরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। অবশেষে কোরিয়ার রাজা ও রাণী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী হইয়াছিলেন। সেই অবধি বৌদ্ধধর্ম্ম কোরিয়াতে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল; এবং অনেক চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু গিয়া মন্দির ও বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন; ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষু 'মতানন্দ' কোরিয়াতে

গিয়াছিলেন এবং রাজাকর্ত্তৃক বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

* * * *

জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম—৫২২ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ার 'হাকুসাই' এর রাজা জাপানের রাজা মিকাডোকে সুবর্ণ নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। এক বৎসর পরে মিকাডো নিজ রাজধানীর নিকট সমুদ্রতটে একটী বৃহৎ কর্পূর, বৃক্ষের গুঁড়ি কাষ্ঠ হইতে খোদিত সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি ঐ মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া রাজপ্রাসাদে আনিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কোরিয়ার 'হাকুসাই'এর রাজা সাত জন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে কোরিয়া হইতে জাপানে মিকাডোর নিকট পাঠাইয়া দেন। তাহারা 'জো-জিৎসু' ও 'সান্-রন' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

৫৫৪ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ার রাজা অপর নয়জন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে জাপানে পাঠাইয়া দেন। ৫৭৬ খৃষ্টাব্দে জাপানে মিকাডো 'বিদাৎসু তেম্নো'এর রাজত্বকালে কোরিয়া হইতে অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ, এবং 'রিৎসু' ও 'জেন্' সম্প্রদায়ের বহু ভিক্ষু, ভিক্ষুনী, অধ্যাপক, ওঝা, রাজমিস্ত্রী, প্রতিমা নির্ম্মাতা প্রভৃতি আসিয়াছিল।

৫৮৪ খৃষ্টাব্দে দুইজন জাপানী কোরিয়া হইতে শাক্যমুনি ও মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি, বুদ্ধের অস্থি জাপানে আনয়ন করিয়াছিল ;

এবং 'সোগো'-নো'-ইনামে, নামক এক জাপানী বৌদ্ধ বুদ্ধদেবের প্রথম মন্দির (Pagoda) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

* * * *

পরবর্ত্তী মিকাডোর রাজত্বকালে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু নিমন্ত্রিত হইয়া কোরিয়া হইতে জাপানে আইসে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করে। সেই সময়ে জাপানের বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যথাঃ—ওশাখা নগরীতে তেন্নোজী বুদ্ধমন্দির; কিওটো নগরীর নিকটবর্ত্তী 'উদ্‌জুমাসা' নামক বুদ্ধমন্দির; 'য়ামাডো' সহরের অস্থুক-দেরা দরুমাজী, তায়েমা-দেরা, কুমেদেরা ও তাচিবনদেরা নামক বুদ্ধ-মন্দির গুলি।

* * * *

—৬২৩ খৃষ্টাব্দে চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ প্রথমে জাপানে আসিয়া মন্দির, মঠ ও বিহার স্থাপন করিয়াছিল এবং ৬২৫ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম সাধারণ জাপানীদিগের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল।

৬৪৫ খৃষ্টাব্দে জাপানের রাজা মিকাডো কোডোকু তেন্নো বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া 'দো-সো' নামক জাপানী বৌদ্ধ ভিক্ষুকে চীনদেশের পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াঙ্গএর (যিনি ভারতে আসিয়া অনেক বৎসর বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন) নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের রহস্য শিক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন।

'দো-সো' জেন্ সম্প্রদায়ের "এমান" নামক বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিক ধ্যানযোগ সাধন-প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিল।

*　　　*　　　*　　　*

৬৭৩-৬৮৬ খৃষ্টাব্দে মিকাডো 'তেম্মু তেন্নো' বৌদ্ধ মঠগুলিকে ভূসম্পত্তি দান করিয়া রাজ্যাধীনতা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি 'নারা' নগরীর নিকট 'জুকুশীজী' নামক বিখ্যাত বুদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং প্রজাদিগের প্রত্যেক বাটীতে বুদ্ধের পূজা ও বৌদ্ধগ্রন্থ রাখিবার জন্য অনুশাসন বাহির করিয়াছিলেন। ৭০০ খৃষ্টাব্দে জাপানে মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল।

*　　　*　　　*　　　*

৭১০ খৃষ্টাব্দে 'নারা' নগরীর 'কোবুকু-জী' নামক বৃহৎ বৌদ্ধ মঠ স্থাপিত হইয়াছিল।

*　　　*　　　*　　　*

৭৩৭ খৃষ্টাব্দে মিকাডো 'শোমু-তেন্নো আদেশ করিয়াছিলেন যে জাপানের প্রতি জেলাতে বৌদ্ধ মঠ স্থাপিত হউক এবং তিনি সপ্ততলা উচ্চ বুদ্ধ মন্দির (Seven storied Pagoda) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি 'নারা' নগরীতে বিখ্যাত বুদ্ধমন্দির এবং পঁচিশ হাত উচ্চ অষ্টধাতুর বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই

মন্দির ও মূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাঁহারই রাজত্বকালে 'বরামন সোজো' নামক (ব্রাহ্মণ) ভিক্ষু ভারত হইতে জাহাজে করিয়া 'ওশাথা' নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বোধ হয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন এবং তখনকার বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথি লইয়া গিয়াছিলেন। সেই পুঁথি 'নারা' নগরীর বৌদ্ধমন্দিরে অদ্যাপি পূজিত হইয়া থাকে। অবশেষে মিকাডো 'শোমু তেন্নো' রাজত্ব ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়াছিলেন। সেই অবধি জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে রাজধর্ম্ম ও জাতীয় ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু মধ্য তিব্বতে ইহা প্রচারিত হইলেও সাধারণে ইহা গ্রহণ করে নাই। তিব্বতের রাজা 'স্রংসান্ গাম্পো' ৬৪১ খৃষ্টাব্দে চীনদেশ আক্রমণ করেন। তৎপর চীন মহারাজ 'তাঙ্গ' বংশীয় 'তাইতসুঙ্গ' তিব্বতের রাজার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন এবং তাঁহার কন্যা 'ওয়েন-চেঙ্গ'কে তাহার সহিত বিবাহ দেন। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে 'স্রংসান্ গাম্পো' নেপালের রাজা. অংশু বর্ম্মার কন্যা 'ভৃকুটী'র পাণি গ্রহণ করেন।

তাঁহার দুই স্ত্রী বৌদ্ধধর্ম্মে লালিত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে তাহাদের স্বামীকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্চ ভাব ও নীতি সমুদায়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার রাজদূত 'থন্‌মি সম্ভোট'কে ভারতে প্রেরণ করেন। 'সম্ভোট' ভারতের নানাস্থানে বহুকাল অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের নিকট সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা সমাপন করিয়া ৬৫০ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং নাগ্‌রী অক্ষরে বর্ণমালা যাহা খৃষ্টীয় ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে মগধ ও বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল তাহা তিব্বতে প্রচলিত করেন। অদ্যাপি সেই বর্ণমালাই তিব্বতে প্রচলিত আছে। কিন্তু মগধে এবং বঙ্গে উহার আকৃতি অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাকে 'বুচন' বর্ণমালা কহে।

'সম্ভোট' তিব্বতীয় কথাগুলি মাগধী বর্ণমালা দিয়া লিখিবার প্রথা চালাইলেন এবং একখানি তিব্বতী ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করিলেন। এইরূপে তিব্বতের প্রথম রাজা 'স্রাংসান্ গাম্পো' তিব্বতে বর্ত্তমান লিখিত ভাষার সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহার দুই স্ত্রীর সাহায্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্থাপিত করিয়া তিব্বতে ভারতীয় বৌদ্ধ সভ্যতা ও নীতি বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি 'লাসা' নগরীকে রাজধানী করিয়া বুদ্ধদেবের এক বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঐ মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

তিব্বতের আদিম নিবাসী—বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবেশ

করিবার পূর্ব্বে তিব্বতে আদিম নিবাসীরা নরমাংসাহারী অসভ্য জাতি ছিল। তাহাদের বিশেষ কোন ধর্ম্ম ছিল না। তাহারা ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানা, দৈত্য, যক্ষ, ডাকিনী প্রভৃতিকে ভয় করিত, এবং তাহাদের প্রীতি উৎপাদন করিবার জন্য আরাধনা করিত, এবং পশুবলি এমন কি নরবলিও দিত। তাহারা গাছ, পাথর প্রভৃতি অচেতন পদার্থ, বিদ্যুৎ, ঝঞ্ঝা, বজ্রাঘাত প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপারের মধ্যে মানুষের মত ব্যক্তিত্ব ও প্রাণ বিশিষ্ট ভূত, প্রেত বিদ্যমান আছে এবং তাহারা অসন্তুষ্ট হইলে মানুষের অমঙ্গল করিয়া থাকে—এইরূপ বিশ্বাস করিত। তাহারা পিশাচাশ্রিত বৃক্ষ, প্রস্তর, সর্প, প্রভৃতি পূজা করিত ; এবং ভূতের বিকট মূর্ত্তির মুখোস পরিয়া দানাই নৃত্য করা এই পূজার প্রধান অঙ্গ ছিল।

তিব্বতে 'বন' ধর্ম্ম—এইরূপ, ভূত পিশাচ পূজাকে তিব্বতীরা 'বন্' অথবা 'পন্' (Bon Religon) নাম দিয়াছিল। ইহার প্রবর্ত্তক "সেন্‌রাব-মি-ভো" নামক একজন পশ্চিম তিব্বত বাসী সাধক ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি নানা ভাষা, কলাবিদ্যা, ঔষধাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার ৩৩৬টী স্ত্রী ও বহু সন্তান ছিল। অবশেষে একত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়া অল্পকালের মধ্যে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি 'বন্' দেবতা 'সেন-হাও-কার'এর (অর্থাৎ শ্বেত জ্যোতির্ম্ময় বন্ দেবতা) আরাধনা করিয়া অলৌকিক শক্তি লাভ করেন। তিনি ২৫ বৎসর চীন

দেশে এই 'বন্' দেবতাকে প্রচার করেন ও চীন মহারাজা 'কনগংসি'কে তাহার মতে দীক্ষিত করেন। 'সেন্‌রাব-মি-ভো তিব্বতবাসীকে এই 'বন্' ধর্ম্ম শিক্ষা দেন এবং দেবতাকে আবাহন করিবার বিধি, ভূত পিশাচদিগের নৃত্য, সৌভাগ্য দাত্রী দেবীর প্রার্থনা, প্রেতদিগকে পানীয় (সুরা) নিবেদন করিবার বিধি, মৃত দেহের সৎকার বিধি, অমঙ্গল নিবারণার্থ কবচ, মাদুলি ধারণের মন্ত্র, মুদ্রা, যন্ত্র প্রভৃতি নানা প্রকারের তুক্-তাক্ (magic) শিখাইয়াছিলেন। এই 'বন্' ধর্ম্ম তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, তুর্কিস্থান প্রভৃতি মধ্য আশিয়ার নানাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই 'বন্' ধর্ম্ম সাধারণে গ্রহণ করিয়াছিল। এই ধর্ম্মের পুরোহিতকে "বন্-পো" কহে।

'বন্-পো' নানাপ্রকার মন্ত্র প্রয়োগ উচ্চারণ করিয়া ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানা, দৈত্য, ডাকিনী প্রভৃতিকে তান্ত্রিক সাধকের ন্যায় বশীভূত করিয়া বহুবিধ ব্যাধি আরোগ্য করে এবং অমঙ্গল দূর করে। তন্মধ্যে তিনটী মন্ত্র প্রধান যথা :—(১)আং ওঁ হুঁ রং স সদ্ স লে সন্ নে য়া স্বাহা ; (২) ঐঁ রং খং ক্রুং ডুঃ ; বশ্নো ঠন্ লে লো যো-ঠং স্পুন্‌স্ সো থাদ্-দো থুন হ্রী। এই মন্ত্রগুলি দ্বারা সকল প্রকার বিঘ্ন, বিপদ, ক্ষতি ও গ্রহ নক্ষত্রের কোপ এবং দুষ্ট প্রেতাত্মার শক্তি অপসারিত হয়। তাহাদের বিশ্বাস যে ইহা দ্বারা মানব পার্থিব দুঃখ কষ্ট সকল দূর করিয়া মুক্তি লাভ করে।

'বন্' ধর্ম্মের প্রধান দেবতার নাম 'লা ছেন্পো মিগ্ ডু পা' অর্থাৎ নয়টী চক্ষু বিশিষ্ট মহাদেব। ইনি জগৎ পতি ও ব্রহ্মাণ্ডের গৌরবশালী মহারাজা। অন্যান্য দেবতারা দুই প্রকার, দুঃখদাতা ও শান্তিদাতা। 'বন্' ধর্ম্মে দেবীরা দেবতাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অধিক শক্তিশালিনী। প্রধান দেবী আদ্যাশক্তির নাম "জি বৃজিদংথা যস্মা"। ইহার মুখশ্রী শ্বেত বর্ণের এবং দুই হস্ত বিশিষ্ট। প্রত্যেক হস্তে একটী দর্পণের উপর মশাল ধারণ করিয়া চারিটী সিংহ পৃষ্ঠে সিংহাসনোপরি পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। ইনি 'লা ছেন্পো' নামক মহাদেবের পত্নী। এই মহাদেব শ্বেতবর্ণের বৃষোপরি উপবিস্ট এবং এক হস্তে একখানি রৌপ্য মণ্ডিত পুস্তক ধারণ করিয়া আছেন। অন্যান্য দেবী যথা ঃ—বাগেদবী, লক্ষ্মী, দয়াময়ী, বুদ্ধি দাত্রী প্রভৃতি সকলেই সিংহাসনে উপবিষ্টা এবং প্রত্যেক দেবীর একটী দেবতা আছে। তাহাদের নাম 'বাগেদবতা' ইত্যাদি। তাহারা সকলেই বৃষারূঢ়। এইরূপে 'বন্' ধর্ম্মে পাঁচটী দেবী ও পাঁচটী দেবতা আছে।

এই ধর্ম্মের সাধকদিগের চরম উদ্দেশ্য এই যে সিদ্ধি লাভ করিয়া জীবের কল্যাণ করা ও কল্যাণ সাধনের বিঘ্নকারীদিগকে দমন করিয়া স্বর্গ-সুখলাভ করা এবং সাধনার ত্রয়োদশ অবস্থা-স্তর অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভ করা। ইহাতে বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণ মুক্তি নাই।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা 'স্রংসান্ গাম্পো' বৌদ্ধধর্ম্ম

দেশে স্থাপন করিলে পর লামা ভিক্ষুরা তাঁহাকে স্বর্গীয় বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার আখ্যা দিয়া সম্মান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার দুই স্ত্রীও অবলোকিতেশ্বরের পত্নী 'তারা' দেবীর অবতার আখ্যা পাইয়া পূজিতা হইতে লাগিলেন। চীনদেশের রাজকন্যা 'ওয়েনচেং' হইলেন 'শুভ্রতারা' এবং নেপালী রাজকন্যা "ভ্রুকুটী" 'শ্যামল তারা' হইলেন। অদ্যাপি ইহাঁদের মূর্ত্তি লামাদিগের মন্দিরে পূজিতা হইয়া থাকে। তাঁহাদের কোন সন্তান হয় নাই সেই কারণে লামারা তাঁহাদের দেবী বলিয়া থাকেন।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতে যে বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছিল তাহা কিরূপ? বুদ্ধদেবের পরে এক সহস্র বৎসরের মধ্যে তাঁহার বিশুদ্ধ মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ইহা যখন বিধর্ম্মী অসভ্য জাতিগণকে ক্রোড় দান করিল, তখন তাহাদের যে সকল দেব, দেবী প্রতীক, প্রতিমা, ভূত, প্রেত পিশাচ প্রভৃতির পূজা এবং কুসংস্কারপূর্ণ আচার ব্যবহারগুলি বৌদ্ধধর্ম্মে যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া রহিতে লাগিল। বহুবার বিশুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্ম রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম সংসদ (Council) আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সিথিয়ান রাজা 'কণিষ্ক' যে সংসদ্ (Council.) জলন্দরে আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। একভাগ প্রাচীন বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মত পোষণ করিল।

এই মত সেই অবধি সিংহল, বর্ম্মা, শ্যাম দেশে প্রচলিত হইল। ইহাকে ইংরাজীতে 'Southern Buddhism' বলা হয়। অপর ভাগটী অন্যান্য জাতির দেব, দেবী প্রভৃতিকে আশ্রয় দিয়া এবং নানাবিধ কুসংস্কারের সহিত মিশ্রিত হইয়া উত্তর ভারতের বাহিরে তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, মোঙ্গলিয়া, মধ্য আশিয়া, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার নাম হইল 'Northern-Buddhism'। বৌদ্ধরা প্রথমটীকে 'হীনযান' এবং দ্বিতীয় ভাগকে 'মহাযান' আখ্যা দিয়া থাকেন। প্রথমে এই দুই মতের সাধন প্রণালী এবং চরম উদ্দেশ্য 'নির্ব্বাণ' সম্বন্ধে বিশেষ ভেদ ছিল না। কিন্তু খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে 'নাগার্জ্জুন' ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশে 'মহাযান' মত বিশেষ উদ্যমের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধদেবের উপদেশগুলির নূতন ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন।

এই 'মহাযান' মতে বুদ্ধদেবকে স্বর্গীয় জগদীশ্বরের স্থানে বসান হইল এবং তাঁহার গুণগুলিকে দেবতা করা হইল। স্বর্গীয় বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর জীবের প্রতি দয়া করিয়া তাহাদের যাহাতে অশেষ কল্যাণ হয় তাহারই চিন্তা সর্ব্বদা করিতে লাগিলেন। 'হীনযান' মতাবলম্বীরা নিজের নির্ব্বাণ-মুক্তির জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন এবং বিনয়পিটক নামক বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে সাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু 'মহাযান' মতাবলম্বীরা সমস্ত জীবের মুক্তি কামনা করিয়া

তাহাদের উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত থাকেন ; কারণ তাহারা বিশ্বাস করেন যে, জীব, জন্তু সকলেই কোন না কোন সময়ে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন ; সুতরাং তাহাদিগকে দুঃখ, কষ্টপূর্ণ সংসারচক্র হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য।

'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' নামক বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে হীনযানী-দিগের আপন আত্মার কল্যাণ ও নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ রূপ মতের বিরুদ্ধে অনেক নিন্দা করা হইয়াছে এবং মহাযানীদিগের উদার সার্ব্বজনীন নির্ব্বাণ প্রার্থনারূপ মতের বিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেবের বিশুদ্ধ ধর্ম্মে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্ত্তা জগদীশ্বরের স্থান নাই। কিন্তু তাঁহার পরিনির্ব্বাণের পর অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁহার মতাবলম্বিগণ তাঁহাকেই জগদীশ্বরের স্থানে বসাইয়া "সুখাবতী" নামক স্বর্গে অনাদি, অনন্ত, বিজ্ঞানময় 'অমিতাভ' বুদ্ধ নাম দিয়া স্থাপিত করিয়া তাঁহারই পূজা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেবের পার্থিব জীবনের লীলা ও ঘটনাগুলিকে স্বর্গীয় নিত্য বোধিসত্ত্বের নিত্যাবস্থার প্রতিরূপ বলিয়া প্রচার হইতে লাগিল। এইরূপে অনেক স্বর্গীয় বোধিসত্ত্বের কল্পনা আরম্ভ হইল। তন্মধ্যে প্রধান বোধিসত্ত্ব হইলেন অমিতাভের পুত্র 'অবলোকিতেশ্বর'—ইহাই মহাযানীদিগের মত।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গান্ধার দেশে (বর্ত্তমান পেশোয়ার)

"অসঙ্গ" নামক এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। তিনি পতঞ্জলির রাজ-যোগাভ্যাসে সিদ্ধ হইয়া 'মহাযান' বৌদ্ধমতে 'রাজযোগের সাধন-প্রণালী অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। তৎপর শতাব্দীতে হিন্দুদিগের তন্ত্রমত, এবং শিব, শক্তি, দুর্গা প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজা, প্রতিমা পূজা, মন্ত্র, যন্ত্র ইত্যাদি মহাযান মতের সহিত জড়িত হইয়াছিল।

এইরূপে প্রাচীন বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে নানাভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

এই মহাযান বৌদ্ধ মতটী তিব্বতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ প্রচার করিয়াছিলেন। তখন তিব্বতে প্রাচীন 'বন্' ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল ছিল। সুতরাং মহাযান্ বৌদ্ধধর্ম্ম 'বন্' ধর্ম্মের বিরুদ্ধে না দাঁড়াইয়া তাহার সহিত ধীরে ধীরে মিশ্রিত হইতে লাগিল।

'বন্' ধর্ম্মাবলম্বীরা কৃষ্ণবর্ণের টুপি ও চোগা (আলখেল্লা) পরিধান করিত, কিন্তু মহাযানী বৌদ্ধরা লাল বর্ণের টুপি ও চোগা পরিধান করিয়া নিজেদের পার্থক্য স্থাপন করিলেন।

বৌদ্ধভিক্ষুরা 'বন্' ধর্ম্মের কুসংস্কার ও ব্যভিচার দূর করিবার জন্য প্রায় একশত বৎসর প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। সেই কারণে পরবর্ত্তী তিব্বত মহারাজা "থিস্রং দৈৎসান্" খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের (বৌদ্ধ) অধ্যাপক ও মগধ রাজার গুরু "শান্ত রক্ষিত"কে তিব্বতে বিশুদ্ধ বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন।

শান্তরক্ষিত—

'শান্তরক্ষিত' বঙ্গদেশীয় যশোহরের রাজার পুত্র ছিলেন। ইনি বৌদ্ধভিক্ষু 'জ্ঞানগর্ভ' কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া নানা বৌদ্ধ শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ভিক্ষু হইয়াছিলেন, ইহাঁর সাধু চরিত্র এবং অশেষ সদ্‌গুণ দেখিয়া তিব্বতী লামারা 'আচার্য্য বোধিসত্ব' উপাধি দিয়াছিলেন। তিব্বতে এই নামে তিনি অদ্যাপি বিখ্যাত। ইনি মাধ্যমিক যোগাচার সম্প্রদায়ভুক্ত যোগী ছিলেন।

শান্তরক্ষিত তিব্বতে উপস্থিত হইয়া 'থিস্রং দৈৎসান' মহারাজকে আদেশ করিলেন:—"উড্ডয়ন নগরে (বর্ত্তমান কাবুল) এক বৌদ্ধ-তন্ত্রে সিদ্ধ মহাপুরুষ আছেন তাঁহার নাম 'পদ্মসম্ভব'। তিনি ভূত, প্রেত, পিশাচদিগকে মন্ত্র শক্তি দ্বারা তিব্বত হইতে দূর করিতে সক্ষম হইবেন। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনান্" তিব্বতের মহারাজা তাঁহার আদেশানুযায়ী 'পদ্মসম্ভব'কে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন। ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে 'পদ্মসম্ভব' তিব্বতে আসিলে মহারাজা বহু সম্মানের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান পুরোহিত পদে বরণ করিলেন। তিনি স্ত্রী ও পুরুষদিগকে তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

এই মতে সর্ব্বত্যাগ ও ভিক্ষাশ্রম অবলম্বন না করিয়াও

সাধারণ গৃহস্থ হইতে রাজা পর্য্যন্ত সকলেই সহজে নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করিতে পারে।

'পদ্মসম্ভব' দুইচূড়া বিশিষ্ট মুকুটের ন্যায় লোহিতবর্ণের (Mitre-shaped) টুপী পরিতেন। অদ্যাপি প্রধান প্রধান লাল টুপীধারী সম্প্রদায়ের লামারা ইহা পরিধান করে।

পদ্মসম্ভব—

তিব্বতীরা 'পদ্মসম্ভব'কে "গুরু রিন্‌পোচে" নামে অভিহিত করে—ইহার অর্থ "মহামূল্য গুরু"। ইনি যে মত প্রচার করেন তাহারই নাম "লামাধর্ম্ম" (Lamaism)। "পদ্মসম্ভব"কে লামারা বুদ্ধদেবের তুল্য সম্মান করেন। তিনি কি প্রকারে অমঙ্গলকারী ভূত, প্রেত, পিশাচদিগকে মন্ত্রবলে বশীভূত করিয়া দেশকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে অনেক গল্প তিব্বতীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু তিনি ঐ সকল ভূত প্রেতকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে লামারা নিত্য তাহাদের পূজা করিবে ও তাহাদের উপযুক্ত নৈবেদ্যাদি ভোগ দিবে। এই কারণে অনিষ্টকারী ভূত প্রেত পূজা লামাদিগের নিত্যপূজার একটী অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে।

মহারাজা 'থিস্রং দৈৎসান'এর সাহায্যে 'পদ্মসম্ভব' 'সাম-যাস্‌' সহরে ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম বৌদ্ধ মঠ ও ভিক্ষুদিগের বিহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই মঠে 'শান্তরক্ষিত'কে প্রথম মোহান্ত করেন।

তিনি ঐ পদে ত্রয়োদশ বৎসর ছিলেন। পরে তাঁহাকে লামারা স্বর্গীয় বুদ্ধের প্রতিবিম্ব স্বরূপ আচার্য্য-বোধিসত্ত্ব-মহাগুরু আখ্যা দিয়াছিলেন।

পদ্মসম্ভবের অনেক বিভূতি (সিদ্ধাই) তিব্বতের পুস্তকে বর্ণিত আছে—(১) তিনি আকাশে উড়িয়া যাইতেন ; (২) নিজমুখ অশ্ব-মুখে পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন ; (৩) মৃতকে পুনর্জীবিত করিতে পারিতেন ; (৪) বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য হইতেন ; (৫) নদীর জলকে উজান বহাইতেন ; (৬) হস্তদ্বারা উড্ডীয়মান পক্ষীকে ধরিতে পারিতেন ইত্যাদি।

শান্তরক্ষিত ও পদ্মসম্ভবের পর প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশ, নেপাল ও কাশ্মীর হইতে পঞ্চসপ্ততি জন বৌদ্ধ ভিক্ষু-পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র তিব্বতীভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য তিব্বতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটীর নাম ছিল যথা—ধম্মকীর্ত্তি, বিমলমিত্র, বুদ্ধগুহ্য, শান্তিগর্ভ, বিশুদ্ধ-সিংহ, কমলশীল, কুশর, শঙ্করব্রাহ্মণ, শীলমঞ্জু (নেপালী) ; অনন্তবর্ম্মা, কল্যাণ মিত্র, জিনমিত্র, ধর্ম্মপাল, প্রজ্ঞাপাল, গুণপাল, সিদ্ধপাল, সুভূতি, শ্রীশান্তি, ইত্যাদি। *

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রাজা খিস্রং-দৈৎসানের পৌত্র 'রালপাচন'

---

* Journal of the Buddhist Text Society, January, 1893.

জালিয়ান-ওয়ালা-বাগে স্বামিজী।
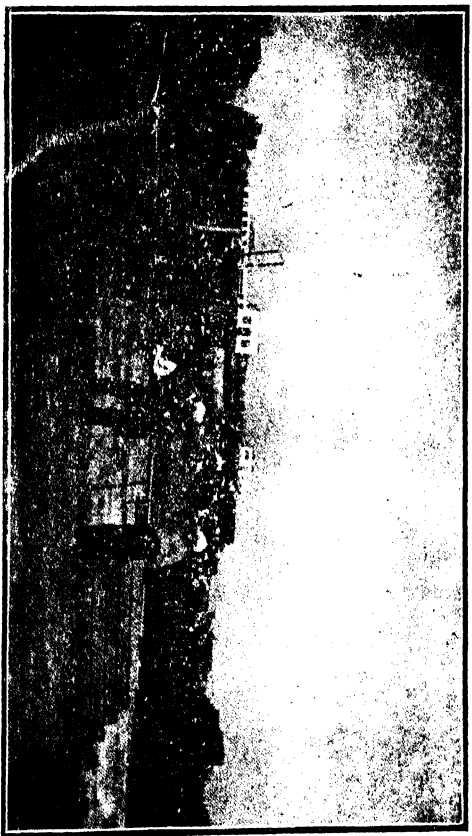
[পৃঃ—৩১১

তিব্বতের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি উপরোক্ত বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগকে তিব্বতী ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র অনুবাদ করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধমঠে স্থাবর সম্পত্তি দান এবং চীন দেশীয় কাল-গণনা প্রথা তিব্বতে প্রচলিত করিয়াছিলেন। সেই অবধি তিব্বতের ঐতিহাসিক ঘটনা বিবরণী ঐ প্রথাতে লিখিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ নির্য্যাতন—

রাজা 'রালপাচনে'র কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'লান ডরমা' বৌদ্ধধর্ম্মবিদ্রোহী ছিল এবং রাজার বৌদ্ধধর্ম্মে প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া সহ্য করিতে পারিতেন না। সে ৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজা রালপাচনের হত্যা সাধন করাইয়া রাজ্যলাভ করিতে সমর্থ হয় এবং সিংহাসনারূঢ় হইবামাত্র লামাদিগকে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল ও তাহাদের মঠ ও মন্দিরগুলি নানাপ্রকারে কলুষিত করিতে লাগিল। তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি অগ্নিসাৎ করিয়া তাহাদিগের প্রতি পাশবিক অত্যাচার করিতে লাগিল এবং জোর করিয়া লামাদিগকে কসাইয়ের কার্য্যে লাগাইয়া দিল। তিন বৎসর ধরিয়া এইরূপ ঘোর অত্যাচার করিয়া সে অবশেষে 'পাল দরজে' নামক লামার হস্তে তীর দ্বারা নিহত হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিল —"হায় তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার যদি মৃত্যু হইত, তাহা হইলে আমি এই সমস্ত পাপকার্য্য হইতে রক্ষা পাইতাম কিম্বা তিন বৎসর পরে যদি নিহত হইতাম তাহা হইলে আমি এই সময়ের মধ্যে

তিব্বত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম সমূলে উৎপাটিত করিতে পারিতাম।"
এই ঘটনার পর লামা পুরোহিতগণ 'পাল দরজে'কে মহাপুরুষের
শ্রেণীভুক্ত করিয়া সম্মান দিয়াছিলেন।

এই সকল পাশবিক অত্যাচার বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ কোন ক্ষতি
করে নাই বরং ইহাদ্বারা লামাদিগের উৎসাহ ও উদ্যম এবং বৌদ্ধ-
ধর্ম্মের শক্তি ও বিস্তার স্থায়ীভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

তিব্বতীভাষায় 'লামা' শব্দটীর অর্থ 'মহাত্মা'। এই উপাধি মঠের
মোহান্ত ও সিদ্ধ ভিক্ষুকে দেওয়া হয়। লামারা তাহাদের ধর্ম্মকে
'লামাধর্ম্ম' (Lamaism) বলে না। লামারা তাহাদের ধর্ম্মকে
বৌদ্ধধর্ম্ম আখ্যা দেয়। তিব্বতের রাজা "থিস্রং দৈৎসেন" ও
তাঁহার পরবর্ত্তী দুই রাজার সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্ম দিন দিন উন্নতি লাভ
করিয়া তিব্বতে বিস্তার হইতে লাগিল।

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু বঙ্গদেশ, নেপাল
ও কাশ্মীর হইতে তিব্বতে গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর
শ্রীজ্ঞান অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন।
তিনি গৌড়ের রাজবংশ সম্ভূত। পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর পরগণার
অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে ৯৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
তাঁহার পিতার নাম ছিল "কল্যাণশ্রী" এবং মাতার নাম ছিল
"প্রভাবতী"। তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন

"চন্দ্রগর্ভ"। যৌবনে অবধূত 'জেতারি'র নিকট শিক্ষা করিয়া দীপঙ্কর বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র 'ত্রিপিটক,' হীনযান মতের গ্রন্থ সকল, কণাদের বৈশেষিক দর্শন, মহাযান মতের 'ত্রিপিটক,' গৌতমের ন্যায় দর্শন, মাধ্যমিক ও যোগাচার মতের দর্শনশাস্ত্র এবং তন্ত্রশাস্ত্র সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিয়া এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি দিগ্‌গজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে শাস্ত্র বিচারে পরাভূত করিয়া অশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি 'কৃষ্ণগিরি' বৌদ্ধ বিহারের প্রধান আচার্য্য রাহুল গুপ্তের নিকট দীক্ষিত হইয়া 'গুহ্যজ্ঞান বজ্র' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। উনবিংশ বৎসর বয়সে তিনি মগধের 'ওদন্তপুর' বিহারে আচার্য্য শীলরক্ষিতের নিকট বৌদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচটী স্ত্রী ছিল।

৩১ বৎসর বয়সে তিনি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং আচার্য্য 'ধর্ম্ম রক্ষিত' কর্ত্তৃক বোধিসত্ব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বৌদ্ধ মঠের সন্ন্যাসী ভিক্ষু বেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি মগধের প্রধান প্রধান নৈয়ায়িকদিগের নিকট ন্যায়শাস্ত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন করেন।

তৎপরে দীপঙ্কর পেগুদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র সুবর্ণ-দ্বীপে মোহান্ত প্রধান আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির নিকট দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করেন। তথায় অসাধারণ

বুদ্ধিসম্পন্ন খ্যাতনামা বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া সিংহল দ্বীপে ভ্রমণ করতঃ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পুনরায় মগধে আসিয়া তথাকার সুবিখ্যাত পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রালাপ করেন। তাহাদের মধ্যে শান্তি, নরোপান্ত, কুশল, অবধূতী, তোম্ভী—এই কয়েক জনের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

মগধের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ দীপঙ্করকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত শিরোমণি বলিয়া জানিতেন। মহাবোধিতে অবস্থিতি-কালে তিনি নাস্তিকদিগকে বৌদ্ধ দার্শনিক মত বুঝাইয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

মগধের বৌদ্ধ রাজা নয়পালএর (যিনি রাজা মহীপালের পুত্র ছিলেন) অনুরোধে দীপঙ্কর বিক্রমশিলার মহা-বিহারে প্রধান আচার্য্য পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার অসাধারণ শক্তি ও পাণ্ডিত্য তিব্বতে প্রচার হওয়াতে লামারা তাঁহাকে তিব্বতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু তিব্বতের ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, তিব্বতের রাজা "লা-লামা যে-শেসোদ" দীপকঙ্করকে বিক্রমশিলায় নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছিলেন।

এইরূপে নিমন্ত্রিত হইয়া দীপঙ্কর ষাট্ বৎসর বয়সে ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বত যাত্রা করিলেন। তিনি 'নাগৎশো' নামক লামার সহিত 'নারী-কোরসুম' এর পার্ব্বত্য পথ দিয়া হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে দীপঙ্কর যখন অশ্ব পৃষ্ঠে বসিয়া তিব্বতে যাইতে ছিলেন তখন তিনি যোগবলে অশ্বপৃষ্ঠের জীন হইতে এক হস্ত পরিমাণ উচ্চ শূন্যে বসিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক যোগ বিভূতি (সিদ্ধাই) ছিল ; তন্মধ্যে ইহা একটী। তিনি জাতিস্মরের ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ঘটনা স্মরণ করিতে পারিতেন।

তিব্বতের রাজা দীপঙ্করকে বিশেষরূপে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও যোগশক্তি দ্বারা মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতে লাগিলেন এবং "প্রভু .স্বামী" উপাধি (তিব্বতীভাষায় 'জো-ভো-জে') দিয়া তাঁহার সম্মান করিয়াছিলেন।

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে বিশুদ্ধ 'মহাযান' মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অনভিজ্ঞ লামা দিগকে তান্ত্রিক পন্থা হইতে ফিরাইয়া আনিতে লাগিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মে যে সমস্ত দোষ প্রবেশ করিয়াছিল তাহা সংশোধন করিয়া 'কদম্‌পা' নামক একটী লামা সম্প্রদায় স্থাপন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেক সম্প্রদায় উঠিতে লাগিল। সাড়ে তিন শত বৎসর পরে এই সম্প্রদায়ের নাম 'গে-লুগ্‌-পা' হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে তিব্বতে এই সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রধান। এই সময় হইতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে পদমর্য্যাদানুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ যাজক 'লামা' সমাজ স্থাপিত হইল।

অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে ত্রয়োদশ বৎসর বাস করিয়া বিভিন্ন সহরে বৌদ্ধধর্ম্ম-সংস্কার কার্য্য বিস্তার করিয়া ৭৩ বৎসর বয়সে

১০৫৩ খৃষ্টাব্দে লাসার নিকট 'সে-থান' মঠে দেহত্যাগ করেন। তথায় তাঁহার সমাধি মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তিব্বতের সমস্ত লামারা অতীশ দীপঙ্করকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করেন এবং বুদ্ধদেবের নীচে বোধিসত্ব বলিয়া তাঁহার মূর্ত্তি পূজা করেন।

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সংস্কৃত ও তিব্বতী ভাষায় শতাধিক ধর্ম্ম গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকখানির নাম উল্লেখযোগ্য ঃ—(১) বোধিপথ প্রদীপ ; (২) চর্য্যা সংগ্রহ প্রদীপ; (৩) সত্যদ্বয়াবতার; (৪) মধ্যমোপদেশ ; (৫) সংগ্রহ গর্ভ ; (৬) হৃদয় নিশ্চিত ; (৭) বোধিসত্ব মণ্যাবলি; (৮) বোধিসত্ব কর্ম্মাদি মার্গাবতার ; (৯) শরণাগতাদেশ; (১০) মহাযান পথ-সাধন-বর্ণ সংগ্রহ ; (১১) মহায়ান-পথ-সাধন-সংগ্রহ ; (১২) শুভ্রার্থ সমুচ্চয়োপদেশ ; (১৩) দশ-কুশল-কর্ম্মোপদেশ ; (১৪) কর্ম্ম-বিভঙ্গ, (১৫) সমাধি-সম্ভব-পরিবর্ত্ত ; (১৬) লোকোত্তর-সপ্তকবিধি ; (১৭) গুহ্য-ক্রিয়া কর্ম্ম ; (১৮) চিত্তোৎপাদ-সম্বর-বিধি-কর্ম্ম; (১৯) শিক্ষা-সমুচ্চয়-অভিসময়; (২০) বিমল-রত্ন-লেখনা।

অতীশ দীপঙ্করের প্রধান শিষ্য 'ডম্‌টন্' (জীনাকর) 'ক-দম্-পা' সম্প্রদায়ের মোহান্ত হন এবং ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে লাসার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে 'রা-ডেঙ্গ্' নামক মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই 'ক-দম্-পা' সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ হইল।

'কারজ্যু-পা', 'শাক্য-পা', 'ডুক্-পা' প্রভৃতি ১০টী সম্প্রদায়

অতীশের সংস্কার গুলির অর্দ্ধেক অংশ গ্রহণ করিল। কিন্তু যাহারা অতীশের সংস্কার আদৌ গ্রহণ করিল না এবং প্রাচীন মত এবং 'বন্' ধর্ম্মের আচার ব্যবহার পোষণ করিতে লাগিল তাহাদের সম্প্রদায়ের নাম হইল 'নিম্‌মা-পা'। ইহার সাতটী শাখা সম্প্রদায় স্থাপিত হইল। ইহার লামারা সকলেই লাল রঙ্গের টুপি ও চোগা পরিধান করে এবং প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন মঠ তিব্বতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে।

তিব্বতী রাজা 'লান্ ডরমা'কে হত্যা করিবার পর লামারা তাহার নাবালক সন্তানগণের ভার লইয়া তিব্বতের অধীশ্বর হইলেন এবং রাজ্যকে বিভাগ করিয়া এক এক অংশ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লামারা শাসন করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হইল এবং প্রধান প্রধান লামারা স্থানে স্থানে মঠ ও বিহার নির্ম্মান করিয়া ভূসম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিলেন। প্রায় দেড় শত বৎসর এই ভাবে চলিতে লাগিল। প্রতাপশালী রাজা না থাকায় ১২০৬ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলিয়ার দস্যুরা 'জেঙ্গিজ খাঁ'র নেতৃত্বে তিব্বত আক্রমণ করে। ইনিই পরে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া বহুমূল্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

মোঙ্গল 'জেঙ্গিজ খাঁ'র উত্তরাধিকারী 'কুবিলাই খাঁ' চীন দেশ জয় করিয়া তথাকার সম্রাট্ হইয়াছিলেন। সমস্ত মঙ্গোলিয়া, তিব্বত ও চীনদেশে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল। 'কুবিলাই খাঁ'

অনেক সদ্‌গুণ সম্পন্ন সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে খৃষ্টান মিশনারীগণ প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্যে নানা জাতীয় অসভ্য লোকের বসতি। তাহাদিগকে সভ্য করিতে হইলে উচ্চ শ্রেণীর নীতি ও ধর্ম্ম প্রচারের আবশ্যক ; সেই উদ্দেশ্যে একটী রাজসভা আহ্বান করিলেন। এই রাজ সভায় খৃষ্টান্ ধর্ম্মের মিশনারীগণ ও তিব্বতের বৌদ্ধ লামাগণ মিলিত হইয়াছিলেন। রোমীয় প্রধান ধর্ম্মযাজক ও মোহান্ত (Pope) ঐ সকল খৃষ্টান মিশনারীদিগকে চীন দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ 'কুবিলাই খাঁ' খৃষ্টান্ মিশনারীদিগকে এবং বৌদ্ধ লামা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যাঁহারা কোন অলৌকিক ঘটনা দেখাইতে পারিবেন তাঁহাদের ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিব। খৃষ্টান মিশনারীগণ যখন অসমর্থ হইলেন তখন একজন প্রধান বৌদ্ধ লামা সম্রাটের সম্মুখে একটী টেবিলের উপর যে সুরা পাত্রটী ছিল সেইটীকে যোগ শক্তি প্রভাবে শূন্যে উঠাইয়া সম্রাটের অধরে লাগাইয়া দিলেন। সম্রাট্ বিস্মিত চিত্তে উহা হইতে সুরা পান করিলেন। এই অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি (যোগ বিভূতি) দেখিয়া সম্রাট্ বৌদ্ধ লামা ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন এবং লামা ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ইউরোপীয় সম্রাট্ চার্ল্‌মেন যেরূপ খৃষ্টানধর্ম্ম সঙ্ঘের Pope (প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ) সৃষ্টি করিয়া-

ছিলেন সেইরূপ সম্রাট্ কুবিলাই খাঁ তিব্বতের প্রধান লামাকে রাজত্ব দান করিয়া তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম্মাধ্যক্ষ (Pope) সৃজন করিলেন এবং তাঁহার নাম হইল 'পাগ্‌স্-পা' অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহারাজ।

এইরূপে ১২৭০ খৃষ্টাব্দে কুবিলাই খাঁ শাক্য মঠের প্রধান লামা শাক্য পণ্ডিতকে তিব্বতের সামন্ত রাজা করিলেন। এই অনুগ্রহের বিনিময়ে শাক্য লামা চীন দেশের সম্রাট্‌কে রাজমুকুট পরাইয়া অভিষেক করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

কুবিলাই খাঁ এইরূপে নানা প্রকারে লামা ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিব্বতে, মঙ্গোলিয়ায় অনেক লামা মঠ ও বহার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং চীনদেশের রাজধানী পিকিংএ একটী বৃহৎ মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন।

মোহান্ত রাজা শাক্য লামা পণ্ডিত মণ্ডলীর সাহায্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম শাস্ত্র "কা-গ্যুর" মঙ্গোলিয়ার ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনিই মঙ্গোলিয়ার বর্ণমালার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই অবধি চীন, মঙ্গোলিয়া, মানচুরিয়া, রুশিয়া বাসীরা লামা ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল।

শাক্য লামারা মোগল সম্রাট্‌গণের সাহায্যে ক্রমশঃ প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন এবং প্রায় একশত বৎসর তিব্বতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে চীন দেশের মিং বংশীয় সম্রাট্ রাজ্য লাভ

করিয়া শাক্য লামাদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য 'কা-গ্যুপা', 'ক-দম্-পা' সম্প্রদায়ের লামাদিগের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া শাক্য লামাদিগের সমকক্ষ করিয়া তুলিলেন এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ঘটাইয়া দিলেন। বিভিন্ন দলের লামারা রাজ্যে আধিপত্য লাভের জন্য বিরোধ করিত লাগিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে 'সন্-কা-পা' নামক এক লামা ক-দম্-পা সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। অতীশ দীপঙ্কর এই সম্প্রদায়ের সহিত যোগদান করিয়া ইহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। 'ক-দম্-পা' শব্দের অর্থ—যাহারা নিষ্ঠার সহিত নিয়ম পালন করে। 'সন্-কা-পা' এই সম্প্রদায়ের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া গেলুগ্-পা (ধর্ম্মশীল) নাম দিলেন এবং 'অতীশ' নির্দ্ধারিত কঠোর তপস্যার নিয়মগুলি সংক্ষেপ করিয়া ক্রিয়াকাণ্ড পদ্ধতি বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে 'গেলুগ্-পা' সম্প্রদায় প্রধানশক্তিশালী হইয়া উঠিল। বর্ত্তমানে 'দলাই লামা' এই সম্প্রদায় ভুক্ত।

১৪০৯ খৃষ্টাব্দে 'সন্-কা-পা' লাসা নগরীর প্রায় ৩০ মাইল পূর্ব্বে একটী মঠ গো-দান (অর্থাৎ স্বর্গ) প্রতিষ্ঠা করিয়া 'ক-দম্-পা' সম্প্রদায়ের লামাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আনাইয়া ঐ মঠে আপন শিষ্যদিগের সহিত থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এবং তাহাদিগকে বিনয় পিটকের ২৩৫ নিয়মাবলী পালন করিবার উপদেশ দিলেন। তাহাদের পোষাক (আল্‌খেল্লা) ও টুপি

ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের ন্যায় হল্‌দে রঙ্গে পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন।

এই সম্প্রদায়ের লামারা টুক্‌রা টুক্‌রা কাপড় জোড়া দিয়া সেলাই করিয়া আল্‌খেল্লা প্রস্তুত করেন। এইরূপ আল্‌খেল্লা পরিধান করেন এবং হস্তে ভিক্ষাপাত্র ও প্রার্থনা করিবার জন্য বসিবার কার্পেট লইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হন। হল্‌দে রঙ্গের টুপিকে তিব্বতী ভাষায় 'সা-সের' এবং লাল বর্ণের টুপিকে 'সা-মার' কহে, 'ক-দম্‌-পা' লামারা 'অতীশে'র সময় হইতে লাল রঙ্গের টুপি ও আল্‌খেল্লা পরিধান করিতেন।

'সন্‌-কা-পা' লামা বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে 'লাম-রিম' (ক্রম-পন্থা) নামক পুস্তকখানি সর্ব্বপ্রধান। তিনি 'গে-লুগ্‌-পা' সম্প্রদায়ের পুরোহিত পদ্ধতিও রচনা করিয়াছিলেন।

১৪১৭ খৃষ্টাব্দে 'সন্‌-কা-পা' স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে মঞ্জুশ্রীর (ব্রহ্মার) অবতার রূপে পূজা করিতে লাগিলেন। গে-লুগ্‌-পা সম্প্রদায়ের লামারা তাঁহাকে 'জে-রিম্‌-পো-চে' নামে জানেন এবং তাঁহাকে 'পদ্মসম্ভব' এমন কি 'অতীশ' দীপঙ্কর অপেক্ষ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন ও মন্দিরে তাঁহার মূর্ত্তি উচ্চ আসনে স্থাপিত করেন। তাঁহাকে লামারা 'গ্যাল-ওয়া' অর্থাৎ 'জিন' এই পদবী দেন এবং তাঁহার মূর্ত্তি কবচ করিয়া পরিধান করেন।

'গে-লুগ্-পা' সম্প্রদায়ের লামারা বিশ্বাস করেন যে, মৈত্রেয় বুদ্ধের আদেশ ভারতের 'অসঙ্গ' (বৌদ্ধ ভিক্ষু যিনি ৫০০ খৃষ্টাব্দে 'যোগাচার' মত মহাযানে প্রবর্ত্তিত করেন) হইতে দীপঙ্কর ও তাঁহার শিষ্য 'ডম্-বক্সী'র মধ্য দিয়া 'জে-রিম্-পো-চে'তে আসিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের লামারা 'বজ্রধর'কে আদি-বুদ্ধ বলেন। ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে 'সন-কা-পা'র ভ্রাতুষ্পুত্র 'গে-ডুন্-গ্রুব' 'গে-লুগ্-পা' সম্প্রদায়ের মঠের মোহান্ত প্রধান লামার পদে অভিষিক্ত হইলেন, এবং ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে 'তাসি-লান্পো' মঠ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার এক সহকর্ম্মী লামা (জে-সে-রাব্-সেন-এজে-গ্যাল্-সাব-জে) ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে 'দে-পুঙ্গ' মঠ স্থাপন করিলেন। 'দে-পুঙ্গ' অর্থাৎ 'ধান্য স্তূপ'। এই মঠ ভারতীয় কলিঙ্গ দেশের বিখ্যাত তান্ত্রিক মঠের (শ্রীধান্য কটক) অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মঠে বৌদ্ধতন্ত্রের 'কালচক্র'মতের বিশেষ প্রচার হইয়া থাকে। 'দে-পুঙ্গ' মঠ 'লাসা' নগরীর তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। বর্ত্তমানে এই মঠে সাত হাজার লামা বাস করেন এবং ইহার মধ্যে 'দলাই' লামার একটী ক্ষুদ্র প্রাসাদ আছে যেখানে প্রতি বৎসর তিনি লাসা হইতে যাইয়া কিছুদিন বাস করেন। এই মঠে অনেক মোগল লামারা করে ও শিক্ষিত হয়।

'খাস-গ্রুব-জে', নামক অপর এক সহকর্ম্মী ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে 'সের-রা' নামক মঠ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই লামারা 'গে-লুগ্-পা'

সম্প্রদায়ের অন্যান্য বড় বড় মঠও স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে 'গে-ডুন-গ্রুব্' দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ঐ সালে 'জান্-পোব্-ক্রাসিস্' 'তাসি-লান্-পো' মঠের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই মঠের প্রতিদ্বন্দ্বী 'সের-রা' নামক মঠ লাসা নগরীর দেড় মাইল উত্তরে 'তা-তিপু' পর্ব্বতের গায়ে অতি রমণীয় স্থানে অবস্থিত। 'সের-রা' শব্দের অর্থ 'অনুকম্পা পূর্ণ শিলাপাত'। শিলাপাত যেমন ধান্যের ধ্বংসকারী সেইরূপ এই মঠ 'দে-পুঙ্গ' মঠের ধ্বংসকারী।

'সের-রা' মঠে প্রায় ৫,৫০০ লামা বাস করে ; তাহারা রাজশক্তি পাইবার জন্য 'দে-পুঙ্গ' মঠের লামাদিগের সহিত অনেকবার বিবাদ, কলহ করিত এবং অনেক সময় দাঙ্গা হাঙ্গামা রক্তারক্তিতে পরিণত হইত। এই মঠে তিনটী বড় মন্দির আছে। প্রত্যেকটী ৮।১০ তালা উচ্চ এবং মন্দিরের প্রত্যেক ঘরটী সোনা দিয়ে গিল্টি করা। কেহ কেহ বলেন তিব্বতী ভাষায় স্বর্ণকে 'গেস্‌র' কহে সেই কারণে এই মঠের নাম 'সের-রা'।

'সের-রা' মঠের একটী মন্দিরে একটী 'তাম-দিন-ফুবু' নামক বজ্র (দোর্জে) আছে। ইহাকে লামারা বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করেন এবং প্রতি বৎসর শোভাযাত্রা করিয়া ইহাকে লাসাতে 'দলাই' লামার 'পোটালা' নামক মঠে লইয়া যাওয়া হয় এবং 'দলাই' লামা প্রমুখ

সকল লামা মস্তক দিয়া স্পর্শ করেন। কথিত আছে যে ইহা প্রথমে ভারতে এক মহাপুরুষের নিকট ছিল পরে আকাশ মার্গে উড়িয়া গিয়া 'সের-রা' মঠের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে পতিত হয়, তৎপরে লামাদের হস্তে আইসে। এই বজ্রের অলৌকিক শক্তিদ্বারা সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন, বিপদ ও অমঙ্গল নিবারিত হয় এইরূপ বিশ্বাস সকলেরই আছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে 'গে-লুগ্-পা' সম্প্রদায়ের চতুর্থ মোহান্ত রাজা 'যন্-তান্' (Grand Lama) নামক লামার রাজত্ব-কালে চীনরাজ্যের মোগল মন্ত্রী 'চঙ্গ্-কার'এর সাহায্যে বিশেষ শক্তিশালী হন। 'কা-গ্যু', 'নিন্-মা' প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লামা-দিগকে জোর করিয়া নিজ সম্প্রদায় ভুক্ত করান এবং তাহাদিগের হল্‌দে রঙ্গের টুপি পরিধান করিতে বাধ্য করেন।

১৬৪০ খৃষ্টাব্দে গে-লুগ্-পা সম্প্রদায়ের পঞ্চম মোহান্ত রাজা 'নাগ-ওয়ান-লো-জাঙ্গন্যাৎ সো'র (Grand Lama) অনুরোধে মোগল সম্রাটের যুবরাজ 'গুশরি খাঁ' তিব্বত জয় করেন এবং তাঁহাকে জিত রাজ্য দান করেন। এইরূপে নাগ-ওয়ান-লো-জাঙ্গ সমস্ত তিব্বতের মহারাজা হন এবং ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাট্ তাঁহাকে সমর্থন করিয়া 'দলাই লামা' আখ্যা দেন। মোগল শব্দ 'দলাই' অর্থে 'সমুদ্রের ন্যায় মহান্'। তিব্বতে লামাদিগের মধ্যে কিন্তু এই শব্দ প্রচলিত নহে। তাঁহারা দলাই লামাকে "গ্যাল-ওয়া-

রিন্‌পো-চে” অর্থাৎ “রাজ প্রতাপশালী মহারত্ন”—এই পদবী দিয়া থাকেন।

সেই অবধি অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ের মঠগুলি তাঁহার অধীনে আসিল ; ক্রমশঃ তিনি বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরে অবতার হইলেন। লামা ধর্ম্মে বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর হিন্দুদিগের যমরাজের ন্যায় মনুষ্যের ভাগ্য বিধাতা এবং প্রেতাত্মার পুনর্জন্ম বিধান কর্ত্তা।

১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে এই লামা মহারাজা লাসা নগরীতে একটী পর্ব্বতের উপর ‘পোটালা’ নামক সুবৃহৎ মঠ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় আপনার রাজসিংহাসন বসাইলেন। অদ্যাপি সেই সিংহাসনে তাঁহার উত্তরাধিকারী ‘দলাই লামা’ মহারাজাগণ বসিয়া রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন। ‘পোটালা’ প্রাসাদ নয়-তলা উচ্চ অট্টালিকা—দেখিতে অতি রমণীয়। ইহার বাহিরের দেওয়াল সমুদয় ঘোর লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত এবং ‘মারপো-রি’ নামক লাল পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

লাসা নগরীতে একটী প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির আছে ; ইহাকে ‘জে-খাঙ্গ’ বলে। ইহাতে পঞ্চধাতু নির্ম্মিত বুদ্ধ দেবের মূর্ত্তি আছে। তিব্বতী ভাষায় এই মূর্ত্তির নাম ‘জে-ভোরিন্‌-পোচে।’ কথিত আছে যে এই মূর্ত্তি বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় মগধে নির্ম্মিত হয়। বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্র কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন।

কথিত আছে যবনরা যখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিল সেই

সময়ে চীন সম্রাট্ মগধের রাজাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মগধের রাজা সেই উপকারের বিনিময়ে এই মূদ্ধমূর্ত্তি চীন সম্রাট্‌কে উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। চীন সম্রাট্ 'তেইৎসুঙ্গ' যখন তিব্বতের রাজা 'স্রন্ সান-গাম্বো'কে তাহার কন্যার (ওয়েঙ্গ চাঙ্গ) সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন সেই সময়ে 'ওয়েঙ্গ চাঙ্গ' এই বুদ্ধমূর্ত্তিটী লাসাতে লইয়া আসেন। 'স্রন্-সান্-গাম্বো' এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এই মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির মস্তকে যে বহুমূল্য মুকুট আছে তাহা 'সন্-কা-পা' কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল।

তিব্বতে রোগ ও চিকিৎসা

তিব্বতে বাংলাদেশের ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর নাই। লামা-বৈদ্যশাস্ত্র হিন্দুদিগের চরক ও সুশ্রুত হইতে গৃহীত। সুশ্রুতে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র ও রাসায়নিক যন্ত্র বর্ণিত আছে তাহা বর্ত্তমা ভারতে ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু সেইগুলি চীন, তিব্বত ও মোঙ্গল দেশের বৈদ্য চিকিৎসকেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিব্বতীরা দেশীয় জড়ি বুটি দ্বারা উৎকট রোগ দূর করিতে পারে এরূপ প্রবাদ আছে। অস্ত্র চিকিৎসাতেও তিব্বতীরা বিশেষ খ্যাতি-লাভ করিয়াছে। এই চিকিৎসা তাহারা চীন দেশ হইতে শিক্ষা করিয়াছে।

তিব্বতে বসন্ত রোগের (Small-pox) প্রভাব অধিক, কিন্তু

কুরুক্ষেত্র—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হ্রদ। [পৃঃ—৩১৪

ইহার প্রতিকার বিষয়ে তিব্বতী বৈদ্যেরা অনভিজ্ঞ। তাহারা টীকা দেয় না। চীন দেশের প্রথানুযায়ী তিব্বতীরা বসন্ত রোগের বীজ কোন সবল বালকের অঙ্গ হইতে গ্রহণ করিয়া কর্পূরের সহিত মিশাইয়া একটী নল দ্বারা নাসিকার মধ্যে ফুঁ দিয়া প্রবেশ করাইয়া দেয়। পানি-বসন্তের জন্য কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। ইহা সময়ে আপনি আরোগ্য হয়।

ক্ষিপ্তশ্বদংশরোগ (Hydrophobia) তিব্বত, চীন ও মোঙ্গল দেশে বিশেষ প্রবল। তিব্বতীদিগের বিশ্বাস যে, এই রোগের লক্ষণ কুকুরের গায়ের রং অনুসারে সাতদিন হইতে আঠার দিনের মধ্যে প্রকাশ পাইবে। তাহারা এই রোগের যেরূপ চিকিৎসা করে তাহা বিশেষ ফলপ্রদ। প্রথমতঃ ক্ষত স্থানের চারি অঙ্গুলি উপরে পট্টী বাঁধিয়া ক্ষত স্থান হইতে শিঙ্গার ন্যায় বাটি যন্ত্রদ্বারা বিষ টানিয়া বাহির করিয়া ফেলা হয়। তৎপর সেই স্থান হইতে রক্তস্রাব করান হয়। পরে তপ্ত লৌহ দ্বারা রোগদুষ্ট মাংস দগ্ধ করা হয় এবং একপ্রকার মলম লাগান হয়। এই মলমে ঘৃত, হলুদ, মৃগনাভি ও বিষাক্ত গাছের শিকড় মিশ্রিত থাকে।

গলগণ্ড রোগ দক্ষিণ তিব্বত, নেপাল, ভুটান, সিকিমে অনেকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তুষার নদীর বরফ গলা জল ও চুর্ণময় জল পান করিলে এই রোগ হইয়া থাকে। এই গলগণ্ড রোগ ছয়

প্রকার। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা তিব্বতী বৈদ্যেরা করিয়া থাকে।

তিব্বতে বিষাক্ত সর্প কোন কোন উপত্যকায় আছে। সর্প দংশনের চিকিৎসা কুকুর দংশনের চিকিৎসার তুল্য। বিশেষ এই যে, ক্ষত স্থানটী দুগ্ধ, দধি, অথবা উষ্ট্র দুগ্ধ দ্বারা ধৌত করান হয়। কথিত আছে যে, সর্প যদি উষ্ট্রকে দংশন করে তাহা হইলে সর্প মরিয়া যাইবে কিন্তু উষ্ট্রের কোন ক্ষতি হইবে না। সর্পদষ্টরোগীকে দেশীয় ঔষধ সেবন করান হয়। তিব্বতে 'লালোস্' নামে এক জাতি আছে তাহারা চীনে ও জাপানীদিগের ন্যায় সর্প রন্ধন করিয়া ভোজন করে। কিন্তু তাহারা সর্পের মস্তক ও ল্যাজ ফেলিয়া দেয়।

তিব্বতে সন্ন্যাস রোগ (Apoplexy) অনেকের হইয়া থাকে। এই রোগের ঔষধ ও চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

কুষ্ঠরোগ তিব্বতীদিগের মধ্যে প্রবল। ইহা অষ্টাদশ প্রকার। প্রত্যেকের পক্ষে বিভিন্ন ঔষধ ও চিকিৎসা আছে।

উদরী বা শোথরোগ দক্ষিণ ও পূর্ব্ব তিব্বতে বিশেষ প্রবল। ইহা দ্বাদশ প্রকার। অস্থি ভস্ম এই রোগের পক্ষে উপকারী অন্যান্য দেশীয় ঔষধ দ্বারা এই রোগের উপশম হয়।

উদরাময় ও অজীর্ণ (Dyspepsia) তিব্বতীদিগের মধ্যে অত্যন্ত সাধারণ। ইহা ত্রি-চত্বারিংশ প্রকার। তিব্বতীদিগের দন্তরো

জল বায়ুর দোষে অল্প বয়সেই উৎপন্ন হয় এবং কোন কোন স্থানে ত্রিশ বৎসর বয়সে একটীও দন্ত থাকে না।

তিব্বতী ক্রীড়া

কুস্তি, ধনুর্বিদ্যা, পোলো, ঘোড় দৌড়, পাশা, সতরঞ্চ, ছক্কা পাঞ্জা প্রভৃতি ক্রীড়া গৃহস্থী তিব্বতীরা খেলিয়া থাকে। সন্ন্যাসী লামারা নৃত্য, গীত, স্বর্গ ও নরক প্রাপ্তির ভাগ্য পরীক্ষা খেলা করিয়া থাকেন।

নব বর্ষারম্ভের দিন, বুদ্ধের জন্মদিন, গৃহত্যাগের দিন, পরি-নির্ব্বাণের দিন বিশেষ মেলা হইয়া থাকে। সেই সময়ে বড় বড় মঠে ও মন্দিরে অনেক লোকের সমাগম হয় এবং নানা প্রকারের নাচ তামাসা হইয়া থাকে। ভূত, প্রেতের নানা প্রকারের মুখোশ এবং নর কঙ্কালাঙ্কিত পোষাক পরিধান করিয়া লামারা নৃত্য গীত করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। বন্ধু বান্ধবদিগকে লইয়া বন ভোজন করিবার প্রথা তিব্বতে বিশেষ প্রবল। সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় তিব্বতীরা হিন্দুদিগের ন্যায় পূজা পাঠ করিয়া থাকে।

লামাদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া

তিব্বতে রোগীর মৃত্যু হইলে সন্ন্যাসী লামা ব্যতীত অন্য কাহাকেও মৃতদেহ ছুঁইতে দেওয়া হয় না। রোগীর নাড়ী অথবা

নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইলেও যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার আত্মা দেহত্যাগ করিয়াছে এরূপ বিশ্বাস তিব্বতী দিগের মধ্যে নাই। তিব্বতী দিগের বিশ্বাস যে প্রেতাত্মা (নাম শে) মৃতদেহের মধ্যে অন্ততঃ তিন দিন পর্য্যন্ত থাকে। সেই জন্য মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শবদেহের সৎকার করা মহাপাপ বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু উন্নত সিদ্ধ যোগী লামাদিগের আত্মা নিশ্বাস শেষ হইলে দেহত্যাগ করিয়া "গদন" অথবা "তুষিত" নামক স্বর্গে গমন করে।

সাধারণ লোকের মৃত্যু হইলে 'পোবো' লামা যিনি মৃতদেহ হইতে আত্মাকে বাহির করিতে জানেন তাঁহাকে আহ্বান করা হয়। তিনি আসিয়া মৃতদেহ যে ঘরে থাকে তাহাতে প্রবেশ করিয়া দরজা, জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া একাকী শবের নিকট বসিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জণী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মৃতদেহের মস্তকের উপরিভাগ হইতে ৩।৪ গাছি চুল সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলেন। কখন কখন ছুরিকা দ্বারা মস্তকের চর্ম্ম একটু কাটিয়া দেন। ইঁহাদের বিশ্বাস যে ঐ লোমকূপের ছিদ্র-দ্বার দিয়া শবদেহের মধ্যে আবদ্ধ আত্মা বাহির হইলে আত্মার উর্দ্ধ-গতি হয়; নতুবা দেহের অন্য দ্বার দিয়া আত্মা বাহির হইলে তাহার অধোগতি হয়। পরে ঐ লামা মন্ত্রদ্বারা সেই আত্মাকে সদ্‌গতির পথে বিঘ্নকারী ও বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া স্বর্গে 'অমিতাভ' বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করেন। এই ক্রিয়া করিতে প্রায় একঘণ্ট

কাল লাগে। যতক্ষণ না ঐ লামা স্থির করিয়া বলিতে পারেন যে মৃতব্যক্তির আত্মা দেহের কোন্ দ্বার দিয়া বাহির হইয়াছে। ততক্ষণ শোকার্ত্ত আত্মীয়গণ শবদেহের নিকট যায় না।

এই ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে ঐ লামা দক্ষিণা স্বরূপ অর্থ, গো, য়্যাক (চামরীগাই) ভেড়া, অথবা ছাগল পাইয়া থাকেন। তৎপর জ্যোতির্ব্বিদ্ লামা মৃতব্যক্তির কুষ্ঠী দেখিয়া তাহার জন্মতিথি ও বয়স স্থির করিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যবস্থা দেন। যদি কোন আত্মীয় সেই তিথি ও নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে তাহাকে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে যোগদান করিতে দেওয়া হয় না। কারণ ইহাদের বিশ্বাস যে প্রেতাত্মা সেই আত্মীয়ের ঘাড়ে চাপিবে। এই জ্যোতির্ব্বিদ্ লামাও উক্ত প্রকার দক্ষিণা পাইয়া থাকেন।

সাধারণতঃ তিব্বত ও মঙ্গোলিয়াতে সকল অবস্থার লোকের মৃত দেহ তিন দিন অতি যত্নের সহিত ঘরের এক কোনে সাদা কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া বসাইয়া রাখে এবং আত্মীয় স্বজন আসিয়া শবদেহ দর্শন ও পরিক্রম করিতে করিতে আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করে ও হস্তে "মণি যন্ত্র" ঘুরাইতে থাকে। শবদেহের মস্তকের নিকট পাঁচটী ঘৃত প্রদীপ সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকে এবং উহার সম্মুখে একটী পরদা ঝুলান থাকে। ইহার মধ্যে প্রেতাত্মাকে আহার্য্য ও পানীয় চা অথবা 'ছাং' সুরা, এমন কি তামাকু পর্য্যন্ত রীতিমত আহারের সময়ে নিবেদন করা হয়। ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য

পরে কেহ ভোজন করে না। উহা ফেলিয়া দেওয়া হয়, কারণ ইহাদের বিশ্বাস যে উহার সারাংশ প্রেতাত্মা গ্রহণ করিয়াছে। অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা ভক্ষণীয় নহে। ইহাদের আরও বিশ্বাস যে, প্রেতাত্মা নিজ আত্মীয়দিগের নিকট ৪৯ দিন পর্য্যন্ত ঘুরিতে থাকে। সেই জন্য তাহার পাত্রে প্রত্যহ চা, ছাং ও খাদ্যদ্রব্য—ঘি, ছাতু প্রভৃতি দেওয়া হয় এবং ধূপ জ্বালান হয়।

চতুর্থ দিবসের প্রাতে ঐ শব বাহিরে আনিয়া নিকটবর্ত্তী শ্মশানে বা গোরস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। সেই সময়ে লামারা জোরে ডমরু বাজাইতে থাকে এবং আত্মীয়েরা শবের খাটের সহিত সংলগ্ন কাপড় ধরিয়া পশ্চাতে গমন করে এবং শ্রদ্ধার সহিত দীর্ঘ প্রণাম করিতে থাকে। দুই জন চা ও খাদ্য লইয়া যায়। প্রধান লামা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তে ডমরু ও বামহস্তে ঘণ্টা বাজায়। শ্মশানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে পথে কোন স্থানে শব নামান অমঙ্গল সূচক। যদি কোন কারণ বশতঃ পথে নামাইতে হয়, তাহা হইলে সেই স্থানেই শবের সৎকার করা নিয়ম।

লাসা সহরের নিকট 'ফাবোঙ্গ্কা' ও 'সেরাশার' নামক দুইটী গোর স্থান আছে। প্রথমটীতে শবকে লইয়া যাইলে মঠের লামাদিগকে চা পান করিবার জন্য তিন টাকা দিতে হয়। দ্বিতীয়টীতে লইয়া যাইলে শ্মশান রক্ষককে এক টাকা ও মৃতব্যক্তির বস্ত্রাদি ও বিছানা দিতে হয়।

তিব্বতে প্রত্যেক শ্মশান বা গোর স্থানে একটী বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড আছে। তাহার উপর শবদেহকে উলঙ্গ করিয়া উপুড় করিয়া শোয়ান হয়। পরে একজন জল্লাদ লামা আপাদ মস্তক দাগ দিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে বৃহৎ তরবারী দিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া শবদেহকে কাটিয়া ফেলে। পরে ঐ সকল টুকরা শকুনি, গৃধিণী (তানকার) ও কুকুরদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। অবশেষে মস্তকটী চূর্ণ করিয়া মস্তিষ্ক ও হাড়ের সহিত মিশাইয়া তাহাদিগকেই খাওয়ান হয়।

তৎপরে একটী নূতন মৃৎপাত্রে ঘুঁটের আগুন জ্বালাইয়া তাহাতে ঘৃত ও যবের ছাতু মিশাইয়া পোড়ান হয়। ঐ পাত্রটী যে দিকে প্রেতাত্মা গিয়াছে শ্মশানের সেই দিকে রাখা হয়। তৎপরে সকলে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া আহারান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করে।

সাধারণতঃ সকলের জন্য উক্ত শব কর্ত্তন প্রথা তিব্বতে প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রধান প্রধান লামাদিগের মৃতদেহ অগ্নিতে ভস্মসাৎ করা হয় এবং ঐ ভস্ম ও অস্থি সংগ্রহ করিয়া 'ছর্ত্তেনে' রক্ষিত হয়। বোধিসত্ব তুল্য মহাত্মা লামাদিগের মৃতদেহকে মিশর দেশের প্রথার ন্যায় (Egyptian mummy) 'মামি' করিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা তাম্রের 'ছর্ত্তেনে' ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ মূর্ত্তির ন্যায় মন্দিরে রক্ষিত হয় এবং নিত্য পূজা, ভোগ, আরতি করা হয়।

দলাই ও তাসি লামাদিগের দেহত্যাগ হইলে সাতদিন সমস্ত

আফিস্ বাজার বন্ধ থাকে। একমাস স্ত্রীলোকেরা নূতন বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরিধান করে না, অন্যান্য লামারা দশদিন শোক করে। সেই সময়ে ক্ষৌরকার্য্য ও মস্তকে টুপি পরা নিষিদ্ধ।

মঠের মোহান্ত দেহত্যাগ করিলে অন্যান্য আত্মীয় অথবা বন্ধুদিগের মধ্যে শোক প্রকাশ করা হয়। ধনী সম্ভ্রান্ত তিব্বতীর পিতা মাতা দেহত্যাগ করিলে, সে এক বৎসর বিবাহ অথবা কোন আমোদ প্রমোদে যোগদান করে না এবং দূরদেশে যাত্রা করে না।

সিকিমের বৌদ্ধ লামারা শবদেহকে শ্মশানে দাহ করিয়া হিন্দু-দিগের প্রথানুযায়ী চিতা জল দ্বারা নির্ব্বাপিত করে। ভস্মগুলি সংগ্রহ করিয়া নদীতে ফেলা হয় এবং একটী পাত্রে অস্থি সংগ্রহ করিয়া 'ছর্ত্তেনে' প্রোথিত করা হয়। সিদ্ধযোগী লামাদিগের অস্থি চূর্ণ করিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করা হয়, পরে ছোট ছোট ছর্ত্তেনের ছাঁচে গঠন করা হয় এবং উহা কোন মন্দির অথবা মঠে রক্ষিত হয়।

মৃত্যুর পর সপ্তম দিবসে 'তেন-জুঙ্গ' নামক শ্রাদ্ধ করিয়া আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, ও প্রতিবেশীদিগকে ভোজন করান হয়। সন্ধ্যাকালে তান্ত্রিক লামা আগন্তুক ভূত, প্রেত ও অমঙ্গলকারী আত্মাদিগকে মন্ত্র দ্বারা তাড়াইয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে।

কুরুক্ষেত্র—শ্রীকৃষ্ণ যথায় অর্জ্জুনকে
গীতা শুনাইয়াছিলেন বটবৃক্ষ।

পৃঃ — ৯১৫
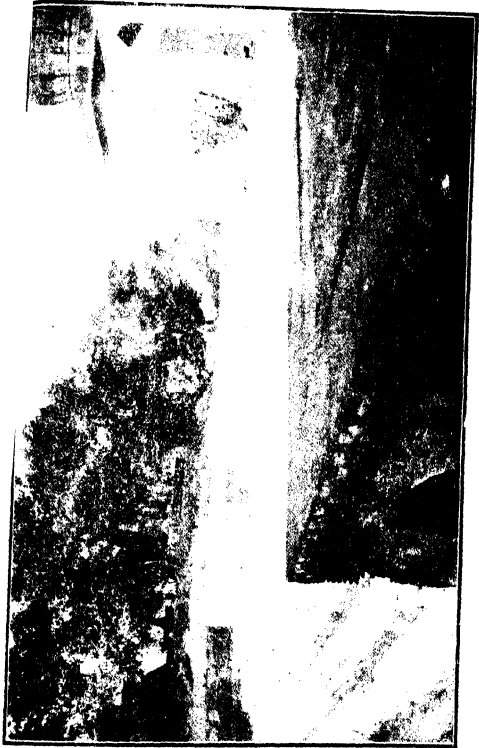
মহাপুরুষ যীশুর জীবনী

(হিমিস্ মঠের পুঁথিতে যেরূপ বর্ণিত আছে)

১

১। ইজরেল বংশধর ইহুদীরা যে মহৎ পাপ কার্য্য করিয়াছে তাহা জানিয়া পৃথিবী কম্পিত হইল এবং দেবগণ স্বর্গলোক হইতে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

২। কারণ তাহারা যে মহাপুরুষ ঈশার মধ্যে বিশ্বাত্মা বিরাজমান ছিলেন তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিয়াছে।

৩। বিশ্বাত্মা সাধারণের উপকার ও তাহাদের পাপ চিন্তা দূর করিবার জন্য তাঁহার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

৪। এবং পাপী দিগকে শান্তি, সুখ ও ভগবৎ প্রেম দিবার জন্য ও ঈশ্বরের অসীম করুণা স্মরণ করাইবার জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

৫। এই সংবাদ ইজরেল দেশীয় বণিকগণ এদেশে আসিয়া এইরূপ বর্ণন করিয়াছে।

২

১। ইজরেল জাতিরা বসতি করিত অতি উর্ব্বরা ভূমিতে যথায় বৎসরে দুইবার ফসল হইত ; এবং তাহাদের অনেক ভেড়া

ও ছাগলের পাল ছিল। তাহারা পাপকর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের ক্রোধ উৎপন্ন করিয়াছিল।

২। সেই কারণে ঈশ্বর তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লন এবং মিশর দেশের প্রতাপশালী সম্রাট্ ফেরাওএর দাসত্বে তাহা-দিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

৩। কিন্তু সম্রাট্ ফেরাও ইজরেলের বংশধর দিগের প্রতি পাশবীক অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, তাহাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া এবং গ্রাসাচ্ছাদনে বঞ্চিত করিয়া কঠোর পরিশ্রমে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

৪। যাহাতে তাহারা সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকে এবং মনুষ্য বলিয়া পরিচয় না দিতে পারে।

৫। ইজরেলের সন্তান সন্ততিগণ এইরূপে মহাকষ্টে পড়িয়া তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের রক্ষাকর্ত্তা জগৎ পিতাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার কৃপা ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল।

৬। সেই সময়ে এক সুবিখ্যাত দিগ্বিজয়ী ও ঐশ্বর্য্যশালী ফেরাও (Pharaoh) মিশর দেশের সম্রাট্ হইয়াছিলেন তাঁহার প্রাসাদগুলি কৃতদাসেরা নিজ হস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

৭। এই ফেরাওএর দুই পুত্র ছিল। ইহাদের কনিষ্ঠের নাম ছিল 'মোসা'। ইনি বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া-ছিলেন।

৮। এবং ইনি আপন সচ্চরিত্র গুণে ও দুস্থের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন।

৯। ইনি দেখিলেন যে, ইজরেলের বংশধরগণ অসীম কষ্ট সহ্য করিয়া ও জগৎ পিতার প্রতি বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মিশর দেশীয় জন গণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাদিগের পূজায় প্রবৃত্ত হয় নাই।

১০। "মোসা" এক অখণ্ড জগদীশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করিতেন।

১১। ইজরেল দিগের শিক্ষাদাতা পুরোহিতগণ মোসার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে তিনি যদি তাঁহার পিতা সম্রাট্ ফেরাওকে তাহাদের সহধর্ম্মী দিগের সাহায্যার্থ অনুরোধ করেন তাহা হইলে সকলের মঙ্গল হইবে।

১২। 'মোসা' তাহার পিতাকে অনুরোধ করিলে তাহার পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ক্রীতদাস ন্যায় প্রজাদিগের উপর অধিকতর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৩। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মিশর দেশে মহামারী আসিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা ধনী দরিদ্র সকলকে মৃত্যু মুখে প্রেরণ করিতে লাগিল। তখন সম্রাট্ ফেরাও ভাবিলেন যে তাঁহার কার্য্যে দেবতারা ক্রুদ্ধ হইয়া এই প্রকার শাস্তি দিতেছেন।

১৪। সেই সময়ে 'মোসা' তাঁহার পিতাকে বলিলেন যে, জগৎপিতা অত্যাচার ভোগী দুঃখী প্রজাদিগের প্রতি কৃপা করিবার জন্য মিশরবাসীদিগকে শাস্তি দিতেছেন।

*   *   *   *   *

৩

ক্রমে জগৎপিতার কৃপায় ইজরেল বংশধর দিগের শ্রীবৃদ্ধি ও স্বাধীনতা আসিতে লাগিল।

১। জগৎপিতা জগদীশ্বর পাপীদিগের প্রতি অশেষ করুণা প্রকাশ করিয়া স্বয়ং মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিলেন।

২। সেই অবতার পুরুষ মূর্ত্তমান হইয়া অনাদি অনন্ত নিস্ক্রিয় পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র আত্মারূপে

৩। জীবকে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইবার ও অনন্ত সুখ লাভ করিবার উপায় দেখাইবার জন্য

৪। এবং নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা যাহাতে জীব নৈতিক পবিত্রতা লাভ করিতে পারে এবং স্থূল দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে ও যে জগৎপিতার স্বর্গে অনন্ত সুখ সর্ব্বদা বিরাজমান তথায় গমন করিতে পারে তাহা শিক্ষা দিবার জন্য মানব শরীর ধারণ করিয়া

৫। ইজরেলের দেশে এক অপূর্ব্ব সন্তানাকারে অবতীর্ণ হইলেন। এই শিশুর মুখ দিয়া জগদীশ্বর, দেহের অনিত্যতা ও আত্মার মহিমা বলিতে লাগিলেন;

৬। এই শিশুর পিতামাতা দরিদ্র কিন্তু অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ

পবিত্র বংশজাত ছিলেন। তাহারা ঈশ্বরের নাম ও মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য পার্থিব সম্পদ তুচ্ছ করিয়াছিলেন এবং জগদীশ্বর তাহাদিগকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া পরীক্ষা করিতেছেন এইরূপ বিশ্বাস করিতেন।

৭। জগদীশ্বর তাহাদের সহিষ্ণুতার পুরস্কার দিবার জন্য এই প্রথমজ শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পাপী-দিগকে উদ্ধার করিবার জন্য এবং অসুস্থ দিগকে আরোগ্য করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

৮। এই দেব শিশুর নাম হইল ঈশা। ইনি শৈশবকালে অখণ্ড জগদীশ্বরের প্রতি যাহাতে ভক্তি শ্রদ্ধা হয় তদ্বিষয়ে জন সাধারণকে অনুরোধ করিতেন এবং পাপীদিগকে পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া অনুতাপ করিতে বলিতেন।

৯। এই শিশুর মুখে জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিত এবং ইজরেল বংশধরগণ একবাক্যে স্বীকার করিত যে অনাদি অনন্ত পরমাত্মা এই শিশুর মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। (অবশিষ্টাংশ ২৮৩—২৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে)

The Honarary secretary of Buddha society of Bombay writes; "A recent New york despatch Says, that Prof. Roerich, a well known Archeologist, who is Conducting an American

expedition to Central Asia, announces that he has found manuscripts in a Buddhist monastery in Tibet describing the visit of Jesus christ to India to study Buddhism. Jesus Christ travelled through India preaching and returned to Jerusalem when he was 29 years of age.

There are not a few scholars who think that Christianity originated fron Buddhism.

সমাপ্ত

Works of Swami Abhedananda

Excellent Get up

	Rs.	A.	P.
How to be a Yogi (American Edition)	3	0	0
Nine Lectures Part I.	3	0	0
Divine Heritage of Man.	2	0	0
Self-knowledge	1	8	0
Great Saviors of the World Vol I.	1	8	0
Re-incarnation (American Edition)	2	0	0
Philosophy of Work ,, ,,	1	12	0
Spiritual Unfoldment ,, ,,	1	12	0
Lectures and Addresses of Swami Abhedananda (in India)	2	4	0
Lectures at Jamshedpur	0	12	0
Human Affection and Divine Love (cloth)	1	0	0
Do paper	0	8	0
Swami Vivekananda and his Work	0	2	0
What is Vedanta	0	3	0
Swami Abhedananda in India	0	8	0
India and Her People (Half cloth)	1	12	0
Do (Paper)	1	8	0
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	0	6	0
আত্মবিকাশ	0	8	0
স্তোত্র রত্নাকর	0	6	0
স্বামী অভেদানন্দ (জনৈক ভক্ত কর্তৃক লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনী)	0	5	0
বেদান্ত বাণী	0	5	0

হিন্দুধর্ম্মে নারীর স্থান	0	3	0
Christian Science and Vedanta	0	5	6
Doctrine of Karma	0	3	0
Unity and Harmony	0	5	6
Religion of the Twentieth Century	0	3	0

Single Lectures at Anna One and Pies Six only

1. Does the Soul exist after Death
2. Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity ?
3. The Motherhood of God
4. Divine Communion
5. Why a Hindu is a Vegetarian ?
6. Philosophy of Good and Evil
7. Cosmic Evolution and its Purpose
8. The Scientific Basis of Religion
9. Woman's place in Hindu Religion
10. The Word and Cross in Ancient India
11. Religion of the Hindus
12. The Relation of Soul to God
13. Way to the Blessed life
14. Simple Living

etc. etc.

Photos and Block-Prints

No.		Rs.	A.	P.
1.	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব (ছোট) (ফ্র্যাঙ্ক ডোরাকের তৈলচিত্র হইতে)	0	14	0
2.	ঐ (বড়)	1	4	0
3.	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব (ধ্যানস্থ)	0	14	0
4.	স্বামী অভেদানন্দ (পরিব্রাজক)	1	8	0
5.	স্বামী অভেদানন্দ (১৮৮৬ গৃহীত—বরাহনগর মঠে—কালী তপস্বী)	0	12	0
6.	স্বামী বিবেকানন্দ (ধ্যানস্থ)	0	12	0
7.	স্বামী অভেদানন্দ (ধ্যানস্থ—বড়)	1	4	0
8.	ঐ (ধ্যানস্থ—ছোট)	0	12	0
9.	শ্রীশ্রীমা—সারদা দেবী (বড়)	1	12	0
1.	Ramakrishna Paramahamsa (Small size) (From Frank Dvorak's oil painting)	0	14	0
2.	Do (Big size)	1	4	0
3.	Ramakrishna Paramahamsa Deb (Meditation posture)	0	14	0
4.	Swami Abhedananda (Paribrajak)	1	8	0
5.	Do (Taken in 1886 just after passing away of Ramakrishna Deb)	0	12	0

মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট	
৯এ ৺দীনবন্ধু চৌধুরী	১৲
৯সি বিজয়কুমার ঘোষ	১৲
৯ডি অঞ্জলী ঘোষ	১৲
১২ অম্বিকা হালদার	॥০
১২।১ শচীন্দ্রকুমার সিংহ	॥০
,, কালী মৈত্র	॥০
,, ডাঃ মনোমোহন চ্যাটার্জ্জী	॥০
১৩এ ডাঃ পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲
১৪ পরিতোষ মজুমদার	১৲
১৫ অমল সিংহ	২৲
১৫এ বন্দে মাতরম্	২৲
১৬।২ "মদন মোহন"	১৲
১৮ চন্দ্রলেখা ঘোষ	॥০
২০ দয়ানন্দ চৌধুরী	১৲

মন্মথ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীট	
১এ অনাথবন্ধু জ্যোতির্ভূষণ	।০
১সি অম্বিকা দাস	॥০
২এ আর, সি, দত্ত	১৲
২বি অনিলকুমার সেন	১৲
৪এ কালী চরণ মিত্র	১৲
৪বি রবীন পাল	১৲
,, করুণা বালা মিত্র	১৲

রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট	
৩৫বি নরেশ ভৌমিক	১৲
৩৫এফ. গোপীনাথ বসু	১৲
৬১ বেচুলাল সাহা	১৲

৭৯।২এ ডি, ব্যানার্জ্জি	২৲
৭৯।২বি কে, এল, চ্যাটার্জ্জি	১৲
৭৯।২সি শৈলেন ব্যানার্জ্জি	১৲
৭৯।২ডি কল্যাণ সর্ব্বাধিকারী	১৲
৭৯।২ই কে, সি, মজুমদার	১৲
৭৯।২।১৯ মাধব ভবন	১৲
৭৯।২।৩এ ডাঃ গৌরপদ রায়	॥৹
৭৯।২।৩বি কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র	॥৹
৭৯।২।৩সি এ, কে, গুপ্ত	১৲
৭৯।২।৪।সি বি কে ঘোষ	২৲
৭৯।৩এ গোবিন্দ দাস	১৲
৭৯।৩বি বিমান চ্যাটার্জ্জি	২৲
৭৯।৩।১এ বীরেন মৌলিক	১৲
,, এন, ভৌমিক	১৲
৭৯।৩।২ জিতেন্দ্র মজুমদার	॥৹

৭৯।৩.২এ সন্তোষ চৌধুরী	১৲
,, ৺ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ রায়	॥৹
৭৯।৩।২এ ১· খগেন্দ্র নাথ ঘোষ	॥৹
৭৯।৩।২এ ৩ নীলরতন ঘোষাল	১৲
৭৯।৩ ২এ।৪ মন্মথ রায়	॥৹
৭৯।৩।২এ।৫ এস, চৌধুরী	১৲
৭৯।৩ ২এ।১৭ শৈলেশ চৌধুরী	।৹
৭৯।৪।২সি নীরেন বসু	১৲
৭৯ ৪।২ডি মনীন্দ্র নাথ মিত্র	২৲
,, উমাপদ ভট্টাচার্য্য	॥৹
৭৯।৪।৩ই ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত	১৲
৭৯।৫।২বি প্রভাষ কুমার ঘোষ	১৲

রামধন মিত্র লেন

২এ তারক মজুমদার	২৲
,, সুশীল ঘোষ	॥